পারস্য ইতিহাস।

পারস্য ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায়
অনুবাদিত।

৺ গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺ নিলমনি বশাক কর্তৃক
প্রণীত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধিত হইয়া
দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

1872.

বেঙ্গল প্রিন্টিং কোং।

নির্ঘণ্ট ॥

প্রথম খণ্ড ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ।

পারস্য ইতিহাস।

প্রথমখণ্ড।

গ্রন্থ সূচনা।

কাশ্মীর নগর ধাম খ্যাত বসুমতী।
টোগ্রল্‌বি নামে তথা ছিলেন ভূপতি॥
পুণ্য শীল নৃপতির এক বংশধর।
ফর্খরাজ আখ্যাতে বিখ্যাত গুণাকর॥
আর এক কন্যাছিল ধন্যা মহীতলে।
রূপের তুলনা তাঁর নাহি কোন স্থলে॥
নানা গুণবতী সতী নাম ফর্খনাজ।
কিকব বদনে যার মদন সমাজ॥
সুরঙ্গী কুরঙ্গী নেত্র ভ্রুভঙ্গী সুঠাম।
হরিণাক্ষী হেরে যারে ঘেরেতারে কাম॥
রূপসীর রূপ গুণ কিকব বিশেষ।
লেখনী লিখিতে নারে তার গুণ লেশ॥
শিকারে কৌতুকী সদা সুন্দরীর মন।
মৃগয়ায় প্রায় তাই করিত গমন॥
যখন যাইত বনে নৃপতি নন্দিনী।
সঙ্গেতার অনুবর্ত্তি শতেক বন্দিনী॥
বীর সুতা বীরবেশে তীরলয়ে করে।
আরোহিয়া ধবল সবল অশ্বোপরে॥
যখন পবন বেগে করিত গমন।
শোভাতার চমৎকার না যায় বর্ণন॥
সখীগণ মধ্যে যায় নৃপবর বালা।
তারামাঝে সাজে যেন পূর্ণ শশিকলা॥
যাহারে কটাক্ষে হেরে চিত্ত হরেতার।
চিত্রের পুতুল প্রায় সবে শবাকার॥

পরম রূপসী রূপ হেরি প্রজাগণ।
নিকট যাইতে সবে করে আকিঞ্চন॥
যম সম খোজাগণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী।
অগ্রসর যেই হয় বধে প্রাণ তারি॥
তথাপি রক্ষক গণে ভয় নাহি করে।
বাসনা কন্যার আগে সবে তারা মরে॥
ভূপতি ভাবিল দেশে বিভ্রাট ঘটিল।
কন্যার রূপেতে প্রজা অনেকে মরিল॥
হইল রাজার শোক প্রজার কারণ।
কুমারীর বনে যাওয়া করিল বারণ॥
অন্তঃপুরে থাকে বালা পিতার আজ্ঞায়।
তাহাতে প্রজারা আর দেখিতে না পায়॥
তথাপি অদ্ভূত রূপ না ঢাকে তাহার॥
দেশ দেশান্তরে যশ হইল প্রচার॥
কত শত রাজা আর রাজ পুত্রগণ।
কন্যাকাঙ্ক্ষী হয় রূপ করিয়া শ্রবণ॥
অল্পকালে শব্দ হয় কাশ্মীর পুরীতে।
আসিছে ঘটক গণ সম্বন্ধ করিতে॥
কিন্তু পূর্ব্বে নৃপবালা শয়নের কালে।
দেখিয়াছে স্বপ্নেমৃগ পড়িয়াছে জালে॥
প্রাণ পনে মৃগী তারে করিয়া উদ্ধার।
সেই জালে আপনি পড়িল পুনর্ব্বার॥
পলাইল মৃগ তারে না করিয়া ত্রাণ।
সকাতরা কুরঙ্গিনী হারাইল প্রাণ॥

স্বপ্ন দেখি নৃপ সুতা পাইয়া চেতন।
বিচারিল সত্য নহে কুরঙ্গ স্বপন॥
কিন্তু বিপরীত বোধ হইল তাহার।
ভাবিল কসায়া দেব সপক্ষ আমার॥
স্বপ্ন দিয়া জানাইল পুরুষের রীতি।
অবিশ্বাসী স্নেহহীন জানে না পিরিতি॥
অবলা সরলাচারে রাখে অনুরোধ।
পুরুষে করেনা তাহে কৃতজ্ঞতা বোধ॥
এই রূপে ঘৃণা বোধ হইয়া কন্যার।
বিবাহে অশ্রদ্ধা অতি জন্মিল তাহার॥
কিন্তু ভয় দূতগণ আসিবে সভায়।
কি জানি জনক যদি সম্বন্ধ ঘটায়॥
এই জন্যে রাজকন্যা মনের শঙ্কাতে।
উপস্থিতা এক দিন রাজার সাক্ষাতে॥
কুরঙ্গ হেরিয়া ঘৃণা পুরুষে হইল।
ভাঙ্গিয়া স্বপ্নের কথা কিছু না কহিল॥
কান্দিয়া পিতার কাছে এই মাত্র কয়।
"আমার অমতে যেন বিবাহ না হয়"॥
কন্যার ক্রন্দনে তাঁর উপজিল দয়া।
কহিলেন "কান্দিওনা প্রাণের তনয়া॥
রাজাধিরাজের পুত্র পাত্র যদি হন।
তোমার সম্মতি ভিন্ন দিব না কখন॥
বিবাহেতে জননী পিতার অধিকার।
কিন্তু তাহা করিব না দিব্য কসায়ার"॥
পিতার বচন শুনি পুলক হৃদয়ে।
গুণ যুতা নৃপ সুতা যায় নিজালয়ে॥
মনে২ ভাবে সদা নরেন্দ্র নন্দিনী।
বিবাহ না করি সুখে রব একাকিনী॥
কিছুদিন পরে দেশ বিদেশ হইতে।
ঘটক আসিল কত সম্বন্ধ করিতে॥
নিজ নিজ নৃপতির কহে যশ মান।
রাজপুত্র-পাত্র দের করে গুণ গান॥
সকলেরে সমাদর করিয়া রাজন।
করিলেন তাহাদের সম্বাদ শ্রবণ॥

বিদায় করেন রাজা কাতর হইয়া।
ঘটকেরে এই কথা বিনয়ে কহিয়া॥
"ইচ্ছায় বিবাহ দেই অসাধ্য আমার।
স্বয়ম্বরা হইবেন বাসনা সুতার"॥
বুঝিয়া ভূপের ভাব রাজ দূত গণ।
ক্ষোভিত মানসে দেশে করয়ে গমন॥
ইহা দেখি নৃপবর ভাবেন বিষাদ।
অঙ্গীকারে বুঝি পরে ঘটেবা প্রমাদ॥
রাজাদের দূতগণ ফিরে যায় ঘরে।
কোন রাজা কোন দিন সমর বা করে॥
টোগ্রল্‌বি নৃপবর এরূপ ভাবিয়া।
আনিলেন তনয়ার ধাত্রীকে ডাকিয়া॥
বলিল তাহারে রায় বিরস বদনে।
"কন্যার এমন মন হইল কেমনে॥
বিবাহ করিতে কেন চায় না কাহারে।
তুমি বুঝি পরামর্শ দিয়াছ তাহারে"॥
ধাত্রী কহে "মহারাজ করি নিবেদন।
পুরুষেতে ঘৃণা মোর নাহিক কখন॥
ইহার সম্পর্ক কিছু আমি নাহি জানি।
দেখিয়াছে স্বপ্ন এক নিজে ঠাকুরাণী॥
পুরুষেতে ঘৃণা বোধ হইয়াছে তায়।
এজন্য বিবাহ কন্যা করিতে না চায়"॥
রাজা বলে "কি বলিলে বল পুনর্ব্বার।
স্বপ্নেতে জন্মিল ঘৃণা একি চমৎকার॥
প্রত্যয় করিতে নারি তোমার বচনে।
স্বপ্নেতে বিবাহে ঘৃণা হইল কেমনে"॥
ইহা শুনি সন্নিমিমী বিবরণ কয়।
"কুমারীর যে প্রকার স্বপ্ন দৃষ্টি হয়॥
জ্বালে বদ্ধ মৃগ এক স্বপনে হেরিল।
হরিণী আসিয়া তারে উদ্ধার করিল॥
সেই জালে মৃগী বদ্ধা হইল যখন।
পলাইল মৃগ তারে ত্যজিয়া তখন॥
অতএব পুরুষেরা হরিণের প্রায়।
নারীর বিপদ কালে ফিরিয়া না চায়॥

স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার।
এই জন্য বিবাহেতে বাঞ্ছা নাহি তাঁর"॥
শুনিয়া ধাত্রীর কথা ভূপতি বিস্ময়।
স্বপ্নে কি এমন মন স্ত্রীলোকের হয়।
পুনর্ব্বার মহারাজ কহিল ধাত্রীকে।
"তুমি কিছু বুঝাইতে পারিবে পুত্রীকে॥
কিরূপে হইবে এই ভ্রম উপশম।
চমৎকৃত হইলাম এ ভ্রান্তি বিষম॥
ধাত্রী বলে "নৃপবর দেহ যদি ভার।
অবশ্য করিতে পারি চিকিৎসা ইহার"॥
কেমনে করিবে তুমি জিজ্ঞাসে রাজন।
ধাত্রী বলে বলি তাহা করুণ শ্রবণ॥
"জানি আমি বিস্তর প্রেমের উপন্যাস।
বলিয়া কন্যার ভ্রম করিব বিনাশ॥
কহিব অসংখ্য ছিল প্রেমিক সুজন।
বুঝাইব সেইরূপ আছেও এখন॥
বিধিমতে দেখাইব পুরুষের স্নেহ।
ভ্রান্তি শান্তি হবে তাহে নাহিক সন্দেহ"
"শুনিয়া ধাত্রীর বাণী নৃপমণি কয়।
ভাল ভাল ভাল যুক্তি ভাল হলে হয়॥
সন্তোষ করিব আমি বিশেষ তোমারে।
পরিশ্রম কর তুমি প্রেমের প্রচারে"॥
নৃপতি নিদেশে ধাত্রী হইয়া বিদায়।
মনে মনে ভাবে এবে কি করি উপায়॥
কুমারীর ক্ষণ মাত্র অবসর নাই।
কিরূপে সেরূপ কথা তাহারে শুনাই॥
ভোজনান্তে নন্দিনী সভায় নিত্য যায়।
নৃত্য গীত বাদ্য আদি শুনিতে তথায়॥
স্নানের সময়ে কিন্তু থাকে একাকিনী।
তখন বলিতে সাজে সে সব কাহিনী॥
বিচারিয়া সেই কালে গিয়া স্নানাগারে।
সঙ্গিনী সমক্ষে ধাত্রী কহিল কন্যারে॥
" শুন ঠাকুরাণী এক জানি উপন্যাস।
বলিব তোমার কাছে আছে অভিলাষ॥
শুন নাহি কোন কালে আশ্চর্য্য এমন।
শ্রবণে আনন্দ হবে বুঝিবে কেমন"॥
কন্যার শুনিতে বড় বাঞ্ছা নাহি ছিল।
সখীদের অনুরোধে অনুমতি দিল॥
অনুজ্ঞা পাইয়া ধাত্রী আনন্দিত মন।
সুবিন্যাস উপন্যাস করে আরম্ভন॥

আবল-কাসমের উপন্যাস।

সকল বৃত্তান্ত বেত্তা বলে এই রূপ।
হারূণ রসিদ ছিল পরাক্রান্ত ভূপ।
সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত পণ্ডিত প্রধান।
রাজা কেহ নাহি ছিল তাঁহার সমান।
কিন্তু ক্রোধ অহংকার হইয়া প্রবল।
অন্যান্য প্রধান গুণ গ্রাসিল সকল॥
এইরূপ অহঙ্কার বাক্য ছিল তাঁর।
পৃথিবীতে মমতুল্য রাজা নাহি আর॥
জাফর উজীর তাহা সহিতে নাপারে।
এক দিন বুঝাইয়া কহিল রাজারে॥
যুড়িয়া যুগল কর মন্ত্রিবর কহে।
"মহারাজ আত্মযশ বলা যুক্ত নহে॥
প্রজা শতশত আছে বিদেশীয় আর।
যাহারা আসিয়া থাকে সভাতে তোমার॥
করিবে তাহারা তব যশ গুণ গান।
তাহাতে সন্দেহ নাই বৃদ্ধি হবে মান॥
জন্মিয়া তোমার রাজ্যে যত প্রজাগণ।
করিতেছে মহাসুখে জীবন যাপন॥
বিদেশীয় জন গণ ছাড়ি নিজ দেশ।
করে আসি তবরাজ্যে সুখে সমাবেশ।
ইহাই ভাবিয়া মনে থাক সন্তোষিত।
নিজমুখে নিজ যশ করা অনুচিত॥

একথা শুনিয়া রাজা জ্বলিয়া উঠিল ।
ক্রোধভরে মন্ত্রিবরে কহিতে লাগিল ॥
" কে আছে এমন আর অবনীতে অন্য।
আমার সমান ধনে মানে দানে ধন্য" ॥
মন্ত্রী বলে "মহাশয় করি নিবেদন ।
বশরা নগরে যুবা আছে এক জন ॥
আবল-কাসেম্ নাম প্রজা মধ্যে গণ্য ।
ধনেতে সমান তার কেহ নাহি অন্য" ॥
ইহা শুনি নর পতি অগ্নি প্রায় জ্বলে ।
লোহিত লোচনে তারে পুনরায় বলে ।
" দাস হয়ে মিথ্যা কহ সম্মুখে আমার ।
জাননা এখনি প্রাণ বধিব তোমার" ॥
মন্ত্রী বলে " অপরাধ ক্ষম মহারাজ ।
সত্য বিনা মিথ্যা বলা নহে মোর কাজ ॥
বশরা নগরে আমি আপনি থাকিয়া ।
আসিয়াছি আবলেকে স্বচক্ষে দেখিয়া ॥
আপনি পুরীর মধ্যে প্রবেশিয়া তার ।
যে ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছি বলা সাধ্যকার ॥
সুজন ভাজন যুবা হয় অতিশয় ।
তুষ্ট হয়ে আসিয়াছি শুন মহাশয়" ।
এতেক শুনিয়া রাজা বলে আর বার ।
"জাফর উজীর তোর বড় অহঙ্কার ॥
সামান্যে করিস্ তুল্য আমার সহিত ।
ভয় নাই মনে দণ্ড দিব সমুচিত" ॥
ইহা বলি ইঙ্গিত করিল জমাদারে ।
মন্ত্রিকে বান্ধিয়া নিয়া রাখ কারাগারে ॥
জমাদার নিয়া গেল তখনি মন্ত্রীরে ।
অন্তঃপুরে যান রাজা রাণীর মন্দিরে ॥
ভূপতির ক্রুদ্ধ ভাব করি নিরীক্ষণ ।
মহিষীর মনে শঙ্কা হইল তখন ॥
কাতরে কামিনী কহে " কহ প্রাণ নাথ।
কিজন্যে কাহার প্রতি কোপদৃষ্টি পাত" ॥
বিস্তারিয়া রাজা সব কহিল বৃত্তান্ত ।
মন্ত্রি প্রতি ক্রোধ রাণী বুঝিল একান্ত ॥
বুদ্ধিমতী রাজপ্রিয়া বিচক্ষণা অতি ।
সবিনয়ে কহিলেন " শুন প্রাণ পতি ॥
ক্রোধ সম্বরিয়া প্রভু মোর কথা মান ।
বশরায় লোক দিয়া সত্য মিথ্যা জান ॥
তাহে যদি উজীরের কথা মিথ্যা হয় ।
উপযুক্ত দণ্ড তারে দিবে মহাশয় ॥
নতুবা মন্ত্রীর কথা যদি সত্য হয় ।
এপ্রকার ক্রোধ করা তবে যুক্ত নয়" ॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধ পড়িল রাজার ॥
কহিলেন পরামর্শ যথার্থ তোমার ॥
কিন্তু দূত পাঠাইলে স্থিরনা হইবে ।
মন্ত্রীর সম্ভ্রমে লোক সত্য না কহিবে ॥
অথবা শত্রুতা হেতু মিথ্যা কেহ কয় ।
এই জন্য দূত দিয়া প্রত্যয় নাহয় ॥
আপনি বশরা দেশে করিব গমন ।
স্বচক্ষে দেখিব গিয়া সেজন কেমন ॥
মন্ত্রী যাহা বলিয়াছে দেখি যদি তার ।
আসিয়া উজীরে দিব যুক্ত পুরস্কার ॥
কিন্তু মিথ্যা হয় যদি বচন তাহার ।
বধিব মন্ত্রীর প্রাণ প্রতিজ্ঞা আমার ॥
এরূপ প্রতিজ্ঞা করি হইয়া তৎপর ।
রাত্রি যোগে চলিলেন বশরা নগর ॥
একাকী যাইতে কত বাধা দিল রাণী ।
তথাপি চলিল একা না শুনিয়া বাণী ॥
ক্রমে ক্রমে বশরায় গিয়া নৃপবর ।
বাসা ভাড়া করিলেন বাজারের ঘর ॥
বাসার কর্ত্তার কাছে জিজ্ঞাসে রাজন ।
আছে নাকি এই স্থানে ধনী একজন ॥
আবল-কাসেম্ নাম অদ্বিতীয় দানে ।
তার তুল্য কেহ নাকি নাহি ধনে মানে ॥
"বৃদ্ধ কহে কিবা তার করিব উত্তর ।
বর্ণিতে যুবার যশ রসনা কাতর ॥
শত মুখে শত জিহ্বা যদিকারো হয় ।
তবু কার সাধ্য তার পূর্ণ যশ কয়" ॥

ইহা শুনি পরে নৃপ করিয়া ভোজন।
শ্রান্তি শান্তি করিবারে করিল শয়ন॥
রজনী প্রভাত কালে উঠিয়া ত্বরিতে।
নগরের মধ্যে যান ভ্রমণ করিতে॥
দোকানেতে ছিল এক শিল্পকার নর।
জিজ্ঞাসিল "জান কোথা আবলের ঘর"॥
এত শুনি শিল্পকার কহিল হাসিয়া।
"কোথার বিদেশী তুমি জিজ্ঞাস আসিয়া॥
জগতে বিখ্যাত নাম আবলের ঘর।
জিনিয়া রাজার পুরী অতি শোভাকর॥
এমত প্রসিদ্ধ বাটী জ্ঞাত নহ তুমি।
এ কথায় চমৎকার ভাবিলাম আমি"॥
রায়কহে "হেথা নহে আমার বসতি।
জ্ঞাত নহি গৃহ কারো এসেছি সম্প্রতি।
বাড়ী দেখাইতে যদি সঙ্গে দেও কারে।
অত্যন্ত বাধিত তুমি করিবে আমারে"॥
শিল্পকার এই কথা শুনিয়া রাজার।
একজন বালকেরে সঙ্গে দিল তাঁর॥
দেখাইয়া দিল শিশু আবলের ঘর।
নৃপতি দেখিল তাহা অতি মনোহর॥
দ্বারে দ্বারপাল আছে কিছু নাহি বলে।
প্রবেশ করিল রাজা ভিতর মহলে॥
সভার নিকটে চব্বু বিস্তর দেখিল।
তাহাদের একজনে ডাকিয়া কহিল॥
"আসিয়াছি এই খানে বিদেশ হইতে।
তোমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে॥
তাঁহারে যাইয়া যদি দেও সমাচার।
তবে বড় উপকার করিবে আমার,,॥
হেরিয়া রাজার মুখ ভাবে অনুচর।
সামান্য এলোক নহে হবে ভাগ্যধর॥
অবিলম্বে গিয়া ভৃত্য গোচর করায়।
শুনিয়া আবল যুবা আসিল ত্বরায়॥
সমাদর পুরঃসর লয়ে নৃপবরে।
করে ধরি বসাইল দিব্য এক ঘরে॥

বসিয়া ভুপতি তথা বহেন আবলে।
"তোমার প্রশংসা অতি পৃথিবীমণ্ডলে॥
ভুবন বিখ্যাত যার সুখ্যাতি এমন।
আসিয়াছি দেখিবারে সেজন কেমন"॥
শুনিয়া রাজার বাক্য আবল-কাসম্।
শিষ্টাচারে মিষ্টালাপ করিল উত্তম॥
পালঙ্কেতে নৃপতিকে বসাইয়া পরে।
পরিচয় জিজ্ঞাসিল যোগ্য সমাদরে॥
কোন দেশে বাস তব কিবা ব্যবসায়।
এদেশে আসিয়া বাসা করিলে কোথায়॥
রাজা বলে "বোগদাদে বাস মহাশয়।
সদাগরি ব্যবসায়ে করি দিন ক্ষয়॥
কালি সন্ধ্যাকালে আসি বশরা নগরে।
করিয়াছি বাসা ভাড়া বাজারের ঘরে"॥
এই রূপ দুই জনে করে শিষ্টাচার।
আসিল দ্বাদশ ভৃত্য লইয়া আহার॥
স্ফটিকের পাত্র হাতে মণিতে খচিত।
মনোনীত সুরা তাহে শোভা অতুলিত॥
দ্বাদশ যুবতী তার পশ্চাতে আসিল।
নানা বিধ ফলমূল সকলে আনিল॥
রাজার সম্মুখে সুরা আনিল কিঙ্করে।
মধুর মদিরা নৃপ পানকরে পরে॥
তদন্তর ভোজনের সময় বুঝিয়া।
অন্যঘরে যায় যুবা রাজাকে লইয়া॥
বিবিধ সুবর্ণ পাত্র সুসজ্জিত ঘর।
উপাদেয় খাদ্য তাহে অতি শোভাকর॥
ভোজন হইলে সাঙ্গ হরিষ অন্তরে।
প্রবেশিল দুই জনে অন্য এক ঘরে॥
সেস্থান দেখিল রাজা আরো সুসজ্জিত।
বহুস্বর্ণপাত্র হীরা মণিতে খচিত॥
সুরাপানে দুইজনে প্রফুল্ল যখন।
যন্ত্র নিয়া সখীগণ আসিল তখন॥
আরম্ভিল গান বাদ্য অতি মনোহর।
মোহিত হইয়া মনে ভাবে নৃপবর॥

"আমার নর্ত্তকী ভাল গান তান জানে।
তথাচ একরূপ গান শুনি নাহি কানে॥
না জানি কেমনে এক সাধারণ নরে।
পাইয়াছে কত ধন এত সুখ করে"॥
এইরূপ গান বাদ্যে মগ্ন হয়ে রায়।
নর্ত্তকীর প্রতি নৃপ প্রতিক্ষণ চায়॥
হেন কালে বাহিরে যাইয়া গৃহপতি।
পুনশ্চ আইল তথা অতি শীঘ্রগতি॥
দুই করে দুই বস্তু আনিল অতুল।
যষ্টি আর বৃক্ষ এক রৌপ্য ময়মূল॥
হীরকের শাখা পত্র অতি শোভাপায়।
রত্নময় ফল ফুল অপরূপ তায়॥
তদুপরি শিখী এক আছয়ে বসিয়া।
দেহ তার বিনির্ম্মিত গন্ধ দ্রব্য দিয়া॥
রাজার চরণে এই বৃক্ষকে রাখিয়া।
শিখীবরে আঘাতিল সেই যষ্টি দিয়া॥
তাহাতে ভুজঙ্গ ভুক নৃত্য আরম্ভিল।
গৃহময় সুগন্ধের সৌরভ ছুটিল॥
তরু শিখী দেখি রায় হরিষ অন্তর।
ক্রমশঃ আশ্চর্য্য মনে হইল বিস্তর॥
হেন কালে গেল যুবা লইয়া সকল॥
তাহাতে নৃপতি অতি হইল বিকল॥
মনে ভাবে নৃপবর না পারে কহিতে।
"এযুবা কেমনে তুল্য আমার সহিতে॥
মনে ছিল যুবা বুঝি ভদ্রাভদ্র জানে।
কিন্তু দেখি বিজ্ঞ নহে অতি কুণ্ঠ দানে॥
তরু শিখী হেরি আমি মোহিত যখন।
যুক্তি ছিল তাহা দেওয়া আমাকে তখন॥
ময়ূরে আমার বাঞ্ছা প্রকারে দেখিল।
ত্বরাকরি স্থানান্তরে লইয়া রাখিল"॥
ভাবিল যদ্যপি আমি এই শিখী চাই।
কেমনে কঁহিবে তবে দেওয়া হবে নাই॥
না বুঝিয়া মন্ত্রীবর বাড়াইল মান।
দারুণ কৃপণ যুবা নহে দয়াবান॥

ভূপতি ভাবিছে কত এই রূপ কথা।
হেন কালে গৃহপতি আসিলেন তথা॥
আনিল সঙ্গেতে এক শিশু মনোহর।
প্রভাকর তুল্য প্রভা গঠন সুন্দর॥
সুবর্ণ কিংখাপ বস্ত্র ছিল পরিধানে।
মণিমুক্তা কত বা চমকে স্থানে স্থানে॥
মণিময় পাত্র এক ছিল তার হাতে।
মধুর মদিরা পরিপূর্ণ ছিল তাতে॥
রাজার চরণে শিশু প্রণাম করিয়া।
সুরা পাত্র দিল নিয়া সম্মুখে ধরিয়া॥
সুরা পিয়া শিশু হস্তে পাত্র দেন রায়।
নাদিতে নাদিতে পাত্র পূর্ণ পুনরায়॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া রাজন।
আরবার নিয়া সুরা করিল ভক্ষণ॥
সেই পাত্র দিয়া রাজা বালকের হাতে।
পুনর্ব্বার সুরা পূর্ণ দেখিলেন তাতে॥
অদ্ভুত হেরিয়া রায় হন চমৎকৃত।
শিখী তরু পাসরেন হইয়া বিস্মৃত॥
জিজ্ঞাসা করিল রাজা বণিক নন্দনে।
"এমন আশ্চর্য্য দ্রব্য পাইলে কেমনে॥
যুবা বলে ঋষি এক পাত্র নির্ম্মাইল।
পৃথিবীর গুপ্ত বস্তু সব তাতে ছিল"॥
একথা বলিয়া যুবা শিশু নিয়া যায়।
নৃপতি হইল অতি অসন্তুষ্ট তায়॥
মনে২ ভাবে ভূপ ভারি অভিমানে।
জানিলাম যুবা কিছু নীতি নাহি জানে॥
আনিয়া অদ্ভুত দ্রব্য আপন ইচ্ছায়।
কেচাহে দেখিতে তাহা আপনি দেখায়॥
তাহাতে যখন কেহ হয় আনন্দিত।
তখনি লইয়া যায় এ কেমন রীত॥
থাক্‌রে জাফর মন্ত্রী যাই আগে দেশে।
কি কথা কহিয়াছিলি জানাইব শেষে॥
এই রূপ গ্লানি কত করিল রাজন।
আবল-কাসম্ পুনঃ আসিল তখন॥

সঙ্গে করি আনে এক অপূর্ব্বা রমণী।
হাব ভাব কটাক্ষেতে ভুলায় অমনি॥
হিরা মণি চুনি মুক্তা জড়া অলঙ্কার।
স্বাভাবিক রূপে রূপ লজ্জা পায় তার॥
সিহরিয়া উঠে রাজা রমণী হেরিয়া।
বসাইল সমাদরে আপনি ধরিয়া॥
রাজার কথায় পাশে বসিল বন্দিনী।
উথলিল নৃপতির প্রেম তরঙ্গিনী॥
যুবতী রাজার মন হরিল যখন।
গুন দেখাইতে যুবা ভাবিল তখন॥
বীণা বাদ্যে রমণী নিপুণা অতিশয়।
আনাইল বীণা এক বণিক তনয়॥
বাদ্য আরম্ভিল নারী বীণা হাতে নিয়া।
শুনিতে লাগিল রাজা মনোযোগ দিয়া॥
একেত সৌন্দর্য্য হেরি কাম উচাটন।
তাহাতে বীণার বাদ্যে মোহিত রাজন॥
প্রশংসা করিতে চায় কথা নাহি সরে।
কিঞ্চিৎ চৈতন্য হলে কহিলেন পরে॥
ওহে যুবা "শুন তুমি অতি ভাগ্যবান।
দেহধর কেহ নাই তোমার সমান"॥
রাজার আনন্দ হেরি বণিক নন্দন।
রমণীর করে ধরি করিল গমন॥
ইহা দেখি নৃপবর অত্যন্ত তাপিত।
ক্রোধ প্রকাশিতে চান হইয়া কুপিত॥
কিন্তু রাগ সম্বরিয়া হন সান্ত মতি।
হেনকালে পুনশ্চ আসিল গৃহপতি॥
না আইল কোন কিছু আর তার সঙ্গে।
দিবা অবসান হয় কৌতুক প্রসঙ্গে॥
পশ্চাৎ কহিল রাজা কোমল ভাষায়।
"ব্যামহ না দিব আর যাইব বাসায়॥
উত্তর করিল যুবা মধুর বচনে।
আপনি যাবেন তবে রাখিব কেমনে॥
ফটক অবধি গিয়া ভূপালের সনে।
কহিলেন ক্রুটী কিছু না করিবে মনে॥

বিদায় হইয়া রাজা গমন করিল।
যাইতে যাইতে পথে ভাবিতে লাগিল॥
রাজাধিরাজের হতে যুবা ধনি মানি।
কিন্তু মিথ্যা মন্ত্রিবর কহিয়াছে দানি॥
তরু পাত্র শিখী নারী দেখিয়া যখন।
মগ্ন হয়ে করিলাম প্রশংসা তখন॥
তথাপি না দিল কিছু আমাকে লইতে॥
তবে কিসে তুল্য হবে আমার সহিতে॥
দানশক্তি কিছু নাই দর্পমাত্র সার।
ধন দেখাইয়া লোকে করে অহঙ্কার॥
নাজানে মহিমা কিছু আছে মাত্র ধন।
বিভবেতে স্নেহ, যুবা বড়ই কৃপণ॥
থাকরে উজির তুই দেখাব এবার।
কহেছিস্ মিথ্যা কথা না পাবি নিস্তার॥
এই রূপে নৃপবর কতই ভাবিল।
বিরক্ত হইয়া পরে বাসাতে আসিল॥
সেখানে যে অপরূপ হেরিল রাজন।
লেখনি নাহিক পারে করিতে বর্ণন॥
বিচিত্র পটের বস্ত্র দেখে নানামত।
পুরুষ রমণী ভৃত্য রহিয়াছে কত॥
অশ্ব উষ্ট্র আর কত অন্য জাতি পশু।
তরু শিখী নারী বীণা আর পাত্র শিশু॥
রাজার বিস্ময় মনে দেখিয়া হইল।
হেন কালে সবে আসি ভূপে প্রণমিল॥
রমণী আনিয়া দিল মণ্ডিত লিখন।
খুলিয়া নীচের কথা পড়িল রাজন॥

পত্র

অকিঞ্চনে দয়া করি, আসিয়া আমার পুরী
অতিথিত্ব করিয়া স্বীকার;
মলীন মানস ক্ষেত্র, করিয়াছ সুপবিত্র,
চমৎকার চরিত্র তোমার॥

কিন্তু আমি অজ্ঞতম, না জানি বিসমসম
সদাক্রান্ত ভ্রম মোহকারী।
অতএব গুণাকর, সমাদরে বহুতর,
ক্রুটী হইয়াছে মনে করি ॥
কিন্তু তুমিনিজবোধে,এজনের অনুরোধে,
করিবেনা সে দোষ গ্রহণ।
যুড়িয়া যুগল কর, নতি স্তুতি পুরঃসর,
এ কিঙ্কর করে নিবেদন।
প্রার্থনীয় পুন এই,পাঠাই কিঞ্চিৎ যেই,
তবযোগ্য কোন মতে নয়।
প্রকাশিয়া অনুগ্রহ, যদিকর প্রতিগ্রহ,
তবে হয় সুতৃপ্ত হৃদয় ॥
তরুশিখী শিশুমাত্র, নারীআর পানপাত্র
যাহা হেরি হয়ে হরষিত।
সমাদর পুরঃসর, প্রশংসিলে বতহুতর,
করিতেছি সে সব প্রেরিত ॥
এই হয় মমনীতি, যেজন যে দ্রব্য প্রতি,
প্রতীক্ষণ করিপ্রীতি করে।
তদবধি হর তার, অধিক কি কব আর,
নিবেদন তোমার গোচরে ॥

পত্রপাঠে নরপতি চমৎকার মানে।
বলে আবলের তুল্য কেহ নাই দানে।
যথার্থ জাফর কন্ত্রা কহিয়াছে ক্রম ॥
দেখাইয়া দানশক্তি বিনাশিল ভ্রম ॥
অদ্যাবধি মন তুমি ত্যজ অভিমান।
কহিওনা কেহ নাই তোমার সমান ॥
আমার প্রজার মধ্যে এই এক জন।
দানেতে ইহার তুল্য নহে রাজাগণ ॥
নাহি জানি এ যুবার কতআছে ধন।
অকাতরে দানকরে কুণ্ঠনহে মন ॥
এইহেতু থাকা ভাল সন্ধানের তরে ॥
জানিব কেমনে যুবা এতদান করে ॥
অতএব গৃহে তার অবশ্য যাইব ॥
জানিতে না পারি তবু প্রযত্ন করিব ॥
উদ্বিগ্ন হইয়া রাজা সন্ধানের তরে।
প্রত্যুষে উঠিয়া যান ভৃত্যরাখি ঘরে ॥
যুবার সমীপে রায় উপনীত হন।
কহিতে লাগিল তারে হইয়া নির্জন ॥
"আবল-কাসেম তুমি অতি দয়া কর।
ত্রিভুবন মধ্যে বটে সত্য যশ ধর ॥
আমাকে যে দ্রব্যসব করিলে প্রেরণ।
ভরসা না হয় তাহা করিতে গ্রহণ ॥
দানের অযোগ্য আমি শুন মহাশয়।
কি করিব এতধনে এই মোর ভয় ॥
ফিরাইয়া দিতে চাই আজ্ঞা যদি হয়।
অন্যথা নাহিক ভাব জানিবে নিশ্চয় ॥
বোগ্দাদ্ গমনে মম আছে অভিলাষ।
তোমার প্রশংসা গিয়া করিব প্রকাশ"
শুনিয়া রাজার কথা বণিক তনয়।
"কহিল কি ক্রুটিবুঝি হয়েছে নিশ্চয় ॥
কোনকিছু দোষ যদি গ্রাহকে না পায়।
তবে কি মনোজ্ঞ দান ফিরাইতে চায় ॥
সমাদরে ক্রুটী যদি না থাকে আমার।
তবেকেন হেন বোধ হইবে তোমার ॥
শুনিয়া যুবার কথা ভূপাল চিন্তিত।
কহিলেন হইয়াছি সত্য সন্তোষিত ॥
অমূল্য অতুল্য দ্রব্য মোর যোগ্য নয়।
কেমনে গ্রহণ করি সাহস না হয় ॥
বরঞ্চ উচিত কহি শুন মহাশয়।
এপ্রকার ধন দান যুক্তিসিদ্ধ নয় ॥
শুনিয়া রাজার কথা ভাবনা ত্যজিল।
সহাস্য বদনে যুবা কহিতে লাগিল ॥
ফিরাইয়া দিবে দান কহিলে যখন।
কুণ্ঠিত আমার মন হইল তখন ॥
বুঝিলাম তাহা নহে বিপরীত বোধ।
মম ধন রক্ষা হেতু তব অনুরোধ ॥

কিন্তু তাহে চিন্তা কিছু নাই মহাশয়
বৃত্তান্ত বলিয়া তব ঘুচাব সংশয়॥
ইহার সমান কিম্বা ইহার অধিক।
অকাতরে দিতে পারি প্রবাল মাণিক॥
শুনিলে প্রথমে তুমি আশ্চর্য্য মানিবে।
পশ্চাতে নিগুঢ় কথা জানিতে পারিবে॥
একথা বলিয়া নিয়া যুবা নৃপবরে।
প্রবেশিল অন্য এক সুসজ্জিত ঘরে॥
কত অলঙ্কার তার শোভে চারি পাশে॥
পরিপূর্ণ সবস্থান সুগন্ধির বাসে॥
কাঞ্চনের সিংহাসন সম্মুখে স্থাপিত।
অপূর্ব্ব বসনে তার সোপান মণ্ডিত॥
রাজা ভাবে এই ঘর সামান্যের নয়।
আমা হতে বড় কোন রাজারি বা হয়॥
সেই সিংহাসনে যুবা বসাইয়া ভূপে॥
ইতিহাস আরম্ভ করিল এই রূপে॥
"আব্দলিজ মম পিতা কেরো দেশ বাসী
জহরির কর্ম্মে উপার্জ্জিল ধন রাশি॥
অতুল ঐশ্বর্য্য হেতু মনে হলো ভয়।
বলে ছলে পাছে রাজা সব হরে লয়॥
অতএব কেরো ধাম পরিত্যাগ করি।
করিলেন বাস আসি বশরা নগরী॥
বিবাহ করিল এক সাধুর কুমারী।
একমাত্র পুত্র আমি জানিবে তাহারি॥
পিতৃমাতৃ পরলোকে হয়ে ধনপতি।
প্রতুল অবস্থা তাহে দেখিলাম অতি॥
প্রথম যৌবন কাল আমার তখন।
বহুব্যয়ে অতিশয় রত হলো মন॥
মনের আনন্দে সদা করি অপব্যয়।
বৎসর তিনেকে হলো সব ধন ক্ষয়॥
বিলম্বে তখন মনে পাইয়া চেতন।
সন্তাপ হইল, ধনে না করি যতন।
বিষম বিপদ দেখি ভাবিলাম সার।
এমত দুঃখেতে হেথা বাস করা ভার॥
বশরা নগর ত্যজি যাইব প্রবাসে
লাঘব হইবে ক্লেশ অন্য সহ বাসে॥
এতেক চিন্তিয়া বেচি গৃহাদি সকল।
অবিলম্বে ত্যজি দেশ লইয়া সম্বল॥
অরণ্য অর্ণব গিরি ভ্রমি নানা দেশ।
কেরো রাজ্যে আগমন করি পরিশেষ
দেখিয়া দেশের শোভা জিজ্ঞাসিয়া নাম।
স্মরণ হইল সেই জনকের ধাম॥
তাহাতে নয়নে বারি বহিতে লাগিল
আপনার দুঃখকথা মনেতে জাগিল॥
ভাবিতে ভাবিতে যাই তটিনীর তীরে।
অবশেষ রাজপুরে চলি ধীরেধীরে॥
গবাক্ষেতে দাঁড়াইয়া ছিল এক নারী॥
কটাক্ষেতে হানে বাণ রূপে মনোহারী॥
দাঁড়াইয়া রহিলাম তাহারে হেরিয়া।
রমণী দেখিয়া গেল অমনি সরিয়া॥
দিবাঅবসানে ছাড়ি দেখিবার আশা।
চলিলাম নিকটেতে করিবারে বাসা॥
শ্রম সম্বরণ জন্য করিনু শয়ন।
কিন্তু একবার নাহি মুদিল নয়ন॥
সুন্দরীরে মনে ধ্যান করি নিরন্তর॥
বারেক তাহার রূপ না হয় অন্তর॥
মনেভাবি ছিল ভাল না হেরিলে মুখ।
দেখিয়া হইল প্রেম না জন্মিল সুখ॥
কিম্বা যদি সুন্দরী না দেখিত আমারে।
পুরিত মনের সাধ হেরিয়া তাহারে॥
প্রত্যূষে পাইব দেখা ভাবি মনে মনে।
দ্রুত গতি চাহিলাম গবাক্ষের পানে॥
আশার আশ্বাসেআমি দেখিআশাপথ
আশা সার হলো না পুরিল মনোরথ॥
নৈরাশ হইয়া তবু নাহি ছাড়ি আশা।
পরদিন চলিলাম করিয়া প্রত্যাশা॥
সেদিন সুন্দরী মোরে দেখিয়া তথায়।
কত ভয় দেখাইল নিরাশ কথায়॥

"মরণ কুবুদ্ধি কেন দেখি এ প্রকার ॥
বিদেশী হইবে নাহি জান দেশাচার ॥
জাননা এস্থানে থাকা রাজার বারণ।
পলাও আসিলে খোজা হইবে মরণ"
না হইল কিছু ভয় শুনি ভয় রব।
প্রণাম করিয়া তারে কহিলাম সব ॥
শুন প্রিয়ে অল্পকাল আসিয়াছি আমি।
সত্যআমি দেশাচার কিছুনাহি জানি ॥
কিন্তু বরাননা তব পিরিতের জালে।
একেবারে পড়িয়াছি ভয় নাই কালে ॥
রমণী কহিল মানা শুনিলেনা যেই।
থাক তবে খোজাগণে দেখাইয়া দেই ॥
একথা বলিয়া নারী করিল গমন।
হেরিয়া তাহার ভাব সশঙ্কিত মন ॥
কিন্তু প্রেমরসে মগ্ন নাহি চলে দেহ।
দিনমণি অস্তগেল না আইল কেহ ॥
সেইদিন বাসস্থানে আসিয়া যামিনী।
যন্ত্রণায় পোহাইনু ভাবিয়া কামিনী ॥
প্রেমানল জ্বলিয়া হইল মহাজ্বর।
শোণিত হইল উষ্ণ কম্পকলেবর ॥
প্রলাপ কলাপ মনে দেখিলাম কত।
তথাপি না হইলাম সে কর্ম্মে বিরত ॥
প্রত্যুষে উঠিয়া পুনঃ নদীতীরে যাই।
রহিলাম দাঁড়াইয়া যদি দেখা পাই ॥
কামিনী তখনি পুনঃ দিয়া দরশন।
কহিতে লাগিল কত কঠিন বচন ॥
"নিষেধ না শুন তুমি অতি দুরাচার।
ভয়নাই এ কেমন সাহস তোমার ॥
এখনি আসিয়া খোজা সংহার করিবে
রক্ষাচাও শীঘ্র যাও নতুবা মরিবে" ॥
ভর্ৎসনায় ভয় নাই দেখিয়া যুবতী।
কহিল,, তোমার কেন এমন কুমতি ॥
পলাও নির্লজ্জ হেথা হইতে ত্বরায়।
এখনি ভাঙ্গিয়া বজ্র পড়িবে মাথায়" ॥

আমিতারে কহিলাম "শুন চন্দ্রাননে।
ভয় বাক্যে পলাইব, না করিবে মনে ॥
যেজন তোমার কামকূপ রূপ স্মরে।
ভয় পেয়ে সে জন কি মৃত্যুশঙ্কা করে ॥
মরিব তোমার আগে তাহে যাবে দুঃখ।
তোমাবিনা জীবনে কি আছে আর সুখ" ॥
এতেক শুনিয়া ধনী কহিল আবার।
"একান্ত যাবেনা যদি প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
ভাল তবে থাক গিয়া দিবসে কোথায়।
রজনী হইলে পুনঃ আসিবে হেথায়" ॥
ইহা বলি বারাঙ্গনা করিল গমন।
প্রেমানন্দে পুলকিত হলোমোর মন ॥
সুখআশা করি, দূরে যায় সব দুঃখ।
ভাবিলাম এ কর্ম্মেতে আছে কতসুখ ॥
গমন করিয়া গৃহে করি দিব্য সাজ।
গোলাপ আতর মাখা হয় সার কাজ ॥
দিবা অস্তে আগতা যখন বিভাবরী ॥
অন্ধকারে চলিলাম প্রেম সঙ্গে করি ॥
গবাক্ষে ঝুলিছে রজ্জু দেখিলাম গিয়া ॥
উঠিলাম ছাতে সেই রজ্জুকে বাহিয়া ॥
দুইঘর ছাড়াইয়া তৃতীয়েতে আসি।
কিবা সুসজ্জিত ঘর দেখিশোভা রাশি ॥
কিন্তু কোন কিছু আর মনে না লাগিল।
কেবল রমণী প্রতি চিত্ত প্রবেশিল ॥
কিবা অপরূপ রূপ আহা মরি মরি।
বিমোহিত হলো মন হেরে সে মাধুরী ॥
গুণ দেখাইতে বিধি বুঝি নরগণে।
নির্ম্মিয়া ছিলেন তারে নির্জ্জনে যতনে ॥
সিংহাসনে বসাইয়া বসি মোর পাশে।
পরিচয় জিজ্ঞাসিল সুমধুর ভাষে ॥
বিস্তারিয়া বলিলাম সকল কাহিনী
দুঃখ শুনি দুঃখযুতা হইল মোহিনী ॥
বলিলাম শুন প্রিয়ে আমি দীন হীন।
কিন্তু তব কৃপাদৃষ্টে ঘুচিল দুর্দ্দিন ॥

এইরূপে প্রেমালাপ হইতে লাগিল।
উভয়ের হৃদে প্রেম তখনি জাগিল॥
রমণী কহিল "তুমি মোহিত যেমন।
আমিও তোমাকে হেরি হয়েছি তেমন।
নিজ বিবরণ যদি কহিলে আমায়।
আমার কাহিনী তবে শুনাব তোমায়"॥

দার্দেনীর বিবরণ ॥

ত্রিপদী

দার্দেনী আমার নাম, ডামাষ নগরে ধাম
জন্মভূমি সেস্থানে আমার।
রাজমন্ত্রী ছিলাযিনি, জনক আমারতিনি,
বেহেরাজ্ উপাধি তাঁহার॥
নৃপতির হিতান্বেষী, কভু নহে পরদ্বেষী,
শুভাকাঙ্ক্ষী নিয়ত প্রজার।
পূজনীয় সেইজন্য, লোকেরা বলিত ধন্য,
প্রিয়পাত্র ছিলেন রাজার॥
কিন্তু হিংস্রকের জয়, সতের অনিষ্ট হয়,
সর্ব্বকাল আছে সুপ্রচার।
যত শঠ সভাসদ, দেখিয়া পিতার পদ,
মিথ্যাদোষ আরোপিল তাঁর॥
মন্ত্রির শুনিয়া দোষ, রাজার হইল রোষ
অবিচারে করে পদ হীন।
অশক্ত জনক তায়, পড়িলেন ঘোরদায়
হইলেন মহাদুঃখীদীন॥
সেধামছাড়িয়াশেষে,আসিলেনভিন্নদেশে
সঙ্গেনিয়া সর্ব্ব পরিবার।
সেসময়ে আমি অতি, অবলা চপলা মতি
নাহি জানি ভদ্র ব্যবহার॥
বিদ্যা রত্ন মহাধন, করাইতে উপার্জন,
বহুযত্ন করিলেন পিতা।
কিন্তুভাগ্যেফেরহয়, কালে তাঁরে করেজয়
তাহে আমি অতি শোকান্বিতা॥

কুলটা জননী পরে, উপগতা হয়ে পরে
আমাকে বেচিয়া মহাজনে।
সর্ব্বস্ব বেচিয়া আর,আপনি লইয়া তার
স্থানান্তরে গেল তার সনে॥
বিক্রয়ার্থ কন্যাগণ, আনিল সে মহাজন,
এই দেশে রাজার সমক্ষে।
সারিদিয়া রাখাইল, নৃপতিকে দেখাইল
দেখিলেন ভূপতি স্বচক্ষে॥
ভূপাল হরিষ মনে, দেখিসব রামাগণে,
রূপে মোর হইল মোহিত।
নৃপাসনত্যজিপাছে,আসিয়াআমারকাছে
কহিলেন রূপ মনোনীত॥
বলদেখি মহাজন, কেথাকরি অন্বেষণ,
পাইয়াছি এমন রূপসী।
আগে দেখিলাম যত, সেনহে ইহার মত
এরমণী সাক্ষাতে উর্ব্বশী॥
এত বলি নৃপবর, করি বহু সমাদর,
দিলেন অসংখ্য ধন তারে।
আর যত রামাগণ, দেখাইল মহাজন
মহারাজ না লইল কারে॥
আমারে লইয়া রায়, হইয়া অজ্ঞান প্রায়
রাখিলেন স্বতন্ত্র মহলে।
পাঠাইয়া দিলদাসী,তাহারা তখনিআসি
অনুগতা হইল সকলে॥
অনন্তর নৃপবর, অনঙ্গেতে জ্বর জ্বর,
পদানত হইল আমার।
বলিলেন প্রেমআশে,আইলাম তবপাশে
রতিদানে করহ উদ্ধার॥
আমি অতি হতাদরে, কহিলাম নৃপবরে;
গালিমন্দ দিয়া নানামত।
কিন্তুতাহে অপমান, কিছুনা করিয়া জ্ঞান
হইলেন আরো অনুগত॥
অনঙ্গে হরিল বোধ,কিছুনা হইল ক্রোধ,
হইলেন অধীনের ন্যায়।

ভালবাসে দিন দিন, হয়ে মম প্রেমাধীন
শ্রেষ্ঠ রাণী করিল আমায়॥
অন্য অন্য রাণী যারা, কুপিতা হইলতারা
করিতে লাগিল নানা দ্বেষ।
বধিতেআমার প্রাণ,দিবানিশিকরে ধ্যান
বলিব কি তাহার বিশেষ॥
অবকাশ চায়সবে, আমাকে বধিবে কবে,
কিন্তু থাকি অতি সাবধানে।
করি নানাবিধ ছল, সিদ্ধ না হইল ফল,
অধিক রাগিল অভিমানে॥
আমিও তেমনি পাত্র,রঙ্গ ভঙ্গ দেখি মাত্র
করেনা যতেক পারে তারা।
সাবধানে নাহি ভয়, এই কথা শাস্ত্রে কয়
হিংসাতে সকলে হবে সারা॥
তৃতীয় বৎসরাবধি, এই রূপ নিরবধি
কত হিংসা করিছে আমার।
দিবা নিশি নৃপবরে, কত বা সাধনা করে
বাঞ্ছা সিদ্ধি না হয় কাহার॥
আছি আমি সেই রূপ, রুষ্ট তাহেনহেভূপ
পড়িয়াছে পিরিতের ফাঁদে।
নতুবা করিত নষ্ট, বুঝাযায় অতি স্পষ্ট
প্রেম হেতু প্রতি দিন সাধে॥
একেসেপ্রেমিকরায়, রাজশক্তিআছেতায়
তবুইচ্ছা না হয় আমার।
এঅবধি কার সনে, প্রেম না হইল মনে
মজিলাম পিরিতে তোমার॥
মারিয়া নয়ন বাণ, হরিয়া নিয়াছ প্রাণ,
একেবারে হয়েছি উন্মনা।
কেবল বুঝিতে মন, কহিয়াছি কুবচন,
অপরাধ করিবে মার্জ্জনা॥
এখন তোমাতে মন, তুমি মোর প্রিয়জন
তোমা ভিন্ন অন্য নাহি আর।
হর্ত্তাকর্ত্তা প্রভু তুমি, কহিলামসত্য আমি
হইলাম অধিনী তোমার॥

এই রূপ কথা যদি কামিনী কহিল।
ভাবিলাম সুখোদয় প্রেমেতে হইল॥
বলিলাম তুষ্ট হয়ে "শুন প্রিয়তমে।
সাধ্য নাই তব গুণ কহি কোন ক্রমে॥
হইলে আমার তুমি আমিও তোমার।
এদাস তোমার বিনা হবে না কাহার॥
অদ্যাবধি বিনা মূল্যে বেচিলাম মন।
প্রিয় ভাবে প্রিয়ে তুমি করহ গ্রহণ॥
এতেক বলিয়া পরে কহি তার স্থানে।
দীনদুঃখ দূর কর এবে রতি দানে॥
কামেতে ব্যাকুল মোরে দেখিয়া যুবতী
আলিঙ্গনে কুলাঙ্গনা দিলেক সম্মতি॥
কিন্তু অভাগার ভাগ্যে নাহি ছিল সুখ।
গ্রহ অতি মন্দ তাহে বিধাতা বিমুখ॥
পুরাইতে যাই বাঞ্ছা রমণীর সাত।
এমন সময়ে দ্বারে শুনি করাঘাত॥
রতি আশ দূরে যায় ভয়ে মূর্চ্ছা প্রায়।
দার্দেনী বলিল" হায় ঘটিল কি দায়॥
করাঘাত করিছেন আপনি ভূপাল।
এখনি করিবে নষ্ট উপস্থিত কাল॥
শুনি রমণীর বাণী সভয় অন্তর।
বিপদ সাগর ভাবি কম্প কলেবর॥
পলাবার পথ নাই দ্বারেতে রাজন।
হুঙ্কার ঝঙ্কার ছাড়ি করিছে গর্জ্জন॥
না দেখি উপায় কিছু বাঁচি কি কৌশলে
লুকাইয়া রহিলাম সিংহাসন তলে॥
কপাট খুলিয়া দিল যুবতী তখন।
হুতাশন সম তথা প্রবেশে রাজন॥
রক্তবর্ণ দুই আঁখি জবা পুষ্প প্রায়।
মশাল লইয়া আগু পাছু খোজা ধায়॥
অবলা রমণী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।
আসিয়া তাহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিল॥
"কুলটা রমণী বল কে আছে হেথায়।
গবাক্ষে আনিয়া কারে রাখিলি কোথায়॥

শুনিয়া রাজার কথা দার্দেনী অজ্ঞান।
রহিল নিরব ঠিক কাষ্ঠের সমান॥
খোজাকে ডাকিয়া রাজা আজ্ঞাদিলপরে
দেখ্‌কেটা কোথা আছে লুকাইয়া ঘরে॥
রাজার আজ্ঞায় তবে যত খোজা গণ।
করিতে লাগিল সবে মম অন্বেষণ॥
সিংহাসন তল হতে আমাকে আনিয়া।
রাজার চরণ তলে ফেলিল টানিয়া॥
রাজা বলে "ওরে বেটা একি ব্যবহার।
কেমন সাহস তোর দুষ্ট দুরাচার॥
আর কি ছিল না কেহ পুরাইতে আশা।
করিলি রাজার ঘরে লম্পটের বাসা॥
রাজা বলি কিছু মোর না রাখিলি মান।
এ কর্ম্মের প্রতিফল নিব তোর প্রাণ"॥
এ কথা বলিল রাজা ভয়ঙ্কর স্বরে।
ইন্দ্রিয় অবশ শুনে বাক্য নাহি সরে॥
ভাবিলাম এইবার হইল মরিতে।
ভূপাল তুলিল অসি সংহার করিতে॥
কাটিতে উঠিল রাজা রাখেনা যখন।
বৃদ্ধা এক নারী আসি কহিল তখন॥
"কিকর কিকর ভূপ [সেই বুড়ী কহে]
স্বহস্তে নিধন করা উপযুক্ত নহে॥
কাটিয়া কলঙ্ক কেন করিবে আপনি।
পাপিষ্ঠের রক্তে কেন ভাষাবে ধরণী॥
তুল্য পাপী দুই জন ভেদ নাই ফলে।
ইহাদিগে যুক্ত হয় ভাষাইতে জলে॥
মৎস্য আদি জলজন্তু করিবে আহার।
কাটিয়া অকীর্ত্তি কেন রটাবে তোমার॥
বৃদ্ধার বচনে রাজা দিলেন বলিয়া।
"ইহাদিকে দেও নিয়া নদীতে ফেলিয়া"॥
রাজাজ্ঞায় খোজাগণ বন্ধন করিয়া।
ছাদহতে তটিনীতে ফেলিল ধরিয়া॥
অচৈতন্য হয়ে আমি ভাসিলাম নীরে।
ভাগ্য যে সাঁতার জানি উঠিলাম তীরে
দার্দেনী ছিলনা মনে ভাবিয়া মরণ।
উত্তরিয়া তীরে তারে হইল স্মরণ॥
কোথাগেল বলি প্রিয়া দার্দেনী আমার।
ঝাঁপদিয়া পড়িলাম উদ্দেশে তাহার॥
ঘোর ভয়ঙ্কর নিশি অন্ধকার ময়।
অন্বেষণ করি কিছু দৃষ্ট নাহি হয়॥
ভাবিলাম স্থির মৃত্যু হইয়াছে তার।
বৃথা অন্বেষণ করি পাবনাহি আর॥
ইহা ভাবি পুনর্ব্বার উঠিলাম তীরে।
দার্দেনী বিহনে আঁখি ভাষেখেদ নীরে॥
আমি হইলাম তার মরণের মূল।
এ জন্যে হইল মন অধিক ব্যাকুল॥
হায় হায় বিবি শেষে এই কি করিল।
আমার প্রেমের দায়ে দার্দেনী মরিল॥
অবলা সরলা নারী অতি শিষ্টমতি।
পরের লাগিয়া তার হলো এই গতি॥
হায় হায় মরিল সে আমার কারণ।
আমি না আসিলে তার হতো না এমন॥
হায়রে দার্দেনী প্রিয়ে কোথায় রহিল।
কলঙ্ক জন্মের তরে আমাতে হইল॥
এইরূপ ননা মত ভাবিয়া অস্থির।
উদাস হইল মন চক্ষে বহে নীর॥
সহিতে না পারি শোকছাড়িলাম দেশ।
ঔদাস্যে বোগ্‌দাদপানে চলিলাম শেষ॥
পথে চলি আঁখি ধারা বহে সর্ব্বক্ষন।
নিরন্তর ভাবি তারে নহে অন্য মন॥
দিবানিশি সে রূপসী ভাবিয়া অন্তরে।
পড়িলাম গিয়া এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে॥
চলিতে চলিতে ভানু বসিলেন পাটে।
রজনী হইল তথা রহিলাম মাঠে॥
সম্মুখেতে সরোবর তারপরে গিরি।
এসব ছাড়িলে মিলে মনুষ্যের পুরী॥
সেই সরোবর তীরে রহিলাম শেষে।
রাত্রিশেষ করিলাম অচৈতন্য বেশে॥

যামার্দ্ধ থাকিতে নিশা হইল শ্রবণ।
সকাতরে যেন কেহ করিছে রোদন॥
বোধ হৈল নারী এক করিছে চীৎকার।
দুষ্টলোকে যেন তারে করয়ে প্রহার॥
জানিতে তদন্ত তার হয়ে উচাটন।
ক্রন্দন উদ্দেশে শেষে করিনু গমন॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে গিয়া দেখি এক নর।
কোদাল লইয়া মাঠে খুঁড়িছে কবর॥
কার্য্য জানিবারে তার নিকটে যাইয়া।
সব কর্ম্ম দেখিলাম বনে লুকাইয়া॥
গহ্বর খনন করি উঠিয়া ত্বরায়।
আনিয়া কি দ্রব্য পরে রাখিল তাহায়॥
ক্রমেতে অরুণোদয় বিভাবরী শেষ।
গহ্বর নিকট যাই জানিতে বিশেষ॥
যত্নে সেই স্থান পরে করিয়া খনন॥
দেখিলাম রক্তাবৃত অপূর্ব্ব বসন॥
সেই বস্ত্রে ঢাকা এক নারী দেখি পাছে
মৃতাপ্রায় বোধ হয় শ্বাসমাত্র আছে॥
বোধ হৈল হেরি তার মনোহর দেহ।
ভাগ্যবতী হবে কন্যা নাহিক সন্দেহ॥
বিস্ময় ভাবিয়া আমি কহিলাম সেথা।
এরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম কে করিল হেথা॥
দুরাত্মা পাষণ্ড ক্রূর নির্দয় হৃদয়।
ঈশ্বর ইহার ফল দিবেন নিশ্চয়॥
মনেছিল হতজ্ঞান হইয়াছে তার।
কিন্তু সে উত্তর দিল কথাতে আমার॥
"শুন হে যবন যুবা তুমি দয়াময়।
মোর ভাগ্যে আসিয়াছ উত্তম সময়"॥
দেখ মোর ফাটিতেছে তৃষ্ণায় হৃদয়।
বারিদানে প্রাণ রাখ হইয়া সদয়॥
রমণীর বাণী শুনি হইয়া কাতর।
নির্ম্মল সলিল আনি দিলাম সত্বর॥
সেই বারি পান করি পাইয়া চেতন।
কামিনী নয়ন তুলি কহিল বচন॥
"ওহে যুবা দেখি তুমি অতি দয়াবান।
যতন করিয়া মোর দেও প্রাণ দান॥
শোণিতের ধারা তুমি কর নিবারিত।
অবশ্য ইহার ফল পাইবে নিশ্চিত॥
পাগুড়ি চিরিয়া পটী করি সেই খানে।
বাঁধিলাম রক্তধার আঘাতের স্থানে॥
পুনশ্চ কহিল "যদি বাঁচাইতে চাও।
আমাকে লইয়া শীঘ্র নগরেতে যাও"॥
এ কথায় কহিলাম "শুন মোর বাণী।
বিদেশী এদেশে আমি কাহারে না জানি
কেমনে তোমায় পাই কিজন্যে আঘাতি
"জিজ্ঞাসিলে কিকব অজ্ঞাত কুলজাতি"॥
না ভাবিও তাহে কিছু কহিল কামিনী।
জিজ্ঞাসিলে বলো আমি তোমার ভগিনী
ইহা শুনি যুবতীরে স্কন্ধে করি নিয়া।
রাখিলাম নগরের ভিতরেতে গিয়া॥
বাসা করি তথা এক শরায়ির ঘরে।
আনিয়া দিলাম শয্যা শয়নের তরে॥
তদন্তর অস্ত্র বৈদ্য আনি এক জন।
ঔষধি সে দিয়া, ঘায়ে করিল বন্ধন॥
এক মাস মধ্যে ক্ষত হয় উপশম।
পূর্ব্ব মত তনু তার হইল উত্তম॥
এক দিন তার পর লইয়া লেখনী।
লিপি এক লিখি মোরে কহিল রমণী॥
"মাহারার নামে এক সদাগর আছে।
এই পত্র নিয়া তুমি যাও তার কাছে॥
মাহারার ভবন করিয়া অন্বেষণ।
রমণীর পত্র তারে করি সমপণ॥
লিখন চুম্বন করি রাখিয়া মাথায়।
দুই তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা দিলেক আমায়।
সেই মুদ্রা আনি ভাড়া করিয়া ভবন।
তথা আসি এই রূপে থাকি দুই জন॥
আর এক লিপি পরে রমণী লিখিয়া।
মাহারার স্থানে মোরে দিল পাঠাইয়া॥

সদাগর চারিথলি স্বর্ণ মুদ্রা দিল।
তাহাতে বস্ত্রাদি ভৃত্য খরিদ করিল॥
দুই জনে থাকি যেন সহোদরা ভাই।
দেশস্থ সকল লোকে মনে করে তাই॥
ছিল এ রমণী রূপে অতি মনোহারী।
দার্দ্দেনা প্রিয়ারে তবু ভুলিতে না পারি॥
সে রূপ হৃদয় মধ্যে সদা বিদ্যমান।
তাহাতে সদাই মন সদা তার ধ্যান॥
নব প্রেমে বশীভূত না হইয়া আর।
যাব যাব কহিলাম দুই তিন বার॥
কিন্তু সে কুরঙ্গ নেত্রা করিয়া বিনয়।
কহে কেন এত শীঘ্র যাবে মহাশয়॥
তোমার করিতে ভাল অভিলাষ আছে।
কে আমি চিনিবে কর্ম্ম সিদ্ধি হলে পাছে॥
অপেক্ষা করিয়া তুমি কর উপকার।
পূর্ণ হবে মনোরথ পাবে পুরস্কার॥
এ কথায় রহিলাম পরে দিন কত।
দয়া ভাবে যাহা করি নিজ ইচ্ছামত॥
আকিঞ্চন করি সদা জানিতে বিশেষ।
কি নিমিত্তে কে করিল নারীর বিদ্বেষ॥
কিন্তু সে কামিনী নাহি কহে বিবরণ।
জিজ্ঞাসিলে কথা ছলে হয় অন্যমন॥
এক দিন কহে ধনী স্বর্ণ তোড়া দিয়া।
নামারণ সাধু গৃহে যাও ইহা নিয়া॥
তাহার নিকট হৈতে বসন লইবে।
যে মূল্য চাহিবে তাহা অবিলম্বে দিবে॥
এত শুনি যাই যথা নামারণ থাকে।
বসন কিনিব আমি কহিলাম তাকে॥
বিবিধ প্রকার বস্ত্র সাধু দেখাইল।
তারমধ্যে তিনখান মনোজ্ঞ হইল॥
যে মূল্য চাহিল সাধু দিলাম গণিয়া।
আসিলাম শিষ্টাচারে বিদায় লইয়া॥
নারীরে দিলাম আনি বসন যখন।
কোন কথা না কহিল আমাকে তখন॥
দুই দিন পরে দিয়া টাকা এক থলি।
পুনশ্চ যুবতী মোরে কহে "শুন বলি॥
পুনরায় যাও তুমি সাধুর দোকানে।
আরো বস্ত্র আন গিয়া এই মুদ্রা দানে
কিন্তু সাবধান তুমি দর না করিবে।
যে মূল্য চাহিবে সাধু তাহাই ধরিবে"॥
সাধুর দোকানে আমি যাই পুনরায়।
বহুমূল্য বস্ত্র সাধু আমাকে দেখায়॥
ভাল বস্ত্র লইলাম বাচনি করিয়া।
সাধুকে দিলাম দাম থলিয়া ধরিয়া॥
স্বভাব দেখিয়া সাধু বিস্ময় হইল।
আহ্লাদ করিয়া মোরে পশ্চাৎ কহিল।
কৃপা যদি কর তবে করি নিবেদন।
আমার আলয়ে কল্য করিবে ভোজন॥
আগমন যদি হয় কৃতার্থ হইব।
আমি তারে কহিলাম অবশ্য আসিব॥
রমণীর স্থানে গিয়া কহিলে বৃত্তান্ত।
আহ্লাদিত হয়ে বলে যাইবে একান্ত॥
ভোজনান্তে তারে পরে কর নিমন্ত্রণ।
পরশ্ব এখানে আসি করিবে ভোজন॥
শুনিয়া একথা আমি ভাবে বুঝিলাম।
নারীর গোপন কোন আছে মনস্কাম॥
পরদিন সাধুগৃহে হয়ে উপনীত।
আহারাদি করিলাম অতি আনন্দিত॥
বিদায়ের কালে তারে বহু সমাদরে।
নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিলাম ঘরে॥
পরদিন সদাগর পরাহ্ণ সময়ে।
আসিল একাকিমাত্র আমার আলয়ে।
সমাদরে সদাগরে করে ধরি লয়ে।
ভোজন করিতে বসি একত্র উভয়ে॥
কৌতুকে২ সুখে মদ্যপান করি।
দিবস বিগত পরে আগত শর্ব্বরী॥
কিন্তু রামা আসিল না একত্র ভোজনে
দেখা না করিয়া ঘরে রহিল গোপনে॥

অনুমতি ক্রমে তার, সাধুরে লইয়া।
আমোদ প্রমোদ করি উভয়ে বসিয়া॥
গৃহে যাইবারে সাধু আকিঞ্চন করে।
যাইতে না দিয়া তারে রাখিলাম ঘরে॥
রহস্য কৌতুকে দোঁহে করি সুরাপান।
এইরূপে অর্দ্ধরাত্রি হয় অবসান॥
করিয়া বিচিত্র শয্যা সাধুর কারণ।
আমি গিয়া করিলাম স্বস্থানে শয়ন॥
তন্দ্রামাত্র আসিয়াছে আসিল রূপসী।
এক হস্তে বাতি জ্বলে অন্য হস্তে অসি॥
নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সে কহিল আমায়।
"হেদে দেখ নামারণে আসিয়া হেথায়॥
হইয়াছে হত প্রাণ বিক্ষত শরীর।
উপ্রাশ ভিজিয়া ভূমে পড়িছে রুধির॥
চমকিয়া উঠিলাম নারীর কথায়।
ত্বরা করি চলিলাম সাধুর তথায়॥
শয়ন মন্দিরে গিয়া দেখিলাম পরে।
রক্তময় মৃত দেহ পালঙ্ক উপরে॥
রমণীকে কহিলাম "একি সর্ব্বনাশ।
করিলে নিষ্ঠুর কর্ম্ম কিছু নাহি ত্রাস।
বলদেখি কি কারণ সাধুরে বধিলে।
মোরে কেন দোষ দিয়া এবাদ সাধিলে'
যুবতী কহিল "কেন কর তিরস্কার।
শুনিলে সকল কথা হবে চমৎকার॥
বিশ্বাস ঘাতক সাধু তাহাতো জান না।
তারে হত্যা করিয়াছি তাহে কি ভাবনা॥
যেমন দুরাত্মা সেই তাহে বধ খাটে।
এই মোরে মারিয়া পুঁতিয়াছিল মাঠে॥
বিবরণ শুন বলি না করিয়া রোষ।
শুনিলে কখনো মোর কহিবেনা দোষ॥
এই রাজ্যে যেই রাজা করেন বসতি।
তাঁহার তনয়া আমি জনক নৃপতি॥
এক দিন স্নান হেতু পথেতে আসিয়া।
দেখিলাম নামারণে দোকানে বসিয়া॥
তাহারে হেরিয়া মন হইল চঞ্চল।
হৃদয়েতে সঞ্চারিল অনঙ্গ অনল॥
প্রেমানল দীপ্ত হৃদে দেখিয়া তখন।
মনে করি মদনেরে করিব দমন॥
আমি রাজকন্যা সাধু অযোগ্য আমার
এই মনে ভাবি কামে করিব সংহার॥
কিন্তু মিথ্যা অভিমান রক্ষা না পাইল।
কামশরে ক্রমে তনু অশক্ত হইল॥
মন দুঃখে নানা রোগ হইল আমার।
ভাবিলাম বুঝি আমি মরি এই বার॥
ভাগ্য ভাল বিচক্ষণা ধাত্রী মোরছিল।
ফাঁকি দিয়া জিজ্ঞাসিয়া সব কথা নিল॥
যাতনা দেখিয়া দয়া ধাত্রীর হইল।
ঘুচাব তোমার দুঃখ আপনি কহিল॥
এক দিন নারীবেশে সদাগরে পরে।
আনিয়া রজনীযোগে দিল মোর ঘরে॥
রতিরসে সারা নিশি দুইজনে থাকি।
দিনে তারে ছদ্মবেশে লুকাইয়া রাখি।
দিবস রজনী করি রজনী দিবস।
এইরূপে কতদিন হয় প্রেম রস॥
অপর সাধুরে ধাত্রী নারী সাজাইয়া।
পুরী হতে নিয়া যায় বাহির করিয়া॥
মধ্যে মধ্যে সদাগর নারী বেশ ধরি।
আসিয়া আমার সঙ্গে পোহায় শর্ব্বরী॥
এক দিন সাক্ষাৎ করিতে সাধু সনে।
গোপনে নিশিতে যাই তাহার ভবনে।
কপাট খুলিয়া ভৃত্য জিজ্ঞাসে আমায়।
কোথাহতে আসিয়াছ কি জন্যে হেথায়॥
বলিলাম নারী আমি বাস এই দেশে॥
আসিয়াছি হেথা তব প্রভুর আদেশে॥
ভৃত্য বলে কল্য তুমি আসিও এখানে।
অদ্য আছে প্রভুমোর অন্য নারী সনে॥
বিদ্বেষ হইল মনে একথা জানিয়া।
ক্রোধকরে যাই ঘরে বাধা না মানিয়া॥

দেখিলাম সাধু এক রমণী সহিত।
করিতেছে প্রেমালাপ সুরাতে মোহিত॥
দেখিয়া বিষম রাগ সহ্য না করিয়া।
যথোচিত মারিলাম নারীকে ধরিয়া॥
চরণে পড়িয়া সাধু করিল মিনতি।
শপথ করিল আর না হবে এমতি॥
সাধুর বিনয়ে ক্রোধ করি সম্বরণ।
তখনি দুজনে পুনঃ হইল মিলন॥
সমাদরে সদাগর লইয়া আমায়।
নানাবিধ সুরা আনি ভক্ষণ করায়॥
অতিশয় পানে আমি অধীরা যখন।
অবিশ্বাসী বুকে ছুরী মারিল তখন॥
শরীরের নানা স্থানে আঘাত করিল।
মূর্চ্ছাগতা মৃত্যু প্রায় জ্ঞান না রহিল॥
মরিয়াছি বোধ করি ঢাকিয়া বস্ত্রেতে।
নগর বাহিরে যায় লইয়া স্কন্ধেতে॥
আমাকে পুঁতিয়া সাধু আইল যে স্থানে।
অন্বেষণ করি তুমি পাইলে সে খানে॥
যখন করিতেছিল কবর খনন।
একবার হয়েছিল তখন চেতন॥
কহিলাম কতমত করিতে মার্জ্জনা।
কিন্তু না শুনিল শঠ আমার প্রার্থনা॥
দয়া মাত্র না হইল বলিল আমায়।
জীবন থাকিতে গোরে রাখিব তোমায়॥
যাহার নিকটে আমি দিলাম লিখন।
নৃপতির সদাগর হয় সেই জন॥
দুর্দ্দশার বিবরণ জানাইয়া তায়।
লিখিয়াছিলাম কিছু খরচ পাঠায়॥
আরো আমি লিখি তারে করিয়া বারণ।
কাহাকেও না কহিত মোর বিবরণ॥
তোমাকেও বলি নাহি করিয়া প্রকাশ।
যে পর্য্যন্ত হয় নাই পূর্ণ অভিলাষ॥
ভাবিলাম যদি তুমি এসব জানিয়া।
পাছে তারে মোর কাছে না দেও আনিয়া।
অনুমান করি তুমি শত্রুকে মারিতে।
অসম্মত না হইবে প্রশংসা করিতে॥
রজনী প্রভাত হলে দুই জনে যাব।
সকল কাহিনী গিয়া জনকে জানাব॥
পিতার আমার প্রতি আছে অতিস্নেহ।
করিবেন ক্ষমা তিনি নাহিক সন্দেহ॥
তোমাকে দিবেন রাজা বহু সংখ্য ধন।
না হবে পিতার তাহে সঙ্কুচিত মন॥
শুনিয়া নারীর কথা কহিলাম "ভাই।
বাঁচিয়াছ সেই লভ্য অর্থ নাহি চাই॥
এই মাত্র খেদ কিন্তু রহিল আমার।
আপনি দিয়াছি তারে অস্ত্রেতে তোমার॥
করাইলে তুমি মোরে বিশ্বাস ঘাতকী।
তোমার কারণে আমি হলেম পাতকী।
প্রথমে উচিত ছিল বলিতে আমায়।
করিতাম তবে তার বিশিষ্ট উপায়॥
ইহা বলি পরিত্যাগ করিয়া নারীরে।
সেই দণ্ডে চলিলাম নগর বাহিরে॥
বোগদাদ দেশে যায় সাধু কয় জন।
করিলাম তাহাদের সহিতে গমন॥
উত্তরিয়া সেই দেশে হয় মহা ক্লেশ।
এক স্বর্ণ মুদ্রা মাত্র সঙ্গে ছিল শেষ।
ফল ফুল গন্ধবস্তু কিনি তাই দিয়া॥
ফিরিয়া বিক্রয় করি সেই সব নিয়া॥
এক স্থানে বহু লোক সুরা পান করে।
লইত আমার দ্রব্য মনে যাহা ধরে॥
করিতাম এপ্রকারে যাহা উপার্জ্জন।
তাহাতে হইত মোর ভরণ পোষণ॥
এক দিন ফল ফুল নিয়া চাঙ্গারিতে।
আসিয়াছিলাম তথা বিক্রয় করিতে॥
সকলের কাছে নিয়া বেচিলাম তাই।
বৃদ্ধ এক ছিল তথা দৃষ্টি হয় নাই॥
ডাকিয়া প্রাচীন বলে "সর্ব্বত্র বেচিলে।
আমার নিকটে দ্রব্য কেননা আনিলে॥

বিশিষ্ট নহিক আমি করিলে কি জ্ঞান।
শক্তি নাই করিতে দ্রব্যের মূল্য দান" ॥
তারে আমি কহিলাম বিনয় বচন।
দেখি নাই অপরাধ করিবে মোচন ॥
এবে যাহা ইচ্ছা কর করহ গ্রহণ।
বিনা মূল্যে দিব তাহা লইব না পণ ॥
দিলাম বৃদ্ধের কাছে চাঙ্গারি রাখিয়া।
আতা ফল লইলেন পসরা খুলিয়া ॥
নিকটেতে তার পর বসাইয়া তথা।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন সব তত্ত্ব কথা ॥
কে তুমি কোথায় বাস কিবা নাম ধর।
আমি বলি "মহাশয় তাহে ক্ষমা কর ॥
কাল বশে দুঃখ সব আছি পাসরিয়া।
ভাবিলে সে দুঃখানল দগ্ধ করে হিয়া ॥
শুনি বৃদ্ধ আর না সে কথা জিজ্ঞাসিল।
অন্য কথা নিয়া গল্প করিতে লাগিল ॥
দশ স্বর্ণ মুদ্রা মোরে দিয়া তার পরে।
উঠিয়া সেখান হতে চলিলেন ঘরে ॥
পাইয়া অধিক মূল্য ভাবি চমৎকার।
এত যে দিলেন মোরে কি ভাব তাহার ॥
ভাগ্যবন্ত খরিদার ছিল যত জন।
কেহ নাহি দিত এক স্বর্ণ মুদ্রা পণ ॥
বিক্রয় করিতে পুনঃ গিয়া পর দিন।
দেখিলাম সেই খানে আছয়ে প্রবীণ ॥
চাঙ্গারি তাহাকে আগে দিলাম খুলিয়া।
প্রাচীন সুগন্ধি কিছু লইল তুলিয়া ॥
এদিনও বসাইয়া অতি সমাদরে।
পুনর্ব্বার পরিচয় জিজ্ঞাসিল মোরে ॥
বার বার উপরোধ ছাড়ান না যায়।
কি করি সকল কথা কহিলাম তাঁয় ॥
আদ্যন্ত বৃত্তান্ত সব কহিতে তাঁহাকে।
সমস্ত শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল আমাকে ॥
সদাগরি করি আমি বশরায় ধাম।
ভালরূপে জানি তব জনকের নাম ॥
সম্বাদ শুনিয়া দুঃখ হইল অপার।
স্নেহের আধার তুমি হইলে আমার ॥
সন্তান সন্ততি বিধি দেন নাহি মোরে।
সম্ভব না হয় আর হইবেক পরে ॥
পুত্ররূপ ভাবি আমি দর্শনে তোমার।
অদ্যাবধি পোষ্য পুত্র হইলে আমার ॥
অতএব দুখানল করহ নির্ব্বাণ।
হৃদয়ে দুঃখেরে আর নাহি দিবে স্থান ॥
আব্দল্লিজ হতে আমি বহু ধন ধারী।
আমি গতে হবে তুমি সর্ব্ব অধিকারী ॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য আনন্দিত মন।
নমস্কার করিলাম তাঁহাকে তখন ॥
পসরা পূর্ণিত দ্রব্য রাখাইয়া পরে।
আমাকে লইয়া সাধু চলিলেন ঘরে ॥
মনোহর পুরী মধ্যে থাকে সদাগর।
আমাকেও সেই খানে দিল এক ঘর ॥
নিযুক্ত করিল দাস সেবার কারণ।
আনাইয়া দিল পরে উত্তম বসন ॥
পরম আনন্দে আমি থাকি সেই স্থান।
মনে করি যেন পিতা আছে বর্ত্তমান ॥
কিছু দিনে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বেচিয়া।
আসিলেন বশরায় আমাকে লইয়া ॥
পূর্ব্বের বান্ধবগণ ছিলেন যাঁহারা।
চমৎকার ভাবে মম সৌভাগ্যে তাঁহারা ॥
যাহারা নগর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী মানী।
পোষ্য পুত্র করিয়াছে করে কানাকানী।
সদা আমি থাকি সেই বৃদ্ধকে তুষিয়া।
আচরণ দৃষ্টে তুষ্ট আমাকে পোষিয়া ॥
কহিতেন সদা " শুন আবল-কাসম।
ভাগ্যবশে পাইয়াছি তোমাকে উত্তম ॥
পুত্র বিনা নানা দুঃখ শেষ অবস্থায়।
ঘুচিল সে দুঃখ সব পাইয়া তোমায় ॥
এই কথা বার বার কহিতেন কত।
আমি সেবা করি তাঁরে সন্তানের মত ॥

একারণ ছাড়িয়া সকল বন্ধু বর্গে।
থাকিতাম অহরহ সাধুর সংসর্গে॥
ইতি মধ্যে পীড়িত হইল সদাগর।
দেখিয়া নিযুক্ত করি বৈদ্য বহুতর॥
কিন্তু তণ কাল পূর্ণ পীড়া বৃদ্ধি ক্রমে।
নাহি হয় উপশম ঔষধের ক্রমে॥
কাল উপস্থিত সাধু বিচার করিয়া।
কহিল আমাকে পরে নিকটে লইয়া॥
"দেখ পুত্র এই মোর অন্তিম সময়।
কহিব তোমাকে এক গোপন বিষয়॥
করিয়ছি জন্মাবধি যাহা উপার্জ্জন।
সংসারের পক্ষে তাহা হয় বিলক্ষণ॥
কিন্তু আছে যেইধন পূর্ব্বের সঞ্চিত।
তাহার নিকটে ইহা কেবল কিঞ্চিত॥
একপ ঐশ্বয্য আছে গোপন যথায়।
বলিতেছি তাহা আমি এখন তোমায়॥
কোন কালে কোথা হতে হয় এত ধন।
জানি নাহি উপার্জ্জন করে কোন জন॥
শুনিয়াছি পিতামহ আপনি থাকিয়া।
মৃত্যু কালে দিয়া যান জনকে ডাকিয়া॥
পিতা মৃত্যু কাল দেখি দিলেন আমায়।
দিতেছি সে ধন সব এখন তোমায়॥
পরামর্শ বলি কিন্তু শুনরে সন্তান।
স্বভাবতঃ হও তুমি অতি দয়াবান॥
হাতে হলে এত ধন প্রতুল দেখিয়া।
করিবে অধিক ব্যয় যত্নে না রাখিয়া॥
বাঞ্ছনীয় বটে হও দয়ালু স্বভাব।
যদ্যপি তাহাতে হয় বিপদ্ অভাব॥
কিন্তু বহু দান হবে বিনাশের মূল।
বিলক্ষণ দেখিতেছি নাহি তায় ভুল॥
ধনেতে রাজার মনে ঈর্ষা বোধ হবে।
অথবা উজীরগণ পড়িবেন লোভে॥
গুপ্ত ধন পাইয়াছ সন্ধান পাইবে।
ছলে বলে লইবারে অবশ্য চাহিবে॥
অতএব শুন পুত্র এই যুক্তি সাজে।
চলিবে আমার মত ব্যবসার কাযে॥
নতুবা বিপদে পড়ে হারাবে জীবন।
দুঃখ মূল হবে তব সুখ-কর ধন॥
অঙ্গীকার করিলাম বৃদ্ধের কথায়।
তবে তিনি কহিলেন ভাণ্ডার যথায়॥
পরেতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলেন যখন।
পাইলাম আমি তাঁর যত সব ধন॥
এক দিন ভাণ্ডারেতে দেখিয়া ঐশ্বর্য্য।
কহিতে না পারি যত হলেম আশ্চর্য্য॥
যদিও প্রচুর ধন কভু নিত্য নয়।
তথাপি করিতে সীমা আয়ুঃ শেষ হয়॥
যদ্যপি জীবনাবধি দেই দুই করে।
তথাপি না হয় শেষ এত আছে ঘরে॥
ভাবিলাম এত ধন সঞ্চয় থাকিতে।
অনুচিত যুক্তি দান না করি রাখিতে॥
অতিথিরা এই ধন যদি না পাইবে।
তবে কিসে ভাগ্যধর তাহারা কহিবে॥
অতএব অঙ্গীকার না করি পালন।
করিলাম আরম্ভ করিতে বিতরণ॥
দীন দরিদ্রের প্রতি দ্বার অবারিত।
যে আইসে সেই যায় হয়ে আনন্দিত॥
বশরা নগরে হেন নাহি কোন জন।
কহিবে কখন মোর লয় নাহি ধন॥
অতিশয় ধন দান দেখিয়া আমার।
নগরস্থ লোক সবে ভাবে চমৎকার॥
কেহ বলে বশরার রাজার ভাণ্ডার।
পাইলেও পরিতোষ হয় না আমার॥
কেহ বলে পাইয়াছি অতুলিত ধন।
কেহ বলে পুনঃ ছার খাকের লক্ষণ॥
এইরূপ কানা কানী করে সর্ব্বজন।
কিন্তু দেখে হ্রাস নহে বৃদ্ধি বিলক্ষণ॥
গুপ্ত ধন পাইয়াছি তুলিলেক রব।
সমস্ত নগর মধ্যে উঠিল গুজব॥

আসিতে লাগিল লোভে যত লোভিগণ।
কোথা না রহিল আর দরিদ্র কৃপণ॥
এক দিন কোতয়াল আসি মোর কাছে।
"বলে দেও দেখাইয়া ধন কোথা আছে॥
তব বদান্যতা এত যে ধন হইতে।
আসিয়াছি রাজদূত তাহাই লইতে"॥
কোটালের বাক্যে ছাড়ি ঘনং শ্বাস।
বদনে না সরে বাণী ভাবি সর্ব্বনাশ॥
দারোগা এরূপ দেখি বুঝিল নিশ্চয়।
হয়েছে গুজব যাহা মিথ্যা তাহা নয়॥
অতএব নম্রভাবে বলিল আমায়।
"আবল-কাসম চিন্তা কি লাগি ইহায়॥
আমরা রাজার দাস লোভের অধীন।
সেই জন্য আসিয়াছি এই এক দিন॥
গ্রহণের যোগ্য মুদ্রা কর মোরে দান।
ফিরিয়া না চাব আর করিব প্রস্থান"॥
একথা শুনিবা মাত্র ঘুচিল বিষাদ।
কহিলাম কত দিলে হইবে আহ্লাদ॥
দারোগা বলিল 'যদি করিলে জিজ্ঞাসা।
প্রতিদিন দশ স্বর্ণ মুদ্রা করি আশা"॥
কহিলাম দশ মুদ্রা অত্যল্প হইবে।
প্রত্যহ শতেক স্বর্ণ মোহর পাইবে॥
কোতয়াল আনন্দিত একথা শুনিয়া।
বলিল আমাকে অতি বিনয় করিয়া॥
"হাজারং তব বাড়ুক ভাণ্ডার।
বিঘ্ন নাহি দিব আমি কহিলাম সার"॥
একথা কহিয়া ধন লইয়া তখন।
বিদায় হইয়া গৃহে করিল গমন॥
কিছু দিন পরে মোরে মন্ত্রী ডাকাইল।
সমাদরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল॥
"গোপন ঐশ্বর্য্য নাকি পাইয়াছ তুমি।
ভালং তুষ্ট তাহে হইলাম আমি॥
কিন্তু জান সে ধনের পঞ্চমাংশ যাহা।
শাস্ত্রে লিখে নৃপতিকে দিতে হয় তাহা॥
অতএব সেই অংশ ভূপতিরে দিয়া।
ভোগ কর অবশিষ্ট চারি অংশ নিয়া"॥
একথায় বুঝাগেল মন্ত্রীর মনস্থ।
অভিপ্রায় লইবেন আপনি সমস্ত॥
করপুটে কহিলাম মন্ত্রীর নিকটে।
"গুপ্ত ধন পাইয়াছি ইহা সত্য বটে।
কিন্তু নাহি প্রকাশিব সে ধন যথায়।
সহস্রং খণ্ড করিলে আমায়॥
তবে যদি মোরে নাহি কর প্রাণ হীন।
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দিব প্রতি দিন॥
এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী হয় আনন্দিত।
লোক পাঠাইয়া দিল আমার সহিত॥
তাহারে ভাণ্ডারী ত্রিশ হাজার গণিয়া।
প্রথম মাসের জন্য দিলেক আনিয়া॥
অনন্তর মন্ত্রীবর মনে কি করিল।
মোর গুপ্ত ধন কথা রাজারে বলিল॥
আরো জানাইল মোর প্রতিজ্ঞা যেমন।
দেখাবেনা কারে ধন থাকিতে জীবন॥
এ কথায় নরপতি বিস্ময় হইয়া।
হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিল মোরে ডাকাইয়া॥
"কেন যুবা বল দেখি জিজ্ঞাসি তোমায়
ধনাগার দেখাইতে অনিচ্ছা সবায়॥
বাসনা আমার তব দেখি গুপ্ত ধন।
বিভ্রাট তোমার তাহে না হবে কখন॥
আমি তাঁরে কহিলাম শুন মহীপাল।
আপনার পরমায়ুঃ হৌক দীর্ঘকাল॥
ধন স্থান দেখাব না প্রতিজ্ঞা আমার।
অতএব না চাহিবে দেখিতে ভাণ্ডার॥
যদি চাহ দিব আমি তোমাকে আনিয়া
দ্বিসহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রত্যহ গণিয়া॥
কিন্তু বাঞ্ছা সিদ্ধি যদি ইহাতে না হয়।
তবে মোর প্রাণ দণ্ড কর মহাশয়॥
ইহা শুনি নৃপবর নয়ন সঙ্কেতে।
জিজ্ঞাসিল মন্ত্রিবরে কি বলি ইহাতে॥

উজীর বলিল প্রভু করি নিবেদন।
যুবা যাহা দিতে চায় করুন গ্রহণ ॥
স্বচ্ছন্দে থাকুক যুবা আপনার সুখে।
তোমাকে দিবেক যাহা বলিয়াছে মুখে ॥
উজীরের পরামর্শ নৃপতি লইয়া।
আলিঙ্গন দিল মোরে সন্তুষ্ট হইয়া ॥
এই রূপে দেই আমি বৎসর বৎসর।
একাদশ লক্ষ যোল হাজার মোহর ॥
বিবরণ কহিলাম শুন মহাশয়।
এখন উচিত নহে করিতে সংশয় ॥
অতএব করিয়াছি যে সব প্রেরণ*।
কৃপাকরি লবে তাহা নাকরি হেলন ॥
প্রস্তাব সমাপ্ত যদি হইল যুবার।
ভাণ্ডার দর্শনে স্পৃহা জন্মিল রাজার ॥
নৃপতি কহিল" ধন শুনিয়া তোমার।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল আমার ॥
কিন্তু সদা বিতরণে নাহি হয় ক্ষয়।
একথা আমার মনে কভু নাহি লয় ॥
তবে যদি কৃপা করি দেখাও ভাণ্ডার।
দেখিলে সংশয় দূর হইবে আমার ॥
শপথ করিয়া বলি করিলে প্রত্যয়।
কদাচিত না হইবে ইহাতে ব্যত্যয়,, ॥
শুনিয়া ভাবিয়া কহে বণিক কুমার।
"বাসনা হইল তব হেরিতে ভাণ্ডার ॥
তোমার কথায় কিন্তু সন্তাপিত মন।
করিয়াছি এবিষয়ে নিদারুণ পণ,, ॥
রাজা বলে" চিন্তা তুমি নাকরিও তার।
যে কেন না হয় পণ করিব স্বীকার ॥
একথা শুনিয়া বলে বণিক নন্দন।
করিব তোমার তবে নয়ন বন্ধন ॥
আচ্ছাদন বস্ত্র আদি না রহিবে মাতে।
নিতে না পারিবে কোন অস্ত্র শস্ত্র হাতে ॥
আমি যাব সঙ্গে তব তীক্ষ্ণ অসি নিয়া।
ব্যত্যয়ে করিব হত্যা সেই অস্ত্র দিয়া ॥

অতএব প্রতিজ্ঞায় মহা ভয় বটে।
কি জানি ইহাতে পাছে বিপরীত ঘটে ॥
যাহা হৌক বিশ্বাসিয়া তোমার কথায়।
অবশ্য লইয়া যাব ভাণ্ডার যথায় ॥
যুবার বচনে রাজা কহিল তখন।
মনোরথ পূর্ণ তবে করহ এখন ॥
আবল-কাসম বলে শুন মহাশয়।
স্থির হও উতলার কর্ম্ম ইহা নয় ॥
কিঙ্কর নিকর পরে মোহিলে নিদ্রায়।
গোপনে ভাণ্ডারে নিয়া দেখাব তোমায় ॥
এই রূপে নৃপতিকে বুঝাইয়া পরে।
দাসগণে আলোক আনিতে আজ্ঞাকরে ॥
শুনিয়া কিঙ্করগণ ক্রুত ক্রুত মানে।
আনিল সুগন্ধ বাতি স্বর্ণ সামাদানে ॥
ভূপতিরে নিয়া যুবা উঠিয়া তখন।
অপূর্ব্ব শয়নাগারে করিল গমন ॥
সেই স্থানে সমাদরে রাখি নৃপবরে।
শয়ন করিতে গেল আপনার ঘরে ॥
ভূপালের জামা যোড়া খুলি দাসগণ।
ভূনিয়া পালঙ্কোপরি করায় শয়ন ॥
সুগন্ধি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পরে।
শয্যার নিকটে রাখি গেল স্থানান্তরে ॥
ভাবনায় ভূপতির নিদ্রা নাহি হয়।
কতক্ষণে দেখিবেন গুপ্ত ধনালয় ॥
ভাণ্ডার দেখিতে পাব আসিলে আবল।
নিদ্রা নাই নৃপতির ভাবনা কেবল ॥
অর্দ্ধ রজনীতে যুবা বাক্য অনুসারে।
আপনি আসিয়া তথা ডাকিল রাজারে ॥
বিলম্ব না কর আর উঠ মহাশয়।
নিদ্রিত সকল প্রাণী উত্তম সময় ॥
যদি পার পূর্ব্বমত প্রতিজ্ঞা রাখিতে।
তবে মোর সঙ্গে চল ভাণ্ডার দেখিতে ॥
নৃপতি বলেন" তুমি নিয়া চল তবে।
আমার শপথ কভু মিথ্যা নাহি হবে ॥

বসুমতী আদি স্বর্গ যাঁহার সৃজন।
তাঁহারি শপথ করি না হবে লঙ্ঘন" ॥
শুনিয়া রাজার কথা যুবক ত্বরায়।
আপনি উদ্যোগী হয়ে বসন পরায় ॥
নৃপতির দুই চক্ষু করিয়া বন্ধন।
মিনতি করিয়া কহে বণিক নন্দন ॥
বিশ্বাসের পাত্র তুমি বট মহাশয়।
তথাপিও ব্যবহারে ইহা যুক্ত হয় ॥
বাঁধিতে তোমার চক্ষু মনে নাহি লয়।
কিন্তু কি করিব দেখ না করিলে নয় ॥
রাজা বলে উচিত হইতে সাবধান।
এতে কোন অপরাধ নাহি করি জ্ঞান ॥
একথা শুনিয়া যুবা নৃপতিকে নিয়া।
অধো-ভাগে চলিলেন গুপ্ত সিঁড়ি দিয়া।
বাগানেতে বক্র পথে ঘুরাইয়া তাঁরে।
উপনীত হইলেন ভাণ্ডারের দ্বারে ॥
প্রস্তর করিয়া মুক্ত প্রবেশিয়া তায়।
অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গেতে দুই জনে যায় ॥
অন্ধকারে সেই পথে গিয়া কিছুপর।
সম্মুখেতে পাইলেন বড় এক ঘর ॥
স্থানে স্থানে মণি জ্বলে শোভায় অপার
আলোকে আগার পূর্ণ তুল্য নাহি তার।
এই ঘরে আসি পরে বণিক নন্দন।
ঘুচাইল নৃপতির নয়ন বন্ধন ॥
লোচন মেলিয়া নৃপ হইল স্তম্ভিত।
হেরিল গহ্বর এক পাষাণে নির্ম্মিত ॥
পঞ্চাশত হস্ত তার চৌদিকে প্রসর।
অনুমান কুড়ি হাত নীচেতে গহ্বর ॥
এই পাত্র সুবর্ণের মুদ্রাতে পূর্ণিত।
চৌদিকে দ্বাদশ স্তম্ভ কাঞ্চনে নির্ম্মিত ॥
অমূল্য লালের মূর্ত্তি শোভে তদুপরি।
আশ্চর্য্য শিল্পতা কিবাআহা মরি মরি ॥
রাজকর করে ধরি বণিক নন্দন।
পাত্রের নিকটে আসি কহিল তখন ॥
এই যে প্রশস্ত কুণ্ড দেখিতেছ কাছে।
ইহাতে নির্ণয় নাই কত স্বর্ণ আছে ॥
অদ্যাপি অঙ্গুলী দ্বয় কমে নাহি যার।
ইহাতে কি মনে লয় ক্ষয় হবে তার ॥
স্বর্ণাধার দেখি পরে কহে নৃপবর।
সম্পত্তি অধিক বটে নহে স্থির তর ॥
আবল বলিল ক্ষয় হলে এই ধন।
আর এক পাত্রে হস্ত করিব অর্পণ ॥
এত বলি ধনপতি লইয়া রাজারে।
অন্য এক ঘরে যায় ধন দেখিবারে ॥
প্রবেশ করিবা মাত্র সেই রম্য ঘরে।
হেরিয়া হরিষ রায় হইল অন্তরে ॥
প্রথম কুঠরি হতে হয় হেন জ্ঞান।
এঘর অধিক রম্য আরো দীপ্তমান ॥
স্থানে ২ শোভা পায় শোভিত আসন।
মণ্ডিত সুবর্ণ বস্ত্রে অতি সুশোভন ॥
ঝুলয়ে ঝালরে মতি কিবা তার শোভা।
হীরায় খচিত তায় অতি মনোলোভা ॥
অন্য যে পাষাণ পাত্র দেখে সেই স্থানে
স্বর্ণাধার হতে কিছু ক্ষুদ্র অনুমানে ॥
কিন্তু হীরা মতি পান্না অমূল্য পাথর।
মণি চুণি পরিপূর্ণ পাত্রের ভিতর ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য হেরি বিস্ময় নরেশ।
মনে ভাবে আছে বুঝি নিদ্রার আবেশ।
আরো দেখাইল যুবা স্বর্ণ সিংহাসন।
করিয়াছে দুই ব্যক্তি তাহাতে শয়ন ॥
আবল বলিল এই পূর্ব্ব রাজা রাণী।
ইহাঁরাই ধনপতি এইরূপ জানি ॥
দীর্ঘাকারে শয়ন করিয়া দুই জনে।
সজীব মনুষ্য যেন এই লয় মনে ॥
হীরার মুকুট শিরে উভয়েরি আছে।
কাষ্ঠের আসন শোভে চরণের কাছে ॥
তাহাতে নীচের কথা অতি মনোহর।
শ্রেণীমত লেখা আছে সুবর্ণ অক্ষর ॥

এই যে প্রচুর ধন, বহুকালে উপার্জ্জন,
করিয়াছি যৌবন সময়।
লইয়াছি কত দেশ,তাহার নাহিক শেষ,
মম জয় সমস্ত ভূময়॥
কৃতান্ত যখন ধরে, সব গর্ব্ব খর্ব্ব করে,
তার দর্প কিছুতে না খাটে।
কালবশে অবশেষে, রহিলাম নিদ্রাবেশে,
দেখ লোক শব দেহ খাটে॥
আমাকেদেখিবেযেই, নিশ্চয়জানিবেসেই
কাল পাশ এড়ান না যায়।
পাইলে এসব ধন, সার কার্য্য বিতরণ,
দান কুণ্ঠ হইবে না তায়
গ্রাহক যাইবে যত, দিবে তার মত,
বু ধন না হইবে ক্ষয়
থাকিতে আপন বশ, কেবল কিনিবেযশ,
সম্পদ কাহারো সঙ্গী নয়॥
কৃতান্ত যখন পাবে, একান্ত লইয়া যাবে,
তাহে রক্ষা করিবে না ধনে।
অতএব যুক্তিদান, ত্যজি দম্ভ অভিমান,
ভ্রমে অন্য ভাবিবে না মনে॥

কবিতার কয় পংক্তি পড়িয়া যুবারে।
রাজাকহে "দোষদিতে পারিনা তোমারে
স্বচ্ছন্দে করহ দান, কিন্তু সেই বৃদ্ধ।
পরামর্শ দিল যাহা নহে যুক্তি সিদ্ধ॥
জানিতে রাজার নাম বড় ইচ্ছা ছিল।
কোন্ রাজা এত ধন সঞ্চয় করিল॥
আবল-কাসম পরে ভূপতি সহিত।
আর এক স্থানে গিয়া হন উপস্থিত॥
অমূল্য অদ্ভুত নিধি আছে নানা মত।
দেখিলেন প্রাপ্ত রূপ তরু আরো কত॥
রাজার বাসনা ছিল নয়ন ভরিয়া।
সারারাত্রি দেখে ধন পরীক্ষা করিয়া॥
কিন্তু আবলের ভয় হইল তখন।
ধনাগার টের পায় পাছে দাস গণ॥
অতএব না সহিল বিলম্ব করিতে।
রাজাকে লইয়া যুবা চলিল ত্বরিতে॥
বিবস্ত্র করিয়া শির চক্ষু ঢাকা দিয়া।
চলিল রাজার সঙ্গে অসি হস্তে নিয়া॥
উদ্যান হইয়া পার গুপ্ত পথ দিয়া।
উপনীত হইলেন শয্যাগারে গিয়া॥
দেখিল তথায় বাতি জ্বলিছে তখন।
বসিয়া উভয়ে করে কথোপকথন॥
অতঃপর নৃপবর কহিল যুবারে।
পূর্ব্বে যে রমণী তুমি দিয়াছ আমারে॥
মনে করি সেই রূপ আরো কত নারী।
তোমার ভবনে আছে পরম সুন্দরী॥
আবল-কাসম বলে বটে মহাশয়।
সুন্দরী অনেক আছে কথা মিথ্যা নয়॥
কিন্তু কারো প্রতি মোর প্রাণ নাহি চায়
দার্দেনী জাগিছে হৃদে পাসরানা যায়॥
মনকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে চাই।
মরিলে ভাবিয়া তারে প্রয়োজন নাই॥
তথাপি অবোধ মনে প্রবোধ না লাগে।
সদাই দার্দেনী রূপ অন্তরেতে জাগে॥
তাহার বিহনে তনু হইতেছে ক্ষীণ।
থাকিতে অতুল ধন দুঃখের অধীন॥
অত্যল্প থাকিয়া ধন যদি তারে পাই।
সে সহস্র গুণে প্রিয় এত নাহি চাই।
জানিয়া যুবার মন দৃঢ় এই মত।
তাহাতে প্রশংসা রাজা করিলেন কত
কিন্তু বহু বুঝাইয়া কহিল রাজন।
নিষ্ফল প্রেমের বাঞ্ছা উচিত বর্জ্জন॥
অনন্তর নৃপবর লইয়া বিদায়।
স্বদেশে যাইব বলে চলিল বাসায়॥
শিশু নারী ভৃত্য আদি যুবাদত্ত ধন।
সমস্ত লইয়া রাজা করিল গমন॥

আবলফটা মন্ত্রীর কুৎসিৎ লোভ।

নরেন্দ্র আপন দেশে গমন করিল।
দুই দিন পরে তার প্রমাদ ঘটিল॥
যে রাজার অধিকারে আবলের ধাম।
মন্ত্রী তার দুরন্ত আবল ফটা নাম॥
কুমন্ত্রণা কত জানে সেই নরাধম।
দুষ্কর্ম্ম নাহিক হেন করিতে অক্ষম॥
অর্থ লাভ হয় যদি করিলে অধর্ম্ম।
স্বচ্ছন্দে করিতে পারে সহস্র কুকর্ম্ম॥
অবিশ্রান্ত বিতরণ যুবার আগারে।
দেখিয়া সে দুরাচার সহিতে না পারে॥
যুবা যে তাহারে ধন দিত প্রতিমাস।
তথাপি তাহাতে তার নাহি পুরে আশ॥
আছে জানি কত ধন করি অনুমান।
প্রতিজ্ঞা করিল তাহা করিতে সন্ধান॥
বালকিসা নামে ছিল তাহার নন্দিনা।
অষ্টাদশ বর্ষা, রূপে ভুবন মোহিনী॥
বুদ্ধিমতী সুচতুরা মধুর ভাষিণী।
নানা গুণ ধরে বালা সুচারু হাসিনী॥
নেত্র মাঝে কাম রক্ষ থাকে অনুক্ষণ।
হেরিলে কটাক্ষে বাঁধে পুরুষের মন॥
নৃপতির ভ্রাতৃপুত্র আলী নাম যার।
তাহারে বিবাহ করে আকিঞ্চন তাঁর॥
আলার সহিতে দিবে কুমারার বিয়া।
স্থির করিয়াছে মন্ত্রী নিজ মত দিয়া॥
তথাপি ডাকিয়া মন্ত্রী কন্যাকে কহিল।
আজি কিছু পরিশ্রম করিতে হইল॥
মনোহর বেশ ভূষা বাহির করিয়া।
সাজিবে মোহিনা বেশ সমস্ত পরিয়া॥
রজনী হইলে যাবে আবলের কাছে।
জানিয়া আসিবে ছলে ধন কোথা আছে॥
একথা শুনিয়া বালা বিরস বদনে।
মিনতি করিয়া কহে পিতার সদনে॥
"কন্যাকে একরূপ বলা উপযুক্ত নয়।
ভাবিয়া দেখুন পিতা ইহাতে কি হয়॥
কুলেতে পড়িবে কালি করিলে একর্ম্ম।
কলঙ্কিনী কবে লোকে যাবে কুলধর্ম্ম॥
আমার সতীত্ব নাশে কেন হেন সাধ।
কিলাগি আমার প্রতি সাধিবে এবাদ॥
সতীধর্ম্ম প্রতি পতি সদা রাখে মন।
সে সতীত্ব বল কেন করাবে হরণ॥
একথা শুনিয়া মন্ত্রী কহিল দাবিয়া॥
আগে আমি দেখিয়াছি এসব ভাবিয়া।
তোমার কথাতে আর প্রয়োজন নাই॥
রাখিতে হইবে আজ্ঞা এই আমি চাই।
এত শুনি যুবতীর চক্ষে ধারা বহে।
কান্দিতেং পুনঃ জনকেরে কহে॥
দোহাই ধর্ম্মের পিতা রাখহ মিনতি।
কেমনে যাইব আমি অবলা যুবতী॥
ধনের আকাঙ্ক্ষা কর সমূলে বিনাশ।
পর ধনে কিলাগিয়া কর অভিলাষ॥
স্বচ্ছন্দে থাকুক যুবা নিয়া নিজ ধন।
কিকায তোমার তারে করিতে বঞ্চন॥
একথা শুনিয়া ক্রোধে কহে দুরাচার।
"চুপ্‌কর কথা তোর্ না শুনিব আর॥
ঠেলিস্ আমার কথা ভাবিয়া তামাসা।
প্রাণে কিছু ভয় নাই করিস্ ভরসা॥
যাইতে হইবে তোরে নাহি আর কথা।
জানিয়া আসিবি তার ধন আছে যথা॥
না দেখিয়া ধনাগার আসিলে ফিরিয়া।
কাটিব তোমার শির আপনি ধরিয়া॥
অধোমুখে ভাবে রামা কি হইল দায়।
পিতা হয়ে পাপকর্ম্ম করাইতে চায়॥
একান্ত যাইতে হবেনা দেখি উপায়।
বিমর্ষ হইয়া ধনী নিজালয়ে যায়॥
বাছিয়া পরিল বালা বস্ত্র অনুপম।
বিবিধ জহর যুক্ত অতি মনোরম॥

বাহুল্য রূপের ছটা না করে যুবতী।
বিনা অভরণে ধনী অতি রূপবতী॥
রজনী হইলে মন্ত্রী কন্যারে লইয়া।
আবলের গৃহ দ্বারে আইল রাখিয়া॥
দ্বারে দাঁড়াইয়া নারী করে করাঘাত।
শব্দ শুনি দ্বারী দ্বার খুলে তৎক্ষণাৎ॥
বিনোদ শয্যায় যুবা ছিলেন শয়নে।
যায় যুবতীরে নিয়া তাঁহার সদনে॥
রমণী দেখিয়া যুবা উঠে দাঁড়াইল।
করে ধরি সমাদরে কাছে বসাইল॥
জিজ্ঞাসা করিল "কহ কিসের লাগিয়া।
মম গৃহে পদার্পণ করিলে আসিয়া॥
মন্ত্রী বালা বলে "শুন বণিক কুমার।
ভুবন জুড়িয়া শুনি প্রশংসা তোমার॥
সুজন ভাজন তুমি কহে সর্ব্ব জনে।
অতএব আসিয়াছি তব দরশনে"॥
ধনীর মধুর ধ্বনি সাধু শ্রুত মাত্র।
উথলিল কামসিন্ধু শিহরিল গাত্র॥
সে সুধা-মুখের বাণী করিলে শ্রবণ।
সাধুর সাধুত্ব আর থাকে কি কখন॥
ঈষৎ হাসিয়া ধনী ঘোমটা বারিল।
মেঘাচ্ছন্ন শশী যেন ঘরে প্রকাশিল॥
যখন এরূপ রূপ আবল হেরিল।
পরনারী প্রতি ঘৃণা কোথায় রহিল॥
মোহিত হইয়া কহে "শুন সুধা-মুখি।
কাহাকেও নাহি দেখি মমতুল্য সুখী॥
আজি কিবা সুপ্রসন্ন ভাগ্য ভাবি মনে
পবিত্র হইল গৃহ তব পদার্পণে॥
রমণীর করে ধরি বণিক নন্দন।
অন্য ঘরে লয়ে যায় করিতে ভোজন॥
মদ্যমাংস খাদ্য দ্রব্য কত তথা ছিল।
আসিয়া সুন্দরী সহ আহারে বসিল॥
যুবতীকে দেখি পাছে কেহ টের পায়।
এই ভয়ে দাসগণে করিল বিদায়॥

নিজে দিল খাদ্যবস্তু পরম কৌতুকে।
মণিময় পাত্রে সুরা রাখিল সম্মুখে॥
প্রতিক্ষণ রামাপ্রতি প্রতীক্ষণ করে।
অন্তরের ভাব তার রাখয়ে অন্তরে॥
স্বভাবতঃ সে নারীর নাহি অন্য ভাব।
তথাপি যুবার মনে উঠে নানা ভাব॥
যত দেখে তত যুবা মোহিত হইল।
পলক না ফেলে আর চাহিয়া থাকিল॥
প্রেমাভাষে যত ভাষে তাহার সহিত।
উত্তরে রমণী করে ততই মোহিত॥
ভোজনান্তে যুবতীর ধরি পদদ্বয়।
সকাতরে সবিনয়ে সাধু-সুত কয়॥
"শুনলো সুন্দরী হরিয়াছ মন রাজ্য।
এবে অধিকার করি কর প্রিয় কার্য্য॥
প্রথমে বিন্ধিয়াছিল কেবল লোচনে।
এখন হৃদয় জয় করিলে বচনে॥
অদ্যাবধি তব দাস জানিবে আমায়।
প্রাণ মন সঁপিলাম তোমার সেবায়॥
ইহা বলি চুম্ব দিল যুবতীর করে।
অমনি রমণী তায় সভয়ে শিহরে॥
আতঙ্কে সুবর্ণ বর্ণ বিবর্ণ হইল।
নয়নেতে বারি ধারা বহিতে লাগিল॥
বিস্ময় হইয়া যুবা জিজ্ঞাসে তখনি।
"এভাব ধরিলে কেন সুধাংশুবদনি॥
কি লাগি হইল তব বিরস বদন।
সত্য কহ কেন তুমি করিছ রোদন॥
দেখিয়া মলিন মুখ বিদরে হৃদয়।
তিলেকে হইল কেন এভাব উদয়॥
কিবা জানি অপরাধ হয়েছে আমার।
এজন্য নয়নে নীর বহিছে তোমার॥
কিম্বা মোর কোন এক অযুক্ত বাণে।
অভিমানে বহে বারি তোমার লোচনে"
এতেক শুনিয়া কহে মন্ত্রীর কুমারী।
"তোমাকে ছলনা আর করিতে না পারি॥

পরের অধীন হয় নারীর জীবন।
নাহি ক্ষণ সুখ, সুখ হইলে মরণ॥
বিশিষ্ট কুলেতে জন্ম জানিবে আমার।
আসিয়াছি তব স্থানে আজ্ঞাতে পিতার॥
পিতা জানে গুপ্তধন আছে তব ঘরে।
পাঠাইল মোরে তার সন্ধানের তরে॥
বলিল কৌশলে ছলে যাহাতে পারিবে।
অবশ্য ভাণ্ডার দেখি ঘরেতে আসিবে॥
কিন্তু যদি না দেখিয়া আসিবে ফিরিয়া।
নিশ্চয় কাটিব শির স্বহস্তে ধরিয়া॥
অতএব আসিয়াছি না আসিলে নয়।
পিতার কিরূপ জ্ঞান দেখ মহাশয়॥
মন প্রাণ রাজপুত্রে করেছি অর্পণ।
জানি সার তার সঙ্গে হইবে মিলন॥
যদিবা এরূপ মন না থাকিত আগে।
তথাপি এমন কর্ম্মে বড় ঘৃণা লাগে॥
তবে মাত্র আসিয়াছি জীবনের দায়।
আসিতে এমন কর্ম্মে প্রাণ নাহি চায়"॥
শুনি যুবতীর বাণী বণিক নন্দন।
তুষিয়া তাহারে কহে মধুর বচন॥
"বলিলে বৃত্তান্ত মোরে বড়ই মঙ্গল।
করিব নির্ব্বাণ তব দুঃখের অনল॥
থাকিবে সতীর ধর্ম্ম দেখিবে ভাণ্ডার।
যাবে না পিতার হস্তে জীবন তোমার॥
করিব তোমাকে আমি যোগ্য সমাদর।
নির্ভয়ে থাকহ তুমি নাহি আর ডর॥
সত্য বটে হেরি তব রূপ মনোহর।
চঞ্চল হইয়াছিল আমার অন্তর॥
কিন্তু সে আশাতে আর নাহি প্রয়োজন।
মনের মালিন্য তুমি ত্যজহ এখন॥
স্বচ্ছন্দে পতিকে গিয়া করিবে দর্শন।
রাখিয়াছ সতী-ধর্ম্ম যাহার কারণ"॥
আবলের বাক্য শুনি মন্ত্রী-সুতা কয়।
সত্য হে তোমাকে সবে কহে দয়াময়॥
গুণের সাগর তুমি বণিক কুমার।
তব ব্যবহারে মন মোহিত আমার॥
যতকাল না শোধিতে পারি এই ধার।
ততকাল মনস্থির না হইবে আর॥
আবল-কাসম ইহা শ্রবণ করিয়া।
শয়ন মন্দিরে গেল তাহারে লইয়া॥
যুবতীর কাছে বসি থাকিল আবল।
একে একে নিদ্রা গেল কিঙ্কর সকল॥
সমস্ত নিদ্রিত দেখি বণিক তনয়।
নয়ন বান্ধিয়া কহে করিয়া বিনয়॥
বড় দুঃখ তব চক্ষু করিতে বন্ধন।
কিকরি করিতে নারি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন॥
ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাহি বরাননা।
অতএব অপরাধ করিবে মার্জ্জনা"॥
রমণী অমনি বলে শুন মহাশয়।
যাহা ইচ্ছা কর তুমি নাহি আর ভয়॥
তোমার সরলাচারে করিয়া প্রত্যয়।
যথা বাঞ্ছা নিয়া যাও থাকিব নির্ভয়॥
তবে মাত্র মনে এই করি শঙ্কা বোধ।
পাছে এগুণের ধার নাহি হয় শোধ"॥
আবল তাহার কর ধরিয়া তখন।
গোপন সোপান দিয়া করিল গমন॥
উদ্যান ত্যজিয়া পরে প্রবেশি গহ্বরে।
নয়ন হইতে তার বস্ত্র দূর করে॥
রাশি রাশি হীরা মুক্তা স্বর্ণ আর মণি
বিচিত্র অদ্ভুত দ্রব্য হেরিল রমণী॥
হারূণ যে ধন হেরি চমৎকার প্রায়।
বাল্‌কিসী বিস্ময় হবে কি সন্দেহ তায়
যাহা দেখে তাহাই আশ্চর্য্য করি মানে
স্থির-নেত্র হয় রাজা রাণী দরশনে॥
স্বর্ণের লিখন ধনী পড়িল যখন।
যেরূপ হইল মন না যায় বর্ণন॥
কপোতের ডিম্বাকার গজমুক্তা হার।
মহিষীর গলে ছিল দৃষ্টি হলো তার॥

অদ্ভুত ভাবিয়া রামা দাঁড়াইয়া থাকে।
আবল খুলিয়া সেই হার দিল তাকে॥
কন্যাকে কহিল "তব জনকের মন।
হার দৃষ্টে বিশ্বাসিবে দেখিয়াছ ধন॥
আরো তব জনকের সন্তোষের তরে।
আভরণ রত্ন কিছু নিয়া যাও ঘরে"॥
যুবতীকে এই কথা আবল বলিয়া।
বাছিয়া জহর দিল আপনি তুলিয়া॥
ইতিমধ্যে তার মনে হয় এই ভয়।
রজনী প্রভাতা পাছে সেই খানে হয়॥
এজন্য নারীর নেত্র বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া।
আনিল শয়নাগারে গুপ্ত পথ দিয়া॥
কত কথা কয় সেথা বসিয়া দুজনে।
দিনমণি দেখা দিল আসিয়া গগণে॥
রমণী অমনি উঠি বিনয় বচনে।
বিদায় হইয়া যায় আপন ভবনে॥
এখানে জনক তার ভাবিয়া অধৈর্য্য।
কখন আসিবে কন্যা দেখিয়া ঐশ্বর্য্য॥
মনে মনে এক বার এইরূপ বলে।
ভুলাইতে পারে নাহি বুঝি কোন ছলে॥
হেন কালে আগমন হইল কন্যার।
গলদেশে ঝুলিতেছে গজমতি হার॥
হীরা পান্না যুবতী জনকে নিয়া দিল।
আনন্দিত হয়ে তারে মন্ত্রী জিজ্ঞাসিল॥
কি করিয়া আসিয়াছ বল দেখি সার।
যে কার্য্যেতে গিয়াছিলে কি হইল তার॥
কন্যা বলে দেখিয়াছি যুবার ভাণ্ডার।
কিন্তু নাহি দিতেপারি উপমা তাহার॥
একত্র করিলে সব রাজাদের ধন।
এধনের তুল্য তবু হবেনা কখন॥
আরো আবলের নীতি উত্তম যেমন।
তুলনাতে ধন তার না হয় তেমন॥
এত বলি বাল্‌কিসী নিকটে পিতার।
কহিতে লাগিল গুণ বিস্তারি যুবার॥
আহ্লাদে ভাসিল মন্ত্রী দেখিয়াছে ধন।
সদ্‌গুণ শুনিতে আর নাহি দিল মন॥
ধনের নিমিত্ত যদি ব্যভিচার কায।
দুহিতা করিত তবু না হইত লাজ॥

হারুণ রাজার স্বদেশে আগমন।

বশরাতে এই রূপ ঘটনা যখন।
হারুণ ভূপতি দেশে আসিল তখন॥
পুরী প্রবেশিয়া ভূপ করি আজ্ঞা দান।
উজীরের কারা বদ্ধ তখনি ঘুচান॥
যেরূপ বিশ্বাস পাত্র ছিলেন জাফর।
ততোধিক প্রিয় তারে করে নৃপবর॥
ভ্রমণের বিবরণ সমস্ত কহিয়া।
জিজ্ঞাসে হারুণ তারে সন্দিগ্ধ হইয়া॥
কি হবে জাফর কহ জিজ্ঞাসি তোমারে"।
দিয়াছে অমূল্য ধন আবল আমারে॥
বণিকের দানে খাট হইয়া রহিব।
রাজা হয়ে এত লজ্জা কি রূপে সহিব॥
দুষ্প্রাপ্য অমূল্য দ্রব্য যে আছে ভাণ্ডারে
শোভা নাহি পাবে তাহা দিলেও তাহারে
কি দিয়া তাহারে আমি বাধিত করিব।
বল দেখি কি প্রকারে দানেতে জিনিব॥
শুনিয়া রাজার কথা মন্ত্রীবর কয়।
পরামর্শ বলি তবে শুন মহাশয়॥
বশরা দেশের রাজ্য করস্থ তোমার।
সিংহাসন হতে তারে কর বহিষ্কার॥
আবলেকে সেই রাজ্য করিলে প্রদান।
কোন রূপে তবে নৃপ থাকে তব মান॥
লিখন লইয়া দূত অবিলম্বে যায়।
আমিও সনন্দ নিয়া যাইব ত্বরায়॥
শুনিয়া মন্ত্রীর কথা হারুণ রাজন।
তুষ্ট হয়ে উজীরকে কহিল তখন॥

বলিয়াছ পরামর্শ যথার্থ উত্তম।
ইহাতে বাধিত হবে আবল-কাসম॥
বরঞ্চ হইবে ইথে আর এক ফল।
রাজা রাজমন্ত্রী দোঁহে পাবে প্রতিফল॥
এই দুই দুরাচার তার ধন লয়।
রাজপদে ইহাদের রাখা যুক্ত নয়॥
এ কথা বলিয়া পত্র তখনি লিখিয়া।
বশরায় পাঠাইল দূতকে ডাকিয়া॥
ভিতর মহলে রাজা গিয়া তার পরে।
বসিয়া কহিল সব মহিষীর ঘরে॥
রমণী বালক শিখী আর তরুবর।
আনাইয়া প্রেয়সীরে দিলেন সত্বর॥
রাজপ্রিয়া তুষ্ট হয়ে রমণীর রূপে।
হাস্যমুখে পরিতোষ জানাইল ভূপে॥
পান পাত্র মাত্র রাজা রাখিয়া আপনি।
মন্ত্রীবরে আর সব দিলেন তখনি॥
অপর জাফর মন্ত্রী করে আয়োজন।
বশরা নগরে শীঘ্র করিতে গমন॥

মন্ত্রী কর্ত্তৃক আবলের কবর বন্ধন।

এই দিকে রাজদূত বশরায় গিয়া।
তথাকার নৃপতিকে পত্র দিল নিয়া॥
লিপি পাঠে সেই রাজা বিস্ময় হইল।
মন্ত্রীবরে ডাক দিয়া সমস্ত কহিল॥
"দেখ মন্ত্রী কি প্রকার অনুজ্ঞা রাজার।
পরামর্শ বল দেখি কি করি ইহার॥
রাজ রাজেশ্বর হন হারুণ ভূপতি।
মান্য কি অমান্য তাঁরে করিব সংপ্রতি॥
মন্ত্রী বলে,, মহারাজ কিছু না ভাবিবে।
আবলের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে॥
না মারিয়া সংগোপনে রাখিব কেবল।
শব্দ হবে লোকালয়ে মরিল আবল॥
ইহাতে রাজত্ব তব স্থস্থির থাকিবে।
অধিকন্তু তার যথা সর্ব্বস্ব পাইবে॥
আনিয়া যখন হস্তে রাখিব তাহারে।
বাহির করিয়া ধন লইব প্রহারে"॥
রাজা বলে "যাহা বুঝ করিবে তখন।
সম্প্রতি কি নৃপতিকে লিখিব এখন"॥
মন্ত্রী কহে "মহারাজ ভয় নাই তার।
আমাতে রাখিয়া দেও উত্তরের ভার॥
সকলেরে ভুলাইব যেই সব কলে।
রাজাকেও বুঝাইব সেইরূপ ছলে॥
যে মনস্থ করিয়াছি শুন মহারাজ।
আগে তাহা সিদ্ধি করি পরে আর কায"॥
ইহা বলি রাজ সভ্য নিয়া তার পরে।
চলিল আবল ফটা আবলের ঘরে॥
মন্ত্রীর মন্ত্রণা নাহি জানে সভ্যগণ।
আবলের ঘরে সবে করিল গমন॥
সভাসদ সঙ্গে যুবা দেখি মন্ত্রীবরে।
সকলকে বসাইল যোগ্য সমাদরে॥
শিষ্টাচার করে কত মন্ত্রী বিদ্যমানে।
হইবে যে সর্ব্বনাশ স্বপ্নে নাহি জানে॥
ভোজন সময়ে সবে বসিয়া ভোজনে।
আরম্ভিল সুরাপান আহ্লাদিত মনে॥
যুবার নির্ম্মল মন আছে গোলমালে।
মন্ত্রীর কুকর্ম্ম দেখ আনন্দের কালে॥
না জানি কেমন চূর্ণ সঙ্গে তার ছিল।
আবলের মদ্যে তাহা মিশাইয়া দিল॥
বণিক নন্দন সেই সুরা করি পান।
অমনি ভূমিতে পড়ে হারাইয়া জ্ঞান॥
মূর্চ্ছাগত দেখি যত দাসগণ ছিল।
প্রতিকার হেতু সবে ত্বরিতে আইল॥
কিন্তু দেখি মৃত্যু চিহ্ন তিলেক ভিতরে।
শয়ন করায় তুলি পালঙ্ক উপরে॥
গৃহে হাহাকার শব্দ তখনি পড়িল।
লোকেরা দেখিয়া কাষ্ঠ পুত্তলি হইল॥

কুমন্ত্রী কতই ছল করিল তখন।
অন্তরে হরিষ বাহ্যে কপট ক্রন্দন॥
বসন ভূষণ ছিঁড়ি বাড়াইল শোক।
তাহার ক্রন্দনে আরো কান্দে সঙ্গীলোক
তদন্তর দুরাচার আজ্ঞা দান করে।
সিন্দুক প্রস্তুত কর শব রাখিবারে॥
এই দিকে যত ধন আবলের ছিল।
রাজার বলিয়া সব হরিয়া লইল॥
ইতি মধ্যে আবলের মৃত্যু সমাচার।
সমস্ত নগর মাঝে হইল প্রচার॥
শুনিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
খালি মাথা খালি পায় যায় তারা ঘরে॥
প্রবীণ নবীন বৃদ্ধা যুবতী সকল।
ক্রন্দনে বিদীর্ণ করে গগণ মণ্ডল॥
পথে ঘাটে হাটে মাঠে সর্ব্বত্র ক্রন্দন।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ কান্দে সর্ব্বজন॥
কেহ কান্দে যেন তার সন্তান মরিল।
কেহ যেন ভ্রাতা কেহ পিতা হারাইল॥
দুর্ভাগ্য যতেক ছিল আর ভাগ্যবান।
সকলে তাহার শোক পাইল সমান॥
বন্ধু গেল বলি কান্দে ভাগ্যবন্ত সবে।
দীন দুঃখী শোক করে অন্নাভাব হবে॥
ক্রন্দনের মহাগোল চৌদিকে হইল।
নগরে রোদন ছাড়া কেহ না রহিল॥
এদিকে আবলে মন্ত্রী সিন্দুকে রাখিয়া।
গোরস্থানে নিয়া যাও কহিল ডাকিয়া॥
মন্ত্রীর পৈতৃক ছিল কবর যথায়।
শবের সিন্দুক নিয়া রাখিল তথায়॥
বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী নানা ছল জানে।
কান্দিতে লাগিল কত গিয়া সেই খানে॥
ক্ষণেক হাঁঠুতে মাথা ক্ষণে হাত গালে।
ক্ষণেক আঘাতে বুকে ক্ষণে বা কপালে॥
এই রূপে অস্তাচলে গেল দিনমণি।
নগরে সকলে যায় দেখিয়া রজনী॥

উজীর আপনি সেই কবরে থাকিল।
দুই জন অনুচর সঙ্গেতে রাখিল॥
যুবাকে সিন্দুক হতে করিয়া বাহির।
উষ্ণ জলে ধৌত করে তাহার শরীর॥
তাহাতে বণিক পুত্র পাইয়া চেতন।
কহে মন্ত্রী কোথা আছি একার ভবন॥
মন্ত্রী কহে আবল এ হয় গোরস্থান।
কি করিব আজি তোরে দেখ বিদ্যমান॥
বল কোথা আছে ধন এত দর্প যাতে।
না বলিলে তোর প্রাণ যাবে মোর হাতে
শুনিয়া আবল বলে ওহে মন্ত্রীবর।
পাইয়াছ আত্মবশে যাহা ইচ্ছা কর॥
কিন্তু মোরে যদি কর নিশ্চয় সংহার।
তথাপি না দেখাইব ধনের ভাণ্ডার॥
এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী অগ্নি হেন জ্বলে।
বান্ধহ বেটাকে তোরা ভৃত্যদিগে বলে॥
সিংহচর্ম্ম বিনির্ম্মিত চাবুক লইয়া।
মারিতে লাগিল তারে নির্দ্দয় হইয়া॥
মূর্চ্ছাগত দেখি তবে মন্ত্রী দুরাচার।
আজ্ঞা দিল সিন্দুকে রাখিতে পুনর্ব্বার॥
কবরের দ্বার বদ্ধ করিয়া তখন।
নিজালয়ে ভৃত্য সহ করিল গমন॥
পরদিন ভূপালের কাছে মন্ত্রী গিয়া।
প্রহারের বিবরণ কহে বিস্তারিয়া॥
যেরূপ নির্দ্দয় পাত্র, রাজা সেই মত।
শুনিয়া মন্ত্রীর প্রতি তুষ্ট হয় কত॥
রাজা কহে যুবা ক্লেশ কভু না সহিবে।
কোন্ খানে ধনাগার অবশ্য কহিবে॥
কিন্তু যে ভূপের দূত বসিয়া রহিল।
অদ্যাপি উত্তর কিছু স্থির না হইল॥
বল দেখি ভূপতিকে কিবা লেখা যায়।
উপস্থিত মহাদায় দেখি না উপায়॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ নির্ভয়ে থাকহ।
এই রূপে লিপি এক রাজাকে লিখহ॥

রাজত্ব পাইবে যুবা সম্বাদ জানিয়া।
করাইল নাচ গান আহ্লাদ মানিয়া॥
অবিশ্রান্ত মদ্য পানে হইল মরণ।
এই লিপি রাজদূতে করহ প্রেরণ॥
তখনি ভূপাল লিপি লিখিয়া ত্বরিত।
দূতকে বিদায় করে হয়ে আনন্দিত॥
পুনর্ব্বার আবলেরে প্রহার করিতে।
কবরে চলিল মন্ত্রী নগর হইতে॥
মনেতে আহ্লাদ বড় হইল তাহার।
কোনমতে আজি তার দেখিব ভাণ্ডার॥
কিন্তু মন্ত্রী কবরের সন্নিকটে গিয়া।
দেখিয়া কপাট মুক্ত উঠে চমকিয়া॥
হুতাশে কবরে গিয়া ফলে হলো ছাই।
সিন্দুক খুলিয়া দেখে যুবা তাহে নাই॥
ভাবিয়া উড়িল প্রাণ ভয়েতে মন্ত্রীর।
অজ্ঞান উন্মাদ প্রায় কম্পিত শরীর॥
নৃপের নিকটে মন্ত্রী শীঘ্রগতি গিয়া।
এসব বৃত্তান্ত তাঁরে কহে বিস্তারিয়া॥
শুনিয়া রাজার হয় মৃত্যু সম ত্রাস।
"বলে মন্ত্রী ঘটাইল একি সর্ব্বনাশ॥
পলায়ন করিয়াছে বণিক তনয়।
কি উপায় আমাদের জীবন সংশয়॥
বোগ্‌দাদ নগরে যুবা নিশ্চয় যাইবে।
মহারাজে বিবরণ সকল কহিবে"॥
ভাবিয়া অজ্ঞান মন্ত্রী স্থির নাহি পায়।
মুখে বলে হায় হায় হইল কি দায়॥
হায় যদি কালি তারে করিতাম বধ।
তবে আজি হইত না এমন বিপদ॥
মন্ত্রী কহে মহারাজ ভাবিয়া কি হবে।
চল দেখি অন্বেষণ করি গিয়া সবে॥
ছাড়াইতে পারে নাহি এখনো নগর।
সৈন্য নিয়া দেখি গিয়া হইয়া সত্বর॥
রাজার বিপদ কাল মন্ত্রী যাহা বলে।
সেই মত ভাগ করে সেনা দুই দলে॥

দুই দিকে দুই জন দুই দল নিয়া।
ছাইয়া ফেলিল গ্রাম সৈন্যগণ দিয়া॥
একরূপ যখন তারা যুবার কারণ।
পাহাড় পর্ব্বত বন করে অন্বেষণ॥
হেথায় জাফর মন্ত্রী রাজাকে কহিয়া।
চলিলেন বশরায় প্রফুল্ল হইয়া।
পথ মধ্যে দেখা হয় দূতের সহিতে।
প্রণাম করিয়া দূত লাগিল কহিতে॥
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।
বৃথা আর বশরায় করিবে গমন॥
হইয়াছে পরলোক আবল যুবার।
আত্ম চক্ষে দেখিয়াছি কবর তাহার॥
মন্ত্রীর মনেতে ছিল কতই আনন্দ।
যুবাকে দিবেন গিয়া রাজার সনন্দ॥
কিন্তু এই কুসম্বাদ শ্রবণ করিয়া।
সজল নয়নে মন্ত্রী চলিল ফিরিয়া॥
দেশে আসি মন্ত্রীবর বিরস বদনে।
উপনীত হইলেন রাজার সদনে॥
মুখ দেখি অমঙ্গল ভাবিয়া রাজন।
কহিলেন এত শীঘ্র কিসের কারণ॥
মন্ত্রী কহে মহারাজ কি কহিব আর।
শুনিলাম মরিয়াছে আবল তোমার॥
একথা শুনিবা মাত্র হারূণ রাজন।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল তখন॥
সভাসদ আদি মন্ত্রী যত কেহ ছিল।
ত্বরিত আসিয়া সবে রাজাকে তুলিল॥
অনেক বিলম্বে তবে চেতন পাইয়া।
লইল দূতের ঠাঁই লিখন চাহিয়া॥
মনোযোগে পত্র পাঠ করিয়া ভূপতি।
প্রবেশিল অন্য ঘরে উজীর সংহতি॥
পত্র দেখাইয়া রাজা মন্ত্রী প্রতি কয়।
ইহাতে আমার কিন্তু জন্মিল সংশয়॥
বশরার রাজা বুঝি কুমন্ত্রীকে নিয়া।
মারিয়াছে আবলেরে রাজত্ব না দিয়া॥

মন্ত্রী কহে মহারাজ সত্য লয় মনে।
যুক্ত হয় বান্ধিয়া আনিতে দুই জনে॥
রাজা কহে তাই মনে করিয়াছি আমি।
দ্বিপঞ্চ সহস্র সৈন্য নিয়া যাও তুমি॥
তোমাকে যুবার মৃত্যু কহিবে কান্দিয়া।
কিন্তু কর্ণে না শুনিয়া আনিবে বান্ধিয়া॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা উজীর জাফর।
সৈন্য সহ যাত্রা তবে করিল সত্বর॥

আবল-কাসমের কবর মোচন।

অপর বৃত্তান্ত শুন আবল যুবার।
যেরূপে কবর হতে হইল উদ্ধার॥
মন্ত্রীর প্রহারে যুবা অজ্ঞান হইয়া।
সিন্দুকেতে বহুক্ষণ আছিল মোহিয়া॥
চেতন পাইতে বোধ হয় যেন কেহ।
সিন্দুক হইতে ভূমে রাখে তার দেহ॥
আবল ভাবিল বুঝি আসিল উজীর।
প্রহার কারণ পুনঃ করিল বাহির॥
একপ চিন্তিয়া কহে বণিক নন্দন।
পুনর্ব্বার আসিয়াছ ওরে দস্যুগণ॥
একেবারে নষ্ট কর যদি দয়া থাকে।
এসব যন্ত্রণা বৃথা দিওনা আমাকে॥
শুনিয়া তাহার কথা এক জন কয়।
কি জন্যে ভাবিছ যুবা নাহি আর ভয়॥
আমাদের বাঞ্ছা নহে তোমাকে মারিতে
মিত্রভাবে আসিয়াছি উদ্ধার করিতে॥
এ কথা শ্রবণ করি তুলিয়া নয়ন।
মুক্তকারী বন্ধুগণে করিল দর্শন॥
দেখে তাহাদের মাঝে আছে সে রমণী।
যাহারে সে দিনে ধন দেখায় আপনি॥
নারীকে হেরিয়া কহে বণিক নন্দন।
তুমি কি সুন্দরী মোরে বাঁচাবে এখন॥

নারী বলে আমি আর আলী যুবরাজ।
আসিয়াছি করিতে তোমার এই কায॥
শুনিয়া আমার মুখে রাজার কুমার।
আইলেন এ বিপদে করিতে উদ্ধার॥
আলী বলে সে কথা যথার্থ মহাশয়।
তোমার কারণ মোর মরণ নিশ্চয়॥
সহস্র সহস্র দুঃখ বরঞ্চ সহিব।
তোমা হেন জনে তবু মরিতে না দিব॥
একথা বলিয়া তবে তারা দুই জন।
পেয়ে দ্রব্য আনি তারে করায় ভক্ষণ॥
কিঞ্চিৎ চেতন তাহে হইলে তাহার।
নায়িকা নায়কে যুবা করে নমস্কার॥
তাহাদিকে যথোচিত করি সাধুবাদ।
জিজ্ঞাসিল কি প্রকারে শুনিলে সম্বাদ॥
শুনিয়া যুবার কথা বাল্‌কিসী কয়।
রাজমন্ত্রী পিতা মোর শুন মহাশয়॥
গুপ্ত ধন পাইয়াছ করে কানা কানি।
তোমায়ফেলিবেফেরেআমি তাহা জানি
প্রচার করিল পিতা মরণ তোমার।
তাহাতে সংশয় বোধ হইল আমার॥
অতএব জনকের অনুচরে নিয়া।
শুনিলাম তার কাছে ধন কিছু দিয়া॥
কবরের চাবি ছিল তাহার জিম্মায়।
দ্বার খুলিবারে তাহা দিলেক আমায়॥
তখনি সম্বাদ সব কহিয়া আলীরে।
তোমার মোচন হেতু এসেছি অচিরে॥
আবল-কাসম বলে একি চমৎকার।
নির্দ্দয় পিতার কন্যা জন্মে এপ্রকার॥
আলী বলে বিলম্ব না কর মহাশয়।
শীঘ্রগতি পলায়ন যুক্তিসিদ্ধ হয়॥
প্রভাত হইলে মন্ত্রী আসিবে কবরে।
না দেখি তোমার খোঁজ করিবে শহরে
চল চল গৃহে নিয়া রাখিব তোমায়।
অন্বেষণ কেহ নাহি পাইবে তথায়॥

ইহা বলি আবলেরে ভৃত্য সাজাইয়া।
কবর হইতে তারা চলিল লইয়া॥
একাকিনী বাল্‌কিসী আসিয়া ভবনে।
কবরের চাবি দিল ভৃত্যকে গোপনে॥
আলী. আবলেরে নিয়া গৃহেতে রাখিল
কেহ নাহি জানে যুবা তথায় থাকিল॥
রাজা আর মন্ত্রী পরে নগর খুঁজিয়া।
দেশেতে আসিল ফিরে পাবে না বুঝিয়া
পরে এক অশ্ব আলী করি আনয়ন।
যুবাকে কহিল তুমি কর আরোহণ॥
বহুমূল্য ধন দিয়া তাহার সহিতে।
বিনয় বচনে আলী লাগিল কহিতে॥
"আর নাহি শত্রু তব করে অন্বেষণ।
দেশে ফিরে আসিয়াছে নিয়া সেনাগণ
অতএব পরামর্শ বলি মহাশয়।
পলায়ন কর তুমি যথা মনে লয়॥
শুনিয়া আলীর কথা বণিক তনয়।
ধন্যবাদ করি তারে প্রণমিয়া কয়॥
ধরণীতে যতকাল জীবন ধরিব।
প্রাণ রক্ষা করিয়াছ স্মরণ করিব॥
আলিঙ্গন দিয়া আলী কহিল যুবারে।
ঈশ্বর বিপদে রক্ষা করুণ তোমারে॥
পরে যুবা অশ্বোপরি করি আরোহণ।
বোগদাদ নগর লক্ষ্যে করিল গমন॥
বিশ্রাম না করে পথে চলে দিবা নিশি।
কয়দিন মধ্যে তথা উত্তরিল আসি॥
নগর প্রবেশ করি যায় হাট পানে।
সদাগর লোকে সবে মিলে যেই খানে॥
মনে করে দেখা হবে সেই সাধুসনে।
বশরায় তুষ্ট যারে করেছিল ধনে॥
বলিবে তাহার কাছে এ দুঃখের কথা।
তাহাতে সান্ত্বনা পাবে যাবে মনোব্যথা
এই ভাবি সাধুপল্লী খুঁজিল সকল।
না দেখিয়া সদাগরে হইল বিকল॥

ভ্রমিয়া সমস্ত দেশ কাতর হইয়া।
রাজপুরী সম্মুখেতে বসিল আসিয়া॥
দৈবের ঘটনা কভু না যায় খণ্ডন।
যুবাদত্ত শিশু ছিল গবাক্ষে তখন॥
চতুর্দ্দিক দেখিতেছে পূর্ব্বে নাহি জানে।
আচম্বিত দৃষ্টি হয় আবলের পানে॥
দেখিয়া আনন্দ কত শিশুর হইল।
ত্বরা করি গিয়া ভূপে সম্বাদ কহিল॥
শুনিয়া ভূপতি বলে হবে তব ভ্রম।
মরিয়াছে বহুদিন আবল-কাসম॥
তবে বুঝি তারমত হেরিয়া কাহারে।
ভুলিয়া বলিছ দৃষ্টি হইল তাহারে॥
শিশু বলে শুন প্রভু ভ্রান্তি ইহা নয়।
আবল-কাসমে আমি দেখেছি নিশ্চয়॥
তথাপি সন্দিগ্ধ রাজা বিশ্বাস না যায়।
সত্য মিথ্যা ভৃত্য দিয়া দেখিতে পাঠায়।
আবল দেখিয়াছিল বালকে তখন।
গবাক্ষে থাকিয়া তারে দেখিল যখন॥
সম্ভাবনা ছিল পুনঃ দেখিব আসিয়া।
আসিবার প্রত্যাশায় ছিলেন বসিয়া॥
এমন সময়ে শিশু নিকটে আইল।
দেখামাত্র পরিচয় তখনি পাইল॥
আপন প্রভুর পদে প্রণাম করিয়া।
ভূমিষ্ঠ রহিল দুই চরণ ধরিয়া॥
আবল তুলিয়া তারে জিজ্ঞাসে তখন।
নৃপতির কাছে তুমি আছ কি এখন॥
একথা শুনিয়া শিশু করিল উত্তর।
যথার্থ এখন আমি রাজার কিঙ্কর॥
মহাপরাক্রান্ত বীর হারুণ রাজন।
অতিথি তোমার গৃহে হইল যখন॥
তখন আমায় তাঁরে করিলে অর্পণ।
অতএব ভৃত্য আমি তাঁহারি এখন॥
আপনি চলুন প্রভু আমার সহিত।
দেখিয়া তোমাকে রাজা হবে পুলকিত॥

আশ্চর্য্য হইয়া যুবা শিশুর কথায়।
চলিল তাহার সঙ্গে নৃপতি যথায়॥
স্বর্ণ সিংহাসনে রাজা ছিলেন বসিয়া।
সুখের তরঙ্গ উঠে আবলে হেরিয়া॥
তখনি উঠিয়া রাজা নামি ভূমিতলে।
আলিঙ্গন করিলেন ধরি তার গলে॥
অচৈতন্য কলেবর হয় প্রেম ভরে।
ইন্দ্রিয় অবশ মুখে বাক্য নাহি সরে।
পরে কিছু ধৈর্য্য হয়ে কহেন রাজন।
"অতিথি তোমার দেখ তুলিয়া নয়ন"॥
আবল আশ্চর্য্য অতি একথা শুনিয়া।
কহিল ভূপাল প্রতি নয়ন তুলিয়া॥
"তোমার প্রতাপে প্রভু ক্ষিতি করে ভয়
দুষ্টের দমন তুমি দীনের আশ্রয়॥
একথা বলিয়া যুবা ভূমিষ্ঠ হইয়া।
রহিল রাজার পদ মস্তকে লইয়া॥
ভূমি হতে আবলেরে তুলিয়া রাজন।
বিচিত্র আসনে নিয়া বসায় তখন॥
যুবাকে জিজ্ঞাসে ভূপ "কোথা তুমি ছিলে
কহ শুনি মৃত্যু হতে কি রূপে বাঁচিলে"॥
আবল সকল কথা বিস্তারিয়া কয়।
যে প্রকার মন্ত্রী হস্তে পরিত্রাণ হয়॥
আদি অন্ত সে বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজন।
কহিল "দুর্দ্দশা এত আমার কারণ॥
তোমার আলয় হতে আনার পুরীতে।
বশরা নগরে দূত পাঠাই ত্বরিতে॥
তথাকার নৃপে লিখি লিখন পড়িয়া।
ত্বরায় তোমারে রাজ্য দিবেক ছাড়িয়া॥
দুরাচার না শুনিয়া অনুজ্ঞা আমার।
জীবন বধিতে চেষ্টা করিল তোমার॥
সত্য সে আবলকটা করিয়া প্রহার।
ধনের সন্ধান নিয়া করিত সংহার॥
এজন্য রাখিয়াছিল তোমায় বন্ধনে।
ভয় নাহি তার শোধ দিব এইক্ষণে॥

গিয়াছে জাফর মন্ত্রী নিয়া সেনাগণ।
আনিবে দোঁহায় শীঘ্র করিয়া বন্ধন॥
তদবধি মম বাসে কর তুমি বাস।
রাজার সমান সেবা করিবেক দাস"॥
অতঃপর নৃপবর সত্বর হইয়া।
কুসুম কাননে যান যুবাকে লইয়া॥
নীরপূর্ণ নীরাশয় অপূর্ব্ব শোভন।
নানা জাতি মীন তাহে করিছে ভ্রমণ॥
মনোজ্ঞ দ্বাদশ স্তম্ভ আছে মধ্যখানে।
সুন্দর গাঁথনি তার অসিত পাষাণে॥
তাহার উপর ছাত গোম্বেজ আকার।
সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠে খিলান তাহার॥
ফুকরে ফুকরে আছে সুবর্ণের জাল॥
তার মধ্যে ক্রীড়া করে বিহঙ্গম জাল।
সুমধুর স্বরে সদা করে কত গান।
শ্রবণে শ্রবণ মাত্র স্নিগ্ধ হয় প্রাণ॥
তাহার মধ্যেতে অতি রম্য সরোবর।
যুবাকে লইয়া স্নান করে নৃপবর॥
কিঙ্কর নিকর পরে করিয়া যতন।
উত্তম অম্বরে অঙ্গ করিল মার্জ্জন।
আবলেরে পরাইয়া অপূর্ব্ব বসন।
পুরী প্রবেশিল রাজা করিতে ভোজন॥
মেঠাই মিষ্টান্ন আদি নানা উপহার।
বসিলেন দুই জনে করিতে আহার॥
ভোজন হইলে সাঙ্গ করি সুরা পান।
আবলে লইয়া রাজা অন্তঃপুরে যান॥
স্বর্ণ সিংহাসনে রাণী বসিয়া তখন।
সারি দিয়া দুই পাশে ছিল নারীগণ॥
কাহার হস্তেতে বীণা কার সপ্তসারা।
কাহার মুখেতে বাঁশী হস্তেতে সেতারা॥
অনুপমা নারী এক সুমধুর স্বরে।
যন্ত্রে মিলাইয়া সুর এই গান করে॥

গীত আড়া তেতালা।

পিরীতি করিবে যদি ইহাই উচিত তার।
একেবারে করে যেন ভঙ্গ নাহি পড়ে আর
প্রতিজ্ঞা করিবে তায়, প্রাণ যায় যায় যায়।
বিচ্ছেদে উচ্ছেদ করি সেই প্রেম ভাবসার॥

নৃপতিকে দিয়াছিল যুবা যে রমণী।
বাঁশীতে সঙ্গত গীত করিছে অমনি॥
আর সবে বাদ্য যন্ত্র হস্তেতে ধরিয়া।
শুনিছে মধুর গান আদর করিয়া॥
হেনকালে দুই জনে যায় সেই স্থানে।
রাজারে দেখিয়া রাণী নামিল সম্মানে॥
মহিষীরে মহীপাল সম্ভাষিয়া কয়।
বশরা নিবাসী এই বণিক তনয়॥
বণিক নন্দন রাজ-রাণীকে হেরিয়া।
রহিলেন দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া॥
কিন্তু যুবা মহিষীকে প্রণামে যখন।
অসম্ভব শব্দ এক হইল তখন॥
সকলে মোহিত ছিল যে নারীর গানে।
সে নারী পড়িল ভূমে হেরি যুবা পানে॥
অচৈতন্য মৃতাপ্রায় বাক্য নাহি সরে।
কি হলো কি হলো সবে হাহাকার করে॥
এদিকে আবল যুবা প্রণাম করিয়া।
পতিতা নারীর পানে দেখিল ফিরিয়া॥
রমণীর মুখচন্দ্র হেরিয়া অমনি।
জ্ঞানশূন্য হয়ে ভূমে পড়িল তখনি॥
ঊর্দ্ধ ভাগে দুই চক্ষু হইল তাঁহার।
বদন পাঙ্গাশ বর্ণ শবের আকার॥
অমনি কি হলো বলি রাজা কোলে নিল।
অনেক যতনে তার জ্ঞান উপজিল॥
চৈতন্য পাইয়া নৃপে কহিল আবল।
"শুনিয়াছ কেরো দেশে ঘটে যে সকল"॥
এই সে রমণী প্রভু আমার প্রসঙ্গে।
পতিতা হইয়া ছিল তটিনী তরঙ্গে॥
দার্দেনী ইহার নাম শুন মহাশয়।
দিবানিশি যার জন্যে শোক চিন্তা হয়॥
আশ্চর্য্য হইয়া রাজা কহেন তখন।
চমৎকার দেখিলাম দৈবের ঘটন॥
কত শত ধন্যবাদ দেই বিধাতায়।
দার্দ্দেনী পাইলে তুমি যাহার কৃপায়॥
চেতন পাইয়া পরে দার্দেনী যুবতী।
আসিল রাজার পদে করিতে প্রণতি॥
প্রণামিতে নাহি দিয়া জিজ্ঞাসিল ভূপ।
কহ শুনি বিবরণ বাঁচিলে কিরূপ॥
দার্দেনী উত্তর করে শুন মহীপাল।
জল হতে ধীবর তুলিতে ছিল জাল॥
হেন কালে দৈবযোগে নদীতে ভাসিয়া।
পড়িলাম সেই জালে আপনি আসিয়া॥
ধীবর তুলিয়া জাল পাইয়া আমায়।
কেমন আশ্চর্য্য হয় কহা নাহি যায়॥
শ্বাস মাত্র আছে মোর দেখিয়া ধীবর।
নিজ গৃহে আনি যত্ন করিল বিস্তর॥
তাহার সাহায্যে আমি পাইয়া নিস্তার।
কহিলাম বিবরণ করিয়া বিস্তার॥
কিন্তু সে শুনিয়া হৈল প্রকম্পিত ডরে।
নৃপতি জানিলে পরে সর্ব্বনাশ করে॥
মরিবে আমার লাগি করি এই ভয়।
দাসী বিক্রেতার কাছে করিল বিক্রয়॥
বোগ্‌দাদে আসিয়া মোরে সেই মহাজন।
বেচিল রাণীর স্থানে নিয়া কিছু ধন॥
যাবৎ যুবতী কথা কহিতে থাকিল।
মনোযোগে রাজা তারে দেখিতে লাগিল॥
পরম লাবণ্যবতী হেরিয়া তাহারে।
কাহিনী হইলে শেষ কহিল যুবারে॥
"এরূপ সুন্দরী সদা জাগে তব মনে।
একথা আশ্চর্য্য নহে তুচ্ছ বোধ ধনে॥
কিবা ইচ্ছা বিধাতার ধন্য বলি তাঁরে।
কৃপানিধি হারানিধি দিলেন তোমারে"॥

রাণীকে ডাকিয়া রাজা কহিল তখন।
"ছাড়িতে হইল প্রিয়ে সখীরে এখন॥
অদ্যাবধি দার্দেনীর দাসীত্ব বারণ।
মনে না করিবে কিছু ইহার কারণ"॥
মহিষী কহিল "প্রভু সন্দেহ কি মনে।
বাঞ্ছা করি চির সুখে থাকে দুই জনে"॥
নৃপতি বলেন "রাজ্ঞী বাসনা আমার।
শাস্ত্রের সম্মত বিয়া দিব দোঁহাকার॥
নৃত্যগীত মহোৎসবে তিন দিন যাবে।
মহানন্দে বিবাহেতে লোক জন খাবে"॥
শুনিয়া রাজার কথা বণিক তনয়।
পদানত হয়ে বলে "শুন মহাশয়॥
পদেতে যেমন তুমি নরের প্রধান।
সৌজন্যে তোম কে দেখি তাহার সমান॥
অতএব ভাণ্ডারের যোগ্যপাত্র তুমি।
সে ধন তোমাকে দিতে বাঞ্ছা করি আমি"
রাজা বলে "না হইবে কখন এমন।
লইব তোমার ধন কিসের কারণ॥
স্বচ্ছন্দে সুখেতে ধন কর বিতরণ।
বাঞ্ছা করি দীর্ঘ কাল থাক দুই জন"॥
নায়িকা নায়কে রাজ-মহিষী তখন।
কহিলেন "বল শুনি বৃত্তান্ত কেমন"॥
তদন্তর দুই জনে কহিতে থাকিল।
রাণীর লেখক গল্প লিখিয়া রাখিল॥
অতঃপর নৃপবর হরিষ অন্তরে।
উদ্বাহের যথাবিধি আয়োজন করে॥
বিবাহ দিলেন ঘটা করি অতিশয়।
কোলাহল চতুর্দ্দিক্ যুড়ি দেশময়॥
অনিবার তিন দিন হয় নৃত্য গীত।
চতুর্থ দিবসে আসি মন্ত্রী উপস্থিত॥
আনিল আবলফটা মন্ত্রীরে ধরিয়া।
হস্ত পদ শৃঙ্খলেতে বন্ধন করিয়া॥
রাজাকে যে আনে নাই করি এপ্রকার।
আবল অভাবে ভয়ে মৃত্যু হয় তার॥
সমাচার শুনি ভূপ করি আজ্ঞা দান।
পুরীর সম্মুখে মঞ্চ করিল নির্ম্মাণ॥
আবল-ফটায় তুলি তাহার উপরে।
কোতোয়াল দাঁড়াইল অসি নিয়া করে॥
দেখিতে আইল দেশে ছিল যত লোক।
আনন্দে ভাসিল সবে না ভাবিয়া শোক॥
কোতোয়াল রাজ-মুখ করে দরশন।
মন্ত্রীরে কাটিতে আজ্ঞা দেন ততক্ষণ॥
হেনকালে নৃপতিকে বণিক তনয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয়॥
"যদিও আবলফটা দুরাচার হয়।
তথাপি তাহার প্রাণ রাখ মহাশয়॥
তোমার করুণা দৃষ্টি আমাতে দেখিয়া।
পাইবে কতই দুঃখ জীবনে থাকিয়া॥
মোর সুখ দেখি দুঃখে জ্বলিয়া মরিবে।
ইহার অধিক আর শাস্তি কি করিবে"॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য রাজা কহিল যুবারে।
"জানিলাম তব দয়া যথার্থ এবারে॥
বশরার রাজ্য দান করিব তোমাকে।
যথার্থ শাসনে তুমি রাখিবে প্রজাকে"॥
যুবা কহে "মহারাজ রাজ্যে নাহি কায।
প্রাণ রক্ষা করিয়াছে আলী যুবরাজ॥
আর যে উদ্ধার করে বাল্‌কিসী নারী।
ইহাদিকে রাজ্য দেন এই ভিক্ষা করি"॥
নৃপতি ভাবিল আলী বাঁচায় যুবারে।
রাজ্যদান পুরস্কার উচিত তাহারে॥
আলীকে রাজত্ব আর উজীরের প্রাণ।
আবলের বাঞ্ছামতে দিল দুই দান॥
কিন্তু মন্ত্রী দুরাচার ছাড়া নহে তায়।
জীবন অবধি বদ্ধ থাকে রাজাজ্ঞায়॥
আবলের বাক্যে মন্ত্রী পাইল জীবন।
শুনিয়া প্রশংসা করে যত প্রজা গণ॥
কিছুকাল বাস করি রাজার ভবনে।
আবলের বাঞ্ছা হয় স্বদেশ গমনে॥

নৃপতির কাছে গেল দার্দেনী সহিতে।
বশরায় গমনের বিদায় লইতে॥
অশ্ব গজ সৈন্য সঙ্গে দিলেন ভূপতি।
চলিল পরম রঙ্গে যুবক যুবতী॥
বশরায় উত্তরিয়া বণিক নন্দন।
লাগিল সুখেতে কাল করিতে যাপন॥

হেথা আবলের গল্প সমাপ্ত হইল।
ধাত্রীরে সকল সখী প্রশংসা করিল॥
কেহ বলে আবল-কাসমে কহি ধন্য।
ঐশ্বর্য্য যেরূপ তার তেমনি সৌজন্য॥
হারুণের ধন্যবাদ কোন সখী কহে।
প্রশংসার পাত্র রাজা দানে ন্যূন নহে॥
আর সখী বলে যুবা যথার্থ প্রেমিক।
একভাবে দার্দেনীকে ভাবিত ক্রমিক॥
ইহা শুনি রাজকন্যা কহে ততক্ষণ।
কেমনে যুবার যশ কহ সখীগণ॥
দার্দেনীকে পাশরিয়া বালুকিসী যার।
মনেতে লাগিয়াছিল প্রশংসা কি তার॥
চাহি যে পুরুষ হবে প্রেমিক এমন।
নায়িকা মরিলে তবু না টলে কখন॥
নিরন্তর একভাবে ভাবিবে তাহারে।
ভ্রান্তে কভু ইচ্ছা নাহি করিবে কাহারে॥
কিন্তু বোধ নাহি হয় আছে হেন জন।
সহিয়া এতেক দুঃখ রাখে নিষ্ঠামন॥
ধাত্রী বলে ক্ষমা কর ওগো ঠাকুরাণী।
বিশ্বস্ত প্রেমীর গল্প কত আমি জানি॥
অটল সরল মন এপ্রকার রাখে।
সকল সময়ে তার সমভাব থাকে॥
শুন আরো বলি তবে প্রমাণ ইহার।
শুনিয়া বিশ্বাস হবে পুরুষে তোমার॥

রাজা রাজবনশাহ ও চেরেস্তানী রাজকন্যার ইতিহাস।

চীনরাজ্য অধিপতি, রাজবন শাহ খ্যাতি,
এক দিন গিয়া মৃগয়ায়।
দেখে মৃগী মনোহর, শুভ্রবর্ণ কলেবর,
নীল পীত চিহ্ন শোভে তায়॥
কনক নুপুর পায়, অপরূপ শোভা পায়,
মণিময় বাস পৃষ্ঠোপরে।
হেরিয়া হরিণীরূপ, হয়ে আমোদিত ভূপ,
ধাইলেন ধরিবার তরে॥
প্রাণ ভয়ে মৃগী তায়, পলাইয়া বেগে ধায়,
অবিলম্বে অদৃষ্টা হইল।
নিরাশ হইয়া রায়, কহিলেন আপনায়,
হায় মোর কি খেদ রহিল॥
মৃগী নাপাইব আর, ক্লেশ মাত্র হলোসার,
আকিঞ্চন সকলি বৃথায়।
মনেতে বিষাদ কত, ভাবে রাজা অবিরত
মৃগী দেখে পুনশ্চ তথায়॥
শ্রম শান্তি করিবারে, ক্ষুদ্র এক নদী ধারে,
কুরঙ্গিণী করিয়া শয়ন।
তারে হেরি পুনরায়, আহ্লাদে ভাসিলরায়
আনন্দাশ্রু পূর্ণিত নয়ন॥
নৃপে দেখি দূরভাগে, ভয়ে কুরঙ্গিণী আগে
লম্ফ দিয়া পড়ে গিয়া জলে।
অশ্ব ত্যজি নৃপবর, তটে গিয়া শীঘ্রতর,
জলে নামি খুঁজে কুতূহলে॥
কিন্তু মৃগী অদর্শনে, চমকিত হয়ে মনে,
বলে এ সামান্যা মৃগী নহে।
হবে কোন বিদ্যাধরী, হরিণীর রূপ ধরি,
শীকারী ছলিতে বনে রহে॥
ভূপতি বিস্ময় যত, সঙ্গীগণ সেই মত,
সবে ভাবে হবে বিদ্যাধরী।

নৃপতি তাপিত মনে, শ্বাস ছাড়ে ক্ষণে২
জলপানে চক্ষুস্থির করি ॥
মন্ত্রীকে বলেন শুন, "হরিণী হেরিতে পুনঃ
অদ্য হেথা রজনী থাকিব।
লইতেছে মনে এই, থাকিলে এখানে সেই
কুরঙ্গিণী অবশ্য দেখিব"॥
হেন স্থির করিমনে, আজ্ঞাদিল সঙ্গীগণে
গৃহে পুনঃ করিতে গমন।
মন্ত্রীমাত্র সঙ্গে করি, বসি তথা তৃণোপরি
হরিণীর কথোপ কথন ॥
রবি যায় অস্তাচলে, নরপতি ঘুমে টলে
মন্ত্রীবরে কহিল তখন।
নিদ্রায় নয়ন ভারি, আর না বসিতে পারি
বাঞ্ছা করি করিতে শয়ন ॥
উজীর জাগিয়া থাক, জলপানে দৃষ্টি রাখ
যাহা দেখ বলিবে আমায়।
এত বলি নৃপবর, নিদ্রা যায় ঘোরতর
পরে পাত্র মোহিল নিদ্রায় ॥
আচম্বিত বাদ্য শুনি, মন্ত্রী আর নৃপমণি
নিদ্রাভঙ্গ উভয়ে উঠিল।
চক্ষু মেলি দেখে পাছে, মনোহর পুরী কাছে
দৈবে যেন তখনি গঠিল ॥
মৃদুস্বরে রাজা কয়, "একিদেখি আলোময়
কেনবা শুনিতে পাই গীত।
এই যে ভবন রম্য, নাহি হয় বোধ গম্য
বল দেখি আছ কি বিদিত" ॥
মেজিন উজীর কয়, "কিবা দিব পরিচয়
না বুঝি এ সামান্য ঘটনা।
হবে কোন মায়াধর, মজাইতে নৃপবর
মায়াজাল করিল রচনা ॥"
রাজা কহে মন্ত্রীবরে, "যাহা হয় হবে পরে
যুক্তি সিদ্ধ না হয় ফিরিতে।
চল পুরীপ্রবেশিয়া, কি আছে দেখিব গিয়া
বুঝিব কে পারে কি করিতে

ভাবীমন্দ প্রকাশিয়া, মিথ্যাভয়দেখাইয়া
সঙ্কুচিত করিওনা তায়।
কদাপি না ভীত হব, মানিবনা মানা তব
মোর তাহে যদি প্রাণ যায়" ॥
রাজার প্রতিজ্ঞা শুনি, উজীর প্রমাদ গণি
বিষাদিত হইল অন্তরে।
কোন কথা নাহি বলে, রাজার সঙ্গেতেচলে
পুরীদ্বারে উভয়ে উত্তরে ॥
দেখিয়া কপাটমুক্ত, হইয়া নির্ভয় যুক্ত
প্রবেশিল দালানের মাঝে।
গন্ধবাতি জ্বলে কত, আসনাদি নানামত
তাহে ঘর অপরূপ সাজে ॥
ভবনে বিবিধ গন্ধ, বায়ু বহে মন্দ মন্দ
আঘ্রাণেতে উভয়ে শিহরে।
কিন্তুতথালোকনাই, আশ্চর্য্যভাবিয়াতাই
পরে যায় রায় অন্য ঘরে ॥
দেখে এক মনোহরী স্বর্ণ সিংহাসনোপরি
অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত।
হীরামতি চুণি তায়, নানামনি শোভাপায়
অভরণ লালেতে খচিত ॥
পঞ্চাশত সহচরী, নানাবাদ্য যন্ত্র ধরি
দাঁড়াইয়া কন্যার সম্মুখে।
মুক্তায় চিত্রিত করা, গোলাপি বসন পরা
গান করে পরম কৌতুকে ॥
এহেন বাদ্যের ধ্বনি, শুনে নাহি নৃপমণি
তথাপি ও মোহিত না হয়।
একান্তমানসে ভাবে, কিরূপে রূপসীপাবে
সেই ভাবে ব্যাকুল হৃদয় ॥
রাজাকেদেখিয়া ঘরে, গান ভঙ্গ দিলেপরে
নৃপবর প্রণমিয়া তথা।
কন্যারসম্মুখেগিয়া, প্রেমবাক্যেসম্বোধিয়া
কহিতে লাগিল এই কথা ॥
"শুনবলি শশিমুখি, তোমাতে জগত সুখী
তুমি মন মোহিনী সবার।

হেরিয়া তোমার আঁখি, চীন অধিপতি পাখী
বদ্ধ প্রেমপিঞ্জরে তোমার ॥
কে তুমি কামিনী হেন, সাক্ষাৎ চপলা যেন
রূপে কর ত্রিভুবন জয়।
শুনিব তোমার নাম, কি জাতি কোথায় ধাম
কহ মোরে তব পরিচয়" ॥
সহাস্য বদনে ধনী, "কহে শুন নৃপমণি,
কাননে সতত করি কেলি।
হরিণী জানিবে মোরে, কিন্তু শুন নিজ জোরে
নর সিংহে সদা ফাঁদে ফেলি ॥
ধরিতে যে হরিণীরে, গিয়াছিলে নদীতীরে
পরে নীরে অন্তর্ধান হয়।
সেই সে হরিণী আমি, শুন ওহে নরস্বামী
কহিলাম সত্য পরিচয় ॥
রাজা বলে "হে সুন্দরী, কেমনে বিশ্বাস করি
এ নহে সামান্য তব মায়া।
শুনি প্রেমে ভয় লাগে, দেখিয়া এখন আগে
বুঝি এসকল মিছা ছায়া" ॥
নারী কহে "ওহে ভূপ, এই স্বাভাবিক রূপ
যাহা তুমি দেখিছ এখন।
কিন্তু হেন শক্তি ধরি, যেই রূপ ইচ্ছা করি
পারি তাহা করিতে ধারণ ॥
শুনহে বিশেষ তত্ত্ব, এই শক্তি দেব দত্ত
পাইয়াছি জনম সময়।
ইহার বিশেষ কথা, আর কি কহিব হেথা
ইচ্ছায় মানস পূর্ণ হয়" ॥
ইহা বলি বিদ্যাধরী, সিংহাসন পরিহরি
করে কর ধরিয়া রাজার।
নিয়া যায় অন্য ঘরে, সেই স্থানে শোভা করে
নানাজাতি অপূর্ব্ব আহার ॥
রাজা আর মন্ত্রীবরে, বসাইয়া সেই ঘরে
মধ্য স্থানে আপনি বসিল।
উজীর পাইয়া ভয়, মনে মনে এই কয়
না জানি কি বিপদ আসিল ॥

কিন্তু চীন অধিপতি, হইয়া মোহিত অতি
দেখে তারে নয়ন ভরিয়া।
পাইয়া অমূল্য রত্ন, তুষিতে কতই যত্ন
করে অতি বিনয় করিয়া।
কন্যা বলে মহাশয়, "যাহা অভিরুচি হয়
ভোজন করহ ত্যজি লাজ।
আমরা অপ্সরা নারী, গন্ধেতে আহার করি
মুখে নাহি অশনের কায ॥
অনন্তর নরপতি, হয়ে হরষিত অতি,
মন্ত্রী সঙ্গে করয়ে আহার।
হেন কালে সহচরী, মণিময় পাত্র করি,
সুরা দেয় সমীপে দোঁহার ॥
কন্যার কারণ পরে, সুরা আনয়ন করে,
ঘ্রাণ তার লইল রমণী।
ভক্ষণের গুণ যাহা, ঘ্রাণেতে হইল তাহা
হৃদয়েতে বর্দ্ধিল তখনি ॥
চঞ্চল হইয়া ভূপ, রমণীরে নানারূপ
প্রেম বাক্য কহিতে লাগিল।
সুন্দরী শ্রবণ করি, রাজকর করে ধরি
তুষ্টা হয়ে পশ্চাতে কহিল ॥
শুন ওহে নৃপবর, যদিও আপনি নর
নীচ বট জাত্যংশে আমার।
হইলে কি হয় তায়, ঘটিয়াছে মহা দায়
প্রেমে বাঁধা পড়েছি তোমার ॥
করিয়াছ ভাল জয়, শুন বলি সমুদয়
পরিচয় নৃপতি কুমার।
সামান্য রমণী নই, মনুষ্যের মান্যা হই
পাইয়াছ বড়ই শীকার ॥
আছে দ্বীপ চেরেস্থান, দৈত্যদের বাসস্থান
সাগরের মধ্যস্থ বিস্তার।
তথা ভূপ মেনটর, কন্যা মাত্র আমি তাঁর
চেরেস্থানী উপাধি আমার ॥
হইয়াছে তিন মাস, দেখিতে নরের বাস
ছাড়িয়াছি পিতার ভবন।

দেশ দেশান্তরেফিরি, অরণ্য অর্ণব গিরি
সব স্থানে করিয়া গমন ॥
হইল মানস পূর্ণ, গগণে উঠিয়া তূর্ণ
যাইতেছি পিতার আলয়ে।
হেন কালে মহারাজ, করিয়া সমর সাজ
ভ্রমিতেছ মৃগীর আশয়ে॥
হেরিরূপ চমৎকার, যাইতেনাপরিআর,
একেবারে মন উচ্চাটন।
আলু থালু হয় বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস
তব প্রেমে পড়িয়া তখন ॥
মনেভাবিএকিলজ্জা,মানবেকরিয়াসজ্জা,
আমারে করিল এত খর্ব্ব।
শেষে কিআমায়তবে,মনুষ্যভজিতেহবে
তার কাছে যাবে সব গর্ব্ব।
জানিয়াচঞ্চল মতি, হইয়া লজ্জিতা অতি,
ইচ্ছা করি করি পলায়ন।
কিন্তু পদ নাহি চলে, যেন কোনজাদু বলে
রাখে মোরে করিয়া বন্ধন ॥
কিকরি তখন আর, সাধ্য নাহি পলাবার
ওচারু বদন নিরখিয়া।
শেষেভাবিনানারূপ,কিরূপেতোমায়ভূপ
ভুলাইব স্বরূপ ত্যজিয়া ॥
বিচার বিস্তর করি, পরে মৃগী রূপ ধরি
চলিলাম তোমার সাক্ষাতে ॥
আমাকে দেখিয়া অতি,হলে তুমিহর্ষমতি
ধরিবারে চলিলে পশ্চাতে ॥
সৌভাগ্যভাবিয়ামনে,অগ্রেধাইপ্রাণপণে,
পরে নীরে হই অদর্শন।
নামিয়া যখন জলে, অন্বেষিলে কুতূহলে
ভাবি মনে সুখের লক্ষণ ॥
হইল দ্বিগুণ সুখ, ঘুচিল মনের দুঃখ
এই কথা শুনিলাম কাণে।
যখন কহিলে তুমি, হরিণী হেরিতে আমি
অদ্য নিশি থাকিব এখানে ॥

তুমি আর মন্ত্রীবরে, নিদ্রাগত দেখিপরে,
হইলাম আহ্লাদে পূর্ণিত।
তখনি সত্বর মনে, আজ্ঞা দিয়া দৈত্যগণে,
করিলাম এপুরী নির্ম্মিত ॥
চেরেস্থানী এইরূপে, ইতিহাস কহে ভূপে,
হেনকালে আচম্বিত ঘরে।
দেখে এক দৈত্যসুতা,হয়ে অতি খেদযুতা
প্রবেশিল মহাবেগ ভরে ॥
তাহার বদন ম্লানে, চেরেস্থানী অনুমানে
বুঝিল যে অমঙ্গল বার্ত্তা।
শিরে করেকরাঘাত,নেত্রেহয় বারিপাত,
শোকেতে হইল অতি আর্ত্তা ॥
ইহা দেখি চীনেশ্বর, হইলেন কি কাতর,
তাঁর দুঃখ বলিবার নহে।
জিজ্ঞাসিতেযায়কথা,হেনকালেনারীতথা
কন্যার সম্মুখেআসি কহে ॥
"মানব হইতে দৈত্য, দীর্ঘজীবী হয় সত্য,
তবু দাস কৃতান্তের নামে।
তোমার জনক ভূপ, ত্যজিয়া অনিত্যরূপ,
গিয়াছেন সেই নিত্যধামে ॥
মিলি সব প্রজাগণ, করিয়াছে এই পণ,
বসাইবে তোমাকে আসনে।
অতএব গুণবতি, চল তুমি শীঘ্রগতি,
রাখ গিয়া প্রজাকে শাসনে ॥
জনক আমার যিনি, প্রধান উজীর তিনি,
পাঠালেন লইতে তোমাকে।
বশীভূতপ্রজাগণে, দেখিতেছে পথপানে,
পাঠাইয়া এখানে আমাকে" ॥
শুনি রাজকন্যা কয়, যাবআমি নিজালয়,
বলিতে না হইবেক আর।
তুমি আর মন্ত্রীবর, যথার্থ আত্মীয় বর,
উভয়কে দিব পুরস্কার ॥
নৃপকরে কর আনি, কহে পরে চেরেস্থানী
এইক্ষণে ছাড়িব তোমাকে।

যদ্যপি প্রেমিক হও, মম প্রেমে বন্দী রও'
তবে পরে পাইবে আমাকে ॥

আশা দিয়া দৈত্য-কন্যা করিল গমন।
তেজ বিনা দীপ্তি হীন হইল ভবন ॥
অন্ধকারে মন্ত্রী সঙ্গে থাকে নৃপবর।
প্রভাতে চমক লাগে দেখি প্রভাকর ॥
পুরীতে বসিয়া আছি স্থির ছিল মনে।
কিন্তু দেখে বন মধ্যে বসি দুই জনে ॥
নরপতি মন্ত্রী প্রতি কহেন তখন।
বুঝি মন্ত্রী এ সকল হইবে স্বপন ॥
মন্ত্রী কহে মহারাজ নিবেদন করি।
"স্বপন কখন নহে মায়াময় পুরী ॥
কুহকিনী বোধ হয় হেরিয়াছি যারে।
করিতে অসাধ্য কর্ম্ম অনায়াসে পারে ॥
পরম রূপসী রূপ ধরি এই বনে।
ছলিতে তোমারে বাঞ্ছা ছিল তার মনে ॥
দেখিলে যতেক সখী গান বাদ্য করে।
সকলে তাহারা দৈত্য নারী বেশ ধরে" ॥
এরূপে প্রবোধ বাক্য মন্ত্রী যত কয়।
প্রেমে মত্ত নরপতি না করে প্রত্যয় ॥
ভুলিতে না পারে সেই রমণীর রূপ।
অস্থির অন্তরে গৃহে আসিলেন ভূপ ॥
যে ভাব জাগিছে হৃদে তাহার অভাবে।
সে ভাবে অভাব নাহি হইবে স্বভাবে ॥
প্রত্যহ বুঝায় মন্ত্রী বিবিধ বচনে।
তথাপি প্রবোধ বোধ না হয় শ্রবণে ॥
যদিও কন্যার বার্ত্তা শুনিতে না পায় ॥
তথাপি তাহার ভাব ছাড়িতে না চায় ॥
সুখালাপ রঙ্গ রস সকল ত্যজিল।
মৃগয়ার ছলে রাজা ভ্রমিতে লাগিল ॥
যেই স্থানে সেই মৃগী দেখিয়াছে আগে।
সেই খানে পাবে পুনঃ সদা হৃদে জাগে ॥
এরূপে দ্বাদশ মাস হইল অতীত।
বৃথা প্রেম মায়াময় ভাবিল নিশ্চিত ॥
অতঃপর নৃপবর পাইলেন ভয়।
বুঝিয়া মায়ার কর্ম্ম হইল বিস্ময় ॥
প্রতিজ্ঞা করেন পরে করিব ভ্রমণ।
বহু বিধ দ্রব্য হেরি স্নিগ্ধ হবে মন ॥
এরূপ চিন্তিয়া রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়া।
শাসন করিতে রাজ্য দিলেন সঁপিয়া ॥
আরোহণ করি পরে মনোহর ঘোড়া।
তাহার লাগাম জিন জহরেতে মোড়া ॥
রাজ বস্ত্র অলঙ্কার লইয়া কতেক।
মনি চুনি হীরা মতি সহিত অনেক ॥
জঙ্ঘদেশে লম্বমান অসি দীর্ঘাকার।
হীরকে মণ্ডিত কোষ মণিময় তার ॥
এই মত বাস ভূষা পরিয়া রাজন।
যামিনী যোগেতে একা করিল গমন ॥
একাকী যাইতে মন্ত্রী কত বাধা দিল।
কিন্তু রাজা তার কথা কর্ণে না শুনিল ॥
যাইতে টিবেট দেশে নরপতি ধায়।
ক্রমেতে কতক পথ এড়াইয়া যায় ॥
পাওয়া যাবে রাজধানী দুই দিন পরে।
হেনস্থানে থাকিলেন বিশ্রামের তরে ॥
নিকটে দেখেন এক পরম রূপসী।
মেঘাচ্ছন্ন শশী যেন বৃক্ষতলে বসি ॥
শিরে কর দিয়া ভাসে নয়নের নীরে।
মুখ চন্দ্র ঢাকিয়াছে বিষাদ তিমিরে ॥
অষ্টাদশ বর্ষ হবে যৌবন প্রথম।
অনুমান ঘটিয়াছে বিপদ বিষম ॥
পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন মলিন সকল।
স্বাভাবিক রূপে তবু করিছে উজ্জ্বল ॥
হেরিয়া নারীর ভাব ভাবিছে ভূপতি।
এনহে অভাগা কভু হবে ভগ্যবতী ॥
নিকটে যাইয়া তারে জিজ্ঞাসেন ভূপ
কে তুমি সুন্দরী কেন হেথা এই রূপ ॥

উত্তর করিল নারী "শুন মহাশয় ।
রাজকন্যা রাজ ভার্য্যা মোর পরিচয় ॥
পড়িয়াছি দুঃখে কিন্তু বিধির বিপাকে ।
স্থূল কথা কহিলাম সংক্ষেপে তোমাকে
শুনিয়া তাহার বাণী নৃপমণি ভাবে ।
জ্ঞানাভাব বুঝি তার দুঃখের প্রভাবে ॥
এইরূপ নৃপবর বিচারিয়া মনে ।
যুবতীরে কহিলেন বিনয় বচনে ॥
''যেভাব তোমার দেখি বিপরীত অতি ।
অনুতাপে হইয়াছে উদাসীন মতি ॥
রোদন ছাড়িয়া তুমি ধৈর্য্যরূপ ধর ।
জ্ঞান জলে দুঃখানল নির্ব্বাপণ কর" ॥
শুনিয়া প্রবোধ কথা রাজকন্যা কহে ।
"আপনি যে কহিলেন, অযথার্থ নহে ॥
কিন্তু হেন জ্ঞান নাহি করিবে তখন ।
দুঃখের কাহিনী মোর শুনিবে যখন ॥
অধিনীর প্রতি যদি হইলে সদয় ।
বলি শুন যাহে দুঃখ হয়েছে উদয় ॥

টিবেট রাজা ও রাণীর ইতিহাস ।

"নামেতে নৈমান জাতি বড়ই প্রচণ্ড ।
তাহাদের রাজা পিতা প্রতাপে দোর্দ্দণ্ড॥
একামাত্র আমি হই তাঁহার দুহিতা ।
এই হেতু বড় ভাল বাসিতেন পিতা ॥
মহানন্দে রাজ্য ভোগ করিয়া রাজন ।
বিধির নির্ব্বন্ধ মতে ছাড়িল জীবন ॥
রাজার পঞ্চত্ব হলে যত প্রজাগণ ।
সকলে মিলিয়া মোরে দিল সিংহাসন ॥
অবোধ বালিকা আমি ছিলাম তখন ।
চারি বর্ষ বয়ঃক্রম কি জানি শাসন ॥
আলী নামে ছিল তাঁর উজীর পণ্ডিত ।
যাহার বিবাহ মোর ধাত্রীর সহিত ॥
শিশুকালে রাজকার্য্য হইল তাঁহার ।
অধিকন্তু শিক্ষা ভার লইল আমার ॥
উপদেশ দিল মন্ত্রী বিবিধ প্রকারে ।
রাজনীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম শিখাতে আমারে
কিছু নাহি বুঝা যায় অদৃষ্টের লেখা ।
এক ভাঙ্গে আর গড়ে এইমাত্র দেখা ॥
রাজকার্য্য চালাইতে পারিব যখন ।
দুরদৃষ্ট প্রতিবাদী হইল তখন ॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বে ছিল পিতার কনিষ্ঠ ।
মোয়াফেক্ নামে বীর মহান্ বলিষ্ঠ ॥
পরস্পর এই কথা বলিত সকলে ।
তাঁহাকে মারিয়া ছিল যুদ্ধেতে মোগলে॥
কিন্তু দেখ অচিন্তিত দৈব সাধ্য কায ।
অকস্মাৎ উপস্থিত করি রণ সাজ ॥
রাজ্যের প্রধান বহু তাঁর বন্ধু ছিল ।
তাহারা সে পক্ষে গিয়া যুদ্ধভার নিল ॥
মিলিয়া খুড়ার সঙ্গে হয়ে সেনাপতি ।
আরম্ভ করিল রণ নিয়া অনুমতি ॥
ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র বিপক্ষ সকল ।
জ্বালিল সংগ্রাম রূপ বিষম অনল ॥
আমার সপক্ষ মাত্র সেই মন্ত্রীবর ।
বিধিমতে করিলেন যত্ন ঘোরতর ॥
কিন্তু তিনি নিবাইতে চেষ্টা পান যত ।
অনিবার্য্য যুদ্ধানল বৃদ্ধি পায় তত ॥
কিছুকাল মন্ত্রীবর যুঝি প্রাণ পণে ।
অবশেষ পরাজয় বিপক্ষের রণে ॥
খুড়ার অবাধ্য নহে প্রজা কোন জন ।
মিলিয়া সকলে তারে দিল সিংহাসন॥
সদা সঙ্কুচিত পাছে যদি সৈন্য চয় ।
মোর জন্যে যুদ্ধ করি রাজ্য পুনঃ লয় ॥
এই হেতু ছলে বলে নিয়া রাজপদ ।
আরম্ভিল চেষ্টা মোরে কিসে করে বধ ॥
বুঝিয়া উজীর ধাত্রী সকল বিশেষ ।
নিশিতে আমাকে নিয়া ছাড়িলেন দেশ

ক্রমে ক্রমে এলবেসিন প্রদেশ ছাড়িয়া।
গুপ্তপথে উপস্থিত টিবেটে আসিয়া॥
রাজার নগর মধ্যে ভদ্রপল্লী যথা।
তিন জনে বাসস্থান করিলাম তথা॥
ছদ্মবেশে বাস করি অতি দুঃখ যুতা।
মন্ত্রী হলো চিত্রকর আমি তার সুতা॥
সদা থাকি গুপ্ত ভাবে সামান্যের ন্যায়
মনে ভয় লোকে পাছে পরিচয় পায়॥
ছিল বটে জহরাদি আমাদের স্থানে।
পারিতাম ধনী সম কাটাইতে মানে॥
কিন্তু রহিলাম অতি সামান্য হইয়া।
উজীরের উপার্জ্জনে নির্ভর করিয়া॥
এইরূপে দুই বর্ষ অনায়াসে যায়।
পূর্ব্ব সুখ সমুদায় ভুলিলাম তায়॥
অধিক দুঃখের ভোগ ভুগিলাম কত।
এজন্য হইল দুঃখ স্বভাবের মত॥
পাসরিয়া পূর্ব্ব মান রাজ সিংহাসন।
আপনাকে ভাবিলাম অতি সাধারণ॥
স্মৃতি নাহি করিতাম পূর্ব্বের সম্পদে।
তাহাতে ছিলাম সুখে পড়িয়া বিপদে॥
তখন পূর্ব্বের কথা হইলে স্মরণ।
ভাবিতাম কষ্ট ভার গিয়াছে এখন॥
রাজত্বে বিবিধ চিন্তা থাকে উপস্থিত।
ভাগ্যে বিধি করিয়াছে সে দায় বঞ্চিত
হায় সেই কালে প্রাণ হইলে বিয়োগ॥
সহিতে না হতো পরে এত ক্লেশ ভোগ
অভাগিনী পাবে দুঃখ সাধ্য কি লঙ্ঘন
বিধাতার লিপি কভু না হয় খণ্ডন॥
অদৃষ্টের দোষ দেওয়া বিফল যেমন।
সাধ্যাতীত সেইরূপ করিতে মোচন॥
দুঃখের কাহিনী মোর বিচিত্র অত্যন্ত।
বলিতেছি শুন তবে তাহার আদ্যন্ত॥
"বিচিত্র কয়েক চিত্র করিয়া উজীর।
দেশময় মহাখ্যাতি করিল বাহির॥
একথা টিবেট পতি করিয়া শ্রবণ।
আসিলেন সেই ছবি করিতে দর্শন॥
দর্শাইল মন্ত্রীবর আপনার কায।
দেখিয়া শুনিয়া তুষ্ট হয় মহারাজ॥
দুইজনে শিষ্টালাপ করেন যখন।
রাজা দরশনে তথা গেলাম তখন॥
ভাবিলাম কন্যাভাবে যাই যেই খানে।
অন্যভাবে না চাইবে রাজা মোর পানে॥
কিন্তু হলো মিথ্যা যুক্তি মনের সহিত।
আমাকে হেরিয়া রাজা হইল মোহিত॥
বুঝিয়া রাজার ভাব করি পলায়ন।
আরম্ভিল দুইজনে অন্য আলাপন॥
মোরে যেন হেরে নাহি এই ভাবে রহে।
কিন্তু সে কথার কথা মনে তাহা নহে
থাকিয়া থাকিয়া মন হয় বিচলিত।
নিশ্চিন্ত শরীরে যেন চিন্তা উপস্থিত॥
পরদিন পুনর্ব্বার নৃপতি আসিল।
এই রূপে যাতায়াত করিতে লাগিল॥
চিত্র দেখিবার ছলে ফিরে সব ঘর।
অভিপ্রায় মোরে কিসে হেরে নৃপবর॥
যেখানে আমাকে দেখে সেই খানে ধায়
কিন্তু আত্ম অভিপ্রায় কিছু না জানায়
প্রেম তরু মুঞ্জরিলে না হয় গোপন।
ক্রমে তার দেখা যায় শাখাদি লক্ষণ॥
এক দিন কহে রাজা উজীরের কাছে।
"এক জন চিত্রকরে প্রয়োজন আছে॥
প্রশংসিত শিল্পকর তুমি এক জন।
তোমাকে নিকটে রাখি সদা আকিঞ্চন
অতএব থাক যদি পুরীতে আমার।
নির্দ্দিষ্ট করিব বহু বেতন তোমার"॥
যেই ভাবে এই কথা ভূপাল কহিল।
উজীরের তাহা বোধ তখনি হইল॥
ভাবী কাল ভাবি আলী বলিল আমায়
টিবেট নৃপতি ভাল বাসিল তোমায়॥

চিত্রকর চাই, যাহা নৃপবর কহে।
কেবল তোমার জন্যে ফলে তাহা নহে।
করিতে হইলে বাস রাজার ভবনে।
রঞ্জিবে তোমার মন প্রেমের কথনে॥
শেষে তুমি প্রেমে বদ্ধা হইয়া রাজার
দেখ যেন করিও না কলঙ্ক স্বীকার॥
আপনার কুল মান রাখিবে স্মরণে।
ভুলিবে না কোন মতে রাজার বচনে॥
যদ্যপি রাজ্যের অংশী করেন তোমারে
তা হলে কহিতে পারি ভজিতে রাজারে॥
ইহা ভিন্ন হয় যদি অন্য ভাব তায়।
দেহেতে থাকিতে প্রাণ না ভজিও তায়॥
মন্ত্রীর মন্ত্রণা ভাল, না করি হেলন।
অঙ্গীকৃতা হইলাম করিব পালন॥
কহিলাম ভূপতির দেখি নাহি তাহা।
সংগোপন করিলাম ঘটিয়াছে যাহা॥
সুন্দর পুরুষ রাজা নবীন যৌবন।
বাঞ্ছা হয় প্রেম করি করিয়া দর্শন॥
হেরি ভূপ মম রূপ বিমোহিত যত।
নরস্বামী দেখি আমি হইলাম তত॥
কিন্তু ধর্ম্ম নিয়া, রাজা পাছে দেয় ফাঁকি
এহেতু মনের ভাব মনেতেই রাখি॥
রাজা মোর এ সন্দেহ করিল বিনাশ।
আপনি আপন ভাব করিয়া প্রকাশ॥
রাজার পুরীতে বাস করিবার পরে।
আপন মানস ব্যক্ত করেন সত্বরে॥
কহিলেন "হরিণাক্ষী হেরিয়া তোমায়।
বিচলিত মন প্রাণ হয়েছে তাহায়॥
নিরূপমা রূপ হেরি সদত অস্থির।
মরণ নিশ্চয় যদি নাহি কর স্থির॥
দুষ্কর সময়ে রাখ পুষ্কর-নয়না।
তস্কর সমান প্রাণ করোনা ছলনা॥
যতনে হৃদয়ে রাখি সম্মান করিব।
বিচ্ছেদ বৈরিরে কাছে আসিতে না দিব॥
প্রেম রাজ্যে স্নেহরূপ দিয়া ভৃত্যগণ।
সুখ সিংহাসনে রাখি করিব সেবন"॥
একথা শুনিয়া আমি প্রণমি রাজারে।
কহিলাম সংক্ষেপেতে কাহিনী তাঁহারে॥
শ্রবণান্তে নরপতি বিষাদিত মনে।
প্রবোধিল কত মোরে এরূপ বচনে॥
যেকালে টিবেটে তব শুভ আগমন।
তোমার যে শত্রু তার করিব দমন॥
মোয়াফেক্ তব রাজ্য নিয়াছে হরিয়া।
তার শাস্তি দিব আমি উত্তম করিয়া॥
কালি পাঠাইব লোক তাহার নিকটে।
ছাড়িয়া না দিলে দেশ পড়িবে সঙ্কটে॥
রাজার আশ্বাস বাক্যে মানিয়া বিশ্বাস।
করিলাম তাঁর কাছে মানস প্রকাশ॥
রসিক প্রেমিক প্রভু করি নিবেদন।
বিচলিত মন তব আমার কারণ॥
আমিও অধৈর্য্য বড় হইয়াছি তায়।
হৃদে বিন্ধে স্মরশর হেরিয়া তোমায়॥
একথা শুনিয়া রাজা আহ্লাদিত মন।
নিজ করে কর ধরি কহিল তখন॥
মনসাধে প্রেম বৃক্ষ করিনু রোপণ।
করিব না ভঙ্গরূপ অসিতে ছেদন॥
সাহস ভরসা রাজা এইরূপ দিয়া।
সেই দিন মহোৎসবে করিলেন বিয়া॥
নরনাথ পরদিন উঠিয়া প্রভাতে।
দূতগণে ডাকাইয়া আনিল সভাতে॥
তাহাদিগে সমাচার বলিয়া বিশেষে।
আজ্ঞা দিল শীঘ্র যাও নৈমানের দেশে॥
নৃপ স্থানে বিদায় হইয়া দূতগণ।
নৈমান রাজার রাজ্যে করিল গমন।
আমার বিবাহ কথা সে রাজার কাছে।
বলিয়া, কহিল দূত এই কথা পাছে॥
পাঠাইল নৃপবর কহিতে তোমাকে।
ফিরাইয়া দেও শীঘ্র এ রাজ্য রাণীকে॥

অবিরোধে রাজ্য যদি ফিরে নাহি দিবে।
তবে টিবেটাধিপতি সমর করিবে ॥
দুরাত্মার সংগ্রামের শক্তি নাহি ছিল।
তথাপিও দম্ভে দূত ফিরাইয়া দিল ॥
ভূপতিকে দূতে আসি সম্বাদ কহিতে।
আজ্ঞা দিল সৈন্যগণে প্রস্তুত হইতে॥
যখন যুদ্ধের সাজ সকল হইল।
নৈমানের লোকে আসি রাজাকে কহিল।
মহারাজ তব দূত আসিবার পরে।
মরিয়াছে মোয়াফেক তিন দিন জ্বরে ॥
বশীভূত প্রজাগণ সবে মিলি তায়।
সমর করিতে আর কেহ নাহি চায় ॥
এসম্বাদ শুনি রাজা করিলেন স্থির।
আমার স্বরূপে তথা শাসিবে উজীর ॥
কিন্তু এক অচিন্তিত ঘটিল কারণ।
তাহাতে মন্ত্রীর যাত্রা হইল বারণ ॥
একদিন সন্ধ্যাকালে ঘরেতে আসিয়া।
কোরাণ করিয়া পাঠ আসনে বসিয়া ॥
পুস্তক বন্ধন করি উঠিয়া যখন।
করিতেছি শয়নার্থ শয্যায় গমন ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি এক আচম্বিত গিয়া।
দেখিলাম লুপ্ত হলো দেখামাত্র দিয়া ॥
উঠিলাম মহাভয়ে করিয়া চীৎকার।
সেই শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল রাজার ॥
শীঘ্র উঠি নৃপবর আসিলেন তথা।
আমি তাঁরে কহিলাম আতঙ্কের কথা॥
ভর্ত্তাকে দেখিয়া পরে গেল সেই ভয়।
ভাবিলাম সেই মূর্ত্তি সত্যরূপ নয় ॥
পুস্তক পড়িতে মোর ছিল অন্য মন।
বাতিকেতে হইয়াছে বিকট দর্শন ॥
শুনিয়া সকল কথা কহিলেন স্বামী।
এখন বিষম দায়ে পড়িলাম আমি ॥
পালঙ্কেতে তব রূপ আরো এক নারী।
একাকার দুই জন বুঝিতে না পারি ॥
এইক্ষণে দেখিয়াছি তোমাকে তথায়।
বল দেখি কি প্রকারে আসিলে হেথায় ॥
চমৎকার বোধে আমি কহি নৃপবরে।
কি বল কি বল বল বুঝাইয়া মোরে ॥
নৃপবর কহিলেন বুঝাব কি আর।
দেখ গিয়া পালঙ্কেতে হবে চমৎকার ॥
শুনিয়া রাজার মুখে অশ্রুত ঘটন।
করিলাম ত্বরা করি তথায় গমন ॥
বিছানায় দেখি গিয়া করিয়া শয়ন।
অবিকল মমাকৃতি নারী এক জন ॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য রূপ কহিলাম তায়।
হায় বিধি হেরি আমি কাহারে হেথায় ॥
অবিলম্বে মমস্বরে কহিল সে নারী।
কেরে তুই দুশ্চারিণী চিনিতে না পারি॥
বল দেখি কুহকিনী কিরূপ সাহসে।
এসেছিস মায়াবেশে কিসের মানসে ॥
এখন এমন আশা না করিস মনে।
থাকিবি মহিষী হয়ে নৃপতির সনে ॥
আমারে করিয়া দূর লইয়া তোমায়।
থাকিবেনা নৃপবর কদাপি শয্যায় ॥
ভরসা হইল সার ছলনা নিষ্ফল।
রাজার অন্তর কভু হবে না বিকল ॥
সম্বোধন করি পরে ভূপতিরে কয়।
ইহারে এখনি বদ্ধ কর মহাশয় ॥
আজ্ঞা দিয়া কারাগারে রাখিবে এখন।
প্রায়শ্চিত্ত হবে পরে করিলে দাহন ॥
মম অবয়বা নারী দেখিয়া নিকটে।
আমার মনেতে অতি দুঃখ হলো বটে ॥
কিন্তু আরো চমৎকার হইল আমার।
নিষ্ঠুর গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া তাহার ॥
উত্তর না দিয়া তাঁরে সমান বচনে।
অভিমানে বারি ধারা বহিল নয়নে ॥
বলিলাম ভূপতিরে শুন মহাশয়।
বোধ ছিল গ্রহভোগ হইয়াছে ক্ষয় ॥

আরো এই অধিক বিশ্বাস ছিল মনে।
ভাগ্য বশে মিলন হয়েছে তব সনে॥
কিন্তু হায় হায় শেষে এইকি ঘটিল।
মায়াবিনী আসি মোর সুখ বিনাশিল॥
কোন্ শত্রু মোর সুখে বিদ্বেষ করিয়া।
আসিয়াছে মম তুল্য আকার ধরিয়া॥
এখন কামনা পূর্ণ হইল উহার।
বিহ্বলে চিনিতেমোরে নাহি পারো আর॥
সবিনয়ে মহারাজ করিহে মিনতি।
নিরীক্ষণ করি দেখ অধিনীর প্রতি॥
যে নারী তোমার ভার্য্যা প্রেয়সী হইবে।
অন্তর তোমার তারে চিনিয়া লইবে॥
নৈমানের রাজকন্যা আমি সেই রাণী।
ধর্ম্ম সাক্ষী এই মাত্র সত্যরূপ জানি॥
মায়া রূপা নারী মোর এরূপ বচনে।
কহিয়া উঠিল পুনঃ লোহিত লোচনে॥
নির্লজ্জা রমণী কেন প্রবঞ্চনা আর।
আচরণে তোর সব হইল প্রচার॥
খল দুষ্ট মনুষ্যের স্বভাব এমত।
অক্লেশে করিতে পারে সহস্র শপথ॥
ভুলাইতে দুই চক্ষু আজ্ঞা বশ রাখে।
ইচ্ছামাত্র নেত্রে জল দেখাইয়া থাকে।
দুজনাকে কহিলেন রাজা এই কালে।
কার্য্যনাই তোমাদের মিথ্যাগোলমালে॥
দেখিতেছি উভয়ের অভেদ আকার।
একজন কুহকিনী অবশ্য ইহার॥
মনে ভাবি হিতে হয় বিপরীত যদি।
দোষীরে বধিতে পাছে নির্দোষীরে বধি॥
নৃপবর কাহাকেও চিনিতে না পারে।
খোজাকেডাকিয়াকাছেআজ্ঞাদিলতারে
রাখ নিয়া উভয়েকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে।
কালি হবে বিবেচনা যুক্তিমতেপরে॥
পালঙ্ক হইতে রায় প্রত্যুষে উঠিল।
ডাকিয়া উজীর আর ধাত্রীকে আনিল॥
বিস্তারিত বিবরণ সকল কহিল।
শুনিয়া আশ্চর্য্য, ধাত্রী দেখিতে চাহিল॥
মনে ছিল ধাত্রী মোরে চিনিবে হেরিয়া।
কিন্তু না পারিল কিছু পরীক্ষা করিয়া॥
তুল্যাকার দুজনার দেখিয়া অভেদ।
ঘটিল বিষম দায় করিতে প্রভেদ॥
হাঁটুতে আঁচিল এক চিহ্ন মোর ছিল।
ক্ষণেক বিলম্বে ধাত্রী স্মরণ করিল॥
দেখিল দোঁহার হাঁটু জানিতে নিশ্চয়॥
পাইয়া সমান চিহ্ন ভাবিল বিস্ময়।
অবশেষে ধাত্রী মোরে চিনিবার ছলে।
জিজ্ঞাসিল নানা কথা লইয়া বিরলে॥
বাক্যেতে তিলেক ভেদ নাপায় কাহার।
এক কথা এক রব শুনিল দোঁহার॥
তথাপি আমার জন্যে বলিল রাজারে।
সত্য রাণী ইনি হন রাখিবে ইহাঁরে॥
কিন্তু সে ধাত্রীর বাক্য শেষে না রহিল।
রাজার মন্ত্রীরা সবে বিপক্ষ হইল॥
বলিলেক ছিলা যিনি শয়ন করিয়া।
তিনি রাণী অন্যা আছে কুহক ধরিয়া॥
আরো এই পরামর্শ দিলেক রাজাকে।
অগ্নিকুণ্ডেপোড়াইয়া মারিতে আমাকে॥
কিন্তু এই পরামর্শ না শুনিয়া রাজা।
কহিল উচিত নহে প্রাণ দণ্ড সাজা॥
দুর্জনে বধিতে যদি রাণী হত্যা হয়।
তার পরে মনস্তাপ হবে অতিশয়॥
এইরূপ মনে চিন্তা করিয়া ভূপতি।
দেশান্তরে দিতে মোরে দিল অনুমতি॥
রাজাব আজ্ঞায় পরে যত ভৃত্য গণ।
কাড়িয়া লইল মোর বস্ত্র অভরণ॥
পুরাতন ভগ্ন বস্ত্র পরিধান দিয়া।
নগর বাহিরে মোরে রাখিলেক নিয়া॥
ঘটিয়াছে এই রূপে দুঃখের কারণ।
এখন ভিক্ষায় করি জীবন ধারণ॥

শুনিলেন মহাশয় আমার কাহিনী।
জ্ঞানশূন্যা নাহি আমি কিন্তু অভাগিনী॥
ছিলাম রাজার কন্যা রাজা ছিল পতি।
এখন সে পদে নাহি দেখ এই গতি” ॥
শুনিয়া চীনীয় রাজা রাণীর যন্ত্রণা।
বুঝাইল মহিষীকে করিয়া সান্ত্বনা॥
“শুন রাণী ধৈর্য্য ধর চিন্তা নাহি আর।
দুঃখের রজনী শীঘ্র যাইবে তোমার॥
প্রসিদ্ধ কবিতা আছে বিজ্ঞের বচন।
অত্যন্ত বাড়িলে হয় অবশ্য পতন॥
মনুষ্যের দুঃখানল হইলে প্রবল।
উথলে সুখের সিন্ধু করিতে শীতল॥
হইলে সুখের শেষ দুঃখে আসি ঢাকে।
শুকায় সুখের সিন্ধু বিন্দু নাহি থাকে॥
দুঃখের সাগরে মন যখন ভাসিবে।
তখনি ভাবিবে সুখ পুনশ্চ আসিবে॥
কিন্তু পরিপূর্ণ সুখ জানিবে যখন।
বুঝিবে বিপদ কোন ঘটিবে তখন॥
সুখ দুঃখ মনুষ্যের এই রূপ হয়।
বিধির লিখন ইহা খণ্ডিবার নয়॥
শুন কহি আরো এক দৃষ্টান্ত ইহার।
তাহাতে বিশ্বাস বোধ হইবে তোমার”।

কাবার্শা মন্ত্রীর ইতিহাস।

হর্কনিয়া দেশে রাজা খোদাবন্দ নাম।
কাবার্শা তাঁহার মন্ত্রী সর্ব্ব গুণধাম॥
একদিন স্নান কালে টবের ভিতর।
অঙ্গুরী অঙ্গুলী হতে খুলে মন্ত্রীবর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
জল মধ্যে অঙ্গুরীকা পড়িল তখন॥
কিন্তু নীরে না ডুবিয়া ভাসিয়া রহিল।
অদ্ভুত দেখিয়া মন্ত্রী আশ্চর্য্য হইল॥
অনিষ্ট ঘটনা হবে বুঝিল দেখিয়া।
আজ্ঞা দিল দাসগণে নিকটে ডাকিয়া॥
ঐশ্বর্য্য অন্যত্র নেও এস্থান হইতে।
আসিবে রাজার লোক এখনি লইতে॥
আজ্ঞা মাত্র ভৃত্যগণ অবিলম্বে গিয়া।
রাখিতে লাগিল ধন স্থানান্তরে নিয়া॥
কিন্তু সে সমস্ত কর্ম্ম সারা না হইতে।
আসিল রাজার সেনা মন্ত্রীকে ধরিতে॥
সেনাধ্যক্ষ বলে মন্ত্রী শুন অভিপ্রায়।
রাজ আজ্ঞা কারাগারে রাখিতে তোমায়
ইহা বলি মন্ত্রীবরে লইয়া চলিল।
কেহ বা থাকিয়া গৃহ লুটিতে লাগিল॥
শক্র অপবাদে মন্ত্রী তাপ না করিয়া।
রহিলেন কিছু কাল শৃঙ্খল পরিয়া॥
কোন মতে সুখ তার কিছু না রহিল।
আত্ম বন্ধু সনে দেখা বঞ্চিত হইল॥
তাহে মহারাজ আজ্ঞা দেন প্রতিদিন।
মন্ত্রীবরে দিতে আরো যন্ত্রণা কঠিন॥
বহু দিনাবধি ছিল মন্ত্রীর মনন।
রমানসি নামে খাদ্য করিতে ভক্ষণ॥
প্রতিদিন চান তাহা খোজাদের স্থানে।
যাচ্ঞা মাত্র সার হয় কেহ নাহি আনে॥
একদিন কারাপাল সদয় হইয়া।
কিঞ্চিৎ সেই খাদ্য তাঁরে দিলেক আনিয়া
তৃষিত চাতক প্রায় ছিল মন্ত্রীবর।
খাইতে আশার দ্রব্য হইল তৎপর॥
হেন কালে দুইটা মূষিক কোথা ছিল।
তাহার সাধের খাদ্যে আসিয়া পড়িল॥
নিরাশ হইয়া মন্ত্রী ডাকি ভৃত্যগণে।
বলিলেক ধন পুনঃ আনহ ভবনে॥
অবিলম্বে রাজা মোর বাড়াইবে মান।
পুনশ্চ উজীরি পদ করিবে প্রদান॥
যেমন বলিল মন্ত্রী ঘটিল তেমনি।
রাজাজ্ঞায় কারা মুক্ত হইল তখনি॥

সম্মুখে ডাকিয়া তারে কহিল রাজন।
জানিলাম তুমি অতি নির্দ্দোষী সুজন॥
অতএব বধিয়াছি তব শত্রু যত।
মন্ত্রী কার্য্য কর তুমি পূর্ব্বকার মত॥
কাবার্শা মন্ত্রীর যত বন্ধুগণ ছিল।
শুনিয়া সকল কথা তারা জিজ্ঞাসিল॥
কেমনে জানিলে আগে বন্ধনে থাকিবে।
কিসেবা বুঝিলে পুনঃ বিমুক্তি পাইবে॥
ইহা শুনি মন্ত্রীবর কহিল হাসিয়া।
"যে কালে উঠিল জলে অঙ্গুরী ভাসিয়া॥
তাহা দেখি মনোমধ্যে বিচারি তখন।
সুখ-রবি অস্তাচলে করিল গমন॥
তপন কিরণাভাবে হবে অন্ধকার।
অতএব দুঃখ নিশি হইল আমার॥
তার পরে কারাগারে রক্ষকের ঠাঁই।
রমানসি খাইবারে সদা আমি চাই॥
কিন্তু তাহা না পাইয়া ভাবনা হইল।
আরো বুঝি কিছু কাল এদুঃখ রহিল॥
পরে সেই দ্রব্য কাছে আসিল যখন।
মূষিক পড়িলে বোধ হইল তখন॥
দুঃখনিশি হৈল ভোর ক্লেশ না রহিবে।
আজি হতে সুখ-ভানু উদয় হইবে"॥
দৃষ্টান্ত সমাপ্ত করি কহে চীনপতি।
"নিরাশ হৈওনা রাণী ঘুচিবে দুর্গতি॥
দুঃখার্ণব হতে তুমি শীঘ্র পাবে কূল।
বোধ হয় বিধি আর নহে প্রতিকূল॥
অতঃপর শুন রামা বলি বিবরণ।
ঘটিয়াছে আমারো যে তোমারি লক্ষণ॥
একথা বলিয়া পরে চীনীয় রাজন।
নিজ পরিচয় দিল রাণীর সদন॥
তদন্তর মৃগয়ার বিবরণ কয়।
যেই রূপে শ্বেত মৃগী দরশন হয়॥
কথা সাঙ্গ হবামাত্র দেখে দুই জনে।
আসিতেছে এক ব্যক্তি অশ্ব আরোহণে।
নবীন পুরুষ অতি সুন্দর বদন।
হইয়া বিবস্ত্র প্রায় করিছে গমন॥
রাণী কহে "বুঝি এই পতি মোর যায়"।
পলায় পুরুষ কিন্তু ফিরিয়া না চায়॥
আগু পাছু দেখে ভয়ে সশঙ্কিত মন।
ধরিতে তাহাকে যেন ধায় কোন জন॥
পুনশ্চ পশ্চাতে দেখে আরো এক জন।
অতি বেগে আসিতেছে অশ্ব আরোহণ॥
বসন ভূষণ তার অতি শোভা পায়।
নিষ্কোষিত অসি হস্তে রক্ত চিহ্ন তায়॥
ধাইছে ধরিতে কারে হয় অনুভব।
চমৎকার দুজনার এক অবয়ব॥
রাজার নন্দিনী কিছু বুঝিতে না পরে।
এই পতি, অনুভব করিল তাহারে॥
কিন্তু সে এমন ব্যস্ত কাছ দিয়া যায়।
তথাপি রাণীর দিকে ফিরিয়া না চায়॥
চীনীয় নৃপতি কহে একি চমৎকার।
উভয়েরি এক চিহ্ন অভিন্ন আকার॥
রাণী বলে ইহাতেই বুঝ মহাশয়।
বলিয়াছি যাহা আমি মিথ্যা তাহা নয়।
এমন সময়ে পুনঃ দেখে দুই জনে।
আসিল তৃতীয় ব্যক্তি অশ্ব আরোহণে।
নৃপতির মন্ত্রী এই আলী নাম ছিল।
রাণীকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিল
হয় হতে মন্ত্রীবর নামি শীঘ্রগতি।
মহিষীর চরণেতে করিল প্রণতি॥
মন্ত্রী বলে আগো মাতা হেরি কি তোমায়
প্রত্যাশা ছিলনা দেখা হবে পুনরায়॥
কোটি কোটি ধন্যবাদ দেই বিধাতায়।
প্রাণে প্রাণে আছ তুমি যাঁহার কৃপায়
অধর্ম্মের বৃদ্ধি হেতু কুকর্ম্মের জয়।
সুজনের মন্দ ফল যদি কিছু হয়॥
এই জন্যে ঘটে তাহা কেবল জানিবে।
অন্তেতে বিচার তার উত্তম হইবে॥

সকল চাতুরী চুর হয়েছে এখন।
কুহকিনী শত্রু তব হইল নিধন॥
স্বহস্তে নৃপতি তারে করিল সংহার।
অসিতে রুধির চিহ্ন দেখিবে তাঁহার॥
আরো দাদ উঠাইতে ভূপতি এখন।
শত্রুকে কাটিতে পাছে করিছে গমন॥
দুরাচার নৃপাকার ধরি মায়া বলে।
গিয়াছিল সিংহাসন লইবার ছলে॥
এসকল কথা এক কাহিনী হইবে।
বলিব তোমারে পরে সকল শুনিবে॥
গেলেন ভূপতি অতি দূরে এতক্ষণ।
ধরি গিয়া তাঁরে অশ্বে করি আরোহণ॥
ইহা শুনি চীনেশ্বর মন্ত্রীবরে কয়।
রাণীরে কি হেতু ক্লেশ দিবে মহাশয়॥
এই স্থানে কিছু কাল থাক দুই জন'
আমি গিয়া নৃপতিকে করি আনয়ন॥
এত বলি অশ্ব পৃষ্ঠে চড়িয়া ভূপতি।
চলিল রাজার পাছে অতি শীঘ্রগতি॥
জিজ্ঞাসিল মন্ত্রীবর রাণীরে তখন।
যায় যে পুরুষ যুবা ইনি কোন জন॥
চীনপতি বলি রাণী দিল পরিচয়।
উজীর আশ্চর্য্য তাহে হয় অতিশয়॥
রাণী বলে মন্ত্রীবর কহ সব শুনি।
কেমনে পড়িল ধরা সেই কুহকিনী॥
মন্ত্রী বলে "শুন তবে তাহার বৃত্তান্ত।
বিশ্বাস করিয়া সভ্যগণের সিদ্ধান্ত॥
সেই পাপিনীরে রাজা রমণী ভাবিয়া।
রাখিল রাণীর মত আদর করিয়া॥
পরে কিছু দিনাবধি তাহারে লইয়া।
রাজ্য প্রান্তে দুর্গ মধ্যে ি লেন যাইয়া॥
অদ্য রাজা আর আমি উঠিয়া প্রভাতে।
ভৃত্য এক সঙ্গে নিয়া যাই মৃগয়াতে॥
পথ হতে ফিরে রাজা আইল শিবিরে।
কি জানি কি কথা ছিল কহিতে রাণীরে॥
দ্বারেতে থাকিতে ভূপ কহিল আমায়।
আপনি চলিয়া যান রাণীর তথায়॥
কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেখি আসে একজন।
নৃপতির তুল্যাকার তাহার গঠন॥
বসন ভূষণ দেখি ছিন্ন ভিন্ন যেন।
কহিলাম মহারাজ এপ্রকার কেন॥
উত্তর না করে কিন্তু আমার কথায়।
অশ্বে চড়ি দ্রুত যায় সশঙ্কিত প্রায়॥
রাজার বিভ্রাট দশা ভাবি মনে মনে।
চলিলাম তাঁর পাছু অশ্ব আরোহণে॥
হেনকালে উচ্চরব শুনিলাম কানে।
দাঁড়াও দাঁড়াও মন্ত্রী থাক এইখানে॥
ফিরে দেখি নরপতি শিবির হইতে।
অসি হস্তে ধাবমান শত্রুকে বধিতে॥
নিকটে আসিয়া মোরে কহে নরস্বামী।
বড়ই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি আমি॥
প্রাণাধিকা মহিষীরে দেশান্তর দিয়া।
কুহকিনী রাখিয়াছি রমণী ভাবিয়া॥
মায়াতে ধরিয়াছিল রাণীর আকার।
আসিতেছি তারে আমি করিয়া সংহার
এবে এই দুরাচারে হইবে বধিতে।
মমাকার ধরিয়াছে রাজত্ব লইতে॥
ইহা বলি অশ্বোপরি চড়ি নৃপবর।
ধাইল শত্রুর পাছে হইয়া সত্বর॥
এরূপ সম্বাদ সব কহে মন্ত্রীবর।
রাজার পশ্চাতে পরে যায় চীনেশ্বর॥
হোথায় টিবেট পতি তৎপর হইয়া।
কুহকীর পাছু যান অশ্ব চালাইয়া॥
অবিলম্বে নৃপবর ধরিয়া পামরে।
অস্ত্রাঘাত করিলেন স্কন্ধের উপরে॥
হয় হতে ভূমে শত্রু পড়িল তখনি।
ভূপতি তুরঙ্গ ত্যজি নামিল অমনি॥
দুরাত্মা চরণে ধরি কহিল রাজারে।
দোহাই তোমার নষ্ট করনা আমারে॥

নৃপতি কহিল "তবে না বধিব আর।
যথার্থ যে পরিচয় বল্ দুরাচার॥
কে তুই কি জন্য বল্ কিসের কারণ।
কেমনে আমার রূপ করিলি ধারণ"॥
যোড় করে নৃপবরে মায়াধর কয়।
"কৃপা করি যদি প্রাণ রাখ মহাশয়॥
তবে প্রবঞ্চনা আমি কিছু না করিব।
সরল স্বভাবে সব যথার্থ কহিব॥
বরঞ্চ তোমার সত্য বোধের কারণ।
কহিতেছি নিজরূপ করিয়া ধারণ"॥
এতবলি অঙ্গুরীকা খুলিয়া তখনি।
স্বাভাবিক বৃদ্ধ রূপ হইল আপনি॥
রূপান্তর হেরি ভূপ অত্যন্ত বিস্ময়।
এই দেহ স্বাভাবিক মায়াধর কয়॥
যখন বৃত্তান্ত সব শুনিবে আমার।
আরো চমৎকার বোধ হইবে তোমার

"ডামাসে আমার বাস শুন পরিচয়।
মক্‌বেল নাম ধরি তাঁতির তনয়॥
জনকের পুত্র কন্যা ছিল নাহি আর।
পাইলাম সব ধন মৃত্যু হলে তাঁর॥
দুরদৃষ্টে সেই অর্থে ঘটিল অনর্থ।
মনোভ্রমে হইলাম কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত॥
যুবতী আছিল এক মম প্রতিবাসী।
মজিলাম প্রেমে তার হয়ে অভিলাষী॥
রূপেতে তাহার কাছে তুল্যা কেবা হবে
গুণের তুলনা দিতে নারী নাই ভবে॥
কিন্তু সেই গুণে ছিল অগুণ সঞ্চিত।
মুখেতে মধুর বাক্য অন্তরে বঞ্চিত॥
মিথ্যা আলাপনে মন হরিত সবার।
প্রশংসা করিত লোকে সম্মুখে তাহার।

কেমনি মধুর স্বরে করে আলাপন।
ফেলিয়া প্রেমের ফাঁদে হরে সব ধন॥
যখন যাহাকে নিয়া থাকিত আপনি।
জানাইত তারে যেন তাহারি রমণী॥
আগে নাহি বুঝিলাম চাতুরী মন্ত্রণা।
অবশেষে কর্ম্ম দোষে ঘটিল যন্ত্রণা॥
কৌশলে কামিনী যত করে সমাদর।
মনে করি আমি বুঝি বড় ভাগ্য-ধর॥
এই ভাবে প্রেমে বশ ক্রমশঃ করিল।
ফেলিয়া পিরিতি জালে সর্ব্বস্ব হরিল॥
নিত্য নিত্য এত ভেট দেই আমি তারে
চারি বর্ষ না যাইতে যাই ছারখারে॥
আমা ভিন্ন অন্য যত ছিল উপপতি।
নজর বিস্তর দিত হতে প্রিয় অতি॥
একপ প্রেমের লোভ সবে দেখাইয়া।
অতুল ঐশ্বর্য্য ধন করে ফাঁকি দিয়া॥
সতত আমার মনে ছিল এই ভয়।
দরিদ্র দেখিয়া পাছে কথা নাহি কয়॥
প্রেম পাশে মন বাঁধা বিচ্ছেদ না সবে।
এইচিন্তা ছিল সদা শেষ কিসে রবে॥
কিন্তু সে চতুরা নারী বুঝিয়া আকারে।
নিজ মুখে এই কথা কহিল আমারে॥
"নির্ধন বলিয়া প্রিয় চিন্তা কি তোমার।
এ ভাব অভাব কভু হবে না আমার॥
সব উপপতি হতে তুমিই রসিক।
প্রেমেতেই ক্রমে দীন হয়েছ অধিক॥
এহেতু কৃতজ্ঞা হওয়া আমার উচিত।
সুদ সুদ্ধ সব দেওয়া যথার্থ বিহিত॥
অধিকন্তু অন্য হতে পরে যাহা নিব।
তাহাও তোমাকে আমি ইচ্ছামত দিব॥
ফলতঃ দুঃখের কালে দিয়াছিল এত।
প্রফুল্ল হইল তাহে বিলক্ষণ মত॥
ক্রমশঃ ভিন্নতা ভাব না রহিল আর।
সর্ব্বময় কর্ত্তা আমি হইলাম তার॥

এই রূপে কিছুকাল হইল বঞ্চন।
কালেতে যৌবন কাল করিল গমন ॥
বৃদ্ধকাল কাল প্রায় আসিয়া ঘেরিল।
প্রেমিকেরা একে একে সকলে সরিল ॥
যে রমণী পুরুষের সঙ্গে সদা রহে।
তার প্রাণে এবিচ্ছেদ বল কিসে সহে ॥
একদিন মোর কাছে কহে দেল্‌নোয়াজ।
বৃদ্ধা হলে রমণীর বাঁচিয়া কি কায ॥
যুবক সমাজে আমি থাকি নিরন্তর।
অন্তর হইলে তাহে বিদরে অন্তর ॥
এই শোক এড়াইব ত্যজিয়া জীবন।
নতুবা ফেরণে যাব বেদ্রার সদন ॥
জম্বুদ্বীপ মধ্যে সে প্রধান কুহকিনী।
মায়াতে অদ্ভুত সৃষ্টি করে একাকিনী ॥
তাহার ইচ্ছায় নদ নদী শুষ্ক হয়।
অরুণ কিরণ ত্যজে কিম্বা লুপ্ত রয় ॥
ইচ্ছায় চাঁদেরে পারে বাঁধিতে গগণে।
টলমল করে ধরা তাহার বচনে ॥
যেস্থানে বেদ্রার বাস আছে নিদর্শন।
যাইব তথায় আমি করিতে দর্শন ॥
হেন কোন দ্রব্য পাব হয় অনুমান।
যুবক সমাজে তাহে বাড়িবে সম্মান ॥
একথা শুনিয়া তারে কহিলাম পরে।
নিয়া গেলে সঙ্গে যাই বড় বাঞ্ছা করে ॥
অঙ্গীকার করি ধনী হইয়া তৎপর।
লইল বেদ্রার লাগি কাঞ্চন বিস্তর ॥
আর কিছু খাদ্যদ্রব্য করি আয়োজন।
ফেরণ অরণ্যে সুখে যাই দুই জন ॥
প্রবেশিয়া বন মধ্যে হেরি গিরিবর।
তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড গহ্বর ॥
সেই খানে কুলক্ষণে পক্ষি শত শত।
ধরিয়া বিকট মূর্ত্তি উড়ে অবিরত ॥
তার পরে দেখিলাম নামিয়া গহ্বরে।
খর্ব্বাকারা বৃদ্ধা এক বসিয়া প্রস্তরে ॥
বিকশিত পুঁথি এক রাখি উরু পরে।
সুবর্ণ তন্তুর কাছে তাহা পাঠ করে ॥
রজত কটাহ পূর্ণ কৃষ্ণ মৃত্তিকাতে।
ফুটিছে আপনি বহ্নি বিহীন আখাতে ॥
বেদ্রার নিকটে গিয়া গৌরব করিয়া।
নমস্কার করিলাম নজর ধরিয়া ॥
মাতৃ সম্বোধনে নারী কহিল বেদ্রারে।
তোমার অদ্ভুত শক্তি বিদিত সংসারে ॥
আসিয়াছি দুইজন যেই জন্যে হেথা।
জ্ঞাত আছ সব তুমি অন্তরের কথা ॥
ইহা শুনি কুহকিনী তাহাকে কহিল।
আসাতে আশয় বোধ সমস্ত হইল ॥
ইহা বলি বিদ্যাধরী উঠিয়া তখন।
দুইটা কাঁচের শিশি করে আনয়ন ॥
গহ্বর বাহিরে আনি রাখিয়া ভূমিতে।
দুইটা অঙ্গুরী দিল এদুই শিশিতে ॥
তার পরে কিবা মন্ত্র তাহাতে পঠিল।
এক শিশি হতে বহ্নি আপনি উঠিল ॥
অন্য শিশি হতে ধূম উড়িল তখন।
উঠিয়া বিশাল শব্দে যুড়িল গগণ ॥
তার পরে একাঙ্গুরী হাতে করি নিয়া।
কহিল এরূপ কথা রমণীরে দিয়া ॥
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল এখন।
সুখেতে যাইয়া কাল করিবে যাপন ॥
অঙ্গুলীতে এ অঙ্গুরী যাবৎ পরিবে।
যে নারীর রূপ চাহ তখনি ধরিবে ॥
ইহাতে হইবে রূপ এমন অভেদ।
শক্তি না রহিবে কার করিতে প্রভেদ।
তদন্তর কহে মোরে সেই বিদ্যাধরী।
মম হস্তে দিয়া এই দ্বিতীয় অঙ্গুরী ॥
যাও যে জনের রূপ ধরিতে চাহিবে।
স্বরূপ সম্বরি তাহা তখনি পাইবে ॥
লইয়া অমূল্য ধন আনন্দিত মনে।
প্রণাম করিয়া দেশে আসি দুই জনে ॥

ডামাসে আসিয়া বারযোষিত তখনি।
প্রেমি জনে মজাইতে মাতিল অমনি॥
নিজ রূপ ত্যজে ধনী ভুলাবার ছলে।
অপরূপ রূপ ধরে অঙ্গুরীর বলে॥
এমত চাতুরী ফাঁদ করিল বিস্তার।
প্রেমিকের কোন মতে না ছিল নিস্তার॥
এই রূপে কত খেলা খেলে বারাঙ্গনা।
আমিও অঙ্গুরী বলে করি প্রবঞ্চনা॥
মধ্যে মধ্যে চুরি করি ছাড়ি নিজ কায়া।
কখনো সুখের জন্যে ধরিতাম মায়া॥
এই রঙ্গে কিছু কাল বঞ্চিয়া স্বদেশে।
বিদেশে যাইতে বাঞ্ছা হলো অবশেষে॥
দেশ দেশান্তর দোঁহে করিয়া ভ্রমণ।
করিলাম নৈমানের রাজ্যেতে গমন॥
উত্তরিয়া সেই খানে শুনি এই বাণী।
বালিকা রাজার কন্যা হইয়াছে রাণী॥
আলী নামে মন্ত্রী তার হয়ে প্রতিনিধি।
শাসন করেন প্রজা দিয়া নিজ বিধি॥
মন্ত্রীর একাধিপত্যে যত প্রজা গণ।
রাজ প্রতিকূলে উঠে সদা এই মন॥
মোয়াফেক নামে ছিল নৃপতির ভাই।
বহু কাল নিরুদ্দেশ তত্ত্ব কিছু নাই।
রাণীর পিতৃব্য সেই জানে সর্ব্ব জনে।
লোকে বলে মরিয়াছে মোগলের রণে॥
কিন্তু লোকে পরস্পর তাই ভাল বাসে।
এ সময়ে মোয়াফেক যদি দেশে আসে
এ সব শুনিয়া মোরে দেলনোয়াজ কয়।
লইতে রাজত্ব এই উত্তম সময়॥
ইহাতে না চাই কিছু অধিক কারণ।
মোয়াফেক রূপ মাত্র করহ ধারণ॥
ভাবিলাম এ খেলাও খেলি এই ছলে।
হইলাম মোয়াফেক অঙ্গুরীর বলে॥
এই ভাবে সেই দেশে গিয়া উপস্থিত।
তার যত মিত্রগণ হয় আনন্দিত॥
রাজ্য লব এ মনস্থ করিতে প্রচার।
সিংহাসন দিবে তারা করিল স্বীকার॥
নৈমান জাতিকে মোর পক্ষেতে আনিল
উজীরের শত্রু সব আসিয়া মিলিল॥
ক্রমেতে সে দেশ সুদ্ধ সব প্রজা গণ।
অস্ত্রধারী হইলেন আমার কারণ॥
নগর বাসীরা সবে মুক্ত করি দ্বার।
রাজ্যেশ্বর করিলেক দিয়া রাজ্য ভার॥
রাজা হয়ে নিরন্তর মনে ছিল আশ।
কেমনে করিব রাজ কুমারীকে নাশ॥
কিন্তু আলী মন্ত্রীবর তৎপর হইয়া।
সংগোপনে পলাইল তাহাকে লইয়া॥
পরে আমি নিরুদ্বেগে সিংহাসন নিয়া।
প্রজা তুষ্ট রাখিলাম পুরস্কার দিয়া॥
আমার কারণ যারা হয় অস্ত্র ধারী।
করিলাম তাহাদিগে রাজ কর্ম্ম চারী॥
দেলনোয়াজ মনোহর রূপ ধরি শেষে।
অন্দরে রহিল রাজ মহিষীর বেশে॥
অপূর্ব্ব মন্দিরে ধনী থাকে হর্ষ মনে।
গান বাদ্য সদা কাছে করে সখী গণে।
উভয়ে আনন্দে বাস করি এই মত।
কিন্তু সে সুখের কাল শীঘ্র হয় গত॥
জানাইল সমাচার তব দূত গিয়া।
তুমি সেই কুমারীকে করিয়াছ বিয়া॥
শুনিলাম আরো এই প্রতিজ্ঞায় ছিলে।
সংগ্রামে লইবে রাজ্য ইচ্ছায় না দিলে॥
ফিরাইয়া দেই দূত করি অহঙ্কার।
যেন আমি কোন ভয় রাখিনা তোমার॥
কিন্তু শঙ্কা হয় দূতে করিয়া বিদায়।
রমণীরে জিজ্ঞাসি কি করিব উপায়॥
বিবেচনা করি শেষে ভাবিলাম তাই।
দিতেই হইল রাজ্য সমবল নাই॥
কিন্তু তাহে হয় অতি অপমান বোধ।
করিলাম প্রতিজ্ঞা তুলিতে হবে ক্রোধ॥

তদন্তর যাহা করি শুন সেই সব।
পীড়িত হয়েছি আমি তুলিলাম রব।
অঙ্গুরীর বলে পরে শবাকার ধরি।
গোর দিল সবে মোরে মৃত জ্ঞান করি॥
নিশাভাগে দেল্‌নোয়াজ আসিয়া তথায়
গোর হতে পুনর্ব্বার তুলিল আমায়॥
অতঃপর দুই জনে স্বরূপ ধরিয়া।
আসিলাম এই দেশে প্রস্থান করিয়া॥
এখানে মৃত্যুর কথা শুনিলাম পরে।
বলিয়া গিয়াছে নাকি নৈমানের চরে॥
আপনি একথা শুনি করেছিলে স্থির।
রাণীর হইয়া রাজ্য করিবে উজীর॥
দেল্‌নোয়াজ এ সকল করিয়া শ্রবণ।
রাণীর সখার রূপ করিল ধারণ॥
আমিও ধরিয়া এক খোজার আকার।
একত্র রাত্রিতে যাই পুরীতে তোমার॥
আপনি পর্য্যঙ্কোপরি করিয়া শয়ন।
মহিষী পুস্তক পাঠে ছিলেন তখন॥
দেল্‌নোয়াজ রাণী রূপ আপনি ধরিল।
পালঙ্কে তোমার পার্শ্বে শয়ন করিল॥
উঠিয়া যখন রাণী যান শয্যাগারে।
আমিই বিকট বেশে দেখা দিই তাঁরে॥
ভয়েতে ভীষণ শব্দ করে নৃপ জায়া।
অবিলম্বে লুপ্ত হই দেখাইয়া মায়া॥
আর কি কহিব আমি পরে যাহা হয়।
সকল বিজ্ঞাত তুমি আছ মহাশয়॥
কি লাগিয়া ধরি আজি তব কলেবর।
তাহার তদন্ত কহি শুন নরেশ্বর॥
দুর্গ হতে প্রাতে তুমি করিলে গমন।
খোজা রূপে অন্তঃপুরে প্রবেশি তখন॥
কহিল কপট রাণী আমারে দেখিয়া।
ধরিতে তোমার রূপ স্বরূপ ত্যজিয়া॥
তখনি তোমার বেশে শয্যায় বসিয়া।
করিতেছি রঙ্গ রস উভয়ে হাসিয়া॥

হেনকালে হেরি তুমি আসি আচম্বিত।
দ্বার খুলি গৃহ মধ্যে হও উপস্থিত॥
আমারে দেখিবামাত্র ক্রোধেতে আপনি
আসিলেন অসি নিয়া কাটিতে তখনি॥
শমন শিয়রে হেরি করি পলায়ন।
কিন্তু সে প্রত্যাশা শেষ হয় অকারণ॥
প্রতিকুল বিধি মোর পাপেতে করিয়া।
পাইতে উচিত দণ্ড দিলেন ধরিয়া॥
প্রাণ দণ্ড যোগ্য আমি তাহা মিথ্যা নয়
বিচারেতে যাহা হয় কর মহাশয়॥
শুনিয়া টিবেট পতি ক্রোধ ভরে কয়।
ধরা ছাড়া করা তোরে উপযুক্ত হয়॥
কুহকি নারীর প্রাণ নিলাম যেমন।
তোর মুণ্ড সেই মত উচিত ছেদন॥
কিন্তু আগে তোরে আমি দিয়াছি অভয়
এখন লঙ্ঘন করা উপযুক্ত নয়॥
লইব অঙ্গুরী তোর কুকর্ম্মের বল।
আর না পারিবি কভু করিবারে ছল॥
মক্‌বেলে এইরূপ কহিছেন রায়।
হেন কালে চীনপতি আইল তথায়॥
উত্তম বসন হেরি ভাবেন রাজন।
সামান্য মনুষ্য নাহি হইবে এ জন॥
রজ্‌বনশাহ পরে তুরঙ্গ হইতে।
নামিয়া প্রণামি ভূপে লাগিল কহিতে॥
"মহারাজ বলি শুন শুভ সমাচার।
বাঁচিয়া আছেন রাণী রমণী তোমার॥
কত অপমানে তাঁরে কর দেশান্তর।
দুঃখে দগ্ধ কলেবর তাপিত অন্তর॥
এত যে যন্ত্রণা তবু আছেন জীবনে।
রজনী না হতে তাঁরে হেরিবে নয়নে"॥
সুখের সম্বাদ শুনি নরপতি কয়।
হায় হেন বাক্য কিসে করিব প্রত্যয়॥
এমন কি হবে ভাগ্য প্রসন্ন আমার।
পুনঃ কি সে চন্দ্রানন হেরিব তাহার॥

বাক্য শুনি মহাশয় করি অনুভব ॥
দুর্দ্দশার কথা মোর শুনিয়াছ সব ॥
আপনার পরিচয় করাও বিদিত।
হইব তাহাতে আমি অত্যন্ত বাধিত" ॥
চীনেশ্বর বলে "মোর নিবাস বিদেশে।
ইহার বৃত্তান্ত পরে কহিব বিশেষে ॥
দৈব যোগে দেখিলাম তোমার কামিনী।
শুনিয়াছি তার মুখে সকল কাহিনী ॥
অদ্য প্রাতে যে ঘটনা শিবিরে হইল।
আলী মন্ত্রী সব মোরে বিস্তারি কহিল ॥
আপনি চলুন শীঘ্র যাই সেই স্থানে।
রাণীকে লইয়া মন্ত্রী আছেন যে খানে" ॥
এসম্বাদ শুনি রাজা আনন্দে ভাসিল।
মেঘ যেন চাতকের তৃষ্ণাতে আসিল ॥
মায়াবীর অঙ্গুরীকা লইয়া কাড়িয়া।
চলিলেন দুই জনে ঘোটকে চড়িয়া ॥
অতি শীঘ্র উপস্থিত রাণীর সদন।
অশ্ব ত্যজি কামিনীরে করি আলিঙ্গন ॥
রাজা বলে "শশীমুখী সদয়া কি হবে।
অপরাধ করিয়াছি প্রেম কিসে রবে ॥
এত যে যন্ত্রণা আমি দিয়াছি তোমায়।
প্রতিকূল তাহে প্রিয়ে হওনা আমায় ॥
মনে ছিল শাস্তি দিব শত্রুকে তোমার।
হিতে বিপরীত শেষ ঘটিল আমার ॥
রাজার কথায় রাণী কহিল তখন।
কি হইবে সে যন্ত্রণা করিলে স্মরণ ॥
কেবল ভ্রমেতে এত বিপত্তি আমার।
কুহকিনী ভুলাইল কি দোষ তোমার ॥
রাজা বলে "দোষ কিসে না কহি তাহায়
গুণেতে উচিত ছিল চিনিতে তোমায়" ॥
এই রূপে কহে রাজা নানা তর্ক বাণী।
ইতিমধ্যে নৃপতিকে জিজ্ঞাসিল রাণী ॥
"যে নারী মহিষী হয়ে ছিল মায়া বলে।
তাহার কুহক নষ্ট হইল কি কলে ॥

নৃপ কহে আচম্বিত শয্যাগারে গিয়া।
দেখিলাম রাণী আছে উপপতি নিয়া ॥
ক্রোধে অসি তুলিলাম বিনাশ করিতে।
কিন্তু আগে মায়াধর পলায় ত্বরিতে ॥
তাহার পশ্চাৎ গামী না হয়ে তখন।
রহিলাম কুলটার বধিতে জীবন ॥
ভয়েতে সে ভ্রষ্টা নারী শয্যার উপর।
কান্দিয়া কহিল প্রাণ রাখ নৃপবর ॥
দুষ্টার ক্রন্দনে কর্ণ না পাতিয়া আর।
অঙ্গুরী সহিত হস্ত কাটিলাম তার ॥
কিআশ্চর্য্য তব রূপ না রহিল পরে।
বিপরীত বৃদ্ধা হয়ে দাঁড়াইল ঘরে ॥
কহিল কুলটা মোরে না করিয়া লাজ।
মায়ার প্রভাব সব গেল মহারাজ ॥
অঙ্গুরীর বলে আমি স্বরূপ ছাড়িয়া।
ছিলাম মহিষী বেশে রাণীকে তাড়িয়া ॥
যে পুরুষ পলাইল তব তুল্যাকার।
লইতে তোমার রাজ্য বাঞ্ছা ছিল তার ॥
ইহার যে শাস্তি মোর হইয়াছে তাই।
এখন রাখহ প্রাণ এই ভিক্ষা চাই ॥
শুনিয়া ভ্রষ্টার কথা দিলাম উত্তর।
আর না রাখিব তোরে বধিব সত্বর ॥
কেবল লাঞ্ছনা যদি হইত আমার।
তাহাতে এখনি তুই পেতিস্ নিস্তার ॥
কিন্তু মহিষীরে দুঃখ দিলি ছদ্ম বেশে।
বিধু-মুখী ম্লান মুখে গেল কোন দেশে ॥
তোর জন্য তারে আমি না হেরিব আর
ইহা বলি শিরশ্ছেদ করিলাম তার" ॥
মহিষীকে এইরূপ বলিয়া রাজন।
রজবন শাহ প্রতি কহিল তখন ॥
"শুনহে বিদেশি তুমি বড়ই সুজন।
পাইলাম প্রাণ ধন তোমার কারণ ॥
বল কিসে পরিতোষ করিব তোমার।
মিলনের মূলীভূত তুমি হে আমার ॥

একথা শুনিয়া রাণী কহিল রাজারে।
কে ইনি বিদেশী বুঝি জাননা ইহাঁরে॥
সামান্য মনুষ্য নহে লোকের ভাজন।
রজ্‌বনশাহ ইনি চীনীয় রাজন॥
রাজা বলে ক্ষমা দান কর নৃপবর।
না বুঝিয়া করি নাহি যুক্ত সমাদর॥
ইহা বলি আলিঙ্গন করি তার সনে।
শিষ্টাচারে মিষ্টালাপ করে দুই জনে॥
নৃপতি মহিষী মন্ত্রী একত্র হইয়া।
গৃহে গেল চীনদেশী রাজাকে লইয়া॥
কিছুকাল থাকি তথা চীনীয় রাজন।
বিদায় হইয়া দেশে করিল গমন॥

রজবনশাহ ও চেরেস্থানীর ইতিহাসের পরিশেষ।

নিজ রাজ্যে চীনেশ্বর আসিয়া অচিরে।
টিবেট রাজার কথা কহিল মন্ত্রীরে॥
মেজিন আশ্চর্য্য মনে শুনিয়া বৃত্তান্ত।
এইরূপে ভূপতিকে দিলেন দৃষ্টান্ত।
চেরেস্থানী কুহকিনী অবশ্য হইবে।
কিম্বা দেল্‌নোয়াজ সম পাপিনী জানিবে
মন্ত্রীর প্রবোধ বাক্য শুনি এইরূপ।
তখন সন্দিগ্ধ কিছু হইলেন ভূপ॥
এইদিকে চেরেস্থানী পিতার মরণে।
কিছুকাল ছিল রাজ্য আয়ত্ত করণে॥
পূর্ব্বাবধি প্রেমাঙ্কুর অন্তরেতে ছিল।
সময় পাইয়া প্রেম বৃক্ষ উপজিল॥
চীনেশ্বরে প্রেমিক সুজন ভাবি মনে।
তাঁহাকে আনিতে আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে
রাণীর আদেশে দৈত্য দ্রুতগতি গিয়া।
নিশিতে আসিল হেথা নৃপতিকে নিয়া॥
পরদিন সভ্যগণ প্রত্যূষে আসিয়া।
ভূপালের অপেক্ষায় ছিলেন বসিয়া॥

হেনকালে আচম্বিত শুনে সর্ব্বজন।
কোথায় গেলেন রাজা নাহি নিদর্শন॥
রাত্রিতে বিদায় করি কর্ম্মকারীগণে।
অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি ছিলেন শয়নে॥
প্রত্যূষে উঠিয়া দেখে রাজা নাহি তথা।
অবাক হইল সবে শুনি এই কথা॥
সভ্যেরা তখনি উঠি অন্বেষিতে যায়।
কিন্তু কেহ কোন স্থানে তত্ত্ব নাহি পায়॥
কিছুকাল এইরূপে হইল বিগত।
চিন্তানলে জ্বালাতন প্রজারা নিয়ত॥
দিনে দিনে সে অনল হইল প্রবল।
কি সাধ্য নয়ন বারি করিতে শীতল॥
প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন ভূপে।
মন্ত্রীবর সান্ত্বনা না মানে কোন রূপে॥
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে কহে ক্ষণেক্ষণ।
"কোথা পলাইলে প্রভু ত্যজি প্রজাগণ॥
স্বপনে না জানি তব অদৃশ্য কারণ।
পুনঃ কি গিয়াছ তুমি করিতে ভ্রমণ॥
কিলাগিয়া এবিচ্ছেদ হইল আবার।
মায়ার প্রভাব কিম্বা ইচ্ছাই তোমার॥
আমরা কৃতজ্ঞ দাস আছি চিরকাল।
অকারণ দুঃখ কেন দেও মহীপাল॥
হবে কোন মায়াধর পাতি মায়া জাল।
তোমাকে ফেলিয়া তাহে করিল জঞ্জাল"
এইরূপে ভাবে সবে বিরস বদনে।
নেত্রে পরিপূর্ণ ধারা নৃপের কারণে॥
হেথায় ভূপেরে লয়ে দৈত্যের কিঙ্কর।
কন্যার নিকটে আসি প্রণামে সত্বর॥
সুন্দরীরে দেখি রাজা কহেন তখন।
"অদৃষ্টে কি ছিল পুনঃ হইবে দর্শন॥
আশা নাহি ছিল আর হবে তব মনে।
ভুলিয়া বা গেলে এই ভাবি প্রতিক্ষণে॥
শুনিয়া রাজার কথা চেরেস্থানী কহে।
মানবের মত কভু দৈত্য জাতি নহে॥

পিরিতিযদ্যপি দৈত্যে করে কারোসনে।
ভাবের অভাব নাহি হয়অদর্শনে" ॥
রাজা কহে সত্য বটে মনুষ্য আকৃতি ॥
দৃষ্টি কিন্তু দৈত্য সম জানিবা যুবতি ॥
যে অবধি বিচ্ছেদ হইল তোমা সনে।
কখন মিলন হবে সদা ভাবি মনে ॥
যুগের সমান সেই কালে বোধ কবি।
কেবল আশাতে আমি ছিলাম সুন্দরি ॥
রাণী বলে দোষ কোন নাদেখি তোমার।
সরল প্রেমিক তুমি হইল প্রচার ॥
অঙ্গীকার ছিল আমি দিব প্রাণ দান।
এখন সে অঙ্গীকার করি সমাধান ॥
ইহা বলি সভাসদ যত দৈত্য ছিল।
সকলেকে ডাকদিয়া রাণী আনাইল ॥
"শুনহে যতেক দৈত্য কহে চেরেস্থানী।
পিতার মরণে মোরে করিয়াছ রাণী ॥
পালিবে আমার আজ্ঞা আছে অঙ্গীকার।
অতএব মোর কথা রাখ এই বার ॥
চীন পতি সনে মোর বিবাহ হইবে।
প্রভু বোধে তাঁকে সদা সকলে মানিবে" ॥
ইহা বলি চীনেশ্বরে আনায়ন করি।
দেখাইল দৈত্যদিগে তখনি সুন্দরী ॥
দৈত্যেরা সন্তুষ্ট হয়ে রাণীর কথায়।
দিলেক মুকুট আনি রাজার মাথায় ॥
রাজ অভিষেক সাঙ্গ হইল যখন।
বিবাহের সমারোহ করে সভ্যগণ ॥
এইকালে চেরেস্থানী নৃপতিকে কয়।
"অগ্রে এক অঙ্গীকার কর মহাশয়।
যদ্যপি পালন তাহা ভাল মতে হয়।
উভয়ের সুখ তবে জানিবে নিশ্চয় ॥
অন্যথা করিলে কিন্তু সুখ না রহিবে।
মনোদুঃখ পরস্পার পাইতে হইবে" ॥
রাজা বলে "সুন্দরী কি বল অঙ্গীকার।
সম্মতি তাহাতে তুমি জানিবে আমার"
তুচ্ছ কথা নয় তাহা [চেরেস্থানী কয়]
শেষ রক্ষা করা ভার করি এই ভয় ॥
আমি দৈত্য জাতি তুমি মানব সন্তান।
পরস্পার ভিন্ন মত করি অনুমান ॥
আমাদের রীতি নীতি করণ কারণ।
তোমার সহিতে ঐক্য হবেনা কখন ॥
কিন্তু আমি যাহা বলি শুন যদি তাই।
রাখিতে পারিবে প্রেম তবে শঙ্কা নাই ॥
রাজা বলে "ইহা ভিন্ন আর কিছু নয়।
এই কি অসাধ্য মোর করিতেছ ভয় ॥
মানবে উত্তম জ্ঞান কর দৈত্য নারী।
পাইবে আমাকে সদা তব আজ্ঞাকারী ॥
তোমার ইচ্ছায় ইচ্ছা মতে হবে মত।
সদত পালিব আমি তব আজ্ঞা পথ" ॥
রাণী বলে "ভাল তবে কর অঙ্গীকার।
কথা না কহিবে কোন কর্ম্মেতে আমার ॥
যদ্যপিও বুঝ কিছু অন্যায় করিতে।
পারিবে নামন্দবোধে আমাকে ভর্ৎসিতে ॥
রাজা বলে প্রিয়তমে বলি শুন সার।
মন্দ কর্ম্ম কর তবু প্রশংসিব তার ॥
সরল স্বভাব ডোরে বান্ধিয়া তোমারে।
রাখিব পরম যত্নে হৃদয় আগারে ॥
বসাইয়া স্নেহ রূপ সিংহাসনোপরি।
প্রাণেরে করিব মন্ত্রী আঁখিরে প্রহরী ॥
বিচ্ছেদ না পাবে স্থান জানিবে নিশ্চয়।
ছল দ্বার বন্ধ করি থাকিব উভয় ॥
এক মাত্র শত্রু যেবা আছয়ে মদন।
তোমার প্রসাদে তারে করিব নিধন" ॥
শুনিয়া রাজার কথা কহে চেরেস্থানী।
ঘুচিল ভাবনা সব শুনি তব বাণী ॥
অতএব সাবধান না হয় অন্যথা।
কদাপি আমার কর্ম্মে কহিবে না কথা ॥
সন্ধান তোমাকে কহি শুনহে রাজন।
মর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম মোরা করি না কখন ॥

পুনর্ব্বার অঙ্গীকার করে চীনেশ্বর।
বিবাহের শুভ লগ্ন হয় তার পর ॥
স্বর্ণ সিংহাসনে ভূপে বসাইয়া আগে।
চেরেস্থানী বসিলেন তাঁর বাম ভাগে ॥
সম্মুখেতে দাঁড়াইল আসি দৈত্য চয়।
নারীগণ সারি দিয়া দুই পাশে রয় ॥
সভাতে প্রধান যারা উপস্থিত ছিল।
দেশাচার ব্যবহারে দোঁহে বিয়া দিল ॥
ক্রমাগত তিন দিন বিবাহের পরে।
মিলিয়া সকল দৈত্য মহোৎসব করে ॥
নৃপবর আপনার শুভাদৃষ্ট মানি।
সদা চেষ্টা তুষ্ট যাহে হয় চেরেস্থানী ॥
সুখে বিমোহিত রায় মহিষীর সনে।
অবশেষে নিজদেশ ভুলিলেন মনে ॥
এইরূপে বার মাস অতীত হইল।
রাণীর গর্ভেতে এক সন্তান জন্মিল ॥
রূপেতে হইল পুত্র আদিত্য সমান।
মহানন্দে দৈত্যগণে করে বাদ্য গান ॥
প্রফুল্ল হইয়া রাজা সংবাদ শ্রবণে।
আইলেন অন্তঃপুরে দেখিতে নন্দনে ॥
অগ্নিকুণ্ড অগ্রে রাণী শিশুরে লইয়া।
কোলে করি স্তন পান করান বসিয়া ॥
পুত্র হেরি নৃপবর আহ্লাদ করিয়া।
চুম্ব দিল সাবধানে সন্তানে ধরিয়া ॥
তনয়ে জননী পরে কোলে করি নিল।
তখনি সে অগ্নি কুণ্ডে বিসর্জ্জন দিল ॥
কি আশ্চর্য্য অবিলম্বে সেই হুতাশন।
শিশু সহ একেবারে হয় অদর্শন ॥
দেখিয়া ভূপতি অতি পাইলেন ব্যথা।
কিন্তু সত্য বোধে কোন কহিল না কথা ॥
ধৈর্য্য হয়ে শয্যাগারে আসিয়া ভূপাল।
কান্দিয়া কহিল মোর দুঃখের কপাল ॥
কৃপা করি বিধি নিধি দিলেন আমাকে।
রমণী পাবকে ফেলি দিলেক তাহাকে ॥
হে নিষ্ঠুরে একি দেখি তব আচরণ।
এই জন্যে মোরে এত করিলে বারণ ॥
কেমনে জননী হয়ে আপন বালকে।
হেলায় ফেলিয়া দিলি প্রদীপ্ত পাবকে ॥
কিন্তু অতি সাবধানে কহে নৃপবর।
বলে রাজ্ঞী করিয়াছে নিষেধ বিস্তর ॥
অতএব দুঃখ না জানাবো তার কাছে।
কি জানি তাহাতে যদি মন্দ হয় পাছে।
যা হউক এই ভাবি মনে দেই পাড়া ॥
যে কর্ম্ম করিবে রাণী নহে মর্ম্ম ছাড়া।
যদ্যপিও পুত্র শোক অত্যন্ত পাইল।
তথাপিও মহিষীকে কিছু না কহিল ॥
এইরূপে এক বর্ষ নৃপতি রহিল।
রাণীর গর্ব্ভেতে এক কুমারী হইল ॥
কন্যার সৌন্দর্য্য হেরি হরষিত রায়।
পুলকে পূর্ণিত তনু পুত্র শোক যায় ॥
এক দৃষ্টে কন্যাপ্রতি রাখেন নয়ন।
পলক পড়িলে পাছে হয় অদর্শন ॥
কিন্তু এত আকিঞ্চন বিফল হইল।
এসাধে বিষাদ তাঁর শেষেতে হইল ॥
প্রসবান্তে চেরেস্থানী কয় দিন পরে।
দেখিল কুক্কুরী এক অন্দর ভিতরে ॥
শ্বেতবর্ণ কলেবর করাল বদন।
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ভীষণ বদন ॥
ডাকিয়া কহেন রাণী সেই কুক্কুরীরে।
দিলাম লইয়া তুমি যাও নন্দিনীরে ॥
শুনিয়া কুক্কুরী তাকে দন্তে করি নিয়া।
তখনি চলিয়া গেল কোন্ দিক্ দিয়া ॥
কন্যা শোকে নৃপবর যত ক্লেশ পায়।
মুখেতে বিশেষ করি বলা নাহি যায় ॥
তিরস্কার করিতে উদ্যত হন ক্রোধে।
কিন্তু না কহিতে পারে পুর্ব্ব অনুরোধে ॥
মৌন ভাবে শয্যাগারে পুনশ্চ আসিয়া।
পুত্র কন্যা মৃত্যু রাজা ভাবেন বসিয়া ॥

হায়রে নিষ্ঠুরা নারী দয়া নাহি প্রাণে।
কেমনে জননী হয়ে বধিলে সন্তানে॥
ইহাতেই অহঙ্কার হইতে প্রধান।
দৈত্য জাতি ভাল বলি কর অভিমান॥
ধিক্ ধিক্ দৈত্যদের সকলি অধম।
মনুষ্যের ব্যবহার অনেক উত্তম॥
পূর্ব্বে মোরে কহ তুমি প্রতিজ্ঞা যখন।
"মর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম মোরা করিনা কখন"॥
যে কর্ম্ম করিলে তার মর্ম্ম কোন খানে।
দৈত্যদের ধর্ম্ম এই বুঝি অনুমানে॥
বিবাহ করিলে দৈত্য মানবের সনে।
রাখে না তাহার বীর্য্য জাতক সন্তানে॥
পাষাণ সমান প্রাণ অন্যায়েতে রত।
কেমনে ইহাতে আমি থাকি অনুগত॥
এত যে পিরিতে বদ্ধ হয়েছি তোমার।
কিন্তু নিষ্ঠুরতা সহ্য নাহি হয় আর॥
সন্তানের শোকে রাজা বড়ই দুঃখিত।
তথাচ রাণীরে নাহি ভর্ৎসে কদাচিত॥
ক্রমে চেরেস্থানে তাঁর অসুখ জন্মিল।
স্বদেশে যাইতে রাজা মনস্থ করিল॥
একদিন রাণী স্থানে কহে নরপতি।
"যাইব আপন দেশে দেও অনুমতি॥
বহু দিনাবধি আমি অনির্দ্দিষ্ট মত।
প্রজারা আমার তরে ভাবিতেছে কত'।
রাণী বলে "মোর তাহে বাধা কিছু নাই।
প্রজা যাহে তুষ্ট থাকে কর গিয়া তাই॥
বিশেষতঃ এসময়ে যাইতেই হবে।
সাজিয়াছে মোগলেরা তব রাজ্য লবে॥
যাও দেশে আসিতেছে বিপক্ষের দল।
তোমাকে দেখিলে হবে সেনাদের বল"॥
ইহা বলি আজ্ঞা দিল দৈত্যকে ডাকিয়া
"এসো গিয়া ভূপতিকে স্বদেশে রাখিয়া"।
আজ্ঞামাত্রে দৈত্যগণ আনন্দে ভাসিল
নৃপতিকে নিজদেশে রাখিয়া আসিল॥

মেজিন পরম তুষ্ট হেরিয়া রাজারে।
চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে কহিল তাঁহারে॥
"মানস সফল প্রভু হলো এত দিনে।
অধিকার শূন্যাকার ছিল তোমা বিনে॥
নৈরাশ হইয়া সবে না দেখি তোমায়।
শাসন করিতে রাজ্য দিলেক আমায়॥
একারণ সিংহাসনে বসি কিছু কাল।
পুনর্ব্বার রাজ্যভার লও মহীপাল" ॥
পরে রাজা মন্ত্রীবরে কহে বিবরণ।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মন্ত্রী চমকিত হন॥
পশ্চাৎ মোগল জাতি আইল যুদ্ধেতে।
নানাবিধ বর্ম্মী চর্ম্মী লইয়া সঙ্গেতে॥
রাজ্যের ভিতরে তারা করিল প্রবেশ।
জানি স্থির একেবারে লইব এদেশ॥
কিন্তু রজবন শাহ সম্বাদ পাইয়া।
করিলেন যুদ্ধে যাত্রা সসৈন্য হইয়া॥
প্রান্তরে ছাউনি করি আছে শত্রুগণ।
দেখিয়া দূরেতে তাম্বু ফেলিল রাজন॥
পশ্চাতে আসিল উট হাজারে হাজার।
জালা জালা মদ্য নিয়া সৈন্যের আহার
নানা জাতি ফল মূল মিষ্টান্ন মিঠাই।
বস্তা বস্তা কত যায় সীমা তার নাই॥
ওয়েলী নামেতে রাজ মন্ত্রী এক জন।
রক্ষক হইয়া দ্রব্য করে আনয়ন॥
আচম্বিত সেই স্থানে চেরেস্থানী গিয়া।
ফেলাইল সব দ্রব্য দৈত্যে আজ্ঞা দিয়া॥
বিনাশ করিল খাদ্য দ্রব্য এপ্রকার।
কিছুনা রহিল সৈন্য করিবে আহার॥
ওয়েলী এরূপ দেখি আশ্চর্য্য হইল।
চেরেস্থানী দেখা দিয়া তখনি কহিল॥
বলগিয়া নৃপতিরে মহিষী তোমার।
বিনষ্ট করিল সব সৈন্যের আহার॥
শুনি মন্ত্রী কহে গিয়া রাজার নিকটে।
মরিবে সকল সেনা পড়িয়া সঙ্কটে॥

ইহাবলি বিবরণ কহিল বিশেষ।
শুনিয়া রাগান্ধ অতি হইল নরেশ॥
প্রকোপ করিয়া রাজা আছেন যখন।
চেরেস্থানী দেখা দিল আসিয়া তখন॥
রাজা বলে "তোমার অন্যায় বারবার।
না বলিয়া থাকা আর অসাধ্য আমার
কুমারে অনল কুণ্ডে ক্ষেপণ করিলে।
কুক্কুরীরে ডাকি প্রাণ নন্দিনীর দিলে॥
ইহাতে অন্তরে আমি যত দুঃখ পাই।
ভ্রমেতে তোমারে তবু কভু না জানাই॥
নিষ্ঠুরা রমণী তুমি কিছু নাহি লাজ।
এই কি তোমার সঙ্গে পিরিতের কায॥
কহ কিবা অভিপ্রায় করিলে প্রকাশ।
এখন আহার বিনা হয় সর্ব্বনাশ॥
বিনা যুদ্ধে বিপক্ষকে করি অনুনয়।
বুঝিলাম বাঞ্ছা তব এইরূপ হয়"॥
চেরেস্থানী বলে "শুন কহি মহাশয়।
কথা না কহিলে ছিল ভাল অতিশয়॥
কিন্তু যাহা করিয়াছ ফিরিবার নয়।
আপনি আনিলে পাপ ছিল যার ভয়॥
দুর্ব্বল চঞ্চল তুমি কি কব তোমারে।
কেননা পারিলে জিহ্বা স্থির রাখিবারে
কেমন সে হুতাশন বুঝ নাহি সার।
যাহাতে দিয়াছি আমি তনয় তোমার॥
অনল নহেক তাহা শুনহে রাজন।
কাকলাশ নামতার অতি বিচক্ষণ॥
তারে আমি করিলাম পুত্রকে প্রদান।
বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া করিবে বিদ্বান্॥
কন্যাকে যে নিয়া গেল দেখিলে কুক্কুরী।
কুক্কুরী নহেক সেই স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
তাহাকে দিয়াছি কন্যা এই অভিভাবে।
রাজ কর্ম্মে উপযুক্ত নীতি শিক্ষা পাবে॥
শুন বলি ওহে ভূপ এই দুই জনে।
করিয়াছে পরিপূর্ণ যাহা ছিল মনে॥
দিব্যজ্ঞান পাইয়াছে কুমারী তনয়।
সাক্ষাতে আনিলে তুমি দেখিবে নিশ্চয়॥
ইহা বলি কহে ধনী দৈত্যেরা কে আছে।
শীঘ্র আন কন্যাপুত্র নৃপতির কাছে॥
আজ্ঞামাত্রে দৈত্য এক হইয়া তৎপর।
আনি দিল পুত্রকন্যা রাজার গোচর॥
বহু লোক জন ছিল তখন সভায়।
কিন্তু রাজা বিনা কেহ দেখিতে না পায়॥
দ্রব্য নষ্ট হেতু রাজা বড় রুষ্ট ছিল।
নন্দিনী নন্দনে হেরি সব পাসরিল॥
আহ্লাদেতে পরিপূর্ণ হইয়া রাজন।
বাহু পসারিয়া দোঁহে করে আলিঙ্গন॥
চেরেস্থানী কহে আর শুন মহাশয়।
কেন করি দ্রব্য নষ্ট বলি পরিচয়॥
ভাবিল মোগল রাজা সন্ধান করিয়া।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য লবে তোমাকে মারিয়া॥
একারণ বশ করি মন্ত্রীকে তোমার।
লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিল তারে পুরস্কার॥
বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী ধনেতে সম্প্রীত।
আহারের দ্রব্যে বিষ করিল মিশ্রিত॥
না নাশিলে সেই দ্রব্য করিয়া আহার।
সেনাপতি সেনাগণ মরিত তোমার॥
আমার বাক্যেতে যদি প্রত্যয় না হয়।
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তবে আন মহাশয়॥
আজ্ঞা কর সেই দ্রব্য করিতে ভক্ষণ।
তবেই কুকর্ম্ম ব্যক্ত হইবে এখন"॥
এসব শুনিয়া রাজা বিশ্বাস করিয়া।
আজ্ঞা দিল উজীরেরে আনিতে ধরিয়া॥
উজীর হাজির হলে কহে নরপতি।
যাও কেহ সেই দ্রব্য আন শীঘ্রগতি॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা জনেক ধাইয়া।
মিষ্টান্ন পূর্ণিত পেড়া দিলেক আনিয়া॥
ভগ্ন করাইয়া তাহা সম্মুখে আপনি।
মন্ত্রীকে খাইতে আজ্ঞা করিল তখনি॥

মন্ত্রী বলে মহা…
আ…

…ভক্ষণ ॥
…াত্রে পড়িল ভূতলে।
… তখনি দেখি অবাক সকলে ॥
তদন্তর চেরেস্থানী রাজারে কহিল।
"মন্ত্রীর চাতুর্য্য দেখ প্রকাশ হইল ॥
অবশ্য বিশ্বাস তুমি করিবে এখন।
মর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম মোরা করিনা কখন ॥
রাজা বলে "সত্য প্রিয়ে বচন তোমার।
ভাল হয় নাই ভঙ্গ করি অঙ্গীকার ॥
কিন্তু বল দেখি এবে কি করি উপায়।
অনাহারে সেনাগণ মরিবে ত্বরায় ॥
না খাইয়া কাল কুট বাঁচিল যাহারা।
অকালে কি নিরাহারে মরিবে তাহারা" ॥
রাণী বলে চিন্তা কিছু না কর তাহার।
অদ্য রাত্রে শত্রুগণ হইবে সংহার ॥
প্রভাতে সকল খাদ্য সামগ্রী পাইবে।
বিজয়ী হইয়া রণে দেশেতে যাইবে ॥
যেমন কহিল রাণী হইল তেমনি।
অর্দ্ধ রাত্রে যুদ্ধ সাজ করিল আপনি ॥
চীন দল দৈত্যবল ঐক্য করি আনি।
ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল চেরেস্থানী ॥
মোগলের সেনাপতি অনেক যুঝিয়া।
ত্যজিল সংগ্রাম স্থল সঙ্কট বুঝিয়া ॥
প্রত্যুষে প্রান্তরে দেখে শবে আচ্ছাদিত
চীন পতি অতিশয় হয় আহ্লাদিত ॥
মোগলের দ্রব্য জাত যত কিছু ছিল।
খাদ্য বস্ত্র আদি সব সৈন্যগণে দিল ॥

…নী চীনেশ্বরে কহিছে তখন।
…মর শেষ শত্রুর নিধন ॥
…দেশে যাইয়া তুমি সুখে কর বাস।
…মি কিন্তু চলিলাম ছাড়ি তব আশ ॥
… না হইবে দেখা করিলে নিষেধ।
…বে জন্মের মত হইল বিচ্ছেদ ॥
যাহা বল সে সকল দোষ আপনার।
কেন না পালিলে তুমি নিজ অঙ্গীকার" ॥
রাজা বলে "হায় বিধি শুনি একি বাণী।
এমন মনস্থ তুমি ত্যজ চেরেস্থানী ॥
করি নাই ভাল কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া স্বীকার।
অপরাধ ক্ষমা প্রিয়ে করিবে এবার ॥
শপথ করিয়া বলি শুনহ এখন।
আর তুমি দোষ নাহি পাইবে কখন ॥
যে কর্ম্ম করিবে পরে বুঝিলাম সার।
বাক্যমনে অন্য ভাব করিব না আর" ॥
রাণী বলে "দিব্য বৃথা কর নরস্বামি।
ক্ষমা করি হেন শক্তি নাহি ধরি আমি ॥
দৈত্য শাস্ত্র কোন মতে হবে না লঙ্ঘন।
তোমাকে ছাড়িতে হলো তাহার কারণ ॥
কান্দিয়া রাজারে আরো কহে নৃপদারা।
একেবারে হলে পত্নী পুত্র কন্যা হারা ॥
সব কথা প্রাণনাথ তোমাকে কহিয়া।
চলিলাম জন্মশোধ বিদায় লইয়া' ॥
ইহা কহি অন্তর্ধান হইল রমণী।
লইয়া সঙ্গেতে নিজ কুমার নন্দিনী ॥
প্রাণাধিক প্রিয় গণে বঞ্চিত হইল।
বলা নাহি যায় রাজা কি শোক পাইল ॥
বিবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ উন্মাদের প্রায়।
কুন্তল ছিঁড়িয়া ভূমে গড়া গড়ি যায় ॥
নিরানন্দে সৈন্য সহ দেশে আসি ভূপ।
মেজিন উজীরে ডাকি কহে এই রূপ ॥
শুন মন্ত্রী রাজ্য ভার দিলাম তোমাকে।
আপন ভাবিয়া তুমি শাসিবে প্রজাকে ॥

আত্ম দোষে হারাইয়া স্ত্রী পুত্র সকলে।
মরণ পর্য্যন্ত শোক ভাবিব বিরলে॥
অন্যে যেন আসিতে না পায় এইখানে।
কেবল আসিবে তুমি মম বিদ্যমানে॥
কিন্তু রাজ কার্য্য কথা কিছু না কহিবে।
কেবল রাণীর বার্ত্তা সদা শুনাইবে॥
দ্বার বদ্ধ করি পরে রহিলেন রায়।
মন্ত্রী ভিন্ন কেহ কাছে যাইতে না পায়॥
নিত্য নিত্য গিয়া পাত্র ভূপালের ঘরে।
দুঃখেতে তাঁহার মন সুরঞ্জন করে॥
মনে ভাবে ক্রমে শোক হইবে বিনাশ।
কিন্তু দিন্ দিন্ বৃদ্ধি পাইল প্রকাশ॥
অবিরত ভাবে রাজা কভু হর্ষ নয়।
মহা শোকে দশবর্ষ অতিক্রান্ত হয়॥
এই মত ভূপতির শোক চিন্তা ভোগে।
ক্রমশঃ ঘেরিল আসি ঘোরতর রোগে॥
শিয়রে যখন কাল আগত হইল।
আচম্বিত দৈত্য রাণী আসিয়া কহিল॥
শুন রাজা আসিয়াছি পুনঃ অবস্থান।
করিতে শোকের শেষ বাঁচাইতে প্রাণ॥
অঙ্গীকার ভঙ্গ হেতু শাস্ত্র অনুসারে।
রহিলাম দশবর্ষ ছাড়িয়া তোমারে॥
কভু নাহি আসিতাম শুনহে রাজন।
প্রেমিকের পথ যদি করিতে হেলন॥
অনুভব ছিল এই মানব সন্তান।
পিরিতি কি রীতি তারা জানেনা সন্ধান॥
কিন্তু বিধি ঘুচাইল মনের বিষাদ।
তোমার চরিত্র হেরি জন্মিল আহ্লাদ॥
অতএব পুত্র কন্যা লইয়া সহিতে।
আসিয়াছি পুনর্ব্বার তোমাকে দেখিতে॥
একথা যখন কহে রাজার বনিতা।
আসিল পিতার কাছে কুমার দুহিতা॥
দেখিয়া ভূপতি অতি আনন্দে ভাসিল।
ক্রমেতে পীড়ার শান্তি হইতে লাগিল।

এক কাল।

সট্‌লমিমী সমাপ্ত করিলে ইতিহাস।
সখীগণ স্ব স্ব মত করিল প্রকাশ॥
দৈত্য কুহকির কথা অতি আহ্লাদের।
প্রশংসিয়া কহে, কেহ নিন্দে আবলের
আর সহচরীগণ বিরুদ্ধে ইহার।
কহিল উত্তম কথা আবল যুবার॥
এসব শুনিয়া পরে রাজবালা কয়।
মোর মতে চীনপতি অপরাধী হয়॥
এই কথা চেরেস্থানী কহিল যখন।
মর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম মোরা করিনা কখন॥
শুনিয়াও অঙ্গীকার কেন না রাখিল।
পুরুষে পালে না বাক্য প্রতীত হইল॥
ধাত্রী বলে ঠাকুরাণী কহ এ কেমন।
প্রাণ দিয়া কথা রাখে আছে হেন জন॥
অনুমতি কর যদি শুনাব এখনি।
কৌলফ দেলেরা দুই প্রেমির কাহিনী॥
ইহা শুনি রাজকন্যা অনুমতি দিল।
সত্বর হইয়া ধাত্রী গল্প আরম্ভিল॥

কৌলফ ও দেলেরার ইতিহাস।

প্রবীণ আব্দুল্লা নামে সাধু এক জন।
ডামাস নগর ধাম অসংখ্যক ধন॥
দেশে দেশে ভ্রমি কষ্টে অর্থ উপার্জ্জিল
বড় ধন পতি, কিন্তু পুত্র না জন্মিল॥
এই জন্যে অবিশ্রান্ত বিতরণ করে।
অবাধায় ভিক্ষুকের যাতায়াত ঘরে॥

উদাসীনে ধন দিয়া
পুত্রের ...

... সদাগর ॥
...হয়া প্রাচীন কহিল।
...এষ আকিঞ্চন পুত্র না হইল" ॥
উত্তর করিল বৈদ্য শুন মহাশয়।
"বিধাতার কৃপা বিনা পুত্র নাহি হয় ॥
তথাপি বিধির তাহে নাহিক বারণ।
উপায় দেখিবে সবে পুত্রের কারণ" ॥
সদাগর বলে "ভাল কহ দেখি তবে।
কিরূপে আমার এক পুত্র লাভ হবে ॥
চিকিৎসক বলে সাধু করি নিবেদন।
কিনিয়া আনহ এক যুবতী এখন ॥
কৃশতর কলেবর হবে সেই নারী।
দীর্ঘাকার ক্ষীণকটি গণ্ডদেশ ভারি ॥
আরো হবে রমণীর মধুর বচন।
নিরন্তর হাস্য মুখ প্রফুল্ল বদন ॥
পরস্পর দুই জনে প্রণয় রাখিবে।
প্রথমে চল্লিশ দিন নিয়মে থাকিবে ॥
খাবে কৃষ্ণ মেষ মাংস সুরা পুরাতন।
বিষয় কর্ম্মেতে তুমি নাহি দিবে মন ॥
এসব পালন যদি ভালমতে হয়।
অবশ্য তাহার গর্ব্ভে জন্মিবে তনয়" ॥
বৈদ্যের বিহিত কথা আব্দুল্লা শুনিয়া।
সেই মত নারী এক আনিল কিনিয়া ॥
করিল চল্লিশ দিন কথিত আচার।
তাহাতে নারীর গর্ব্ভে জন্মিল কুমার ॥
কৌলফ বলিয়া নাম নন্দনের রাখি।
মহোৎসব করে সাধু বন্ধুগণে ডাকি ॥

...ন্দ আনন্দিত মনে।
...য দুঃখী জনে ॥
...ড়তে লাগিল।
...ত থাকিল ॥
...হক্র গিরীক ভাষাতে।
...বতে পড়িতে শিশু নিপুণ তাহাতে ॥
কোরাণ প্রভৃতি টীকা যাহা পাঠ করে।
অনায়াসে অর্থ বুঝে কত ছল ধরে ॥
পারস্য আরব দেশী যত ইতিহাস।
রাজাদের পূর্ব্ব কাণ্ড করিল অভ্যাস ॥
নীতিজ্ঞান বৈদ্যশাস্ত্রে হয় অধিকার।
বিশেষতঃ জ্যোতিষে ব্যুৎপত্তি চমৎকার ॥
বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ না যাইতে।
কবিকর বিচক্ষণ হইল গায়িতে ॥
জন্মাইল নিপুণতা এতাদৃশ রণে।
কার সাধ্য যুদ্ধ করে আসি তার সনে ॥
বিশেষিয়া গুণ তার কি কহিব আর।
হইল সাধুর পুত্র সর্ব্ব গুণাধার ॥
এতাদৃশ গুণসিন্ধু তনয় যাহার।
অসাধ্য বর্ণন করা যে সুখ তাহার ॥
সদাগর প্রাণাধিক ভালবাসে তারে।
তিল আদ অদর্শনে থাকিতে না পারে ॥
কিন্তু না হইল ভোগ বহু কাল সুখ।
দুরন্ত কৃতান্ত তাহে করিল বিমুখ ॥
অন্তকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া।
তনয়ে বুঝায় সাধু বিস্তর করিয়া ॥
অনন্তর লোকান্তর করিতে গমন।
সর্ব্বধন অধিকারী হইল নন্দন ॥
কিন্তু বহু যত্নে যাহা পিতা উপার্জ্জিল।
কুকর্ম্মে কুমার তাহা দিতে আরম্ভিল ॥
মনোহর পুরী এক নির্ম্মাণ করিয়া।
বারাঙ্গনা নারী কত রাখিল আনিয়া ॥
লম্পট কএক বন্ধু নিয়া সেই স্থানে।
দিবানিশি বাদ্য গান মত্ত মদ্য পানে ॥

এই রূপে কিছুকালে গেল সব ধন।
বেচিতে হইল শেষ বাটী নারীগণ॥
ক্রমশঃ ভিক্ষার দশা তাহাতে হইল।
দেখিয়া সকল শত্রু হাসিতে লাগিল॥
দুঃখিত হইয়া অতি কৌলফ তখন।
পূর্ব্ব সখাদের কাছে করিল গমন॥
শুন ওহে মিত্রগণ [সাধুসুত কয়]।
আমাকে দেখিয়াছিলে সৌভাগ্য সময়॥
এখন দেখহ দুঃখ হয়েছে অপার।
যন্ত্রণায় প্রাণ যায় করহ উদ্ধার॥
মনে কর কত কথা বলিয়াছ আগে।
আমার বিপদকালে দিবে যাহা লাগে॥
এই রূপে কত কহে বন্ধুদের স্থানে।
কিন্তু তাহা কোন ব্যক্তি শুনিল না কাণে॥
কেহ বলে ঈশ্বর ঘুচাবে এই দুঃখ।
কেহবা দেখিয়া তারে ফিরাইল মুখ॥
সাধু পুত্র বলে হায় ওরে বন্ধুগণ।
দুঃসময়ে তোমাদের এই আচরণ॥
যথার্থই ভালবাস ভাবিতাম যত।
উপযুক্ত শাস্তি মোর হলো তার মত॥
মিত্রদের উপকারে হইয়া নৈরাশ।
লজ্জা ঘৃণা মনোদুঃখে ছাড়িল ডামাস॥
আসিল কেরিটী দেশে কেরাকোর্ম ধামে।
যে রাজ্যের অধিপতি কাবল খাঁ নামে॥
বাসা করি সরাইতে সঙ্গে যাহা ছিল।
তাহাতে পোষাক জামা পাগুড়ি কিনিল॥
সারাদিন ফিরে পথে নগর দেখিয়া।
রাত্রি হলে থাকে নিজ বাসাতে আসিয়া॥
এক দিন লোক মুখে শুনিল সম্বাদ।
দুই জন ক্ষুদ্র রাজা করিয়া বিবাদ॥
কাবল খাঁ ভূপে কর দিতে নাহি চায়।
অতএব যুদ্ধ সাজ করিছেন রায়॥
শুনি এই সমাচার আব্দুল্লা নন্দন।
রাজাকে বলিল যুদ্ধে করিব গমন॥
রণে যাবে অভিপ্রায় শুনিয়া রাজন।
সৈন্য মধ্যে গণ্য তারে করিল তখন॥
সংগ্রামে শত্রুরে বীর করিলেক জয়।
বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হলো সেনাচয়॥
বহু ধন্যবাদ করে সেনাপতিগণ।
নিকটে রাখিল তারে রাজার নন্দন॥
কিছু কাল পরে হলে রাজার পঞ্চত্ব।
মির্জ্জান পাইল সব রাজার রাজত্ব॥
করিয়া কৌলফে প্রিয় পাত্রের প্রধান।
অনুগ্রহ কত মতে দেখায় মির্জ্জান॥
অদৃষ্টের পরিবর্ত্ত দেখিয়া তখন।
ভাবিল আপন মনে রাজার নন্দন॥
আছে যত সুখাসুখ মানব জনমে।
ঘটিয়াছে সে সকল আমাতে প্রথমে॥
যখন ডামাসে আমি ছিলাম সুখেতে।
তখন কি ছিল মনে পড়িব দুঃখেতে॥
কিম্বা করাকোর্ম্ম দেশে আসিযেই কালে।
কে জানে এমন সুখ ছিল মোর ভালে॥
অদৃষ্টের শুভাশুভ কভু বাধ্য নয়॥
খণ্ডিবে বিধির লিপি কার সাধ্য হয়॥
অতএব আত্মা তুমি থাকিবে সকলে।
কপালের ভাল মন্দ যাবেনা বিফলে॥
এইরূপ যুক্তি করি আব্দুল্লা নন্দন।
পরম আনন্দে দিন করয়ে বঞ্চন॥
একদিন পুরী হতে যাইয়া বাহিরে।
পথেতে দেখিল এক প্রাচীনা নারীরে॥
মুখেতে ঘোমটা টানা ফিতা বাঁধা তাতে
গলে গজমতি হার যষ্টি আছে হাতে॥
তাহার সহিতে যায় নারী পঞ্চ জন।
ঘোমটায় সকলের মুখ আচ্ছাদন॥
জিজ্ঞাসিল প্রাচীনাকে সাধুর তনয়।
করিবে কি এ সকল নারীকে বিক্রয়॥
তাহার বচনে বুড়ী কহিলেক পরে।
আনিয়াছি সত্য বটে বেচিবার তরে॥

সবারি ঘোমটা খুলি করি বিবেচনা।
দেখিল যুবতী গণ অতি সুলক্ষণা॥
বিশেষতঃ এক জন মনোজ্ঞা হইল।
এই নারী বেচ মোরে বৃদ্ধাকে কহিল॥
বুড়ী কহে দেখিতেছি সম্ভ্রান্ত আপনি।
আপনার যোগ্য নহে এ মনরমণী॥
পরমা সুন্দরী কত মোর ঘরে আছে।
ইহারা সকলে তুচ্ছ তাহাদের কাছে॥
সঙ্গে চল সে সকল দেখাব তোমাকে।
বাছিয়া লইবে ভাল বাসিবে যাহাকে॥
একথা শ্রবণ করি সাধুর নন্দন।
প্রবীণার সঙ্গে রঙ্গে করিল গমন॥
মঠের সম্মুখে এক, গিয়া বুড়ী কয়।
এই খানে ক্ষণেক দাঁড়াও মহাশয়॥
একথা বলিয়া বৃদ্ধা গমন করিল।
সেই খানে দাঁড়াইয়া কৌলক রহিল॥
তিন দণ্ডাবধি প্রায় অপেক্ষা করিয়া।
তদন্তর বুড়ী তথা আসিল ফিরিয়া॥
আলখাল্লা ঘোমটাদি নারী যাহা পরে।
আনিল রমণী বেশে নিয়া যাবে ঘরে॥
কৌলফকে সেই বাস পরাইয়া কয়।
"ইহাতে অশ্রদ্ধা নাহি কর মহাশয়॥
দেখিছ বিশিষ্টা নারী আমরা সবাই।
গৃহে পর পুরুষে আনিতে লজ্জা পাই"॥
কৌলফ কহিল চিন্তা কিলাগি জননী।
ভাল যাহা বুঝ তাহা করহ এখনি॥
অপর ঘোমটা আর আলখাল্লা পরি।
চলিল বৃদ্ধার সঙ্গে নারী রূপ ধরি॥
কতদূর গিয়া এক অট্টালিকা পায়।
সেই খানে দুইজনে প্রথমতঃ যায়॥
সকল প্রাঙ্গণ বাঁধা সবুজ পাষাণে।
তাহা ছাড়ি গেল এক প্রকাণ্ড দালানে॥
সেখানে প্রস্তর পাত্র আছে পূর্ণ জলে।
তাহাতে মরালগণ ফিরে কুতুহলে॥
স্বর্ণের পিঞ্জর চারিদিকে শোভা পায়।
বিবিধ বিহঙ্গ বসি গান করে তায়॥
এসব হেরিয়া হর্ষ আব্দল্লা তনয়।
দেখাদিল নারী এক এমন সময়॥
ঈষৎ হাসিয়া ধনী প্রণাম করিয়া।
বসায় বিচিত্রাসনে তাহারে ধরিয়া॥
অপূর্ব্ব অম্বর হস্তে জড়াইয়া নিল।
কৌলফের মুখ চক্ষু মুছাইয়া দিল॥
দেখিয়া তাহার ভক্তি সাধুর নন্দন।
চঞ্চল মানস অতি হইল তখন॥
ইহাকে করিব ক্রয় এই মনে করে।
ইতি মধ্যে অন্য এক নারী আসে ঘরে॥
তাহার সৌন্দর্য্য দেখে আরো চমৎকার।
পরম যুবতী অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥
বিনাম্বরে স্কন্ধদেশে কিবা শোভা পায়।
কুটিল কোমল কেশ পড়িয়াছে তায়॥
আসিয়া যুবার করে চম্ব দিয়া নারী।
পদ পাখালিতে বসে নিয়া স্বর্ণঝারী॥
কৌলফ তাহাতে করে নারীকে বারণ।
সম্ভ্রমে ধরিতে চায় তাহারি চরণ॥
হেন কালে দেখা দিল বিংশতি রমণী।
কৌলফের জ্ঞান শূন্য হইল অমনি॥
সম রূপা সর্ব্বজনা যৌবন বয়সী।
মধ্যে ঘেরা আছে এক পরম রূপসী॥
সকলে জিনিয়া তার রূপ অনুপম।
অঙ্গে কত মণি মুক্তা শোভে মনোরম॥
তাহাকে দেখিয়া মনে ভাবে যুবনর।
নক্ষত্র বেষ্টিত বুঝি হবে নিশাকর॥
মোহিত হইয়া পড়ে কৌলফ ভূতলে।
শীঘ্র আনি ধরে তারে সখীরা সকলে॥
চেতন হইলে তারে কহে সে সুন্দরী।
জালে পড়িয়াছে পক্ষী আহা মরি মরি॥
কৌলফে পালঙ্কোপরি বসাইয়া নারী।
আনাইল মণি পাত্রে শর্করার বারি॥

সুন্দরী লইয়া কিছু পান করি আগে।
সাধু পুত্রে পাত্র দিয়া বসে পার্শ্বভাগে॥
তাহাতে কৌলফ মনে ভাসিল সুখেতে।
উদাস হইয়া বাক্য না সরে মুখেতে॥
নারী বলে এ কেমন দেখিহে তোমায়।
বাক্য রোধ হইয়াছে কোন্ ভাবনায়॥
আমাদের দৃষ্টি বুঝি কুদৃষ্টি কেমন।
নহিলে আসিয়া কেন হইলে এমন॥
বিহ্বলে কৌলফ বলে "শুনহে সুন্দরি।
লজ্জা আর দিওনাকো এই ভিক্ষা করি॥
তোমার সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করে যেই জন।
কি যন্ত্রণা পায় সেই জান বিলক্ষণ॥
অতএব হেরি তব পূর্ণ মুখ চাঁদে।
পড়িয়াছে মানস চকোর প্রেম ফাঁদে"॥
হাসিয়া কহিল ধনী স্থির কর মন।
ভাব যেন নারী ক্রয় করিবে এখন॥
ইহা বলি অন্যমন করিবার তরে।
হস্তে ধরি কৌলফের যায় আর ঘরে॥
সেখানে সাজান ছিল খাদ্য দ্রব্য কত।
মিঠাই মিষ্টান্ন ফল মূল নানা মত॥
উপনীত হয়ে তথা সহ সখীগণ।
একত্রে বসিল সবে করিতে ভক্ষণ॥
আহার করিয়া তারা উঠিল যখন।
স্বর্ণ ঝারী পুরি জল আনিল তখন॥
বাদামের মণ্ডে হস্ত করি প্রক্ষালন।
রেশমী বসনে মুখ মুছে নারীগণ॥
মদিরা মন্দিরে পরে সবে প্রবেশিল।
স্বর্ণাধারে নানা জাতি গন্ধ পুষ্প ছিল॥
মধ্যে পাষাণের পাত্রে জীবন নির্ম্মল।
সৌরভের বৃদ্ধি করে সুরাকে শীতল॥
কৌলফে সকলে পান করিতে বলিল।
মধুর মদিরা সবে খাইতে লাগিল॥
মত্ত হয়ে দালানেতে আসি সখী গণ।
গান বাদ্য নৃত্যে সবে সমর্পিল মন॥

নাচ গান সখীগণ করিল উত্তম।
কিন্তু প্রধানার কাছে সকলে অধম॥
নিজ গুণে কৌলফেকে ভুলাইতে চায়।
বাঁশী নিয়া বিশেষিয়া প্রধানা বাজায়॥
লইয়া বেহালা পরে বরবত আর।
বীণাতে ছাড়িল রাগ অতি চমৎকার॥
শ্রবণ করিয়া পরে সাধুর তনয়।
কমনীয় রমণীরে বিনয়েতে কয়॥
শুনলো সুন্দরী ধরি চরণে তোমার।
অনুগত জনে মনে কর এক বার॥
উন্মাদের ন্যায় পরে পড়ি পদতলে।
চুম্বিল নারীর কর ধরি নিজ বলে॥
কিন্তু সুন্দরীর তাহে হয় মহাক্রোধ।
ঠেলিয়া ফেলিয়াকহে একিরে নির্ব্বোধ॥
যে হস আছিস্ তুই থাক সাবধানে।
এত অহঙ্কার তোর কি লাগি এখানে॥
কুলের কামিনী প্রতি করিস্ কামনা।
কখন না পূর্ণ হবে এমন বাসনা॥
একথা বলিয়া ধনী গেল ততক্ষণ।
চলিল তাহার সঙ্গে সহচরী গণ॥
রুষ্টা করি রমণীকে কৌলফ দুঃখিত।
অন্তরে কতই চিন্তা হইল উদিত॥
ভাবিতেছে মনে কত একাকী বসিয়া।
হেন কালে বৃদ্ধা তারে কহিল আসিয়া॥
হায় হায় বল দেখি করিলে কি কায।
একেবারে বুঝি তুমি খাইয়াছ লাজ॥
নারী ব্যবসায় করি বলিলাম বলে।
তুমি কি উন্মত্ত প্রায় জ্ঞানহীন হলে॥
আনিলাম কি প্রকারে না করিলে জ্ঞান
ভাবিলে কি নিতান্তই ব্যবসায়ি স্থান॥
করিলে এখন তুমি যার অপমান।
পিতা তার রাজ সভ্য অতি মান্য মান॥
বৃদ্ধার বাক্যেতে আরো বাড়িল উত্তাপ।
গুণযুত সাধু সুত পায় মনস্তাপ॥

হেন কালে পুনঃ কন্যা সহ সহচরী।
আসিল তথায় বেশ পরিবর্ত্ত করি॥
যুবার ভাবনা দেখি কহিল সে নারী।
মনস্তাপ বুঝি তুমি পাইয়াছ ভারি॥
ভাল ভাল এই বার ক্ষমা করিলাম।
শিষ্ট হয়ে কহ মোরে পরিচয় নাম॥
কৌলফ বাসনা করে যাতে প্রীতা হয়।
অতএব আনন্দেতে রমণীরে কয়॥
"কৌলফ আমার নাম শুনহে যুবতী।
আমাকে বাসেন ভাল মির্জান ভূপতি"॥
কন্যা কহে তব নাম শুনিয়াছি কাণে।
বাখানে তোমার যশ সকলে এখানে॥
বড়ই বাসনা ছিল দর্শন তোমার।
এখন সে আশা পূর্ণ হইল আমার॥
সহচরী গণে পরে কহিল সুন্দরী।
ইহাঁর সন্তোষ কর গান বাদ্য করি॥
এরূপ তাহার আজ্ঞা সখীরা পাইয়া।
আরম্ভিল নৃত্য গীত প্রফুল্ল হইয়া॥
উল্লাসেতে অস্তাচলে গেল দিবাকর।
নিশিতে আলোক ময় করাইল ঘর॥
ভোজন প্রস্তুতে যায় সখীরা সকলে।
তারে ধনী নানা কথা জিজ্ঞাসে বিরলে॥
আছে কি সুন্দরী কেহ রাজার আগারে।
কে কেমন কে প্রেয়সী কহত আমারে॥
কৌলফ বলিল আছে অনেক রূপসী।
রসিকা প্রেমিকা সবে নবীন বয়সী॥
তার মধ্যে এক জনে ভালবাসে ভূপ।
গোলেন্দাম নাম তার মনোহর রূপ॥
যে পর্য্যন্ত দেখি নাই নয়নে তোমাকে।
ভাবিতাম অনুপমা রূপসী তাহাকে॥
কিন্তু হেরি তব রূপ মনে ভাবি তাই।
তুলনা কোথায় দিব দেখিতে না পাই॥
এইরূপ যত কথা কৌলফ কহিল।
শুনিয়া দেলেরা অতি সন্তুষ্টা হইল॥

বৈরক নামক সভ্য মির্জান রাজার।
দেলেরা নামেতে এই কুমারী তাহার॥
সভ্যকে কে জঙী দেশে আপনি রাজন।
পাঠাইয়া দিল কোন কর্ম্মের কারণ॥
এ জন্যে জনক তার থাকে দেশান্তরে।
নন্দিনী বন্দিনী সনে সদা রঙ্গ করে॥
কখন পুরুষে আনে করিয়া গোপন।
কৌতুকে বঞ্চায় নিশি সঙ্গে সখীগণ॥
পুরুষে যে আনে তাহা নহে অন্য মন।
কুনীতি দেখিলে শাস্তি দেয় বিলক্ষণ॥
কিন্তু ধনী কৌলফের স্তুতি বাক্য শুনি।
আনন্দ অর্ণবে মগ্ন হইল অমনি॥
রাজার প্রেয়সী হতে সুন্দরী রূপেতে।
ইহাতে আহ্লাদ বড় জন্মিল মনেতে॥
ভোজনে বসিয়া রামা করে কত রঙ্গ।
বাড়িল সাধুর তাহে সুখের তরঙ্গ॥
রূপ হেরি যেই প্রেম মনে সঞ্চারিল।
প্রমোদে সে প্রেম শিখা দ্বিগুণ বাড়িল॥
কৌলফ রসিক তম করে কত রস।
প্রেমালাপে যুবতীর মন করে বশ॥
বিদায় সময়ে সাধু চরণে ধরিয়া।
কহিল এরূপ তারে বিনয় করিয়া॥
শতেক বৎসর যদি থাকি তব সনে।
মুহূর্ত্তেক মাত্র জ্ঞান হয় মোর মনে॥
যা হৌক এক্ষণে যাই হইয়া বিদায়।
আজ্ঞা যদি দেও কালি আসিব হেথায়॥
নারী বলে দাঁড়াইবে অদ্য যথা ছিলে।
বৃদ্ধা গিয়া আনিবেক সূর্য্য অস্ত গেলে॥
ইহা বলি তোড়া এক আনায় রমণী।
পরিপূর্ণ তাহাতে জহর মুক্তা মণি॥
নারী বলে অতি অল্প দিতেছি তোমারে।
গ্রহণ করহ যদি চাহ আসিবারে॥
লইয়া সে রত্ন থলি আব্দুল্লা কুমার।
বিদায় হইল তারে করি নমস্কার॥

বুড়ীর সহিত নীচে সাক্ষাৎ হইল।
গুপ্ত দ্বার খুলি পথ দেখাইয়া দিল ॥
রাজার পুরীতে গিয়া করিল শয়ন।
কিন্তু নাহি একবার মুদিল নয়ন ॥
প্রভাত হইলে নিশি স ধুর কুমার।
সভায় আসিয়া ভূপে করে নমস্কার ॥
রাজা কহে কোথা হতে আসিলে এখন।
বল কালি কেন ছিলে হইয়া গোপন ॥
কৌলফ কহিল প্রভু করি নিবেদন।
আশ্চর্য্য হইবে যদি শুন বিবরণ ॥
ইহা বলি কহিল সমস্ত ইতিহাস।
দেলেরার রূপ গুণ করিয়া প্রকাশ ॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য রূপ কহেন ভূপতি।
সত্য কি সুন্দরী হেন দেলেরা যুবতী ॥
কৌলফ উত্তর করে শুন মহাশয়।
যে রূপ রূপসী রামা কহিবার নয় ॥
চিত্রকর যদি চায় চিত্রিয়া আঁকিতে।
সাধ্য কি রূপের কণা কলমে রাখিতে ॥
রাজা বলে ভাল কথা কহিলে আমারে।
বল দেখি কি প্রকারে দেখিব তাহারে।
আজি ত তোমার তথা আছে নিমন্ত্রণ।
ভানু অস্তে এক সঙ্গে যাব দুই জন ॥
শুনিয়া রাজার বাণী কৌলফ চিন্তিত।
হায় বুঝি তার প্রেমে হলেম বঞ্চিত ॥
বলিল কেমনে প্রভু লইয়া যাইব।
আপনি ভূপতি তাহা কাহারে কহিব ॥
রাজা বলে কৌলফ কি চিন্তা আছে তার
যাব আমি অনুচর হইয়া তোমার ॥
শুনিয়া সাধুর পুত্র রাজার একথা।
নাহি পারে কোন মতে করিতে অন্যথা ॥
দিনমনি অস্তগিরি করিলে গমন।
ভৃত্য বেশে সাধু সঙ্গে চলিল রাজন ॥
দাঁড়াইয়া থাকে দোঁহে মঠ সন্নিধানে।
কিছু কাল পরে বৃদ্ধা আসিল সেখানে ॥

ভূপে হেরি সাধুর তনয়ে বুড়ী কহে।
ভৃত্য কেন সঙ্গে তার বল যায় গৃহে ॥
কৌলফ কহিল মাতা ক্ষতি নাহি তায়।
অনুমতি কর তুমি ভৃত্য সঙ্গে যায় ॥
সুচতুর দাস মোর বহু গুণ ধরে।
রসিকের সঙ্গে রঙ্গে নানা রস করে ॥
কবিতা করিয়া নিজে অতি ভাল গায়।
শুনি ঠাকুরাণী তব তুষ্টা হবে তায় ॥
প্রবীণা আপত্তি পরে আর না করিল।
দাসবেশী নৃপবরে লইয়া চলিল ॥
কৌলফ সাজিল নারী নির্জ্জন কিঙ্কর।
প্রবেশিল তিন জনে পুরীর ভিতর ॥
উপরে উঠিয়া দেখে গৃহ আলোময়।
সুশীতল সমীরণ সব ঘরে বয় ॥
ভৃত্য হেরি জিজ্ঞাসিল দেলেরা সুন্দরী।
আনিয়াছ কেন আজি দাস সঙ্গে করি ॥
কৌলফ কহিল শুন কারণ ইহার।
দাসে আনিয়াছি মন রঞ্জিতে তোমার ॥
কিঙ্কর আমার কবি কাব্যকর হয়।
গান বাদ্য শুনি তব হবে সুখোদয় ॥
একথা শুনিয়া নারী করিল উত্তর।
ভাল তবে ক্ষতি নাই থাকুক কিঙ্কর ॥
ভূপে বলে বারাঙ্গনা থাক এই খানে।
কিন্তু সাবধান ক্রুটী নাহি হয় মানে ॥
এই বাক্যে নরপতি কত ছল ধরে।
মিষ্ট ভাষে পরিহাসে রঙ্গ ভঙ্গ করে ॥
নারী বলে ভাল বটে আনিয়াছ দাস।
রসিক নাগর যুবা জানে পরিহাস ॥
আচরণে আরো ভাল লাগিল আমাকে
পাত্র যুগাইতে পাত্র করিব ইহাকে ॥
কৌলফ বলিল ভাল তুষ্টা হলে যদি।
দিলাম তোমাকে দাস এখন অবধি ॥
ভৃত্যকে কহিল শুন বচন আমার।
অদ্যাবধি কর্ত্রী হন দেলেরা তোমার

নারীর সম্মুখে রাজা তখনি সরিয়া।
বিনয়ে কহিল কর চুম্বন করিয়া॥
অদ্যাবধি ঠাকুরাণী আমি তব দাস।
করিয়া তোমার সেবা পুরাইব আশ॥
আব্দুল্লা নন্দনে পরে যুবতী কহিল।
এ অবধি এই ভৃত্য আমার হইল॥
কিন্তু এরে রাখিতে না পারি এই খানে।
তোমার কিঙ্কর বলি সব লোকে জানে॥
যদি দেখে মোর ঘরে থাকিতে ইহাকে।
লোকে কলঙ্কিনী তবে কহিবে আমাকে॥
অতএব ভৃত্য নিয়া রাখ নিজ স্থানে।
আসিবে যখন সঙ্গে আনিবে এখানে॥
এই রূপ কিছু কাল বঞ্চিয়া কথনে।
দেলেরা কৌলফ সঙ্গে বসিল ভোজনে॥
নৃপতি যুগায় সুরা দাঁড়িয়া সম্মুখে।
নানা রঙ্গে কথা কহে পরম কৌতুকে॥
তুষ্টা হয়ে নারী কহে সাধুর কুমার।
একত্রে বসিয়া ভৃত্য করুক আহার॥
যুবা বলে হেন কর্ম্ম করিব কেমনে।
ভৃত্য সনে একাসনে বসিতে ভোজনে॥
নারী কহে হোক্ মেনে তাকে পারা যাবে।
কি দোষ ইহাতে বল সঙ্গে বসি খাবে॥
কৌলফ কহিল তবে ভাল কালটাপন।
রমনীর অনুরোধ করহ পূরণ॥
একে চায় আরে পায় একথা বলিতে।
তখনি বসিয়া রাজা লাগিল খাইতে॥
বৈরক কুমারী সুরা আনাইয়া পরে।
পাত্র পুরি ভূপতির সম্মুখেতে ধরে॥
হেদে এই সুরা পাত্র নিয়া কালটাপন।
আমার কুশল অর্থে করহ ভক্ষণ॥
সুরা পাত্র নৃপবর হস্তে করি নিয়া।
ভক্ষণ করিল তার করে চুম্ব দিয়া॥
আরো এক পাত্র নারী নিয়া তার পরে।
আপনি করিল পান উৎসাহের ভরে॥
তদন্তর স্বর্ণ পাত্রে সুরা পূর্ণ করি।
হস্তে রাখি কৌলফেরে কহিল সুন্দরী॥
গোলেন্দাম প্রতি তব আছে যে আশয়।
পান করি যেন সেই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়॥
লজ্জিত হইয়া যুবা যুবতীকে বলে।
একি কহ বিপরীত কৌতুকের ছলে॥
গোলেন্দাম রাজ প্রিয়া আমি তাঁর দাস।
ভ্রমে হেন যেন নাহি হয় অভিলাষ॥
দেলেরা হাসিয়া কহে সে আর কেমন।
একেবারে পরিনিষ্ঠ হও যে এখন॥
কালি যাহা বলিয়াছ ভুলি নাহি মনে।
কাব্য নহে মজিয়াছ গোলেন্দাম সনে॥
যথার্থ বলনা কেন কি ভয় হেথায়।
রাজার রমণী ভাল বাসেনা তোমায়॥
বল নাহি রঙ্গ রস কর দুই জনে।
করিতেছি আমরা যেমন এই ক্ষণে॥
কৌলফ এতেক শুনি মহা সশঙ্কিত।
পাছে কাব্যে নৃপবর ভাবে বিপরীত॥
ক্ষমা কর হে সুন্দরী বলে পুনর্ব্বার।
মিথ্যা কেন পরিহাস কর এপ্রকার॥
সত্য কহিতেছি শুন আমার বচন।
বাক্যালাপ তাঁর সঙ্গে নাহিক কখন॥
এই রূপ সাধু পুত্র অপ্রতিভ যত।
দেলেরার পরিহাস বাড়ে আরো তত॥
বলে হেথা লজ্জা কিবা সে কথা কহিতে।
ভয় কি আমরা ভূপে যাবনা বলিতে॥
কালটাপন জিজ্ঞাসত প্রভুরে তোমার।
আমাদিগে অপ্রত্যয় কি জন্যে ইহাঁর॥
ভৃত্য কহে মহাশয় কিসের ভাবনা।
সাধিছে রমণী এত পুরাও বাসনা॥
কিরূপে হইল প্রেম চলছে কেমন।
কি ছলে তাহারে বশ করিলে এমন॥
কেমনে বা নৃপতিকে ভুলাইয়া চল।
বিস্তারিয়া সব কথা যুবতীকে বল॥

পশ্চাৎ কিঙ্কর কহে দেলেরার কাছে।
আমারো শুনিতে বড় অভিলাষ আছে॥
ইনি মোরে সব কথা করেন বিশ্বাস।
কিন্তু কিছু শুনি নাই এপ্রেম আভাষ॥
কৌলফ রাজার বাক্যে স্তব্ধ একেবারে।
পরিহাসে কুলাঙ্গনা ভুলাইল তাঁরে॥
তাহারা কৌতুক কিন্তু করে সেই রূপ।
মদ্য পানে ক্রমে মত্ত হইলেন ভূপ॥
আপনার ছদ্মবেশ ভুলিয়া তখন।
দেলেরাকে বলে গান করহ এখন॥
শুনিয়াছি বড় নাকি কর তুমি গান।
শুনাইয়া প্রাণ প্রিয়ে স্নিগ্ধ কর প্রাণ॥
রুষ্টা না হইয়া হাসি ভৃত্যের কথায়।
বলে ভাল গান আমি শুনাব তোমায়॥
ইহা বলি বাঁশী এক আনিয়া তখনি।
অতি চমৎকার স্বরে বাজায় রমণী॥
তদন্তর বীণা যন্ত্র হস্তেতে লইয়া।
গাইল উত্তম গীত সংলগ্ন করিয়া॥
গীত বাদ্য শুনি তার বিমোহিত ভূপ।
ভুলিল যে ধরিয়াছে কিঙ্করের রূপ॥
দেলেরারে বলে প্রিয়ে কি গান করিলে।
একেবারে প্রাণ মন সকলি হরিলে॥
মের্জোন গায়ক মোর বিখ্যাত এমন।
শুনি নাহি তার মুখে এরূপ কখন॥
একথা শুনিবা মাত্র বুঝিল যুবতী।
ভৃত্য নহে আসিয়াছে আপনি ভূপতি॥
লজ্জিতা হইয়া রামা উঠিয়া চলিল।
বলে হায় আরে সখী বিপদ ঘটিল॥
কৌলফ আনিল যারে সাজাইয়া দাস।
ভূপতি আপনি তিনি একি সর্ব্বনাশ॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ গিয়া তার পরে।
রাজার সম্মুখে রামা থাকে যোড় করে॥
রাজা বলে সুন্দরী বসিতে আজ্ঞা হয়।
তোমার সম্মুখে বসি উপযুক্ত নয়॥
আমি দাস তুমি কর্ত্রী জানিবে আমার।
বসিতাম নাহি আজ্ঞা নহিলে তোমার॥
দেলেরা একথা শুনি কান্দিতে কান্দিতে।
ধরিয়া রাজার পায় লাগিল কহিতে॥
দয়া কর মহারাজ অবলার প্রতি।
কিছুই না জানি আমি সরলা যুবতী॥
স্বচক্ষে দেখিলে যাহা করিলাম ঘরে।
অতএব পায় ধরি রক্ষা কর মোরে॥
ভূমি হতে তুলি রাজা দেলেরারে কয়।
ভয় কিছু নাহি তুমি দেও পরিচয়॥
শুনিয়া সুন্দরী নিজ পরিচয় দিল।
পরে রাজা পাত্র সনে বিদায় হইল॥
কিন্তু যত পরিহাস করিল যুবতী।
সে সকল বিপরীত ভাবিল ভূপতি॥
মির্জ্জান তাহাতে ত্রই ভাবিলেন মনে।
কৌলফ গোপনে বুঝি আছে তার সনে॥
যদিস্যাৎ বিবেচনা করিত রাজন।
সন্দেহ অবশ্য তাঁর হইত ভঞ্জন॥
কিন্তু ভূপতির মন ঈর্ষকের প্রায়।
মন্দ কথা কাণে গেলে প্রমাণ না চায়॥
এহেতু সত্যের তত্ত্ব কিছু নাহি করে।
আজ্ঞা দিল একেবারে যেতে দেশান্তরে॥
কৌলফ রাজার ভ্রান্তি দেখিতে পাইল
তথাপি মনেতে কিছু চিন্তা না করিল॥
তাতারে যাইতে ছিল যাত্রী কয় জন।
সে সঙ্গে সমরকন্ধে করিল গমন॥
স্বচ্ছন্দে তথায় গিয়া থাকে সাধুসুত।
বারেক দুর্ভাগ্য জন্যে নহে দুঃখযুত॥
অদৃষ্টেতে আছে যাহা নিশ্চয় ঘটিবে।
ভাবিয়া না দেখে সাধু পরে কি হইবে॥
যত দিন ধন ছিল সুখেতে রহিল।
অবশেষে মঠে গিয়া আশ্রয় লইল॥
জ্ঞানী দেখি মঠধারী নিত্য খাইবারে॥
দুই রুটী এক ভাঁড় জল দেয় তারে॥

সেই কুটী স্থলে তথা আব্দুল্লা নন্দন।
পরম আনন্দে কাল করেন যাপন॥
এক দিন সাধু এক মজাফর নামে।
আসিল নমাজ হেতু সেই মঠ ধামে॥
জিজ্ঞাসিল সদাগর কৌলফে দেখিয়া।
কে তুমি কোথায় থাক হেথা কি লাগিয়া॥
কৌলফ কহিল আমি বিশিষ্ট সন্তান।
ডামস নগরে মোর হয় জন্ম স্থান॥
তাতার হইতে আমি আসি এ নগরে।
পড়িল তস্কর পথে আমার উপরে॥
অনুচর গণে সব সংহার করিয়া।
পলাইল মোর যথা সর্ব্বস্ব হরিয়া॥
কৌলফের বাক্য সাধু বিশ্বাসিল তাই।
আশ্বাস করিল তাহে চিন্তা কিছু নাই॥
জানিবে মানব জন্মে সুখ দুঃখ আছে।
কিছু দুঃখ পরে হয় সুখোদয় পাছে॥
চল আজি মোর গৃহে তাহাকে বলিল।
কৌলফ তখন তার সহিত চলিল॥
গৃহে আসি মজাফর তারে বসাইয়া।
খাইতে পানীয় দ্রব্য দিল আনাইয়া॥
তদন্তর মিষ্ট বস্তু বিবিধ প্রকার।
মদ্যমাংস আদি দোঁহে করিল আহার॥
ভোজনান্তে মিষ্টালাপ করি মহাজন।
বিদায় করিল তারে দিয়া কিছু ধন॥
পরদিন মঠে সাধু গিয়া পুনর্ব্বার।
কৌলফে আনিয়া করে সেই ব্যবহার॥
দানসেমন্দ নামে এক পরম পণ্ডিত।
সে সময়ে সেই খানে ছিল উপস্থিত॥
কৌলফে বিরলে নিয়া কহে তার কাছে।
তোমাতে সাধুর এক প্রয়োজন আছে॥
আছয়ে টাহার নামে সাধুর তনয়।
নব অনুরাগে সদা রাগে মত্ত রয়॥
বিবাহ করিল এক পরম রূপসী।
কুলে শীলে গণনীয়া যৌবন বয়সী॥

কি জানি লাঞ্ছনা তারে করিলেন ক্রোধে।
রমণীও প্রত্যুত্তর দিল সম বোধে॥
তাহাতে সাধুর পুত্র ক্রোধে একেবারে।
তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেক তারে॥
পরম সুন্দরী নারী করিয়া বর্জ্জন।
থাকিতে না পারে যুবা সন্তাপিত মন॥
কিন্তু অন্য কেহ তারে বিবাহ করিয়া।
ত্যজে যদি শাস্ত্র মতে পাইবে ফিরিয়া॥
অতএব এই বাঞ্ছা করে মহাজন।
অদ্য যুবতীরে তুমি করহ গ্রহণ॥
সুখেতে তাহার সঙ্গে বঞ্চিবে রজনী।
ত্যজিয়া যাইবে কালি প্রভাতে আপনি॥
পঞ্চশত স্বর্ণ মুদ্রা পাবে পুরস্কার।
কহ শুনি এই কর্ম্মে কিমত তোমার॥
কৌলফ উত্তর করে কি বাধা ইহাতে।
মনের সহিত বাধ্য করিব তাহাতে॥
দানসেমন্দ ইহা শুনি তুষ্ট হয়ে কয়।
তোমার বাক্যেতে মোর জন্মিল প্রত্যয়॥
এ নগরে আছে লোক বিস্তর এমন।
বিনা দানে বিবাহেতে প্রস্তুত এখন॥
কারণ তাহার পত্নী সুন্দরীর শেষ।
মুখোৎপল মনোহর অপ্সরী বিশেষ॥
কিবা নয়নের ভঙ্গী ভুরু কাম ধনু।
বিষাক্ত কটাক্ষ বাণে জীর্ণ করে তনু॥
ওষ্ঠাধর সুকোমল বিম্ব ফল প্রায়।
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ বর্ণনা না যায়॥
দেখহ সুজন তবে [দানসেমন্দ কহে]।
এদেশে লোকের কিছু অপ্রতুল নহে॥
কেবল বাসনা পাত্র বিদেশীয় হবে।
এসব গোপন কর্ম্ম অপ্রকাশ রবে॥
অতএব চাহ যদি করিতে বিবাহ।
কাজীর নায়েব আমি করিব নির্ব্বাহ॥
কৌলফ কহিল রূপ শুনি যে প্রকার।
তার পতি হব অতি সৌভাগ্য আমার

দানসেমন্দ বলে তুমি সত্য কর তবে।
প্রত্যুষে ছাড়িয়া তারে দেশান্তরী হবে॥
এই দেশে থাক যদি এ কর্ম্মের পর।
পরিবার সুদ্ধ রুষ্ট হবে মজাফর।
সাধুসুত বলে শুন মোর অঙ্গীকার।
কালি আমি এই দেশে না থাকিব আর॥
প্রত্যয় না হয় যদি কেবল কথায়।
দিব্য করিতেছি যাব ত্যজিয়া ভার্য্যায়॥
কৌলফের দিব্য শুনি নায়েব তখন।
সদাগরে গিয়া সব কহে বিবরণ॥
বিলম্ব অধিক আর না দেখি এক্ষণে।
পুত্র বধু আনি বিয়া দেও তার সনে॥
পুত্র পরিজনে সাধু ডাকিল শুনিয়া।
নায়েব সভার মাঝে দিল তার বিয়া॥
কিন্তু টাহারার বাক্যে কৌলফে তখন।
দিল না নারীর মুখ করিতে দর্শন॥
অপর এরূপ স্থির করিল টাহার।
অন্ধকারে রাত্রি বাস হইবে দোঁহার॥
কেন না তাহারে যদি দেখি রূপবতী।
ত্যজিয়া যাইতে প্রাতে না হইবে মতি॥
অনন্তর রাত্রিবাস করিবার তরে।
কৌলফে লইয়া যায় বাসরের ঘরে॥
ঘোর অন্ধকার ঘর দেখা নাহি যায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় ধনী আছিল তথায়॥
দ্বার রুদ্ধ করি যুবা বসন ত্যজিয়া।
শুইল নারীর পার্শ্বে পালঙ্ক খুঁজিয়া॥
শয়নে সুন্দরী মনে ভাবেন বিষাদ।
কি হইল ধর্ম্ম গেল ঘটিল প্রমাদ॥
চক্ষে নাহি দেখলাম যাহার বদন।
হায় সে আমাকে আজি করিবে গমন॥
হেথায় কৌলফ রূপ শুনিয়া নারীর।
হেরিতে সে মুখ চন্দ্র হইল অস্থির॥
বলে হে সুন্দরী আজি পাইয়া তোমায়।
কি পর্য্যন্ত সুখ মোর কহা নাহি যায়॥
কিন্তু এ সাধের সুখে ঘটিল বিষাদ।
তিমির চন্দ্রাস্য ঢাকি সাধিতেছে বাদ॥
নয়ন চকোর মোর থাকিতে না পারে।
কতক্ষণে রূপ ঘন বরিষিবে তারে॥
যে রূপ তোমার রূপ করিতেছি ধ্যান।
কি হইবে না হেরিলে নাহি হয় জ্ঞান॥
না পাইয়া যে যন্ত্রণা পাইতাম মনে।
পাইয়া ও সেই রূপ তব অদর্শনে॥
কিন্তু হায় যদি কালি হইবে বিচ্ছেদ।
অন্য কাযে কেন তবে থাকে আর খেদ॥
কহিয়া এসব কথা মৌন ভাবে থাকে।
যুবতী তাহার পর জিজ্ঞাসিল তাকে॥
ওহে ভাই আজি স্বামী আনিয়াছে যায়।
ভঙ্গ প্রীত স্থাপন করিতে পুনরায়॥
যে হও আমাকে সত্য পরিচয় কহ।
তব বাক্যে স্পন্দন হতেছে মোর দেহ॥
শুনিয়াছি তব রব অনুমান হয়।
অতএব কে আপনি দেহ পরিচয়॥
চমকিত হয়ে সাধু কহিল অমনি।
কোন্ স্থানে বাস তব কহলো রমণী॥
আমিও তোমাকে চিনি হয় অনুভব।
কেরাটী নারীর ন্যায় শুনি তব রব॥
তুমি কি সুন্দরী সেই বৈরক কুমারী।
শয়নে স্বপনে যারে ভুলিতে না পারি॥
এমন কি ভাগ্য হবে সেই হারা নিধি।
আনিয়া আমাকে হেথা মিলাইবে বিধি
শুনিয়া উত্তর করে রমণী ত্বরায়।
তুমি কি কৌলফ কথা কহিছ আমায়॥
সাধুর তনয় কহে কৌলফ সে আমি।
এখনো না হয় বোধ দেলেরা কি তুমি॥
আমি সে অভাগ্যা নারী কহিল যুবতী।
যাহার অন্যায় কার্য্যে সন্দিগ্ধ ভূপতি॥
এতেক যন্ত্রণা তব আমারি কারণ।
দেশ হতে বহিস্কৃত করিল রাজন॥

সাধুসুত বলে প্রিয়ে কি দোষ তোমার।
অদৃষ্টের ফলাফল জানিবে আমার॥
মন্দ না বলিয়া কিন্তু ভাল বলি তায়।
দেখ সেই ক্রমে দেখা হয় পুনরায়॥
জিজ্ঞাসে কৌলফ তবে দেখ প্রাণ প্রিয়া।
কেমনে টাহার সঙ্গে হয় তব বিয়া॥
দেলেরা বলিল শুন তার সবিশেষ।
রাজ কর্ম্মে পিতা মোর আসে এই দেশ॥
মজাফর সনে পূর্ব্বে আছিল প্রণয়।
তার গৃহে আসিয়া বিয়ার কথা হয়॥
দেশে ফিরে গিয়া পিতা লোক জন দিয়া।
সমর্কন্দ দেশে মোরে দিল পাঠাইয়া॥
কি করি আসিতে হলো বড় অনিচ্ছাতে।
পূর্ব্বাবধি মন মোর ছিল হে তোমাতে॥
এখন প্রকৃত কহি শুন প্রাণ প্রিয়।
তোমা প্রতি প্রেম মোর ছিল গোপনীয়॥
ঈশ্বর আছেন সাক্ষী তোমার কারণে।
পড়িয়াছে কত জল আমার নয়নে॥
যদিও টাহার সহ বিবাহ হইল।
কিন্তু তব রূপ হৃদে জাগ্রত রহিল॥
তাহে এ দুর্ম্মুখ পতি দারুণ নির্দয়।
অন্তরে তোমাকে আরো সজীব করয়॥
জানিয়া ছিলাম যেন প্রেম সমীরণে।
মিলাইয়া পুনর্ব্বার দিবে দুই জনে॥
সে আশা নিরর্থ নহে হলো শাঁপে বর।
বিচ্ছেদ ঘুচাতে পতি দিল প্রাণেশ্বর॥
এ সকল কথা যদি দেলেরা কহিল।
কৌলফের মন মহা আনন্দে মোহিল॥
প্রাণের দেলেরা বলি [কহিল তখনি]
তোমাকে কি করিয়াছি বিবাহ এখনি॥
তুমি কি সে যার রূপ সদা হৃদে ধ্যান।
পুনশ্চ হেরিব তারে নাহি ছিল জ্ঞান॥
যদ্যপি ভাবিয়া থাক আব্দুল্লা নন্দন॥
থাক যদি মোর শোকে করিয়া ক্রন্দন॥
পাইয়া যদ্যপি থাক এত মনস্তাপ।
এখন ঘুচাও সব করি সুখালাপ॥
শুনিয়া পতির মুখে এসব প্রসঙ্গ।
উথলিল হৃদি মাঝে সুখের তরঙ্গ॥
প্রেমের কথনে নিশি পোহাইল তারা।
প্রভাত হইল তব না হইল সারা॥
মত্ত আছে সাধু সুত দেলেরার সনে।
কপালে আঘাত করি ডাকে ভৃত্যগণে॥
উঠ যুবা ভাল বেনে কত ঘুম যাও।
এত বেলা হইয়াছে দেখিতে না পাও॥
উত্তর না করি তাহে সাধুর নন্দন।
যুবতীর সঙ্গে রঙ্গে করে আলাপন॥
কিন্তু তাহে ক্রমে সুখ যাইতে লাগিল।
করাঘাত ঘন ঘন করিতে থাকিল॥
কৌলফ কহিল প্রিয়ে কি পাই শুনিতে।
হবে কি এতই শীঘ্র স্বতন্ত্র হইতে॥
মজাফর তোমাকে পাইনে কতক্ষণে।
বিলম্ব দেখিয়া কাল গণিতেছে মনে॥
টাহার তেমতি দ্বেষ করে মোর সুখে।
পড়িতেছে বজ্রাঘাত যেন তার বুকে॥
ভাস্কর মিলিয়া মোর বিপক্ষের সনে।
ত্বরা করি দাঁড়াইল পূর্ব্ব দিক্ পানে॥
বোধ হয় পাই নাই এখনো তোমায়।
মিলনে বিচ্ছেদ দেখ হয় পুনরায়॥
যদিও বিবাহ পাশে বাঁধা দুই জনে।
তথাপি প্রতিজ্ঞা হেতু ত্যজিব এক্ষণে॥
ইহা শুনি বিনোদিনী কহিল তখন।
সত্য কি এ সত্য তুমি করিবে পালন॥
শপথের কালে তুমি ইহা কি জানিতে।
আমাকে বিবাহ করি হইবে ত্যজিতে।
না জানিয়া অঙ্গীকার করিলে কি হয়।
এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনেতে নাহি পাপ ভয়।
যদি সত্যে বদ্ধ হও, আমাকে পাইতে
পারিবে না এক মিথ্যা বলিয়া কি নিতে॥

কান্দিয়া দেলেরা বলে আর কিবা কব।
এই কি আমার প্রতি ভাল বাসা তব॥
প্রেমযুক্তি বিরুদ্ধ যে হেন অঙ্গীকার।
আমা হতে বড় তাহা হলো কি তোমার॥
কৌলফ কহিল প্রিয়ে বল কি করিব।
কেমনে তোমাকে আমি রাখিতে পারিব॥
ধন হীন বন্ধু হীন পরবাসে তাতে।
কি করিব বাদ করি মজাফর সাতে॥
দেলেরা উত্তর করে কি ভয় তাহার।
দেশের ব্যবস্থা আছে সহায় তোমার॥
ত্যজিবে না মোরে যদি কর এই পণ।
কি ভয় তাহাতে তবে তুচ্ছ কর ধন॥
তোমার ভরসা যদি এই রূপ হয়।
কি করে কাহার সাধ্য কিসে আর ভয়॥
শুনিয়া কৌলফ কহে কি আর কহিব।
অবশ্য তোমার আমি সন্তোষ করিব॥
করিয়াছি সত্য যাহা যুক্তি সিদ্ধ নয়।
প্রাণ ধন না ছাড়িলে রক্ষা নাহি হয়॥
অতএব সে শপথে বদ্ধ আমি নহি।
কভু না করিব ত্যজ্য শুন সত্য কহি॥
করিলাম আমি এই প্রতিজ্ঞা এখন।
ত্রিভুবন মিলিলেও না হবে লঙ্ঘন॥
এই মত পরামর্শ হইছে দোঁহার।
বিলম্ব দেখিয়া নিজে আসিল টাহার॥
কপাটে আঘাত করি কত ডাক পাড়ে।
এত ডাকা গেল তবু ঘুম নাহি ছাড়ে॥
উঠ উঠ মিথ্যা কেন দুঃখ দেও আর।
যাও তুমি শীঘ্র আসি নিয়া পুরস্কার॥
এতেক শুনিয়া উঠি সাধুর কুমার।
বসন পরিয়া দিল খুলিয়া দুয়ার॥
বাহিরে আসিলে পরে ভৃত্য সঙ্গে দিয়া।
টাহার কহিল যুবা স্নান কর গিয়া॥
স্নান করি কৌলফ উঠিল জল ধারে।
পরিধান বস্ত্র ভৃত্য আনি দিল তারে॥
তদন্তর দিব্য এক মন্দিরে আনিল।
পিতা পুত্র দান্‌সেমন্দ সেই খানে ছিল॥
সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহারে।
একত্রে সকলে মিলি বসিল আহারে॥
আহারান্তে দান্‌সেমন্দ সত্বর হইয়া।
অন্য এক ঘরে গেল কৌলফে লইয়া॥
পঞ্চাশেত মুদ্রা এক পাগড়ি সহিতে।
কোলফের হস্তে দিয়া লাগিল কহিতে॥
ওহে যুবা হেদে তুমি দেখহ হেথায়।
মজাফর এ সকল দিলেন তোমায়॥
কহিতে বলিল আরো নমস্কার দিয়া।
পত্নী ছাড়ি যাও শীঘ্র পুরস্কার নিয়া॥
ইহা বলি দান্‌সেমন্দ করে অনুভব।
কৌলফ করিবে কত সাধুর গৌরব।
কিন্তু সে পাগড়ি টাকা ফেলিয়া তথায়॥
বলে এ কেমন কথা কহিছ আমায়।
মনে ছিল এই রাজ্য অস্বেক রাজার॥
সেই দেশে আছে অতি যথার্থ বিচার।
কিন্তু সে মনের ভ্রান্তি বুঝি এইক্ষণে।
প্রবঞ্চনা অন্যায়েতে রত প্রজাগণে॥
অনুমান সব কথা নাহি শুনে ভূপ।
তোমরা বিদেশী লোকে কর এই রূপ॥
আপনি ভাবিয়া দেখ কার দোষ ঘটে।
এদেশে আসিয়া আমি থাকিতাম মঠে॥
মজাফর এক দিন আপন ইচ্ছায়।
আনিলেন নিমন্ত্রণ করিয়া আমায়॥
নব এক যুবতীর সঙ্গে তার পর।
বিবাহ করিতে মোরে কহে সদাগর॥
আমি তাহে অঙ্গীকার করি নিষ্ঠামনে।
শাস্ত্রমতে বিবাহ হইল তার সনে॥
এখন সে নারী পত্নী হইল আমার।
ত্যজিতে তাহাকে বল একোন বিচার॥
হেন কথা আর তুমি মুখে না আনিবে,
ইহাতে অখ্যাতি মোর যথার্থ জানিবে॥

না শুন যদ্যপি তবে ধূলা মাখি গায়ে।
কান্দিয়া পড়িব গিয়া নৃপতির পায়ে॥
কহিব তাঁহাকে সব বঞ্চনার কথা।
পাইবে উচিত শাস্তি না হবে অন্যথা॥
কৌলফের কথা শুনি দান্‌সেমন্দ যায়।
সাধুকে অন্তরে নিয়া সকল জানায়॥
কহিল বাছিয়া বর আনিয়াছ বটে।
এমত অসৎ আর দ্বিতীয় না ঘটে॥
এখন ভার্য্যারে ত্যাগ করিতে না চায়।
কিন্তু কি মনের ভাব বুঝা নাহি যায়॥
মনে করি কাবু করি বাড়াইতে টাকা।
পূর্ব্বকার অঙ্গীকার এবে দেয় ঢাকা॥
মজাফর বলে তাহা যদি সত্য হয়।
মনোব্যথা দেই তারে পরামর্শ নয়॥
দেও গিয়া শত মুদ্রা গণিয়া এখনি।
তুষ্ট হয়ে যায় যেন ত্যজিয়া রমণী॥
একথা শুনিল যুবা অন্তরে থাকিয়া।
নাহি নাহি তাহা নাহি কহিলা ডাকিয়া॥
বৃথায় দ্বিগুণ ধন চাহিতেছ দিতে।
কোটী গুণে না পারিবে মোরে ভুলাইতে॥
দান্‌সেমন্দ বলে যুবা ভাল বুঝ নাই।
অজ্ঞানীরা যাহা করে করিতেছ তাই॥
শুন বলি একশত মোহর লইয়া।
পত্নী ত্যজ্যা করি যাও বিদায় হইয়া॥
বিচার আলয়ে যদি এই কথা যায়।
তোমার দুর্দশা শেষে হইবে তাহায়॥
কেন দেখাইছ ভয় সাধু পুত্র কহে।
তোমার বচন মোর তৃণজ্ঞান নহে॥
বিবাহ করেছি যারে শাস্ত্র অনুসারে।
কোন বিচারেতে বল ত্যজিতে তাহারে॥
ক্রোধে কম্প কলেবর কহিল টাহার।
কি কারণে কর এত সাধনা ইহার॥
কাজীর সম্মুখে চল এবেটারে নিয়া।
বুঝাইবে কাজী তারে যুক্ত শাজা দিয়া॥

দান্‌সেমন্দ মজাফর একত্রে দুজনে।
বুঝাইল আরো কত প্রবোধ বচনে॥
নিষ্ফল দেখিয়া শেষে সব আকিঞ্চন।
কাজীর নিকটে নিয়া চলিল তখন॥
বিচারক বিশেষ শুনিয়া পরিণয়।
কৌলফের প্রতি কহে দেখাইয়া ভয়॥
এত বড় আশা তোর কি কারণে ঘটে।
ভুলিলে কি ভিক্ষা করি পেট পালা মঠে॥
কিছুই নাহিক জ্ঞান ওরে নরাধম।
অন্ত্যজ হইয়া বাঞ্ছা হইতে উত্তম॥
সংসারে ধনীর পুত্র তুল্য যার নাই।
তার প্রিয়তমা পত্নী ইচ্ছাকর তাই॥
নীচ হয়ে ভার্য্যা ভোগ করিবি তাহার।
ইহা কি স্বচ্ছন্দে চক্ষে দেখিবে টাহার॥
মনেতে ভাবিয়া দেখ্ মরিছিস্ ভ্রমে।
তোর যোগ্যা হেন নারী নহে কোনক্রমে॥
কড়া কড়ি নাহি সঙ্গে কেন হেন মন।
করিবি কেমনে তুই রমণী পালন॥
এই সে বিশেষ হেতু শুনরে দুর্জ্জন।
বিচারত সাধু পত্নী দিব না কখন॥
মজাফর দেন যাহা সন্তুষ্ট হইয়া।
পলায়ন কর সেই বেতন লইয়া॥
আমার কথায় যদি এখন না যাবি।
বেত্রাঘাতে মোরহাতে জীবন হারাবি।
এত যে ভয়ের কথা বিচারক বলে।
তথাপি সাধুর পুত্র কিছু নাহি টলে॥
অনায়াসে বেত্রাঘাত সহিয়া থাকিল।
ভাবের ব্যত্যয় তাহে কিছু না হইল॥
কাজী বলে মজাফর আজি আর নয়।
কালি দিব আরো শাজা ইচ্ছা যত হয়॥
অদ্য রাত্রি নিয়া রাখ রমণীর সনে।
ছাড়িবে জায়াকে কালি হেন লয় মনে॥
টাহারার অভিপ্রায়, বিশ্রাম না দিয়া।
একেবারে কার্য্য সিদ্ধ করে প্রহারিয়া॥

কিন্তু কাজী পরামর্শ না শুনিল তার।
সেই দিন কৌলফেরে মারিল না আর॥
কাজী স্থানে পিতা পুত্র বিদায় হইয়া।
কৌলফেরে নিজালয়ে চলিল লইয়া॥
বেত্রাঘাতে কৌলফের কলেবর দহে।
ফাটিয়া সকল অঙ্গ রক্ত ধারা বহে॥
কিন্তু পত্নী সহ পুনঃ হবে দরশন।
তাহা ভাবি সব জ্বালা হয় বিস্মরণ॥
গৃহে আসি সদাগর কৌলফে লইয়া।
বুঝাইল মিষ্ট বাক্যে বিস্তর কহিয়া॥
অধিক আশয় তারে সদাগর দিল।
তিন শত মুদ্রাবধি স্বীকার করিল॥
এরূপে যখন বৃদ্ধ বুঝায় তাহারে।
টাহার আসিল নিজ পত্নীর আগারে॥
রমণী দুঃখিনী হয়ে ভাবিছে তখন।
আদালত হতে যুবা আসিবে কখন॥
মনে জানে কৌলফের সত্য প্রেম আছে।
কিন্তু ভাবেপ্রতিজ্ঞা না থাকে ভয়ে পাছে॥
হেন কালে প্রথম স্বামীরে দেখে তথা।
ভাবিল ইহার জয় নহেক অন্যথা॥
অমনি শিহরি ধনী ভয়ে মূর্চ্ছা প্রায়।
বিবর্ণ হইল বর্ণ শব তুল্য কায়॥
রমণীর রূপান্তর দেখিয়া টাহার।
ভ্রমেতে হইল বশ অলীক আশার॥
ভাবিল সম্বাদ কেহ বলিয়াছে তায়।
কোন মতে যুবা তারে ছাড়িতে না চায়॥
একারণ দেলেলার হইয়াছে ভয়।
অতএব যুবতীকে প্রিয় বাক্যে কয়॥
এরূপ বিষাদ কেন করিছ সুন্দরী।
এখন ত ডুবে নাই ভরসার তরি॥
বিয়া করে ছিলে কালি যেই দুরাচারে।
সত্য সে তোমাকে নাহি চায় ছাড়িবারে॥
কিন্তু প্রিয়ে আশা শূন্য না হইও আজি।
বিস্তর যন্ত্রণা তারে দিয়াছেন কাজী॥

কালি যদি রক্ষা নাহি করে অঙ্গীকার।
তবে করা যাবে আরো কঠিন প্রহার॥
হইবে ভুঞ্জিতে অদ্য নিশি তার সনে।
করিবে কি বল আর ভাবিয়া এক্ষণে॥
আসিয়াছি দিতে এই শুভ সমাচার।
নিঃসন্দেহ পতি কালি পাইবে তোমার॥
আজি সে রহিল প্রিয়ে পাবে কত দুঃখ।
কি করিব ধৈর্য্য হও কালি হবে সুখ॥
নারী কহে সত্য বটে তাহারি কারণ।
এতেক যন্ত্রণা মোর জানিবে এখন॥
কত দিনে এই দুঃখে উত্তীর্ণা হইব।
পূর্ণ হবে মনস্কাম স্বচ্ছন্দে রহিব॥
বড় স্নেহ আমা প্রতি কহিল টাহার।
কালি পাবে নিজ পতি ভাবনা কি আর॥
টাহার তাহার পরে করিল গমন।
অবিলম্বে দেখা দিল সাধুর নন্দন॥
কৌলফে দর্শন করি দেলেরা রমণী।
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ, কহিল অমনি॥
এসো২ প্রাণ কান্ত হৃদয়ে আমার।
কি দিব হে পুরস্কার পিরিতে তোমার॥
ছিলনা এমন মনে না ত্যজি আমায়।
এরূপ যন্ত্রণা সখা সহিবে তাহায়॥
শুনিয়াছি সবিশেষ সব বিবরণ।
টাহার বলিল মোরে আসিয়া এখন॥
তব প্রতিজ্ঞায় আমি যেমন সুখিনী।
প্রহারেতে ততোধিক হয়েছি দুঃখিনী॥
কল্য যে যন্ত্রণা আরো হইবে তোমার।
ভাবিলে প্রাণেতে প্রাণ থাকেনা আমার॥
এতেক শুনিয়া কহে সাধুর নন্দন।
কি সাধ্য প্রহারে কাটে প্রেমের বন্ধন॥
বিধাতার লিপি যাহা অবশ্যই ফলে।
কিন্তু কারো সাধ্যনাই আগে তাহা বলে॥
যাবে কি থাকিবে প্রাণ তোমার কারণ।
কেমন করিয়া তাহা কহিব এখন॥

কিন্তু আমি এই কথা নিশ্চয় বলিব।
লেখা নাই তোমাকে যে ত্যজিয়া চলিব॥
বৈরক নন্দিনী কহে শুন মহাশয়।
বিচ্ছেদ যে হবে পুনঃ মনে নাহি লয়॥
এরূপ অদ্ভুত রূপে মিলন যে কালে।
বিধাতা লিখেন নাহি বিচ্ছেদ কপালে॥
হেন জ্ঞান নাহি হয় হারাইবে প্রাণ।
অবশ্য বন্ধন হতে পাব পরিত্রাণ॥
কিন্তু আমি এক কথা জিজ্ঞাসি তোমাকে।
ভাঙ্গিয়া কি পরিচয় দিয়াছ তাহাকে॥
কৌলফ কহিল তাহা বলা হয় নাই।
নির্ধনী বলিয়া কথা কহিতে কি পাই॥
রমণী অমনি বলে আছে সদুপায়।
যাইবে যখন কল্য কাজীর সভায়॥
বিখ্যাত মসুদ সাধু কোজণ্ডি নগরে।
তাহারি নন্দন তুমি জানাবে প্রকারে॥
আরো বিচারকে তুমি কবে দৃঢ় ভাবে।
জনকের সমাচার অতি শীঘ্র পাবে॥
একথা কহিলে কাজী বিশ্বাস যাইবে।
মসুদের পুত্র তুমি প্রকাশ পাইবে॥
কৌলফ কহিল ভাল তাহে ক্ষতি নাই।
ইহাতেও যদিস্যাৎ পরিত্রাণ পাই॥
একত্রে থাকিবে দোঁহে করিয়া বঞ্চনা।
এই ভরসাতে কত ঘুচিল ভাবনা॥
সুখ-আশা স্মরি যায় অন্তরের ভয়।
বর্ত্তমান সুখে মত্ত হইল উভয়॥
পরম আনন্দে নিশি উভয়ে বঞ্চিল।
ভয় জন্য বিঘ্ন তার কিছু না হইল॥
উঠিল অরুণ বৈরী করিয়া প্রভাত।
উভয়ের সুখভোগে পড়িল ব্যাঘাত॥
লইয়া কাজীর লোক আসিল টাহার।
উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে আঘাতে দুয়ার॥
উঠ যুবা সুখে আজি ঘুমাইলে মেলা।
কাজীর নিকটে চল হইয়াছে বেলা॥

শুনিয়া সাধুর পুত্র ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
দেলেরা কান্দিয়া পড়ে ভাবিয়া নৈরাশ॥
কৌলফ কহিল প্রিয়ে মুছ চক্ষু ধারা।
তোমার রোদন দেখি প্রাণ হয় সারা॥
হতাশ না হয়ে কর ভরসায় ভর।
ভাবনা করো না ভালো করিবে ঈশ্বর॥
দ্বিগুণ সাহস বৃদ্ধি হইতেছে যাতে।
বোধ হয় রক্ষা পাব তাঁর দৃষ্টিপাতে॥
যেমন শঙ্কট হোক্ নাহি করি ভয়।
দৃঢ় যে অন্তর ভীত হইবার নয়॥
এই মত যুবতীকে সান্ত্বনা করিয়া।
কপাট খুলিয়া দিল বসন পরিয়া॥
কাজীর লোকেরা সব দাড়াইয়া ছিল।
তখনি ধরিয়া তারে আদালতে নিল॥
কৌলফে দেখিবা মাত্র জিজ্ঞাসিল কাজী।
কহ শুনি মনে স্থির কি করিলে আজি॥
অনুমান করি তুমি ভাবিয়াছ সার।
প্রহার করিতে বুঝি হইবে না আর॥
অবশ্য মনেতে স্থির করিয়াছ তুমি।
"তুচ্ছ হয়ে উচ্চ আশা কিসে করি আমি"
তোমার সমান অতি দীন দশা যার।
সে এমন আশা করে বাতুলতা তার॥
অতএব বলি শুন ত্যজ দেলেরাকে।
তোমার সঙ্গতি নাহি রাখিতে তাহাকে॥
আব্দুল্লা কুমার বলে ধর্ম্ম অবতার।
সহস্র বৎসর আয়ু হৌক আপনার॥
নীচ বংশ নহি আমি কিম্বা হীন ধনে।
আপনি যে অনুভব করিছেন মনে॥
বাঞ্ছা ছিল পরিচয় দিবনা কাহাকে।
কিন্তু শেষে প্রকাশিতে হইল তোমাকে॥
মসুদ নামেতে সাধু কোজণ্ডিতে ধাম।
এক পুত্র মাত্র আমি রুকুদ্দীন নাম॥
মজাফর কিবা ধনী কর যার মান।
ইহা হতে পিতা মোর আরো ধনবান॥

যদি তিনি শুনিতেন দুর্দশার কথা।
আর এরূপেতে বিয়া হইয়াছে হেথা॥
সুবর্ণের তোড়া কত লইয়া কিঙ্কর।
সহস্র সহস্র উষ্ট্রে আসিত সত্বর॥
আমারি সহিতে ছিল যতেক জহর।
কি কহিব সব কাড়ি নিয়াছে তস্কর॥
এই হেতু প্রাণ রক্ষা করিলাম মঠে।
এজন্যে কি একেবারে দীন দশা ঘটে॥
এই দণ্ডে সমাচার লিখিব পিতাকে।
ইহার যথার্থ শীঘ্র জানাব তোমাকে॥
জিজ্ঞাসে তাহারে কাজী করিয়া সম্মান।
যথার্থ কি তুমি তবে মসুদ সন্তান॥
পড়িয়া অদৃষ্ট ক্রমে তস্করের হাতে।
সর্ব্বস্ব তোমার নষ্ট হয়েছে কি তাতে॥
কৌলফ কহিল প্রভু কিছু মিথ্যা নয়।
আকারেতে হয় না কি সত্য পরিচয়॥
জন্মি নাই দুঃখিনী মাতার গর্ব্ভে গিয়া।
মাতা পিতা পালে নাই মাটিতে ফেলিয়া॥
কাজী বলে কালি যদি ভাঙ্গিয়া কহিতে।
তবে তুমি এ যন্ত্রণা কিছু না সহিতে॥
মজাফর প্রতি তবে বিচারক কহে।
আজিকার বিচার কল্যের মত নহে॥
ভাগ্যবান যখন ইহার পিতা হয়।
স্বপত্নী ত্যজিতে কহা শাস্ত্র সিদ্ধ নয়॥
টাহার অমনি বলে একি মহাশয়।
ঠকের বাক্যেতে তুমি করিলে প্রত্যয়॥
মসুদের পুত্র ইহা সকলি অলীক।
কহিতেছে মারিপীট না হয় অধিক॥
কাজী বলে সত্যাসত্য কেমনে মানিব।
এখনি বা তার তথ্য কি রূপে জানিব॥
কিন্তু যাতে হয় তার একথা প্রমাণ।
রাখিব করিয়া তাহা তোমাদের মান॥
মজাফর বলে প্রভু এই মাত্র চাই।
ইতোধিক সন্ধানেতে প্রয়োজন নাই॥

কোজণ্ডি নগরে আজি দূত পাঠাইব।
ব্যয় যত হয় সব নিজে হতে দিব॥
মসুদের সঙ্গে মোর আছে পরিচয়।
অতিশয় ধনী বটে কথা মিথ্যা নয়॥
এই যুবা হয় যদি তাহার কুমার।
তবে ওরে দিব পুত্র বধূরে আমার॥
ইহাতে সম্মত আছি কহিল টাহার।
থাকিতে হইবে কিন্তু স্বতন্ত্র দোঁহার॥
কাজী বলে কি প্রকারে তাহা হতে পারে
ব্যবহারে দূষ্য ইহা না পাই বিচারে॥
পতি পত্নী দুই জন এক স্থানে রবে।
অন্যথা করিলে তাহা শাস্ত্র ছাড়া হবে॥
দূত পাঠাইয়া দেও এই ভাল মত।
মসুদের বাড়ী হবে সপ্তাহের পথ॥
এক পক্ষে সত্যাসত্য হইবে প্রচার।
তখন করিব সূক্ষ্ম ইহার বিচার॥
এই ব্যক্তি হয় যদি সাধুর নন্দন।
কেহ না কহিব ভার্য্যা ছাড়িতে তখন॥
কিন্তু অমূলক বাক্য হয় যদি তার।
মরিবে আমার হস্তে নাহিক নিস্তার॥
এরূপ বিচার কাজী করিল যখন।
বাদী প্রতি বাদী সবে চলিল তখন॥
মজাফর পুত্র সহ যাইয়া ভবনে।
তখনি পাঠায় দূত মসুদ সদনে॥
আসিল কৌলফ যুবা দেলেরার তথা।
বিস্তারিয়া জানাইল বিচারের কথা॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া ধনী হাস্য মুখে কয়।
হইল সমস্ত ভাল আর নাহি ভয়॥
দূত না আসিতে মোরা অগ্রে পলাইব।
বোখারা নগরে গিয়া বসতি করিব॥
বিবাহের যৌতুকেতে কাটাইব দিন।
থাকিব স্বচ্ছন্দে সুখে হয়ে বৈরিহীন॥
ইহা শুনি কৌলফের আনন্দ হইল।
রাত্রিযোগে পলাইতে মনস্থ করিল॥

কিন্তু দেখে চারিদিকে দিতেছে পাহারা।
সাধ্য কি ছাড়িয়া তাহা পলাবে তাহারা॥
এ আশা নিষ্ফলা হেরি ভাবে পুনর্ব্বার
বিপক্ষের পুরী মধ্যে না রহিব আর॥
আটক করিলে গিয়া কাজীরে কহিব।
তাহার সম্মতি নিয়া স্বতন্ত্র হইব॥
ইহা ভাবি কৌলফ চলিল সাধু পাশ।
কহিল তোমার গৃহে না করিব বাস॥
লইয়া যাইব দারা যথা লয় মন।
বিচারে পত্নীর প্রভু হয়েছি এখন॥
তারা যে স্বতন্ত্র হতে অনুমতি দিবে।
একথা কাহারো মনে কখনো না নিবে॥
টাহার বিশেষ পণ করিল তখন।
পত্নীরে অন্যত্রে নিতে দিব না কখন॥
কৌলফ আপন বাক্যে অটল রহিল।
পশ্চাতে কাজীকে গিয়া সকল কহিল॥
বিবাদের কথা কাজী হয়ে অবগত।
জিজ্ঞাসে কৌলফে কেন এ প্রকার মত।
আব্দুল্লা কুমার কহে শুন মহাশয়।
থাকিতে শত্রুর সঙ্গে লাগে বড় ভয়॥
সতত এ পরামর্শ দিতেন জনক।
গৃহে যদি শত্রু থাকে হইবে পৃথক॥
অতএব অন্য স্থানে করি গিয়া বাস।
যুবতীরো এই রূপ আছে অভিলাষ॥
ওরে মিথ্যাবাদী বেটা কহিল টাহার।
একথা কেমনে বল সাক্ষাতে সবার॥
একবার দেলেরা ক্রন্দন ছাড়া নয়।
যদবধি তোর সঙ্গে তার বিয়া হয়॥
তথাপিও লজ্জা নাই একথা কহিতে।
দেলেরা আমার গৃহে চাহে না রহিতে
কৌলফ কহিল ভয় দেখাও কি তার।
বলিয়াছি যেই কথা বলি পুনর্ব্বার॥
অন্তর সহিত জায়া মোরে ভাল বাসে
মুহূর্ত্তেক থাকিতে না চাহে শত্রু বাসে

এ কথা দেলেরা যদি আপনি না বলে।
তখনি ত্যজিব তারে শুনহ সকলে॥
সাক্ষী থাক কাজী তবে টাহার কহিল।
উহার কথায় মোর স্বীকার হইল॥
দেলেরারে আনাইয়া জিজ্ঞাস এখনি।
আপনার মত ব্যক্ত করিবে আপনি॥
কাজী বলে আমি তাহে দিলাম সম্মতি
দান্‌সেমন্দ গিয়া তারে আন শীঘ্রগতি॥
নায়েব তৎপর হয়ে কাজীর আজ্ঞায়।
আনি দিল রমণীকে তখনি সভায়॥
নিকটে আসিলে তারে বিচারক কহে।
পতি গৃহে থাকা কি তোমার বাঞ্ছা নহে॥
কহ কোন্ পতি প্রিয় অধিক তোমার।
কারে ভাল বাস তুমি কহ সারোদ্ধার॥
মনে মনে টাহার ভাবিল নিজ জয়।
দেলেরা আমার হয়ে কহিবে নিশ্চয়॥
আহ্লাদে সাহস দিয়া কহিল নারীকে।
নির্ভয়ে আপন বাঞ্ছা বলিবে কাজীকে॥
তাহাতেআকাংক্ষা সিদ্ধিহইবে তোমার
দুর্জ্জনের হস্ত হতে পাইবে নিস্তার॥
দেলেরা উত্তর করে ত্যজি মৌন ভাব।
ইচ্ছাতে যদ্যপি হয় প্রিয়জন লাভ॥
শুন তবে নরস্বামী মসুদ কুমার।
পরম স্নেহের পাত্র জানিবে আমার॥
এখন কাজীর কাছে এই ভিক্ষা চাই।
অনুমতি দেন মোরা স্থানান্তরে যাই॥
ভাল ভাল বলি কাজী টাহারেকে কহে।
দেখহ সকলে যুবা মিথ্যা বাদী নহে॥
টাহার আশ্চর্য্য হয়ে নারীর উত্তরে।
বিশ্বাস ঘাতিনী বলি হায় হায় করে॥
এত দূর মন আজি কেমনে ফিরিল।
কালিত ইহার চিহ্ন কিছু নাহি ছিল॥
কাজী বলে আর তার নাহিক উপায়।
যথা ইচ্ছা বসতি করিবে দুজনায়॥

এই কি বিচার তবে কহিল টাহার।
বিদেশী হইয়া জয় হইবে উহার ॥
মস্মুদের পুত্র কিনা না জানি বিহিত।
অক্লেশে ছাড়িয়া দিবে এই কি উচিত ॥
বিচারক বলে মনে না কর এমন।
প্রতারণা রাষ্ট হলে বধিব জীবন ॥
টাহার উত্তর করে কহে মহাশয়!
নাহি কি উহার মনে মরণের ভয় ॥
যদ্যপি দণ্ডার্হ হয় মনে হেন জ্ঞানে।
দূত ফিরে আসিতে কি থাকিবে এখানে॥
যথার্থই জানিতেছি পলাইবে শেষে।
দেলেরাকে সঙ্গে নিয়া যাবে কোন দেশে ॥
বোধহয় করিয়াছে যুক্তি দুজনায়।
স্থানান্তরে যাইবার এই অভিপ্রায় ॥
কাজী বলে কহ যাহা হয় অনুমান।
কিন্তু করাইব আমি তার সাবধান ॥
যেখানে থাকেনা কেন নগরে থাকিবে।
চৌদিগে পাহারা দিয়া চৌকীতে রাখিবে ॥
অপর কৌলফ আর দেলেরা যুবতী।
ভিন্ন হতে পাইলেন কাজীর সম্মতি ॥
সেই দিন ছাড়ি বৃদ্ধ সাধুর ভবন।
সরাইতে গিয়া বাস করিল দুজন ॥
ছিল যাহা দেলেরার যৌতুকের ধন।
আর হীরা মুক্তা আদি অঙ্গ অভরণ ॥
তাহাতেই ব্যবহার উপযুক্ত মত।
কিনাইল দাস দাসী দ্রব্য আদি যত ॥
রহিল আনন্দে যেন নাহি কারো ভয়।
অনায়াসে পলায়ন করিবে উভয় ॥
কিম্বা সে যথার্থ যেন মস্মুদ কুমার।
জানিয়াছে আসিবে উত্তম সমাচার ॥
বিবাদের বিবরণ রাখিতে গোপন।
পিতা পুত্র প্রাণপণে করিল যতন ॥
কিন্তু এত আকিঞ্চন হইল অসার।
ক্রমেতে নগর মধ্যে পাইল প্রচার ॥

রসিক নবীন যত ভাগ্যবন্ত ছিল।
বিখ্যাত প্রেমিক গণে দেখিতে আসিল ॥
তার মধ্যে এক দিন আসে এক জন।
মনোহর কান্তি দিব্য বসন ভূষণ ॥
রাজ কর্ম্মকারী রূপে পরিচয় দিয়া।
বলে আমি আসিয়াছি প্রসঙ্গ শুনিয়া ॥
তোমাদের মঙ্গলের বাসনা নিতান্ত।
সাধ্য মত শুভ চেষ্টা পাইব একান্ত ॥
এই রূপে হিত বাঞ্ছা করিতে প্রকাশ।
যথার্থ ভাবিয়া তারা করিল বিশ্বাস ॥
একত্রে ভোজনে তারে সমাদর করি।
বসিল ঘোমটা খুলি দেলেরা সুন্দরী ॥
কর্ম্মকারী চমকিত হেরিয়া সৌন্দর্য্য।
কৌলফে কহিল আর না হই আশ্চর্য্য ॥
যেরূপ কাজীর হাতে বদ্ধ হয়ে ছিলে।
শোভে না কখন হেন রূপ না হইলে ॥
নানা উপহার পাত্রে পরিপূর্ণ ছিল।
ভোজন করিতে তারা সকলে বসিল ॥
বিবিধ প্রকার সুরা আনি দাসীগণে।
ভোজনান্তে একে একে দেয় তিন জনে ॥
উল্লাসে ভাসিল রামা করি সুরাপান।
যন্ত্র নিয়া আরম্ভ করিল বাদ্যগান ॥
বীণায় বাজায় গায় কিবা সুললিত।
শুনি রাজকর্ম্মকারী হইল মোহিত ॥
তার পরে বীণা ছাড়ি লইয়া সেতারা।
তালমানে গান এক করিল দেলেরা ॥
এগীত রচনা রামা সে সময়ে করে।
কৌলফে যখন রাজা দেয় দেশান্তরে ॥
রমণীর খেদ উক্তি শুনিতে শুনিতে।
কৌলফের নেত্র বারি লাগিল বহিতে ॥
আশ্চর্য্য হেরিয়া কহে রাজ কর্ম্মকারী।
কি হেতু রোদন কর বুঝিতে না পারি ॥
শুনিয়া উত্তর করে আব্দুল্লা কুমার।
কি হইবে উপকার শুনিলে তোমার ॥

যেমন তোমার তাহে কার্য্য না দর্শিবে।
তেমনি আমার বলা নিরর্থ হইবে॥
পূর্ব্বের যন্ত্রণা সব পড়িতেছে মনে।
অন্তর তাপিত তাই দুর্ভাগ্য স্মরণে॥
ইহাতে না তুষ্ট হয়ে কর্ম্মকারী কয়।
দোহাই ভাঙ্গিয়া সব কহ মহাশয়॥
শুনিতে আমার বাঞ্ছা নহেক কেবল।
প্রার্থনা যথার্থ যাহে হইবে মঙ্গল॥
কোন মতে উপরোধ ছাড়িতে না পারে।
প্রকাশিয়া সব কথা কহিল তাহারে॥
বিশেষতঃ এই রূপ করিল স্বীকার।
সত্য কহি নাহি আমি মম্বুদ কুমার॥
দেলেরাকে পাব বলি করিলাম ছল।
কিন্তু হবে বঞ্চনায় বিপরীত ফল॥
প্রেরিত হয়েছে দূত কোজণ্ডি নগরে।
তিন দিন মধ্যে ফিরে আসিবে শহরে॥
রাখিয়াছে কাজী আরো পাহারা এখানে।
প্রতারণা রাষ্ট্র হলে বধিবে পরাণে॥
তথাপি মরণে দুঃখী নহি মহাশয়।
বিচ্ছেদ হইবে শেষ এই বড় ভয়॥
সেকাল কালের প্রতি সদা মন রাখি।
ভাবনা কেবল তাই তাহে ঝরে আঁখি॥
এরূপ কৌলফ যত কহে ইতিহাস।
চক্ষুজল পড়ে কত ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস॥
খেদ বাক্য শুনিতে শুনিতে যুবতীর।
ধারা বহে পড়িতে লাগিল নেত্র নীর॥
ক্রন্দন দেখিয়া রাজ কর্ম্মকারী কয়।
তোমাদের দুঃখ দেখি বড় দয়া হয়॥
ইচ্ছা করি হেন শক্তি থাকিত আমার।
করিতাম এবিচ্ছেদ হইতে নিস্তার॥
বিধির দোহাই মনে বাসনা এমন।
কিন্তু দেখিতেছি রক্ষা দুষ্কর এখন॥
হয় সে বিচার পতি দারুণ অবাধ্য।
তারে প্রতারণা করা বড়ই অসাধ্য॥

নাহিক এমন আশা বলি যদি তারে।
প্রতারক জনে ক্ষমা করিবারে পারে॥
অতএব এইমাত্র ভরসা এখন।
এক চিত্তে ঈশ্বরেরে করহ স্মরণ॥
বিপদে তারক প্রভু সর্ব্বশক্তি মান।
এশঙ্কটে তিনি ভিন্ন নাহি পরিত্রাণ॥
এরূপ প্রবোধ বাক্যে কত বুঝাইয়া।
রাজ কর্ম্মকারী গেল বিদায় হইয়া॥
তখন দেলেরা কহে কৌলফের কাছে।
মনুষ্য অনেক রূপ পৃথিবীতে আছে॥
দেখিয়া অন্যের দুঃখ আশ্বাসিয়া কয়।
মিষ্টবাক্যে তুষিয়া মনের কথা লয়॥
এই দেখ একজন এখনি আসিয়া।
গুপ্ত কথা জানি গেল আত্মীয় হইয়া॥
কে নাহি তাহার বাক্যে কহিত সুজন।
কিন্তু নিজ কর্ম্ম সারি করিল গমন॥
কৌলফ কহিল প্রিয়ে অনুমানে পাই।
এজন সুজন বটে মিথ্যা কহে নাই॥
শুনিতে দুঃখের কথা করেছিল ছল।
কর যদি হেন জ্ঞান ভ্রান্তি সে কেবল॥
কিন্তু পরিত্রাণ অতি দেখিয়া দুষ্কর।
বলিল ভরসা মাত্র আছেন ঈশ্বর॥
এবিপদে প্রাণ প্রিয়ে করিতে উদ্ধার।
বিধাতা ব্যতীত বল শক্তি আছে কার॥
পরস্পর দুইজনে ভাবে কত দুঃখ।
উভয়ের ভাবনাতে প্রকম্পিত বুক॥
দুই দিন দুই রাত্রি মনস্তাপে যায়।
পলাইবে কি প্রকারে ভাবিয়া না পায়॥
প্রহরীকে ধন দিয়া তুষিতে চাহিল।
কিন্তু তারা অর্থলোভে বশ না হইল॥
পঞ্চদশ দিন পরে হয় উপস্থিত।
ফিরিয়া আসিবে দূত বুঝিল নিশ্চিত॥
এদিন কালের প্রায় তাদের যেমন।
পূর্ব্বপতি সুপ্রভাত ভাবিল তেমন॥

গবাক্ষে ভানুর কর যখন লাগিল।
জীবনের শেষ দিন কৌলফ ভাবিল॥
ত্যজিয়া প্রাণের আশা সজল নয়নে।
কহিল দেলেরা প্রতি বিষণ্ন বদনে॥
জীবনের মত প্রিয়ে চলিলাম আজি।
নিশ্চয় আমাকে বধ করিবেন কাজী॥
তোমার সহিতে এই শেষ আলাপন।
এশরীরে আর দেখা হবেনা কখন॥
স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাক আমার মরণে।
ভালবাসি বলি কিন্তু রাখিও স্মরণে॥
কান্দিয়া২ নারী কহিল তাহাকে।
কেমনে বলিলে নাথ বাঁচিতে আমাকে॥
জীবনে কিফল আর তোমার মরণে।
বাঁচিতে কি কহ মোরে দুঃখের কারণে॥
মনে নাহি দিও স্থান পরাণে রহিব।
তোমার মরণ সঙ্গে সঙ্গিনী হইব॥
মরিব তোমার সনে দেখিবে টাহার।
এদেহে থাকিতে প্রাণ না হব তাহার॥
কিন্তু এ সমস্ত দোষ করিয়াছি আমি।
তবে কেন বল দেখি নষ্ট হবে তুমি॥
যদি নাহি বলিতাম অসত্য কহিতে।
তবে কিসে মিথ্যাবাদী বিচারে হইতে॥
তোমাকে কি হেতু বধ করিতে পারিবে।
অপরাধ মোর সব আমাকে মারিবে॥
অগত্যা অর্দ্ধেক ভাগী আমিত হইব।
তুমি যে মরিবে একা কভু না সহিব॥
অতএব দোঁহে চল যাই কাজী স্থানে।
প্রাণ কান্ত বিনা আর কায নাই প্রাণে॥
কৌলফ বিস্তর তারে বুঝাইয়া কহে।
মরণে প্রেমের চিহ্ন কভু যুক্ত নহে॥
কিন্তু নারী প্রতিজ্ঞায় অটল রহিল।
আর না সাধিবে বাদ কৌলফে কহিল॥
তর্কাতর্ক দুই জন করিছে যখন।
দ্বারেতে বিশাল শব্দ হইল তখন॥

ত্বরা করি দুই জনে দেখিলেন গিয়া।
আসিছে টাহার কাজী লোক জন নিয়া॥
ভয়েতে ভূতলে পড়ে বৈরক নন্দিনী।
অমনি আসিয়া ধরে যতেক বন্দিনী॥
রমণীকে রাখি তথা কৌলফ ত্বরিতে।
চলিল কাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে॥
কিন্তু কাজী আসে নাহি মারিবার তরে।
হাসিয়া প্রণাম করি কহে সমাদরে॥
গিয়াছিল দূত তব জনকের কাছে।
সুসম্বাদ নিয়া হেথা অদ্য ফিরিয়াছে॥
আসিয়াছে সঙ্গে তার ভৃত্য একজন।
নিয়া তব পিতা দত্ত নানাবিধ ধন॥
অতএব ভ্রান্তি শান্তি হইল সবার।
জানা গেল সত্য তুমি মসুদ কুমার॥
কিন্তু আমি কত শাস্তি দিয়াছি তোমাকে।
অপরাধ ক্ষমা তাহে করিবে আমাকে॥
এরূপ কাজীর কথা সাঙ্গ হলে পরে।
পিতা পুত্র তার জন্যে মনস্তাপ করে॥
টাহার কহিল ভার্য্যা দিলাম তোমায়।
আর মোর অধিকার নাহিক তাহায়॥
কৌলফ অবাক হলো শুনি এই সব।
নাহি পারে কিছুই করিতে অনুভব॥
মনে ভাবে এরা বুঝি করিছে বিদ্রূপ।
কি জানি কখন ধরে ভয়ঙ্কর রূপ॥
ভাবিতেছে এই রূপ সাধুর নন্দন।
হেন কালে উপস্থিত ভৃত্য এক জন॥
হস্ত চুম্বি লিপি দিয়া কৌলফেরে বলে।
জনক জননী তব আছেন কুশলে॥
আর কোন হেতু তাঁরা নহেন তাপিত।
কেবল তোমার তরে সদত ভাবিত॥
চক্ষু কর্ণ উভয়ের পথ পানে থাকে।
কখন জুড়াবে প্রাণ হেরিয়া তোমাকে॥
উত্তর না করি পত্র অবিলম্বে নিয়া।
পড়িল নীচের লেখা মনোযোগ দিয়া॥

হায় প্রিয় পুত্র মনে সুখ নাই আর।
যে অবধি নেত্র হারা হয়েছ আমার॥
অসুখ কন্টকে থাকি করিয়া শয়ন।
তব অদর্শন বিষে করিছে দাহন॥
মজাফর যেই দুত করিল প্রেরণ।
শুনিলাম তার মুখে সব বিবরণ॥
চল্লিশ উষ্ট্রের পৃষ্ঠে নানা দ্রব্য দিয়া।
জৌহরে দিলাম সঙ্গে শীঘ্র যাবে নিয়া॥
ত্বরায় পাঠাবে তব মঙ্গল সম্বাদ।
শুনিয়া সুস্থির হব জন্মিবে আহ্লাদ॥

কৌলফের পত্র পাঠ সাঙ্গ না হইতে।
দেখিল চল্লিশ উট প্রাঙ্গণে আসিতে॥
জৌহর কহিল প্রভু বল কি করিব।
এ সকল দ্রব্য নিয়া কোথায় রাখিব॥
কৌলফ ভাবিল মনে একি চমৎকার।
বুঝিতে না পারি কিছু কারণ ইহার॥
জৌহর আসিয়া কথা এই মত কয়।
যেন তার সঙ্গে পূর্ব্বে ছিল পরিচয়॥
কৌলফ চতুর অতি সতর্কে রহিল।
গৃহেতে তুলিয়া দ্রব্য রাখিতে কহিল॥
জিজ্ঞাসে জৌহরে পরে দেশের মঙ্গল।
ভালত আছেন বন্ধু বান্ধব সকল॥
আর সব ভাল প্রভু কহিল চাকর।
জননী জনক তব বিচ্ছেদে কাতর॥
বলিলেন এই কথা তোমাকে কহিতে।
সস্ত্রীক হইয়া দেশে ত্বরায় যাইতে॥
এরূপ জৌহর কহে সম্বাদ যখন।
কাজী মজাফর আর তাহার নন্দন॥
চৌকীদার নিবারণ করি তার পরে।
সন্তুষ্ট হইয়া সবে গেল নিজ ঘরে॥
নারীর নিকটে যুবা আসিল তখন।
সখীগণে যুবতীর করিল চেতন॥

ভার্য্যাকে বৃত্তান্ত সব জানাইয়া পরে।
মসুদ সাধুর পত্র দিল তার করে॥
লেখা পড়ি কহে ধনী ধন্য হে বিধাতা।
তুমি এ অদ্ভুত রূপে পরিত্রাণ দাতা॥
যেমন করিলে এক উভয়ের মন।
তেমনি করিলে রক্ষা বিপদে এখন॥
আহ্লাদ করো না প্রিয়ে সাধু পুত্র কহে।
এখনো আমরা দুঃখ হতে মুক্ত নহে॥
খ্যাত তুমি করিলে আমাকে যার নামে
অবশ্য তাহার বাস হবে এই ধামে॥
পাঠাইয়া দ্রব্যজাত তাহারি কারণ।
পিতা তার করিয়াছে এ পত্র প্রেরণ॥
জৌহর প্রভুর পুত্রে আগে দেখে নাই।
দূতের বাক্যেতে মোরে ভুলিয়াছে তাই
যদিস্যাৎ এই ভ্রম কিছুকাল রয়।
তবে হবে আমাদের অতি সুখোদয়॥
কাজীর পাহারা গেল উঠিয়া এখন।
অনায়াসে পলাইতে পারিব দুজন॥
কিন্তু শুন এই মোর হয় অনুভব।
দেশময় প্রচার হয়েছে জনরব॥
শুনিয়া মসুদ সুত কাজীকে কহিবে।
বিচারক নিজ দোষ সারিয়া লইবে॥
কে জানে এখনি যদি বলিয়াই থাকে।
আসিছে বিচারপতি ধরিতে আমাকে॥
এরূপ করিল যুক্তি সাধুর কুমার।
আশা ভয় দুয়ে মন অস্থির তাহার॥
মুহুর্মুহু ভাবে এই আসে বুঝি কাজী।
হইল চাতুরী চুর মরিলাম আজি॥
এঘোর সঙ্কটে পড়ি বড়ই ভাবিত।
ইতি মধ্যে সেই রাজ সভ্য উপস্থিত॥
সভ্য বলে শুনিলাম তোমার মঙ্গল।
বিধাতার কৃপাদৃষ্টি জানিবে কেবল॥
শ্রবণ করিতে আমি তাই আসিলাম।
কিন্তু কহ শুনি কেন ভাঁড়াইলে নাম॥

না দিলে আমায় কেন সত্য পরিচয়।
কি কারণে কহ নাহি মস্থদ তনয়॥
কৌলফ এ কথা শুনি করিল উত্তর।
দেখি নাই কভু আমি কোজগুি নগর॥
ডামাসেতে জন্ম আগে বলিয়াছি সব।
বহু কাল পিতৃ হীন হারাই বিভব॥
সভ্য বলে তবে কেন মস্থদ তোমায়।
পুত্র সম্বোধনে পত্র লিখিয়া পাঠায়॥
শুনিলাম বহুতর উষ্ট্র সাজাইয়া।
বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্য দিল পাঠাইয়া॥
যদি তুমি নাহি হবে তাহার নন্দন।
তবে কেন এ সকল করিবে প্রেরণ॥
কৌলফ কহিল বটে তাহা মিথ্যা নয়।
কিন্তু তবু নহি আমি তাহার তনয়॥
ইহা বলি কহে তাঁরে করিয়া বিস্তার।
ভ্রমেতেই ঘটিয়াছে এমন ব্যাপার॥
শুনি কর্ম্মকারী বলে ভ্রমই নিশ্চয়।
এ দেশে অবশ্য আছে মস্থদ তনয়॥
অতএব যুক্তি আমি দিতেছি এখন।
অদ্য রাত্রে হেথা হতে কর পলায়ন॥
কৌলফ কহিল তাই ভাবিয়াছি মনে।
পলাইব রজনী হইলে ছুই জনে॥
যদ্যপি কাজীর ভ্রম কালি দিন রয়।
তবেই মঙ্গল বটে শুন মহাশয়॥
কর্ম্মকারী বলে চিন্তা আর না উচিত।
ঈশ্বর সহায় বড় জানিবে নিশ্চিত॥
হইল যখন হেন মৃত্যু দণ্ডে ত্রাণ।
কি ভয় তোমার আর যাবে নাহি প্রাণ॥
এরূপ প্রবোধ বাক্য বিস্তর কহিয়া।
চলিলেন রাজ সভ্য বিদায় হইয়া॥
নির্জ্জন দেখিয়া পতি পত্নী ছুই জন।
পলাবার করিতে লাগিল আয়োজন॥
রাত্রি তাকাইয়া আছে স্থির করি সব।
এমন সময়ে দ্বারে শুনে কলরব॥
প্রাঙ্গণে তখনি দৃষ্টি করে আচম্বিত।
অশ্বারূঢ় কয় জন আসি উপস্থিত॥
দেখিয়া হইল প্রাণ কম্পিত দোঁহার।
ভাবিল আসিল কাজী করিতে সংহার
কিন্তু এই শঙ্কা দূর ত্বরায় হইল।
যে রূপ ভাবিল মনে তাহা না ঘটিল॥
প্রাঙ্গণে রাখিয়া অশ্ব সেই সৈন্যপতি।
গাঁঠরি লইয়া হাতে যায় শীঘ্রগতি॥
সমাদরে প্রণমিয়া কৌলফেরে কয়।
আসিয়াছি রাজার আদেশে মহাশয়॥
জানিয়াছে প্রভু তব সব ইতিহাস।
শুনিবে তোমার মুখে বড় অভিলাষ॥
সম্মানের যোড়া এই দিলেম তোমায়।
পরিয়া যাইতে শীঘ্র তাঁহার সভায়॥
কৌলফের কোন মতে হেন বাঞ্ছা নয়।
যাইয়া রাজাকে সব বিবরণ কয়॥
কিন্তু রাজ আজ্ঞা বুঝি কিছু না বলিল
যোড়া পরি সৈন্য সহ তখনি চলিল॥
বাহিরে দেখিল এক সুসজ্জিত ঘোড়া।
সুবর্ণ হীরায় তার সব সাজ মোড়া॥
সেনাপতি আসি তথা কৌলফেরে কয়।
এই অশ্ব আরোহণ কর মহাশয়॥
তুরঙ্গে চড়িয়া যুবা রাজ পুরে যায়।
অশ্বারূঢ় যত ছিল আগু পাছু ধায়॥
রাজ দ্বারে উপস্থিত হইল যখন।
আগু বাড়ি লইতে আসিল সভ্যগণ॥
সমাদরে তারে নিয়া করিল গমন।
যে স্থানে বসিয়া ছিল অস্বেক রাজন॥
সম্ভ্রমে প্রধান মন্ত্রী নিজে উঠি পাছে।
করে ধরি নিয়া গেল ভূপতির কাছে॥
গজদন্ত সিংহাসনোপরি নরপতি।
বসনে ভূষিত কত রত্ন হীরা মতি॥
দেখিয়া সভার শোভা লোকের জমক।
কৌলফের চক্ষে আরো লাগিল চমক॥

অস্বেক নৃপতি প্রতি না তুলিয়া আঁখি।
প্রণমিতে যায় যুবা অধোনেত্র রাখি ॥
চমৎকৃত হেরি তারে কহিল রাজন।
কহ তব বিবরণ মম্মুদ নন্দন ॥
শুনিয়াছি গল্প অতি আশ্চর্য্য তোমার।
অকপটে কহ তাই বাসনা আমার ॥
শুনা শব্দ যেন শুনে রাজার কথন।
আশ্চর্য্য হইয়া যুবা তুলিল নয়ন ॥
চাহিয়া দেখিল রাজ কর্ম্মকারী যিনি।
সিংহাসনোপরি বসি অন্য নন তিনি ॥
একি সর্ব্বনাশ ভূপে বলিছি সকল।
ইহা ভাবি ভূমে পড়ে চক্ষে বহে জল ॥
উজীর তুলিয়া তারে কহিল তখন।
ভয় নাই ধর গিয়া রাজার চরণ ॥
শুনি সাধু পুত্র ভূমি হইতে উঠিয়া।
রাজার চরণ ধরে ধরায় লুটিয়া ॥
পাছু হাঁটি আসি পরে আব্দুল্লা তনয়।
হেট মাথা করি তথা দাঁড়াইয়া রয় ॥
সিংহাসন ছাড়ি ভূপ আসি তার কাছে।
করে ধরি নিয়া যায় অন্য ঘরে পাছে ॥
রাজা বলে শুন কহি আব্দুল্লা কুমার।
ভয় ত্যজ নাহি আর বিপদ তোমার ॥
দেলেরা সহিতে নাহি বিচ্ছেদ হইবে।
উভয়ে আমার গৃহে স্বচ্ছন্দে রহিবে ॥
মির্জান রাজার কাছে ছিলে যে প্রকার।
সেরূপ সম্পদ হেথা হবে পুনর্ব্বার ॥
পত্নী প্রেমাধীন তুমি শুনিয়া শ্রবণে।
সাক্ষাৎ করিতে যাই তোমার ভবনে ॥
দেখিয়া হইল স্নেহ, আর পরিচয়।
কহিলে যখন মোরে করিয়া প্রত্যয় ॥
তখন হইল বড় বাসনা আমার।
তোমাদিগে সে শঙ্কটে করিতে উদ্ধার ॥
অতএব দেখিয়াছ চক্ষে আপনার।
করিয়াছি যেইরূপে সে দায়ে নিস্তার ॥
কোজণ্ডি হইতে যদি দূত ফিরে দেশে।
ভাবিলাম বিপরীত হইবেক শেষে ॥
এই জন্যে পথে এক ভৃত্য রাখিলাম।
বলিতে দূতেরে ইহা করি মোর নাম ॥
আসি মজাফরে হেন সমাচার কয়।
তাহে যেন অভিপ্রায় মন্দ নাহি হয় ॥
এ বিষয়ে যত ছিল বাসনা আমার।
এখন সম্পূর্ণ সিদ্ধি হইয়াছে তার ॥
রাজার কথায় যুবা আশ্চর্য্য মানিল।
চরণে ধরিয়া তাঁর পড়িয়া রহিল ॥
পরে সেই দিবসেই আব্দুল্লা কুমার।
আনাইল দেলেরাকে পুরীতে রাজার ॥
ভূপতি দিলেন স্থান অতি মনোনীত।
করিলেন বেতন বিস্তর নিয়মিত ॥
পারক পণ্ডিতে রাজা পশ্চাতে ডাকিয়া
তাহাদের প্রেমগল্প রাখিল লিখিয়া ॥

পুরুষের আচরণ, প্রশংসিতে বিবরণ,
বর্ণন করিয়া ধাত্রী পরে।
মৌনভাবেএইভাবে,রাজকন্যাকোন্‌ভাবে
কি প্রকার ভাব ব্যাখ্যা করে ॥
কিন্তু সে পুষ্কর আঁখী, পুরুষের গুণঢাকি,
সদা নাকি এই ভাবে ধায়।
কৌলফ নির্দোষী গণ্য,তবু না বলিয়াধন্য,
কিছু দোষ ধরিতেই চায় ॥
কহ একি সখীগণ, পুরুষের আচরণ,
সট্টমিমী যেরূপ কহিল।
যখন মির্জান রায়, দূরীকৃত করে তায়,
দেলেরায় মনে না হইল ॥
বিদায় না নিয়া তার, হইল নগর পার,
একবার দেখিল না তারে।
এই কি উচিত কর্ম্ম, প্রেমের কি এইধর্ম্ম,
কিরূপে প্রশংসা হতে পারে ॥

সত্যবটে রাজাজ্ঞায়, বাধিত করিলতায়,
অচিরায় ত্যজিতে সে স্থান।
কিন্তু প্রেমে যার মন, বাঁধা থাকে অনুক্ষণ,
সে কখন করে কি প্রস্থান॥
প্রদীপ্ত অনলে ধায়, সলিলে ডুবিতে যায়,
সে জনায় প্রেমিক কহিব।
ইহা ভিন্ন দোষ আর, গুপ্ত আছে কত তার,
শুন তাহা কিঞ্চিৎ বলিব॥
যেজন একেরে ভজে, সেকিআর অন্যেমজে,
জায়া ত্যজে কথায় কথায়।
হইলে সহস্র দায়, অন্যনারী নাহি চায়,
ভুলিতে কি পারে দেলেরায়॥
আরো দেখভাবিমনে, যখন দেলেরা সনে,
দৈবগুণে হইল মিলন।
কেমনেবলিলতারেত্যজিবকালিতোমারে
কি বিচারে হইবে এমন॥
সন্দেহ কি আছে তার, অবশ্য হইত পার,
এইবারো সেরূপ করিয়া।
যদিনা সে মনোহরী, মিষ্টবাক্যে তুষ্টকরি,
না কান্দিত চরণে ধরিয়া॥
সরল প্রেমিক যেই, তাহার কি কর্ম্ম এই,
সে কি সখী এমন কঠিন।
পলাইতেসেকিচায়, প্রাণাধিক দেখে যায়,
করি তায় পরের অধীন॥
ধাত্রী করি যোড় পাণি, কহে শুন ঠাকুরাণী,
সত্য মানি তোমার বচন।
কিন্তু কহি যুক্তিসার, প্রশংসা উচিত তার,
মন যার মিথ্যায় বর্জন॥
রাখে প্রেম মনে২, না কহিয়া সঙ্গোপনে,
আকিঞ্চন ভিতরে ভিতর।
একরূপ প্রেমিক যেই, বিশ্বাসের পাত্র সেই,
তার দেই প্রশংসা বিস্তর॥
আর গল্প বলি তবে, শুনিলে সন্তুষ্টা হবে,
ভ্রম আর নারবে তোমার।
তাহাতে পুরুষ প্রতি, হইবে সরল মতি,
এই রীতি জানিবে আমার॥
এ কথা শ্রবণ করি, ছিল যত সহচরী,
অবিলম্বে সবে প্রশংসিল।
নূতনগল্পেরআশে, সকলে আনন্দে ভাসে,
ধাত্রী পরে গল্প আরম্ভিল॥

কালফ রাজপুত্রের ইতিহাস।

ছিল এক নরপতি অস্ত্রাকন দেশে।
তৈমুর বিখ্যাত নাম প্রবীণ বয়েসে॥
কালফ তাঁহার পুত্র সর্ব্ব গুণ ধাম।
মহাবীর বলবন্ত গঠন সুঠাম॥
মহা মহা অধ্যাপক পণ্ডিত প্রধান।
বিদ্যাতে রাজার পুত্র তাদের সমান॥
অনায়াসে বুঝিতেন কোরাণের টীকা।
মুখাগ্রেতে মহম্মদ কৃত প্রহেলিকা॥
ফলতঃ কহিত লোকে আসিয়ার বীর।
পাণ্ডিত্যে ফিনিক্‌স্‌তুল্য অত্যন্ত সুধীর॥
বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর যখন।
ধরাতলে তুল্য তার ছিল না তখন॥
জনকেরে পরামর্শ আপনি কহিত।
যুক্তি শুনি মন্ত্রীগণ আশ্চর্য্য হইত॥
যদ্যপি কখন যুদ্ধ করিতে যাইত।
সেনাপতি হয়ে রণ জিনিয়া আসিত॥
প্রতাপ দেখিয়া প্রতিবাসী রাজাগণ।
ভয়ে না করিত কোন মন্দ আচরণ॥
একরূপ সম্পদ তার পিতার যখন।
কার্জ্জম হইতে দূত আসিল তখন॥

সমাচার জানাইল রাজার সম্মুখে।
রাজস্ব হইবে দিতে আমার প্রভুকে॥
প্রণয়ে যদ্যপি কর না দেন এখন।
ত্বরায় আসিয়া যুদ্ধ করিবে রাজন॥
আনিবেন দুই লক্ষ সৈন্য তাঁর সনে।
রাজ্য নিয়া প্রাণ নষ্ট করিবেন রণে॥
মন্ত্রীগণে ডাকি রাজা পরামর্শ করে।
যুক্তি কি অযুক্তি কর দিতে নৃপবরে॥
রাজপুত্র আদি যত সভ্যগণ ছিল।
সকলে তাহারা প্রায় রণে মত দিল॥
অতএব কর দিতে না করি স্বীকার।
ফিরাইয়া দিল দূত কার্জ্জন রাজার॥
তদন্তর প্রতিনিধি পাঠান ত্বরিতে।
প্রতিবাসী রাজাগণে জ্ঞাপন করিতে॥
লোভার্থী কার্জ্জমি রাজা কর নিতে চায়
সংগ্রাম তাহার সঙ্গে হইবেক তায়॥
এদেশের কর যদি নিতে পারে তবে।
তোমাদের নিকটেও ক্রমে তাহা লবে॥
এবিষয়ে সকলেরি অমঙ্গল বটে।
অতএব পক্ষ হও যদি যুদ্ধ ঘটে॥
প্রতিবাসী রাজাগণ শুনি সমাচার।
সাহায্য করিতে যুদ্ধে করিল স্বীকার॥
তার মধ্যে সর্কসি জাতীয় জমীদার।
অর্দ্ধলক্ষ সৈন্য দিতে করে অঙ্গীকার॥
এসব আশ্বাসে রাজা করিয়া নির্ভর।
নিজ সেনা আহরণ করিল বিস্তর॥
তৈমুর এরূপ সজ্জা করেন যখন।
আসিতে লাগিল হেথা কার্জ্জমি রাজন।
দুইলক্ষ যোদ্ধা সৈন্য সঙ্গে ছিল তাঁর।
কোজগুি নগরে নদী হইলেন পার॥
আইলাক্ সেগালাক দেশে পরে আসি
সৈন্য জন্য খাদ্য দ্রব্য নিল রাশি২॥
তথা হতে জঙ্গি দেশে আসিয়া পড়িল।
তখনো এদেশে সৈন্য প্রস্তুত না ছিল॥
সর্কসীয়া সেনা আর অন্য রাজাগণ।
উত্তরিতে পারে নাই আসিয়া তখন॥
পশ্চাৎ যে কালে সবে আসিয়া মিলিল।
সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে কালফ চলিল॥
কিন্তু জঙ্গি খণ্ডে আসি শুনিলেন কথা।
কার্জ্জম রাজার সৈন্য আসিয়াছে তথা॥
যুবরাজ তখনি গমনে ক্ষান্ত দিয়া।
করিল রণের শ্রেণী সৈন্য সাজাইয়া॥
সংখ্যায় সমান প্রায় ছিল দুই দল।
তুল্যই শিক্ষিত রণে উভয়ের বল॥
আরম্ভ হইল যুদ্ধ ঘোরতর অতি।
তুল্য যুঝে উভয়ের সেনা সেনাপতি॥
কার্জ্জম ভূপতি বীর সুপারক রণে।
সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ করে প্রাণপণে॥
এদিকে কালফ তবু যোদ্ধা অভিনব।
কিন্তু বল প্রকাশিল তাহে অসম্ভব॥
করিল উভয়ে রণ এমন সাহসে।
না হইল কার জয় সমস্ত দিবসে॥
সন্ধ্যাকালে দুই পক্ষ ক্ষান্ত দিল রণে।
প্রত্যুষে করিবে যুদ্ধ স্থির ভাবি মনে॥
সর্কসীয়া সেনাপতি রাত্রিতে গোপনে।
সাক্ষাৎ করিল গিয়া কার্জ্জমির সনে॥
কহিল লিখিয়া যদি দেও নৃপবর।
আমার নিকটে আর না লইবে কর॥
তবে আমি সেনা নিয়া যাই নিজ দেশে।
কল্য প্রাতে বিজয়ী হইবে বিনা ক্লেশে॥
ইহা শুনি অবিলম্বে কার্জ্জমি রাজন।
লেখা পড়া তারসঙ্গে করিল তখন॥
তদন্তর সেনাপতি হইয়া বিদায়।
আপনার বাসে আসি রজনী পোহায়॥
পরদিনে রণ সজ্জা হইল যখন।
সর্কসীয়া সৈন্যগণ গেল না তখন॥
ছাড়িয়া রাজার পুত্রে সর্কসির বল।
গমন করিল দেশে ত্যজি রণস্থল॥

কালফ দেখিয়া এই অবিশ্বাসি কাষ
ক্ষীণ হেতু বাঞ্ছা নহে করে যুদ্ধ সাজ ॥
কিন্তু ইচ্ছাধীন নহে চাহিলে কি পারে।
পড়িল বিপক্ষ সেনা আসি একেবারে ॥
সর্কসীয়া সেনাগণ গেল ভঙ্গ দিয়া।
সমর করিল তবু আত্ম সৈন্য নিয়া ॥
সেনাগণ কুমারের বিক্রম দেখিয়া।
সাহসে করিল যুদ্ধ সংগ্রামে থাকিয়া ॥
পরে শ্রেণী ভঙ্গ হলে রাজার নন্দন।
ত্যজিয়া জয়ের আশা করে পলায়ন ॥
কার্জ্জনের ভূপ এই সম্বাদ পাইয়া।
ধরিতে বিস্তর সেনা দিল পাঠাইয়া ॥
কিন্তু শত্রু এড়াইয়া রাজার তনয়।
কিছু দিনে গেল যথা পিতার আলয় ॥
সেখানে সকলে ভয় দুঃখেতে ভাসিল।
যখন শুনিল যুদ্ধে হারিয়া আসিল ॥
ইহাতেই বৃদ্ধ রাজা পাইল তরাস।
পশ্চাৎ সংবাদে আরো হইল নৈরাশ ॥
আসি এক ভগ্ন সেনা দিল সমাচার।
পড়িয়াছে সব বল অস্ত্রেতে রাজার ॥
সেনাগণ নিয়া শত্রু আসিছে ত্বরিতে।
রাজ পরিবার সব বিনাশ করিতে ॥
রাজা বলে হায় একি ঘটিল প্রমাদ।
করিলাম কেন কর না দিয়া বিবাদ ॥
কবির প্রসিদ্ধ কথা আছে এই বটে।
চোর পলাইলে পরে বুদ্ধি হয় ঘটে ॥
সময় সংক্ষেপ কিন্তু বিলম্ব না সয়।
শত্রু পাছে আসি পড়ে হয় মহা ভয় ॥
সঙ্গে নিয়া দারা সুত আর প্রিয় জন।
রাজধানী হতে রাজা করে পলায়ন ॥
রাজার সহিত যায় সভাসদ কত।
আর কালফের সঙ্গি সেনাগণ যত ॥
প্রস্থান করিল সবে বগারির পানে।
আশ্রয় লইতে কোন ভূপতির স্থানে ॥
এই ভাবে কয় দিন পথি মধ্যে ফিরি।
তদন্তর পাইলেন ককেশশ গিরি ॥
দস্যুরা হাজার চারি ছিল সেই স্থলে।
আচম্বিতে পড়ে আসি নৃপতির দলে ॥
রাজার সেনার সংখ্যা ঊর্দ্ধ চারি শত।
তথাপি যুঝিয়া শত্রু বিনাশিল কত ॥
অবশেষে রাজবল হইল নিধন।
পড়িল দস্যুর হস্তে ভূপাল তখন ॥
দস্যুগণ কেহ ধন লুটিয়া লইল।
কেহ কেহ সঙ্গি গণে কাটিতে লাগিল ॥
রাজা রাণী রাজ পুত্রে প্রাণে না মারিয়া
সর্ব্বস্ব লইল প্রায় বিবস্ত্র করিয়া ॥
যখন রাজার গেল ধন জন সব।
কি হইল মনোদুঃখ কর অনুভব ॥
সঙ্গিদের দশা দেখি নৃপতি কহিল।
আমার এখনি মৃত্যু কেন না হইল ॥
মনোদুঃখে মহাদুঃখী হইয়া রাজন।
আত্মহত্যা করিবারে করিল গমন ॥
নেত্র নীরে ভাসে রাণী দুর্ভাগ্য হেরিয়া।
পর্ব্বত বিদীর্ণ করে ক্রন্দন করিয়া ॥
কেবল রাজার পুত্র চিন্তা না করিল।
এমন বিপদ তবু সাহস ধরিল ॥
নানা শাস্ত্র পড়ি জ্ঞান তত্ত্বে গুণবান।
জ্ঞান নীরে শোক বহ্নি করিল নির্ব্বাণ ॥
ভাবনায় মগ্ন দেখি জননী পিতায়।
কাতর হইয়া মিষ্ট বচনে বুঝায় ॥
শুনগো জননী পিতা কি লাগি ভাবনা।
বিধাতার কর্ম্ম ইহা অগ্রে কি জান না ॥
ভেবে দেখ আমরা কি আগে রাজবংশে।
পড়িয়াছি বিধাতার কোপানল অংশে ॥
দেশত্যাগী হয়ে পূর্ব্বে রাজা কত শত।
ভ্রমিয়াছে দেশ দেশ বিবেকির মত ॥
শেষে অদৃষ্টেতে আনি দেয় প্রজাগণে।
রাজ্য করে সুখে পুনঃ বসি সিংহাসনে ॥

যদ্যপি পারেন বিধি রাজত্ব হরিতে।
আছে তাঁর সাধ্য পুনঃ প্রদান করিতে॥
অতএব কর এই ভরসা এখন।
বিধাতা করিবে সব দুঃখেরি মোচন॥
হইবে পুনশ্চ শুভদিনের প্রকাশ।
এঘোর দুঃখের নিশি হইবেক নাশ॥
যাবৎ সন্তান যুক্তি কহে এই রূপ।
মনোযোগে শুনে বাক্য রাণী অরি ভূপ॥
সন্তুষ্ট হইয়া পরে কহে নরোত্তম।
মানিলাম যুক্তি তব যথার্থ উত্তম॥
অদৃষ্টের লিপি কভু খণ্ডিবার নয়।
অতএব দুঃখ সহ্য উপযুক্ত হয়॥
ইহা বলি রাজা রাণী সহিত নন্দন।
অশ্বাভাবে পদব্রজে করিল গমন॥
চলিতে অভ্যাস নাহি মহাক্লেশে যায়।
করিতে জীবন রক্ষা বন্য ফল খায়॥
এই রূপে কিছু কাল ভ্রমি তিন জনে।
ভুলিয়া পড়িল গিয়া মহা ঘোর বনে॥
সে অরণ্য মরুস্থান ফল নাহি তায়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা অতিশয় না দেখে উপায়॥
অথর্ব দুর্ব্বল রাজা বয়সে প্রাচীন।
অনাহারে তাহে আরো হইলেন ক্ষীণ॥
শ্রমেতে কাতরা হয়ে রমণী তাঁহার।
দাঁড়ায় এমন শক্তি না রহিল আর॥
আপনি কাতর তবু কালফ তখন।
মধ্যে মধ্যে উভয়েকে করিল বহন॥
এই মত পরিশ্রমে গেল এক স্থানে।
ভয়ঙ্কর শৃঙ্গ তারা দেখে বিদ্যমানে॥
গিরিবর উচ্চতর ভীষণ শিখর।
গভীর গহ্বর তাহে অতি ভয়ঙ্কর॥
কঠিন দুর্গম স্থান দেখি ত্রাস লাগে।
পর্ব্বত ছাড়িয়া মাঠ দেখে অগ্রভাগে॥
তাহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাহি আর।
অগম্য কণ্টক বন দুই দিকে তার॥
একে শ্রম তাহে ক্ষুধা তৃষ্ণাতে কাতর।
কেমনে হইবে পার হইল ফাঁপর॥
গিরি হেরি রাজরাণী সশঙ্কিত মনে।
কাঁদিয়া উঠিল ভয়ে সেই মহাবনে॥
নৃপতি বিষম দুঃখে অধৈর্য্য হইল।
অসহ্য ভাবিয়া পরে পুত্রকে কহিল॥
এই রূপ দুঃখ হয় বাঁচিয়া থাকিলে।
কিফল বিফল আর জীবন রাখিলে॥
করিয়াছি কত ভোগ আর নাহি চাই।
মরিব প্রতিজ্ঞা এই প্রাণে কায নাই॥
এই মহা গহ্বরেতে ঝাঁপ দিব এবে।
অদৃষ্টের লেখা ছিল এতে মৃত্যু হবে॥
এড়াব দুঃখের হস্তে হইয়া পতন।
এমন জীবন হতে মঙ্গল মরণ॥
ভূপতি মনের দুঃখ প্রকাশি এমত।
গহ্বরেতে ঝাঁপিতে হইল উদ্যত॥
কালফ অমনি ধরি জনকেরে কয়।
নিদারুণ কর্ম্ম কেন কর মহাশয়॥
কিজন্য উদ্যত আত্মহত্যা করিবায়।
এইকি সহ্যের চিহ্ন তব শোভা পায়॥
বিধাতার মতে কেন হেন ব্যগ্রভাব।
ধরিতে উচিত হয় সহিষ্ণু স্বভাব॥
ইহাতে না করি কেন পরিতোষ তাঁর।
কৃপাদৃষ্টি আমাদিগে হইবেক যাঁর॥
সত্য বটে হইয়াছে ক্লেশ বহুতর।
সম্মুখে অতলস্পর্শ প্রকাণ্ড গহ্বর॥
এই পথে গেলে পরে লোক নাহি বাঁচে।
কিন্তু অনুভব হয় অন্য পথ আছে॥
তুমি মাত্র থাক হেথা জননী সহিত।
পথ দেখি আমি ফিরে আসিব ত্বরিত॥
এই রূপ জনকেরে কহি নানা মত।
চলিল রাজার পুত্র অন্বেষিতে পথ॥
পর্ব্বতের চতুর্দিকে রাজপুত্র যায়।
আর পথ কোন স্থলে দেখিতে না পায়॥

কাতর হইয়া ভূমে পড়িয়া তখন।
ঈশ্বরে স্মরিয়া যুবা করিল রোদন॥
কিঞ্চিৎ বিলম্বে চলে অন্যদিক্ পানে।
অকস্মাৎ পথ এক দেখে বিদ্যমানে॥
ঈশ্বরে তখন বহু ধন্যবাদ করি।
চলিল নরেন্দ্র স্মৃত সেই পথ ধরি॥
শেষে এক বড় বৃক্ষ নিকটে দেখিয়া।
ধায় যুবরায় তথা প্রফুল্ল হইয়া॥
পরে দেখে তরুতলে দিব্য সরোবর।
তাহাতে শীতল বারি অতি মনোহর॥
সেই খানে শোভা পায় বৃক্ষ কত শত।
বিবিধ ফলের ভরে শাখা সব নত॥
হেরিয়া হরিষে শীঘ্র রাজার কুমার।
মাতা পিতা স্থানে গেল দিতে সমাচার॥
পুলকিত রাজা রাণী শুনিয়া সম্বাদ।
ভাবিল যাইবে ক্ষুধা ঘুচিবে বিষাদ॥
যুবরাজ তাঁহাদিগে সরোবরে আনে।
হস্ত মুখ প্রক্ষালন করে সেই খানে॥
তৃষ্ণায় কাতর আগে পান করে জল।
পরেতে খাইতে পুত্র আনি দেয় ফল॥
অনাহারী কয় দিন কিছু না খাইয়া।
সুখাদ্য ভক্ষণ করে আহ্লাদ করিয়া॥
পশ্চাৎ জনক প্রতি কহিল কুমার।
দেখ পিতা নিরর্থক বৈরক্তি তোমার॥
ভাবিয়াছ আমাদিগে বিধাতা নির্দয়।
কিন্তু দেখ স্মরণেতে হলেম সদয়॥
বধির নহেন বিধি দুঃখীর স্মরণে।
যাহাদের মন প্রাণ তাঁহার চরণে॥
ভ্রমণে কাতর সবে বলে অতি ক্ষীণ।
সরোবর তটে বাস করে তিন দিন॥
ফল মূল পরে কিছু সঙ্গে করি নিয়া।
লোকালয়ে যান তাঁরা সেই মাঠ দিয়া॥
ছাড়িয়া কতক পথ নরপতি ধান।
দেখিল অনতি দূরে শোভে জন স্থান॥

আনন্দে তখনি যায় নগরের পানে।
প্রবেশ দ্বারেতে আসি থাকে সেই খানে
বসন ভূষণ হীন শ্রমেতে কাতর।
বাসনা ছিলনা দিনে প্রবেশে নগর॥
যাইব রজনী ভাগে ভাবি এই মনে।
বৃক্ষতলে শয়ন করিল তিন জনে॥
এইরূপে কিছুকাল সেই স্থানে আছে।
হেন কালে বৃদ্ধ এক আসিলেন কাছে॥
সমাদরে তাঁহাদিগে করিয়া প্রণাম।
বসিলেন সেই খানে করিতে বিশ্রাম॥
নৃপতি উঠিয়া বৃদ্ধে প্রণমিয়া তথা।
জিজ্ঞাসা করিল সেই নগরের কথা॥
প্রাচীন কহিল জ্যাক নগরের নাম।
নরপতি এলেঞ্জ খাঁ তাঁর রাজ ধাম॥
তোমাদের জিজ্ঞাসায় মনে হেন লয়।
কিছুই জান না যেন এদেশের নয়॥
রাজা বলে মহাশয় যাহা বল মানি।
আমরা বিদেশী লোক তত্ত্ব নাহি জানি॥
কার্জ্জম নামক ধামে আমাদের ঘর।
বাণিজ্যে কাটাই কাল নিজে সদাগর॥
কাপচকে জাই মোরা মিলি সাধুদল।
পথেতে পড়িল আসি দস্যুদের বল॥
প্রাণমাত্র রাখি সব লুঠ করি শেষে।
ছাড়ি দিল আমাদিগে এই দৈন্য বেশে॥
আসিলাম ককেশশ গিরি হয়ে পার।
কিছুমাত্র আমরা না জানি হেথাকার॥
দয়ালু স্বভাব বৃদ্ধ পরহিতে রত।
শুনিয়া দুঃখের কথা খেদকরে কত॥
মনের সারল্য ভাব জানাইতে পরে।
আপনি কহিল আসি থাক মোর ঘরে॥
উপরোধ না ঠেলিয়া বৃদ্ধের কথায়।
অঙ্গীকার করিলেন থাকিতে তথায়॥
পরেতে যখন অস্ত গেল দিন মণি।
নিজ বাসে তাহাদিগে আনিল আপনি॥

দ্বারে আসি কহে বৃদ্ধ চাকরের কাণে।
ভৃত্য গিয়া কাপড়িয়া মহাজনে আনে॥
সম্মুখেতে মহাজন বস্তা খুলি দিল।
রাজা আর যুবরাজ ইচ্ছামত নিল॥
মহিষী আপনি বস্ত্র নিল তার পরে।
মনোহর যে অম্বর স্ত্রীলোকেতে পরে॥
তদন্তর বিদায় করিয়া মহাজনে।
আহার আনিতে বৃদ্ধ কহে ভৃত্য গণে॥
আসিয়া কিঙ্কর দ্বয় আজ্ঞায় তাহার।
সাজাইল গৃহ মধ্যে বিবিধ আহার॥
মদ্য মাংস মংস্য আদি খাদ্য নানা মত।
মিঠাই মিষ্টান্ন আর ফল মূল কত॥
পরে বৃদ্ধ তাহাদিগে তিন জনে নিয়া।
হর্ষ মনে ভোজনেতে বসিলেন গিয়া॥
ভোজনান্তে দিল সুরা আনিয়া সম্মুখে।
খাইতে লাগিল বৃদ্ধ পরম কৌতুকে॥
মদে মত্ত হয়ে তবে নানা কথা কয়।
তাহারা সকলে যাহে আনন্দিত হয়॥
কিন্তু বৃথা হলো তার সব আকিঞ্চন।
নিয়ত চিন্তায় মগ্ন থাকে তিন জন॥
তাহা দেখি বৃদ্ধ বলে একি চমৎকার।
প্রফুল্ল অন্তর নাহি দেখি এক বার॥
দস্যুরা নিয়াছে ধন সেই ভাবনায়।
চিরকাল থাকিবে কি মনো যাতনায়॥
ভাবিলে কি এঘটনা অদ্ভুত নিতান্ত।
কাহারো এমন আর নাহিক দৃষ্টান্ত॥
পথিক নামায় আর মহাজন যত।
নিত্য নিত্য এমন বিপদে পড়ে কত॥
আমি নিজে চোর করে হয়েছি পতন।
মৌজল ছাড়িয়া যাই বোগ্দাদে যখন॥
কাড়িয়া সকল ধন নিল দস্যু গণ।
কেবল লইয়া প্রাণ করি পলায়ন॥
সে ঘটনা তুল্য বটে তোমাদের সনে।
কিন্তু তথাপিও চিন্তা করি নাহি মনে॥
বিবরণ কহি শুন করিয়া বিস্তার।
শ্রবণে এ মন দুঃখে পাইবে নিস্তার
একথা বলিয়া বৃদ্ধ ইঙ্গিত করিল।
অনুচর সকলেতে তখনি সরিল॥
তাঁহাদের সঙ্গে বৃদ্ধ বসি সেই ঘরে।
এই রূপ বিবরণ আরম্ভন করে॥

ফদলল্লা রাজার ইতিহাস।

বির্নাটক খ্যাতি রাজা মৌজলেতে ধাম।
তাঁহার তনয় আমি ফদলল্লা নাম॥
বিংশতি বৎসর কালে জনক আমার।
আকিঞ্চন করিলেন বিবাহ দিবার॥
আনিয়া দেখান কত যৌবন বয়সী।
মনোহর বেশ করা পরম রূপসী॥
দেখিলাম সবে কিন্তু করিয়া অভক্তি।
কাহাতেও না হইল মনের আসক্তি॥
তাহাতে সুন্দরী গণ বড় লজ্জা পায়।
অভিমানে ক্রোধ ভরে অধোমুখে যায়॥
শুনিয়া হইল পিতা অত্যন্ত আশ্চর্য্য।
বুঝিল গিয়াছে জ্ঞান হেরিয়া সৌন্দর্য্য॥
কিন্তু কহিলাম তাতে বিস্তারি তখন।
বিবাহ করিতে বাঞ্ছা নাহিক এখন॥
অন্তরে বাসনা বড় যাইব ভ্রমণে।
বিবাহে বিরাগ মোর তাহার কারণে॥
পরে কহিলাম কত করিয়া মিনতি।
বোগ্দাদে যাইতে মোরে করুন সম্মতি॥
পর্য্যটনে যাই আমি বাধা নাহি ছিল।
আনন্দিত হয়ে পিতা অনুমতি দিল॥
কিন্তু রাজ পুত্র ন্যায় ভ্রমণেতে যাই।
ধূম ধাম সরঞ্জাম করাইল তাই॥
চারি উষ্ট্র স্বর্ণ রাজ ভাণ্ডার হইতে।
বোঝাই করিয়া দিল আমার সহিতে॥

পিতার আজ্ঞাতে গেল খোজা এক শত।
চলিল সেবার তরে অনুচর কত॥
যাত্রা করি চলিলাম সাজি এই মতে।
পরদিন কিছু বিঘ্ন না হইল পথে॥
এক রাত্রি আছি মাঠে ছাউনি করিয়া।
আচম্বিত দস্যু আসি পড়িল ঘেরিয়া॥
অসংখ্য ডাকাতি সেনা বিপরীত দল।
তিলার্দ্ধ কালের মধ্যে কাটে কত বল॥
কিন্তু হেন যুঝিলাম নিয়া সেনাগণ।
পড়িল শক্রুর প্রায় তিন শত জন॥
প্রভাতে দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত।
যুঝিতেছি কয় জনে হইয়া সজ্জিত॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আরম্ভিল ঘোরতর রণ।
আমাদের চতুর্দ্দিকে করিয়া বেষ্টন॥
বিফল সকল আশা তখন হইল।
অবশেষ দস্যুগণ সংগ্রাম জিনিল॥
প্রবল বিপক্ষ দলে অধীন করিয়া।
আমাদের অস্ত্র শস্ত্র লইল হরিয়া॥
রণে হত হইয়াছে তাহাদের বল।
প্রতিজ্ঞা করিল দিতে তার প্রতিফল॥
করিলেক সঙ্গিদিগে কাটিয়া নিহত।
আমাকেও সেই রূপ করিতে উদ্যত॥
হেন কালে কহিলাম করিয়া প্রচার।
সাবধান বধিও না রাজার কুমার॥
মৌজলের অধিপতি জনক আমার।
সর্ব্ব অধিকারী আমি হইব তাঁহার॥
দস্যু পতি বলে ভাল জানাইলে শেষ।
তোমার পিতার প্রতি আছে মোর দ্বেষ
কত সঙ্গি ধরি ফাঁসি দিয়াছে রাজন।
মিটাইব সেই দুঃখ তোমাতে এখন॥
পশ্চাৎ সকল হরি বন্ধন করিয়া।
বন মধ্যে শৈল তলে আনিল ঘেরিয়া॥
অসংখ্য ছাউনি পাতা ছিল গিরি তলে।
বসতি করিত তথা তস্কর সকলে॥

তস্করকর্ত্তার বাস সর্ব্ব মধ্য স্থানে।
রাখিল সে দিন মোরে নিয়া সেই খানে॥
পর দিন বৃক্ষ তলে আনিয়া বান্ধিল।
অনাহারে মারিবারে কল্পনা করিল॥
তাহে দস্যু গণ যত আসি চারি পাশে।
গালা গালি দিয়া মোরে কত কটু ভাষে॥
এই রূপে কতক্ষণ বান্ধিয়া রাখিল।
অস্তকাল ঘনাইয়া আসিতে লাগিল॥
এমন সময়ে চর নিয়া শুভ কথা।
উপনীত হলো আসি অধ্যক্ষের তথা॥
বলিল কিঞ্চিৎ দূরে কতিপয় যাত্রী।
থাকিবে ছাউনি করি কালিকার রাত্রি॥
শুনি দস্যু অধিপতি আনন্দিত মনে।
আজ্ঞা দিল তখনি সাজিতে সঙ্গিগণে॥
চলিল পশ্চাৎ সবে চড়ি অশ্বোপরি।
ম রি য়া থাকিব আমি এই মনে করি॥
কিন্তু তিনি রাখিলেন জীবন আমার।
বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি দৃষ্টিতে যাঁহার॥
অধ্যক্ষের জায়া মোরে সদয়া হইল।
নিশাভাগে আসি তথা এরূপ কহিল॥
হায় যুবা দয়া হয় দেখিয়া যাতনা।
বন্ধন খুলিয়া দেই আমার বাসনা॥
কিন্তু বল দেখি বল আছে কি না গায়।
পলাইতে পারিবে কি ছাড়া যদি যায়॥
শুনিয়া তাহার বাক্য কহি ততক্ষণ।
পলাইতে শক্তি মোর আছে বিলক্ষণ॥
যে বিধি এমন দয়া দিলেন তোমাকে।
গমনের বল তিনি দিবেন আমাকে॥
পরে নারী তখনি কাটিয়া বন্ধ পাশ।
খাদ্য আর দিল এক পরিধান বাস॥
গমনের পথ ধনী দেখাইয়া কয়।
এই পথে যাও তুমি পাবে লোকালয়॥
প্রাণ রক্ষাকারিণীকে প্রণাম করিয়া।
চলিলাম সারা নিশি সে পথ ধরিয়া॥

প্রভাত হইলে দূরে দেখি এক জন।
অশ্ব পৃষ্ঠে ছালা দিয়া করিছে গমন॥
শুনিলাম বোগ্দাদ নগরে যাইবে।
তথায় ছালার দ্রব্য বিক্রয় করিবে॥
হইয়া তাহার সঙ্গী যাই সেই দেশে।
আসিলাম সেই স্থলে দুই দিন শেষে॥
তথা সে আপন কর্ম্মে করিল গমন।
আমি গিয়া রহিলাম মঠেতে তখন॥
দুই দিন দুই রাত্রি গেল সেই স্থানে।
বাসনা ছিলনা আর যাই কোন খানে॥
স্বদেশী কাহার সঙ্গে দেখা হয় পাছে।
পরিচয়ে বড় লজ্জা হবে তার কাছে॥
ফলতঃ সে দুঃখে মনে হেন লজ্জা পাই।
অন্যে কি লুক নিজে লুকাইতে চাই॥
কিন্তু রিপু ক্ষুধা তৃষ্ণা সহা নাহি যায়।
ভিক্ষুক হইতে হলো জীবনের দায়॥
অবিলম্বে বড় এক বাটীতে যাইয়া।
কহিলাম ভিক্ষা দেও গবাক্ষে চাইয়া॥
ক্ষণেক বিলম্বে এক প্রবীণা রমণী।
রুটী ভিক্ষা দিতে মোরে আসিল আপনি॥
আমাকে যখন বৃদ্ধা সেই রুটী দিল।
পবন গবাক্ষ চিক উড়াইয়া নিল॥
সেই কালে দেখি ঘরে নারী অনুপমা।
অসামান্য রূপবতী অতি মনোরমা॥
কিবা জানি দেখিলাম রূপের চমক।
নয়নে লাগিল যেন বিদ্যুৎ ঝমক॥
একেবারে মদনেতে মোহিত হইয়া।
থাকিলাম কাষ্ঠ প্রায় গবাক্ষে চাইয়া॥
প্রবীণা যখন রুটী দিল মোর হাতে।
কিনিতেছি কিছু জ্ঞান নাহি ছিল তাতে॥
পরে বৃদ্ধা গেলে তবু দাঁড়াইয়া থাকি।
কখন আসিবে বায়ু তাহে মন রাখি॥
সমীর সদয় কিন্তু আর না হইল।
দিনমণি অস্ত গেল গোধূলি আইল॥
হেন কালে বৃদ্ধ এক তথা দিয়া যায়।
জিজ্ঞাসি কাহার বাটী ডাকিয়া তাহায়॥
বৃদ্ধ বলে মোয়াফেক আব্বাক তনয়।
এই গৃহপতি তিনি ধনী অতিশয়॥
অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত তাহে খ্যাত কীর্ত্তি যশে।
রাজ প্রতিনিধি পূর্ব্বে ছিলেন এদেশে॥
বিবাদ করিয়া কাজী অপবাদ দিল।
তাহাতে রাজাধিরাজ রাজ পদ নিল॥
ভাবিতে ভাবিতে যাই একথা শুনিয়া।
অন্যমনে পড়িলাম নগর ছাড়িয়া॥
উপনীত হয়ে এক প্রকাণ্ড শ্মশানে।
স্থির করিলাম নিশি বঞ্চিতে সে খানে॥
খাইলাম সেই রুটী বৃদ্ধা যাহা দিল।
উদরস্থ হলো কিন্তু ক্ষুধা নাহি ছিল॥
পরে এক কবরের সন্নিকটে গিয়া।
শুইলাম ইষ্টকেতে মস্তক রাখিয়া॥
ঘুমাইতে কি যাতনা কহিতে না পারি।
প্রতিক্ষণ হৃদয়েতে জাগে সেই নারী॥
মনোহর রূপ তার সদা উঠে মনে।
অন্তর তাপিত সদা কাম হুতাশনে॥
অতি কষ্টে যদি নিদ্রা আসিল কিঞ্চিৎ।
গোর মধ্যে গোলমাল শুনি আচম্বিত॥
কি জানি কিসের শব্দ গোরের ভিতর।
সংশয় ভাবিয়া উঠি পলাই সত্বর॥
দুই জন ছিল সেই গোরের দুয়ারে।
জিজ্ঞাসে কে তুই হেথা ধরিয়া আমারে॥
কহিলাম শুন ভাই বিদেশী এজন।
বিধাতার কোপ জন্য ভিক্ষুক এখন॥
নগরেতে না পাইয়া স্থান কোন খানে।
আসিয়াছি রজনী বঞ্চিতে গোর স্থানে॥
ভিক্ষুক যদ্যপি তুই কহে এক জন।
বড় ভাগ্য আমাদের সঙ্গে দরশন॥
যত ইচ্ছা খেতে পাবি ভরিয়া উদর।
ইহা বলি নিয়া গেল গোরের ভিতর॥

দেখিলাম চারি জন আরো সেই খানে।
খাইছে খাজুর তারা মত্ত মদ্য পানে॥
তাহাদের সঙ্গে মোরে বসাইল নিয়া।
ভয়ে ভয়ে খাইলাম একত্রেতে গিয়া॥
হইবেক দস্যু তারা ভাবিলাম মনে।
ফলতঃ প্রকাশ তাহা হইল কথনে॥
সেই রাত্রে দস্যুপনা করেছিল যথা।
আরম্ভিল কয় জন সেই সব কথা॥
পরে মোরে এইরূপ কহে চোরগণ।
আমাদের সঙ্গী তুমি হও এক জন॥
বিষম শঙ্কট দেখি ভাবি মনে মনে।
কেমনে হইব দস্যু তাহাদের সনে॥
যদিস্যাৎ অস্বীকার করি আমি তায়।
সেই ক্ষণে তাহাদের হস্তে প্রাণ যায়॥
ভাবিয়া না পাই স্থির কি দেই উত্তর।
হেন কালে পরিত্রাণ করিল ঈশ্বর॥
আচম্বিত আসিল কাজীর জমাদার।
অস্ত্রধারী বহুলোক সঙ্গে ছিল তার॥
গোরস্থানে প্রবেশিয়া বান্ধি রজ্জু দিয়া।
সকলেরে কারাগারে রাখিলেক নিয়া॥
সেই স্থানে রাত্রি বাস হইল সবার।
প্রত্যূষে আসিল কাজী করিতে বিচার॥
দস্যুগণ দোষ কর্ম্ম মানিলেক সব।
মিথ্যা কথা মিথ্যা হবে করি অনুভব॥
অপর আমার হলো কাহিনী কহিতে।
যেরূপে হইল দেখা দস্যুর সহিতে॥
সায় দিল চোর সবে আমার কথায়।
কাজী মোরে রাখাইল স্বতন্ত্র তথায়॥
তুষ্ট হয়ে মুক্তি দিতে করিয়া মনস্থ।
শুনিতে চাহিল মোর বৃত্তান্ত সমস্ত॥
কেন গিয়াছিলে গোরে থাকিতে কোথায়।
সহস্র সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসে আমায়॥
কহিলাম সব কথা বিস্তারি তখন।
কেবল বংশের বার্ত্তা রাখিয়া গোপন॥
একথা পর্য্যন্ত তারে বলিলাম পরে।
ভিক্ষায় যাইয়া কল্য মোয়াফেক ঘরে॥
দেখিয়াছি বামা এক মনোরমা অতি।
তাহার সৌন্দর্য্যে মোর বিচলিত মতি॥
মোয়াফেক নামে তার রক্তিমা লোচন।
ভাবিয়া কিঞ্চিৎ কাল কহিল বচন॥
নিঃসন্দেহ সে যুবতী মোয়াফেক সুতা।
শুনিয়াছি অতিশয় রূপগুণ যুতা॥
যদ্যপি বা নীচ তুমি হও অতিশয়।
তথাপিও মনোবাঞ্ছা পুরাইতে হয়॥
অতএব নিজে আমি লইলাম ভার।
চেষ্টা পাব তোমাতে বিবাহ দিতে তার॥
ইহাতে যদ্যপি তারে না পাও একান্ত।
তবে জান কর্ম্ম দোষ তোমারি নিতান্ত॥
এত শুনি বিচারকে করি নমস্কার।
বুঝিতে না পারি কিন্তু মনস্থ তাহার॥
পরে দাস এক জন কাজীর আজ্ঞায়।
তথা হতে স্নানে নিয়া চলিল আমায়॥
ইতি মধ্যে বিচারক দুই অনুচরে।
পাঠাইল মোয়াফেকে ডাকিবার তরে॥
মোয়াফেক উপনীত হইল যখন।
উঠিয়া তাহারে কাজী সম্ভাষে তখন॥
আলিঙ্গন তার সঙ্গে করে তার পর।
মোয়াফেক চমৎকার দেখি সমাদর॥
ভাবে মনে বৈরিভাব আছে যার সনে।
সে যে আজি মান্য করে কিসের কারণে॥
কাজী বলে ওহে ভাই ইচ্ছা বিধাতার।
আমাদের শত্রু ভাব না থাকিবে আর॥
কল্য আসি বশরার রাজার তনয়।
অবস্থিত হয়েছেন আমার আলয়॥
শুনিয়াছে যুবরাজ শুন কহি সার।
পরম সুন্দরী নাকি দুহিতা তোমার॥
বিবাহ করেন তারে অভিপ্রায় বটে।
ইচ্ছা যাহে আমা হতে এই কর্ম্ম ঘটে॥

আমারো এ কর্ম্ম বড় হয় বাঞ্ছনীয়।
যেহেতু ইহাতে মোরা হব পুনঃপ্রিয় ॥
মোয়াফেক বলে শুনি একি চমৎকার।
যুবরাজ হইবেন জামাতা আমার ॥
আমার অনিষ্টে হয় তোমার আনন্দ।
কি আশ্চর্য্য করিতেছ তুমিই সম্বন্ধ ॥
কাজী কহে মোয়াফেক হইয়াছে যাহা।
কদাচিৎ মনে আর না আনিবে তাহা ॥
হইবে রাজার পুত্র তোমার কুটুম্ব।
সম্পন্ন হইতে আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব ॥
স্মরণ করিয়া ইহা আমরা এখন।
পরস্পর প্রণয়েতে কাটাই জীবন ॥
মোয়াফেক যে প্রকার ভদ্র আর সৎ।
তেমনি দুরন্ত কাজী নিতান্ত অসৎ ॥
শক্রুর মিত্রতা ভাবে বিশ্বাসিয়া ফলে।
পড়িলেন মোয়াফেক প্রতারণা কলে ॥
পরস্পর দুই জনে কহিতেছে কথা।
হেন কালে ভৃত্য মোরে আনিলেক তথা ॥
জরির পাগড়ি শিরে দিয়াছিল দাস।
অঙ্গেতে চাপকান যোড়া মনোহর বাস ॥
দৃষ্টিমাত্র কহে কাজী রাজার কুমার।
তব আগমনে গৃহ পবিত্র আমার ॥
এই দেখ মোয়াফেক ইহাকে এখন।
করিয়াছি আপনার মানস জ্ঞাপন ॥
নক্ষত্র সমান রূপে কুমারী ইহাঁর।
বিবাহ তোমার সঙ্গে দিবেন তাহার ॥
পরে উঠি মোয়াফেক প্রণমিয়া কয়।
কি কব কন্যার ভাগ্য রাজার তনয় ॥
অন্তঃপুরে রাখ যদি করিয়া বন্দিনী।
তাহাতে পরম সুখ মানিবে নন্দিনী ॥
তাহাদের কথা বার্ত্তা শুনি এই সব।
কিরূপ আশ্চর্য্য আমি কর অনুভব ॥
কিন্তু তাহা দেখি কাজী বড় ভয় পায়।
কিবা জানি বলি আমি পাছে কার্য্য যায় ॥

তাহা ভাবি কহে কাজী মোয়াফেক প্রতি
বিবাহের পত্র তবে কর শীঘ্র গতি ॥
মান্যমান লোক সাক্ষী হউক ইহার।
পরস্পর ভাব তাহে জানিবে দোঁহার ॥
পরে দাস পাঠাইল সাক্ষিকে ডাকিতে।
আপনি বিবাহ পত্র থাকিল লিখিতে ॥
সাক্ষিগণে নিয়া ভৃত্য আসিল যখন।
সকলেরে শুনাইল পড়িয়া তখন ॥
করিলাম পত্রে আমি স্বনাম স্বাক্ষর।
মোয়াফেক লেখে নাম কাজী তার পর ॥
তদন্তর সাক্ষিগণে করিয়া বিদায়।
কাজী কহে মোয়াফেকে এরূপ ভাষায় ॥
সামান্যের মত কর্ম্ম মহতের নয়।
গোপন শীঘ্রতা দুই আবশ্যক হয় ॥
জামাতা হইল এই রাজার কুমার।
গৃহে নিয়া শীঘ্র দেও বিবাহ ইহাঁর ॥
তদন্তর মোয়াফেক হইয়া বিদায়।
অশ্ব আরোহণে গৃহে আনিল আমায় ॥
দ্বার হতে সঙ্গে করি লইয়া আমায়।
সমাদরে নিয়া যায় নন্দিনী যথায় ॥
বিবরণ কন্যাকে কহিয়া সবিশেষ।
উভয়ে একত্রে রাখি চলিলেন শেষ ॥
জেম্রোদী ভাবিল শুনি পিতার বচন।
পতি হলো বশরার রাজার নন্দন ॥
রাণী হব অতঃপর ভাগ্য কিবা হয়।
ইহা ভাবি সমাদর করে অতিশয় ॥
আমিও সন্তুষ্ট অতি প্রেমের অধীন।
তাহার চরণ ধরি কাটাই সে দিন ॥
করি কত শিষ্টাচার মিষ্ট আলাপন।
তুষ্ট করি যাতে পাই কামিনীর মন ॥
প্রেম পরিশ্রম মোর বৃথা না হইল।
ভক্তিভাবে প্রেমাধীনী প্রেমেতে মোহিল ॥
দেখিয়া পরম সুখে ভাসিল হৃদয়।
রমণীরো মহা সুখ হইল উদয় ॥

এদিকেতে মোয়াফেক বিবাহের তরে।
ভোজনের আয়োজন ধূমধামে করে॥
আত্মীয় কুটুম্ব আদি প্রতিবাসী সবে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল মহোৎসবে॥
উজ্জ্বল করিয়া কন্যা সভায় বসিল।
আনন্দে রূপের শোভা অধিক বাড়িল॥
ভোজনান্তে পরম সুন্দরী নারীগণ।
নৃত্য গীত আসিয়া করিল আরম্ভন॥
কোন নারী নৃত্য করে কোন নারী গায়।
কেহ বা ধরিয়া যন্ত্র স্বর দেয় তায়॥
যখন সকলে মগ্ন বাদ্য রাগ রঙ্গে।
সভা হতে কন্যা গেল জননীর সঙ্গে॥
পরে মোয়াফেক মোর ধরি দুই করে।
সম্ভ্রমে চলিল নিয়া বাসরের ঘরে॥
অপূর্ব্ব পালঙ্কে শয্যা দেখি সেই খানে।
চারি পার্শ্বে বাতি জ্বলে রৌপ্য সামাদানে
যতন করিয়া মাতা কন্যাকে তুলিয়া।
শোয়াইল পালঙ্কেতে বসন খুলিয়া॥
মোয়াফেক রাখি মোরে করিল গমন।
আমি করিলাম সেই পালঙ্কে শয়ন॥
পাইয়া পরম প্রিয়া প্রাণাধিক জনে।
কি সুখে রজনী গেল ভাবি দেখ মনে॥
প্রাতে দ্বারাঘাত শুনি দ্বার খুলে দিয়া
কাজীর কিঙ্করে দেখি উপস্থিত গিয়া॥
হস্তেতে গাঁঠরি হেরি হেন বোধ নিল।
যৌতুকের বস্ত্র বুঝি কাজী পাঠাইল॥
কিন্তু সে সময়ে ভ্রান্তি ঘুচিল ত্বরায়।
হাসিয়া কাজীর হাপ্সী কহিল আমায়॥
ওহে ভাগ্য অন্বেষক কি দেখ এখন।
পাঠাইল কাজী মোরে তোমার সদন॥
ফিরে দেও বস্ত্র সব কল্য যাহা নিয়া।
বিবাহ করিলে রাজ কুমার সাজিয়া॥
আনিয়াছি তব জীর্ণ বাস সঙ্গে করি।
জামা যোড়া খুলি দেও সেই বস্ত্র পরি॥
হাপ্সীকে পাগড়ি জামা সব খুলি দিয়া।
আপনার ভগ্ন বস্ত্র পরিলাম নিয়া॥
জেম্রোদী হাপ্সীর কথা সমস্ত শুনিল।
নীচ হেন দেখি মোরে জিজ্ঞাসা করিল॥
কহ এ কেমন বেশ কি জন্য এমন।
কি কথা তোমাকে হাপ্সী কহিল এখন॥
কহিলাম আমি প্রিয়ে বলি শুন সার।
অধম হিংস্রক কাজী অতি দুরাচার॥
কুৎসিত স্বভাব তার কুপথেই যায়।
কেবল পরের দ্বেষ করিবারে চায়॥
ভাবিল অন্ত্যজে দিল করি তব পতি।
নীচ বংশে জন্ম যার নরাধম অতি॥
কিন্তু যেই জ্ঞানে মোরে করিয়াছ স্বামী।
তাহা হতে কখন অধম নহি আমি॥
বশরার রাজপুত্র মোর বড় নয়।
মৌজল দেশাধিপতি মম পিতা হয়॥
এক পুত্র মাত্র আমি সর্ব্ব অধিকারী।
ফদলল্লা নাম মোর শুনহ সুন্দরী॥
ইহা বলি বিবরণ সমস্ত আমার।
জেম্রোদীকে কহিলাম করিয়া বিস্তার॥
শুনিয়া সকল কথা রমণী তখন।
কহিল যথার্থ শুন রাজার নন্দন॥
যদি না হইত রাজা জনক তোমার।
তথাপি না প্রেমে হ্রাস পাইতে আমার॥
তব উচ্চ বংশ শুনি হই আহ্লাদিতা।
কারণ সম্ভ্রম নাম ভাল বাসে পিতা॥
কিন্তু মনে বাঞ্ছা এই শুন মহাশয়।
পাই হেন পতি প্রেম করে অতিশয়॥
আমা বিনা নাহি দেখে আর কারো মুখ।
সতিনী আনিয়া যেন নাহি দেয় দুখ॥
অঙ্গীকার করি আমি কহিলাম তারে।
তোমা বিনা আর ভাল বাসিব না কারে॥
প্রতিজ্ঞায় তুষ্টা হয়ে জেম্রোদী রমণী।
সহচরী এক জনে ডাকিল তখনি॥

আজ্ঞা দিল সঙ্গোপনে বিপনি যাইয়া।
পুরুষের বেশ ভূষা আনিতে কিনিয়া॥
সহচরী আজ্ঞা মাত্রে গিয়া ততক্ষণ।
জামা যোড়া পাগড়ি করিল আনয়ন॥
ছাড়িয়া গলিত সাজ, বস্ত্র বহু মুল্য।
পরিয়া হইল বেশ পূর্ব্বকার তুল্য॥
তখন জেমোদী বলে কহ মহাশয়।
এখনো কি কাজী আর ভাবিবেক জয়॥
আমাদের অপমান তার বাঞ্ছা ছিল।
কিন্তু চিরকাল জন্য মান দান দিল॥
ভাবিছে এখন কাজী আহ্লাদিত মনে।
লজ্জিত হয়েছি মোরা সব পরিজনে॥
কত জানি মনস্তাপ তখন মানিবে।
বিপরীত করিয়াছে যখন জানিবে॥
কিন্তু তুমি পরিচয় দিলনা ত্বরায়।
শঠতার উপযুক্ত শাস্তি দিব তায়॥
জানি এই গ্রামে থাকে এক রঙ্গকার।
ভয়ানক রূপবতী কন্যা আছে তার॥
বলিতে বলিতে ধনী না বলিয়া আর।
কহিল কহিব পরে ইহার বিস্তার॥
স্থূল বলি প্রতিফল দিব এ প্রকার।
লাগিবে বেদনা তাহে অন্তরে তাহার॥
অধিকন্তু কালা মুখে পড়িবেক কালি।
শুনিয়া সকল লোক দিবে করতালি॥
ক্ষণ পরে পরিচ্ছদ পরিয়া যুবতী।
স্থানান্তরে যাব বলি চাহিল সম্মতি॥
অনুমতি নিয়া মুখ ঢাকিয়া অচিরে।
উপস্থিতা হলো গিয়া কাজীর মন্দিরে॥
বিচার করিছে কাজী সভায় বসিয়া।
দাঁড়াইল নারী এক পাশেতে আসিয়া।
দেখি কাজী ভৃত্য দিয়া পাঠায় জানিতে
কি কারণ আগমন কোথায় হইতে॥
ইহা শুনি পরিচয় কহিল বনিতা।
আমি হই এক জন শিল্পির দুহিতা॥
কাজীর সহিত মোর প্রয়োজন আছে।
নির্জ্জনে কহিব কথা গিয়া তাঁর কাছে॥
নারী প্রশংসক কাজী এ কথা শুনিয়া।
ডাকিল পার্শ্বের ঘরে ইঙ্গিত করিয়া॥
প্রণাম করিয়া ধনী ঘরেতে চলিল।
বসিয়া পালঙ্কোপরি ঘোমটা খুলিল॥
অবিলম্বে বিচারক তথা উপনীত।
বসিল তাহার কাছে হয়ে বিমোহিত॥
কাজী বলে শশি-মুখী স্বরূপ কহিবে।
তোমার কি কর্ম্ম মোরে করিতে হইবে॥
জেমোদী কহিল শুন ধর্ম্ম অবতার।
দীন দুঃখী উভয়ের করহ বিচার॥
নালিশ আমার এক আছে তব স্থানে।
কৃপা দৃষ্টি কর এই দুঃখিনীর পানে॥
কহ কি তোমার দুঃখ বিচারক কহে।
হেরিয়া রূপের ছটা অনঙ্গেতে দহে]॥
বল আমি যথা সাধ্য করিব বিহিত।
আমার মাথার দিব্য হবে না বঞ্চিত॥
রমণী তখনি সব ঘোমটা বারিল।
অমনি কাজীর মন কটাক্ষে হরিল॥
কিবা অপরূপ শোভা কুটিল কুন্তলে।
হেলিছে দুলিছে বাতে বদন মণ্ডলে॥
নারী বলে সত্য কহ করিয়া বিচার।
কোমল কুটিল কেশ নহে কি আমার॥
হাব ভাব মুখ শ্রেণী করি নিরীক্ষণ।
সত্য কহ বিচারিয়া বিচার দর্পণ॥
রমণীর বাক্যে কাজী ভরসা পাইয়া।
কহিল তাহারে অতি মোহিত হইয়া॥
শুন লো সুন্দরি সত্য তোমার দোহাই।
নিষ্কলঙ্ক রূপে তব কলঙ্ক না পাই॥
রৌপ্যময় কপালিকা যেরূপ মার্জ্জনে।
তব ভাল সেই রূপ উজ্জ্বল দর্শনে॥
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা কাম ধনু প্রায়।
মানিক জিনিয়া আঁখি আরো দীপ্তি পায়।

কপোল গোলাপ পুষ্প, মুখ রত্ন কূপ।
দন্ত যেন মুক্তা পাতি অতি অপরূপ॥
কাজীরে এরূপ মগ্ন হেরিয়া রমণী।
হেলিতে দুলিতে উঠি বেড়ায় অমনি॥
কত রঙ্গ ভাঙ্গ করি জিজ্ঞাসে কামিনী।
আমি কি হে মহাশয় কুৎসিত গামিনী॥
আমার গঠন কি হে নহেক উত্তম।
দেখিছ কি তুমি মোর চলন অধম॥
কাজী বলে চন্দ্রমুখি করিলে মোহিত।
রূপের তুলনা তব কাহার সহিত॥
তখনি যুবতী কহে খুলি দুই কর।
নহে কি আমার ভুজ অতি মনোহর॥
হায় রে নিষ্ঠুরা নারী বিচারক বলে।
কেন আর দহিতেছ একে প্রাণ জ্বলে॥
বলিতে যদ্যপি আর কথা কিছু থাকে।
একেবারে বল দুঃখ না দিয়া আমাকে॥
জেমোদী এ কথা শুনি কহিল তখন।
বলি শুন তবে মোর দুঃখের কারণ॥
ঈশ্বর এত যে রূপ দিলেন আমায়।
কিন্তু একাকিনী গৃহে থাকি বন্দি প্রায়॥
দেখিতে না পাই কভু পুরুষের মুখ।
নারীকেও বলিতে না পাই মনোদুঃখ।
দুঃসহ বিরহ জ্বালা আর নাহি সহে।
একাকিনী বিরহিণী সদা মন দহে॥
কত বর আসে মোর বিবাহের তরে।
কিন্তু ক্রূর পিতা তায় এই কুচ্ছা করে॥
ইন্দ্রিয় রহিতা আমি পাগলিনী তায়।
কুজা আর ব্যাধি গ্রস্তা মাংসপিণ্ড কায়
কেহ নাহি চাহে তাই বিবাহ করিতে।
আইবড় বুঝি মোরে হইল মরিতে॥
কাজীরে এসব কথা কহিয়া ললনা।
কান্দিতে লাগিল পরে করিয়া ছলনা॥
রোদন ভাবিয়া সত্য বিচারক কয়।
সত্য কি পিতার তব পাষাণ হৃদয়॥
বাঞ্ছা কি এমন বৃক্ষ না ফলিতে ফল।
জন্মিয়া সুন্দর তরু হইবে বিফল॥
ভাল ভাল তব ভাল করিব উপায়।
যৌবন তোমার নাহি যাইবে বৃথায়॥
কহ শুনি বিধুমুখি ইহার কারণ।
কি দোষে জনক করে বিবাহ বারণ॥
কপট ক্রন্দনে নারী করিল উত্তর।
কেমনে জানিব বল পিতার অন্তর॥
যা হউক মনে কিছু থাকিবেক তাঁর।
যাতনা সহিতে কিন্তু নাহি পারি আর॥
লুকাইয়া আসিয়াছি আজি তব স্থানে।
করুণা নয়নে হের অধিনীর পানে॥
আপনি বিচারপতি করুন বিচার।
দারুণ বিরহে প্রাণ দহিছে আমার॥
অবিচার কর যদি ত্যজিব এ প্রাণ।
মদন শাসন হতে পাব পরিত্রাণ॥
যখন এসব কথা জেমোদী কহিল।
শুনিয়া কাজীর মন গলিত হইল॥
কাজী বলে কি কারণে হইবে নিধন।
বিফলে যাবে না তব এ নব যৌবন॥
চাহ কি পিতার বাস ত্যজিয়া এখনি।
অনায়াসে হতে পার আমার রমণী॥
আজিই বিবাহ করি মনস্থ আমার।
ইহাতে অপেক্ষা মাত্র সম্মতি তোমার॥
এ কোন বিচিত্র কথা কহিল যুবতী।
পরম সৌভাগ্য মানি তুমি হবে পতি॥
কিন্তু এই শঙ্কা মনে হতেছে আমার।
কেমনে সম্মতি তুমি লইবে পিতার॥
কাজী বলে চিন্তা কিছু না করিও তার।
অনুমতি লব আমি আমার সে ভার॥
কেবল পিতার নাম কহ এই স্থানে।
কিবা ব্যবসায় করে থাকে কোন খানে॥
নারী বলে অউস্তা ওমার তাঁর নাম।
রঙ্গরাজী কর্ম্ম কার নিকটেতে ধাম॥

ভাল তবে গৃহে যাও বিচারক কয়।
জানাইব সব কথা পরে যাহা হয়॥
ঘোমটা ঢাকিয়া ধনী লইয়া বিদায়।
আসিয়া সকল কথা কহিল আমায়॥
বিশেষে বলিল অতি প্রফুল্ল অন্তরে।
তুলিব ইহার দাদ কাজীর উপরে॥
মনে ছিল উপহাস করিবেক মোকে।
কিন্তু দেখ তার কর্ম্ম হাসিবেক লোকে
কাজী হেথা জেম্রোদীর গমনের পরে।
ওমারেরে ডাকাইতে আজ্ঞা দান করে
ভৃত্য গিয়া সমাচার কহিল ওমারে।
চল কাজী কেন আজি ডাকিছে তোমারে
রঙ্গরাজ ভৃত্য বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভয়েতে কম্পিত, শুষ্ক হইল বদন॥
কিকরে কাজীর আজ্ঞা না পারে ঠেলিতে
চলিল তখনি সেই দাসের সহিতে॥
উপনীত হলে কাজী ধরি দুই করে।
বসাইল পালঙ্কেতে অতি সমাদরে॥
ওমার আদর এত দেখিয়া কাজীর।
কি করিবে ভাবি মনে হইল অস্থির॥
কাজী বলে ওহে সখা অউস্তা ওমার।
বড় সুখী হইলাম দর্শনে তোমার॥
পরম ধার্ম্মিক তুমি সকলেতে কয়।
তোমার গুণের কথা রাষ্ট্র দেশ ময়॥
প্রতিদিন পঞ্চবার করহ নমাজ।
করিবারে গিয়া থাক মঠের সমাজ॥
শুনিয়াছি সুরাপান নাহিক কখন।
বরাহের পল কভু না কর ভক্ষণ॥
আপনার কর্ম্মে থাক যখন দোকানে।
তখনো কোরাণ শুন কিঙ্করের স্থানে॥
সত্য বটে এ সকল কহিল ওমার।
আরো আছে বহু শ্লোক মুখাগ্রে আমার
পুণ্যক্ষেত্র মক্কাধামে করিব গমন।
আয়োজন করিতেছি তাহারি এখন॥

বড় তুষ্ট হইলাম বিচারক কয়।
এমনি মোসলমান মোর প্রিয় হয়॥
শুনিয়াছি কন্যা এক আছে না তোমার।
বিবাহের উপযুক্ত বয়স তাহার॥
রঙ্গরাজ কহে শুন ধর্ম্ম অবতার।
দীনের আশ্রয়, তব নাহি অবিচার॥
সত্য বটে আছে এক আমার দুহিতা।
বিবাহের যোগ্য ত্রিশ বৎসর অতীতা॥
কিন্তু সেই অভাগিনী এমনি কুরূপা।
পৃথিবীতে নারী নাই তাহার স্বরূপা॥
পঙ্গু আর ব্যাধিগ্রস্তা উন্মাদিনী প্রায়।
লজ্জায় কাহারে আমি না দেখাই তায়॥
হাসিয়া বিচারপতি বলে যাও যাও।
কেন মিত্র মোরে আর ভুলাইতে চাও॥
জানি আমি এ প্রকার নিন্দিবে তাহারে।
মিছা আর প্রবঞ্চনা কেন হে আমারে॥
সেই পঙ্গু ব্যাধিগ্রস্তা কুরূপা রমণী।
তাহারে বিবাহ আমি করিব আপনি॥
ওমার কাজীর মুখে তাকাইয়া কয়।
বিদ্রুপ আমার সঙ্গে কেন মহাশয়॥
বিচারক কহে কেন করিব বিদ্রুপ।
মনের মানস আমি কহিছি স্বরূপ॥
যথার্থ তাহার প্রেমে পড়িয়াছি আমি।
দয়া করে দেও কন্যা হব তার স্বামী॥
রঙ্গরাজ হাহা করি হাসিয়া বলিল:
কোন প্রতারকে প্রভু তোমাকে ছলিল॥
ব্যাধিগ্রস্তা কন্যা মোর কহি তব ঠাঁই।
স্বরূপ তাহার এক হস্তপদ নাই॥
কাজী বলে সেই নারী মোরে ভাল লাগে।
এমনি সে হয় বটে জানিয়াছি আগে॥
পুনর্ব্বার শিল্পকার বিচারকে কহে।
আমার নন্দিনী প্রভু তব যোগ্যা নহে॥
শুনিয়া বিচার পতি ক্রোধ ভরে কয়।
বারবার ত্যক্ত কর ভাল তাহা নয়॥

যেমনি না হয় কেন তারে আমি চাই।
তোমার উত্তরে আর প্রয়োজন নাই॥
কাজীর প্রতিজ্ঞা শুনি ভাবিল ওমার।
নিতান্ত করিবে বিয়া কন্যাকে আমার॥
কৌতুক করিতে কেবা কি জানি কহিল।
তাহাতেই বুঝি এত চঞ্চল হইল॥
ইহা ভাবি বিবেচনা করে মনে মনে।
যোগ্যের অধিক পণ চাহি এই ক্ষণে॥
এ পণে আপন পণে অক্ষম হইবে।
মুদ্রা ভয়ে বিবাহের কথা না কহিবে॥
এতেক চিন্তিয়া মনে কাজী প্রতি কয়।
ভাল তবে কন্যা আমি দিব মহাশয়॥
কিন্তু বিনা সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পণ।
করিব না কুমারীকে কখন অর্পণ॥
কাজী কহে হেন পণ কেন হে তোমার।
পণ দিব প্রাণ পণে ধন কিবা ছার॥
ইহা বলি স্বর্ণ থলি তখনি আনিয়া।
সহস্র মোহর তারে দিলেক গণিয়া॥
পরে বিবাহের পত্র প্রস্তুত হইল।
স্বাক্ষর করণ কালে ওমার কহিল॥
বিধি বেত্তা শত জনে আনহ এখন।
তাহা ভিন্ন করিবনা স্বাক্ষর কখন॥
কাজী বলে মোর প্রতি এত অবিশ্বাস।
ক্ষতি নাই পূরাইব তব অভিলাষ॥
ইহা বলি অধ্যাপক মৌলবি মল্লায়।
মঠধারী বিধিবেত্তা ডাকিতে পাঠায়॥
যখন এসব লোক আসিল সেখানে।
শিল্পকার কহিলেক সব সন্নিধানে॥
শুন প্রভু হলো যদি বাসনা তোমার।
দিলাম তোমাকে তবে কুমারী আমার
কিন্তু যদি মনোনীতা না হয় রমণী।
পশ্চাতে ত্যজিতে বাঞ্ছা করেন আপনি।
বলুন সভার আগে স্বরূপ বচন।
দিবেন সহস্র স্বর্ণ তাহারে তখন॥

করিলাম অঙ্গীকার বিচারক বলে।
সাক্ষী রহিলেন এই সভাস্থ সকলে॥
রঙ্গরাজ যায় পরে বিদায় লইয়া।
কন্যা পাঠাইয়া দিব কাজীরে কহিয়া॥
ওমারের গমনান্তে সকলে চলিল।
একামাত্র বিচারক বসিয়া রহিল॥
পরম সুন্দরী ছিল তাহার বনিতা।
বোগদাদ দেশীয়া মহাজনের দুহিতা॥
বিবাহ করিয়া তার পিরিতে মজিয়া।
ছিলেন পরম সুখে তাহাকে ভজিয়া॥
অন্য বিবাহের কথা শুনিয়া রমণী।
ক্রোধে আসি বিচারকে কহিল তখনি॥
এক তাজে দুই মাথা একি শুনা যায়।
কি প্রকারে দুই হাত এক দস্তানায়॥
এক কোষে অসিদ্বয় শুনি না কখন।
এক গৃহে গৃহিনী উভয় এ কেমন॥
যাও যাও মুখ তব না হেরিব আর।
অস্থির চঞ্চল তুমি পুরুষ অসার॥
আমা হেন পতিব্রতা স্ত্রীর আলিঙ্গনে।
যদি নাহি সন্তোষ জন্মিল তব মনে॥
ত্যাগ কর মোরে, আর কি কাজ হেথায়
পণ ফিরে দেহ মোরে যাইব ত্বরায়॥
কাজী বলে ত্যজ্যা হবে বড়ই উত্তম।
কেমনে কহিব ছিল ভাবনা বিষম॥
ইহা কহি বিচারক সিন্দুক খুলিয়া।
পঞ্চশত মুদ্রা দিল একথা বলিয়া॥
ত্যজ্যা আমি করিলাম তোমায় এখন।
লইয়া আপন দ্রব্য করহ গমন॥
তদন্তর ত্যজ্য পত্র লিখে দিল তায়।
রমণী তখনি নিজ পিতৃ গৃহে যায়॥
বিচারক দাসগণে কহে তার পর।
নব রমণীর জন্যে সাজাইতে ঘর॥
রেশমি গালিচা আনি মেজেতে পাতিল।
বুটিদার কাপড়েতে দেয়াল মুড়িল॥

বিচিত্র আসন ঘরে রাখে দাসগণ।
স্ববর্ণে বিনট তাহা অতি সুশোভন ॥
কার্বাভরা আতর গোলাপ আনি পরে।
রাখিলেক সাজাইয়া বাসরের ঘরে ॥
বিবাহের হেন সজ্জা হইল যখন।
ভাবে ওমারের কন্যা আসিবে কখন ॥
বিশ্বাসী হাপ্‌সীকে ডাকি বিচারক কয়।
আসিতে বিলম্ব তার কি কারণে হয় ॥
সেই যে প্রাণের প্রাণে দেখিব কখন।
তিলেকে প্রলয় বোধ হতেছে এখন ॥
অধৈর্য্য হইয়া কাজী ধৈর্য্য নাহি মানে।
পাঠাইতে যায় ভৃত্য ওমারের স্থানে ॥
হেন কালে মুটে এক আসিল তথায়।
সবুজ বসনে ঢাকা সিন্দুক মাথায় ॥
জিজ্ঞাসে বিচারপতি তাহা দৃষ্টি করি।
কি দ্রব্য আনিলে ভাই সিন্দুকেতে ভরি ॥
বাহক উত্তর করে সিন্দুক রাখিয়া।
আনিলাম তব জায়া দেখুন আসিয়া ॥
আস্তে ব্যস্তে বিচারক তুলি আচ্ছাদন।
দেখে শোওয়া দুই হাত নারী এক জন ॥
নাসিকা বিহীনা সেই মুখ ক্ষত ময়।
লোচন অনল প্রায় কোঠরেতে রয় ॥
গোধিকার কণ্ঠা প্রায় ওষ্ঠ উচ্চ তার।
তদূর্দ্ধে দ্বিখণ্ড মাংস ঝোলে কদাকার ॥
ভয়ে শিহরিয়া কাজী ঢাকা ফেলি দিয়া।
কহিল কি জন্যে এরে আসিয়াছ নিয়া ॥
বাহক বলিল এই শিল্পির কুমারী।
শুনিলাম এর সনে বিবাহ তোমারি ॥
কাজী বলে হায় বিধি একি চমৎকার।
এমত জন্তুকে বিয়া করা সাধ্য কার ॥
কহিছে এসব কথা হয়ে ক্রোধান্বিত।
হেন কালে রঙ্গরাজ হয় উপনীত ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে কাজী বলে ওরে দুরাচার।
কাহার সহিত তোর কাব্য এ প্রকার ॥
কে আমি কি শক্তি ধরি না বুঝিস মনে।
বেড়ি দিয়া তোর মত রাখি কত জনে ॥
ভাবিলি না মোর ক্রোধে শত্রু হয় নাশ।
এখনি হারাবি প্রাণ মনে নাহি ত্রাস ॥
পরম সুন্দরী আর কন্যা যেই আছে।
এই দণ্ডে পাঠাইয়া দিবি মোর কাছে ॥
নতুবা উচিত দণ্ড এখনি পাইবি।
আমার হাতেতে তুই নিশ্চয় মরিবি ॥
ক্রোধ সাম্য কর প্রভু শিল্পকার বলে।
দীনহীনে কেন দগ্ধ কর কোপানলে ॥
তমো হতে জ্যোতি যিনি করেন প্রচার।
তাঁর দিব্য কন্যা আর নাহিক আমার ॥
পুনঃ পুনঃ কহিলাম কন্যা কদাচার।
শুনিলে না মোর কথা অপরাধ কার ॥
ওমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া।
ভাবিতে লাগিল কাজী সন্দিগ্ধ হইয়া ॥
পরে ক্রোধ সম্বরিয়া কহিল ওমারে।
শুন বন্ধু বলি তবে ভাঙ্গিয়া তোমারে ॥
নারী এক আসি আজি পরম মোহিনী।
পরিচয় দিলে মোরে তোমার নন্দিনী ॥
তুমি তারে মন্দ কহ সকলের কাছে।
বিবাহ করিতে তাই কেহ নাহি যাচে ॥
রঙ্গরাজ বলে সেই অলীক বলিয়া।
গিয়াছে বিদ্বেষ করি তোমাকে ছলিয়া ॥
মৌন থাকি কিছু কাল বিচারক কয়।
পাইয়াছি শাস্তি ভাল মোর যোগ্য হয় ॥
কহিলে কি হবে যাহা গিয়াছে হইয়া।
মুটিয়াকে বল এবে যাইতে লইয়া ॥
সহস্র স্ববর্ণ মুদ্রা পাইয়াছ যাহা।
দিয়াছি তোমাকে ফিরে না লইব তাহা ॥
কিন্তু না করিবে আর ধনের প্রার্থনা।
প্রণয় করিতে যদি রাখহ বাসনা ॥
কথা ছিল কাজী যদি পত্নী নাহি চায়।
দিবে আরো সহস্র কাঞ্চন মুদ্রা তায় ॥

তথাপিও না চাহিল অঙ্গীকৃত ধন।
বিচারক শত্রু হবে জানি বিলক্ষণ॥
অসৎ অধম কাজী স্বহস্তে বিচার।
অনায়াসে করিবেক অনিষ্ট আমার॥
এই ভয়ে প্রাপ্ত ধনে সন্তুষ্ট হইয়া।
বলিল যে আজ্ঞা যাই কন্যাকে লইয়া॥
কিন্তু অগ্রে ত্যজ্যা কর এই মাত্র চাই।
কাজী বলে তাঁহাতে তোমার চিন্তা নাই॥
ইহা বলি মুহরীকে তখনি ডাকিয়া।
ত্যজ্য পত্র বিচারক দিলেন লিখিয়া॥
বিদায় লইয়া পরে রঙ্গরাজ যায়।
বাহকের শিরোপরি দিয়া দুহিতায়॥
এই কথা দেশময় রাষ্ট হলো পরে।
লোকেরা কৌতুক করি কহে ঘরে ঘরে॥
যে কেহ কাজীর এই দুর্দশা শুনিল।
পরিহাস করি সেই হাসিতে লাগিল॥
কিন্তু এই মাত্র শাস্তি না হইল তার।
উপযুক্ত প্রতিফল পাইলেন আর॥
মোয়াফেক পরামর্শ কহিল আমাকে।
নাম বিবরণ সব কহিতে রাজাকে॥
ভূপে আমি পরিচয় কহিলাম গিয়া।
বিশেষে কাজীর দ্বেষ সব বিস্তারিয়া॥
শুনি রাজা তিরস্কারে মধুর ভাষিয়া।
আগে কেন বলিলেনা আমাকে আসিয়া॥
নিঃসন্দেহ এসো নাই অবস্থার লাজে।
অপমান কি ছিল আসিতে হীন সাজে।
ইচ্ছাধীন সুখ দুঃখ ইহাই কি স্থির।
জান না কি এ সকল ঘটনা বিধির॥
ভাবিলে কি রাখিব না আমি তব মান।
এমন কখন মনে নাহি দিও স্থান॥
তব পিতা বিনার্ক মান্য অতিশয়।
অবশ্য আমার পুরী তোমার আশ্রয়॥
আলিঙ্গন শিষ্টাচার করিয়া বিস্তর।
শিরোপা খেলাত মোরে দিয়া নৃপবর॥

হীরক অঙ্গুরী খুলি দিলা মোর করে।
উত্তম পানীয় আনি তুষিলেন পরে॥
শ্বশুর আলয়ে আরো দেখিলাম গিয়া।
দিয়াছেন সেই খানে রাজা পাঠাইয়া॥
ছয় থান পারস্য মখমল্ অনুপম।
রজত কাঞ্চন চিত্র তাহে মনোরম॥
অপূর্ব্ব কিংখাপ বস্ত্র দুই থান আর।
পারস্য তুরঙ্গ এক দিব্য সাজ তার॥
পরে মোয়াফেকে রাজা পূর্ব্বের মতন।
দিলেন বোগ্দাদ রাজ্য করিতে শাসন॥
কাজীর বঞ্চনা জন্য নরনাথ তারে।
রাখেন জন্মের মত বদ্ধ কারাগারে॥
অধিকন্তু পূর্ণ দুঃখে তাহাকে রাখিতে।
ওমারের কন্যা সঙ্গে দিলেন থাকিতে॥
কিছু দিন পরে দূত মোর তত্ত্ব নিয়া।
চলিল জনকে ইহা জানাইবে গিয়া॥
অবিলম্বে দেশে যাব বনিতা সহিতে।
বলিলাম এই কথা পিতাকে কহিতে॥
প্রতীক্ষা করিয়া আছি দূত পাঠাইয়া।
সে আসিল পরে এই কুসম্বাদ নিয়া॥
দস্যুগণে সৈন্য মোর মারিয়াছে পথে।
শুনিয়াছিলেন পিতা জানি না কি মতে॥
আমার তাহাতে মৃত্যু করি অনুমান।
পুত্র শোকে নৃপবর ত্যজিলেন প্রাণ॥
পিতৃব্য তনয় মোর আমদ্দীন নামে।
পিতার পঞ্চত্বে রাজ্য করে সেই ধামে॥
প্রজারা তাহার রাজ্যে আছে সন্তোষিত।
কিন্তু আমি বর্ত্তমান শুনি আনন্দিত॥
সেই দূত হস্তে ভ্রাতা পত্র পাঠাইল।
তাহে স্নেহ কৃতজ্ঞতা কত জানাইল॥
নিতান্ত বাসনা তার দেশে পুনঃ যাই।
রাজ্য দিয়া বশীভূত হয়ে থাকে ভাই॥
শুনিয়া সকল কথা স্বদেশে যাইতে।
গেলাম রাজার কাছে বিদায় চাইতে॥

ভূপতি দিলেন সঙ্গে আসিতে আমার।
ত্রিসহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য আপনার॥
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে তার পরে গিয়া।
অনুমতি লইলাম জেম্মোদীকে নিয়া॥
আসিতে কি পারে ধনী ছাড়ি বাপ মায়।
চলিল কেবল সঙ্গে পিরীতের দায়॥
নৃপতির সৈন্যগণ সহিতে লইয়া।
যাইতেছি ক্রমাগত সুসজ্জা করিয়া॥
অর্দ্ধ পথ না ছাড়িয়া শুনিলাম কাণে।
সম্মুখেতে সৈন্য আসে আমাদের পানে॥
হইবে তস্কর লোক অনুমানি মনে।
অবিলম্বে সাজিলাম নিয়া সঙ্গিগণে॥
সংগ্রামে প্রবর্ত্ত কালে চর আসি কহে।
মৌজল দেশের সৈন্য তারা শত্রু নহে॥
নব ভূপ আমদ্দীন সেনার সহিতে।
আগুবাড়ি আসিছেন তোমাকে লইতে॥
পরে ভ্রাতা সেনাগণে রাখিয়া পশ্চাৎ।
সভ্য সহ আসিলেন করিতে সাক্ষাৎ॥
বিস্তর বিনয়ে রাজা মোরে সম্ভাষিল।
যেরূপ কৃতজ্ঞ বলি পত্রে লিখেছিল॥
তাহার সহিতে ছিল প্রধান যাহারা।
দেখিলাম অনুগত সকলে তাহারা॥
বিদায় করিয়া রাজ সৈন্যগণ পরে।
ভ্রাতার সহিত যাই আপনার ঘরে॥
উত্তরি মৌজল ধামে আসিয়া যখন।
জয়ধ্বনি রাজ্যময় পড়িল তখন॥
হেরি মোরে প্রজাগণ আনন্দে পূরিল।
তিন দিন মহোৎসব সকলে করিল॥
দোকানী পসারী যত রাজ পথ পাশে।
মুড়িল দোকান ঘর মনোহর বাসে॥
উজ্জ্বল করিল রাত্রে জ্বালিয়া আলোক।
আলোকে উদিত সব কোরাণের শ্লোক॥
ইহা ভিন্ন দোকানেতে দোকানিরা যত।
সাজাইয়া রাখিল মিষ্টান্ন নানা মত॥
সর্ব্বৎ দাড়িম্ব রস রাখে পাত্র ভরি।
অবাধায় পথিকেরা যায় পান করি॥
আনন্দেতে কত লোক রাজ পথে গিয়া।
নৃত্য গান বাদ্য করে তানপুরা নিয়া॥
শ্রেণীমতে রাজপথে শিল্পকার গণ।
মহানন্দে শকটেতে করিল গমন॥
যেবা যেই ব্যবসায়ী সেই বস্ত্র পরি।
সকলে চলিল নিজ অস্ত্র হাতে করি॥
তুরী ভেরী ঢাক ঢোল আগে ভাগে বাজে।
বিবিধ রঙ্গের ধ্বজা শকটেতে সাজে॥
নগর ভ্রমিয়া দ্বারে আগত যখন।
দীর্ঘ জীবী হন রাজা কহে সর্ব্বজন॥
আমার যে এত মান করে প্রজাগণ।
তথাপি তাহাতে তুষ্ট নাহি হয় মন
দিবা রাত্রি ধ্যান জ্ঞান এই বিবেচনা।
কেমনে থাকিবে সুখে সেই সুলোচনা॥
সাজাই মন্দির তার করিয়া যতন।
হেরিলে হরিষ মন জুড়ায় নয়ন॥
পিতার পুরীতে ছিল পঁচিশ রূপসী।
জারজিয়া দেশে ধাম যৌবন বয়সী॥
নানা গুণে গুণবতী গান বাদ্য জানে।
রাখিলাম তাহাদিগে মহিষীর স্থানে॥
নিযুক্ত দ্বাদশ খোজা করিলাম আর।
সবে উপযুক্ত তুষ্টি জন্মাইতে তার॥
পরম আনন্দে পরে শাসি প্রজাগণে।
দিন দিন বাড়ে প্রেম জেম্মোদীর সনে।
এই রূপে সুখে কাল কাটাই যখন।
সভায় আসিল এক ফকীর তখন॥

প্রথমখণ্ড সমাপ্তঃ।

পারস্য ইতিহাস
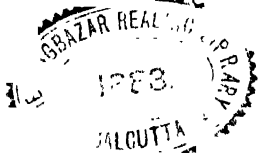
দ্বিতীয় খণ্ড।

ফকীর চতুর অতি নানা গুণ ধরে।
ভুলায় সবার মন সভার ভিতরে॥
একে নব অনুরাগ তাহে উদাসীন।
মিষ্টভাষে তুষ্ট সবে করে দিন দিন॥
এমন কি জানে গুণ বলা নাহি যায়।
যে হেরে তাহারে সেই ভুলিতে না চায়॥
সভাস্থ সমস্ত সদা এই কথা বলে।
এমন পুরুষ আর নাহি ভূমণ্ডলে॥
সাক্ষাতেও সেই কথা প্রত্যক্ষ হইল।
সন্ন্যাসী সুভাষি দেখি অন্তর মোহিল॥
পূর্ব্বাপর ছিল ভ্রম লোক মুখে শুনি।
রাজার সভায় থাকে জ্ঞানবান গুণী॥
সে ভ্রম তাহার গুণে হইল বিনাশ।
ফকীরের প্রেমে ক্রমে বাড়িল বিশ্বাস॥
ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ যোগী জানি ব্যবহারে।
মন্ত্রীপদ লও বলে সাধিলাম তারে॥
কিন্তু সে কহিল হাসি শুন মহাশয়।
চাকরি বিষম জ্বালা ফকীরের নয়॥
তত্বজ্ঞান তত্ব করি সুখে যায় দিন।
ধনতত্ব করি কেন হব পরাধীন॥
পতঙ্গ কীটের ভক্ষ্য যোগান ঈশ্বর।
তাঁহাতেই করিয়াছি সমস্ত নির্ভর॥
বিষয় বিরাগ তার দেখি এই মত।
প্রকাশিয়া ধন্যবাদ করিলাম কত॥
দিন দিন আরো ভক্তি বাড়িতে লাগিল।
প্রিয়পাত্র মধ্যে সেই প্রধান হইল॥
এক দিন মৃগয়াতে গিয়া দুই জনে।
দৈব যোগে সঙ্গি ছাড়ি পড়িলাম বনে॥
বসি বৃক্ষতলে পরে উদাসীন তথা।
কহিতে লাগিল নিজ ভ্রমণের কথা॥
বয়স অধিক নহে প্রথম যৌবন।
তারি মধ্যে কত দেশ করিল ভ্রমণ॥
বিশেষে প্রণয় এক বিপ্রের সহিতে।
বিস্তারিয়া তার কথা লাগিল কহিতে॥
বৃদ্ধ এক দ্বিজ ছিল বিদ্যায় মানিত।
মায়াবিদ্যা সুপণ্ডিত সকলে জানিত॥
অন্তিম সময়ে মোরে কহিল ব্রাহ্মণ।
এখনি ত্যজিব প্রাণ নিকট শমন॥
বিদ্যা এক দিয়া যাই স্মরণ করিবে।
অঙ্গীকার করো কিন্তু গোপন রাখিবে॥
এত বলি দ্বিজবর অঙ্গীকার নিয়া।
প্রাণ ত্যাগ করিলেন মায়া বিদ্যা দিয়া॥
শুনিয়া মন্ত্রের কথা ফকীরে শুধাই।
বুঝিবা স্বুবর্ণ করা বিদ্যা হবে তাই॥
ফকীর কহিল প্রভু কিবা ফল তায়।
এ বিদ্যায় শবকে সজীব করা যায়॥
কিন্তু এতে নাহি ভাব রাজদণ্ড ধারী।
যে মরে তাহার প্রাণ তাহে দিতে পারি॥

সে অদ্ভুত লীলা মাত্র পারেন ঈশ্বর।
নরের অসাধ্য তাহা শুন নৃপবর॥
তবে এই শক্তি ধরি শব যদি পাই।
তাহাতে আপন প্রাণ প্রবেশ করাই॥
এগুণ দেখিতে যদি থাকে অভিলাষ।
যখন করিবে আজ্ঞা পূরাইব আশ॥
দেখাবে যদ্যপি গুণ আমি কহিলাম।
এই দণ্ডে পূর্ণ তবে কর মনস্কাম॥
এমন সময় এক মৃগী তথা যায়।
ধনুকে যুড়িয়া শর বধিলাম তায়॥
ফকীরে অমনি কহি দেখিব এখন।
কেমন করিতে পারো শবের চেতন॥
পূরাইব মনোবাঞ্ছা কহিল ফকীর।
অমনি পড়িল ভূমে তাহার শরীর॥
ক্ষণে হেরি কুরঙ্গিণী ভূমি হইতে উঠে।
বল করি লম্পে ঝম্পে মোর পানে ছুটে॥
দেখিলাম শব দেহ সজীব যখন।
বুঝ মনে কি আশ্চর্য্য হইল তখন॥
হরিণী নিকটে আসি নাচিতে লাগিল।
লাপায়ে ঝাপায়ে পুনঃ জীবন ত্যজিল॥
ভূমিতে পড়িয়াছিল ফকীরের কায়।
সজীব করিল গিয়া প্রবেশিয়া তায়॥
অদ্ভুত মানিয়া মনে কহিলাম তারে।
কৃপা করি এই মন্ত্র শিখাও আমারে॥
ফকীর কহিল কহ একি সর্ব্বনাশ।
কেমনে এ বিদ্যা আমি করিব প্রকাশ॥
ব্রাহ্মণের কাছে মোর আছে অঙ্গীকার।
বল দেখি তাহা আমি ভাঙ্গি কি প্রকার।
ফলতঃ প্রতিজ্ঞা নহে আমাকে ভাড়ায়
বলিব না বলি আরো আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়।
কহিলাম শুন শুন তোমার দোহাই।
করিওনা এ বিদ্যায় বঞ্চিত গোঁসাই॥
শপথ করিয়া বলি গোপনে রাখিব।
কাহার অনিষ্ট তাহে কভু না করিব॥

বিস্তর বিনয়ে যোগী সদয় হইল।
ভাবিয়া কিঞ্চিৎ পরে কহিতে লাগিল॥
প্রাণাধিক প্রিয় তুমি শুনহে ভূপতি।
কত আর এড়াইব তোমার মিনতি॥
যদিও দ্বিজের কাছে সত্যে বদ্ধ হই।
তথাচ তোমার স্নেহে সেই বিদ্যা কই॥
অতএব অন্যথা না করি আমি তায়।
অবিলম্বে সেই বিদ্যা শিখাব তোমায়॥
দুই বর্ণে মাত্র মন্ত্র শুনহ সন্ধান।
মনে উচ্চারিলে তাহা শবে যায় প্রাণ॥
উদাসীন এই কথা করি সমাপন।
শিখাইল সেই দুই মন্ত্র উচ্চারণ॥
পাইলাম বিদ্যা যদি অন্তর মোহিল।
জানিতে মন্ত্রের বল বাসনা হইল॥
হরিণীর দেহে যাব করিয়া মনন।
মন্ত্র বলে করিলাম তাহাতে গমন॥
ইহাতে অত্যন্ত মনে হইল আহ্লাদ।
কিন্তু শেষ না রহিল ঘটিল প্রমাদ॥
মৃগীর শরীরে যেই হয়েছি প্রবিষ্ট।
দেখি না আমার দেহে গিয়াছে পাপিষ্ঠ॥
আমারি ধনুক বাম হস্তেতে লইয়া।
আমাকেই লক্ষ্য করে বিপক্ষ হইয়া॥
অনুভাবে বৈরি ভাব করি নিরীক্ষণ।
পলাই প্রাণের দায় ত্যজিয়া দুর্জ্জন॥
পলাতে কি পারি তবু পাছুং ধায়।
আয়ু ছিল বড় যেই বাঁচিলাম তায়॥
বিপক্ষের লক্ষ্যে যদি জীবন যাইত।
হায়ং হতো ভাল যন্ত্রণা ঘুচিত॥
প্রতিকুল বিধি তাই মৃত্যু না ঘটিল।
মানব হইয়া পশু হইতে হইল॥
তথাপি কিঞ্চিৎ দুঃখ তাহাতে যাইত।
জ্ঞান হীন পশু বুদ্ধি যদ্যপি হইত॥
কেন সে কথায় বৃথা খেদ করি আর।
যারে বিধি করে দুঃখী তার দুঃখ সার॥

হরিণী হইয়া বনে ভ্রমি প্রতিদিন্।
রাজ সিংহাসনে সুখে বশে উদাসীন ॥
অনায়াসে জেম্রোদীর প্রভুত্ব লইল।
ইহা ভাবি আরো প্রাণ ব্যাকুল হইল ॥
রহিল তাহার কায়া পড়িয়া কাননে।
শাসিতে লাগিল প্রজা আনন্দিত মনে ॥
কি জানি ভাবিল পাছে সেই বিদ্যা বলে।
পুরী প্রবেশেতে পারি যদি কোন ছলে ॥
তবে তার সংহার নিশ্চয় ভাবি মনে।
আজ্ঞা দিল বিনাশিতে যত মৃগী গণে ॥
এই কর্ম্মে প্রজাদের প্রবৃত্তি কারণ।
রাজ্যময় এই কথা করিল ঘোষণ ॥
যে আনিয়া মৃগ মুণ্ড দেখাবে আমাকে।
প্রতি শিরে ত্রিশ মুদ্রা দিব আমি তাকে ॥
ধন লোভে মুগ্ধ হয়ে প্রজারা ত্বরিতে।
বাহির হইল মৃগী বিনাশ করিতে ॥
নগরের চারি দিকে অন্বেষণ করে।
করে ধনুঃ পৃষ্ঠে তূণ পরিপূর্ণ শরে ॥
বেড়ায় অরণ্য গিরি করিয়া সন্ধান।
স্থানে স্থানে হরিণীর হরিয়া পরাণ ॥
আমার অদৃষ্ট ভাল মরি নাই বাণে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন বলি এই স্থানে ॥
বুল বুল নামে এক পক্ষী মনোনীত।
তরুতলে মৃত দেহ দেখি আচম্বিত ॥
মন্ত্র বলে তার দেহে প্রবেশ করিয়া।
চলিলাম শূন্য মার্গে পুরী উদ্দেশিয়া ॥
অন্তঃপুর উদ্যানেতে ছিল তরুবর।
তাহার নিকটে প্রিয়ে জেম্রোদীর ঘর ॥
সেই বৃক্ষে বসি দুঃখে ভাসি নিশি দিন।
ফাঁকি দিয়া কত সুখ করে উদাসীন ॥
স্বচক্ষে দেখিয়া বক্ষ বিদরিয়া যায়।
পক্ষীর যেমন দুঃখ ব্যক্ত করি তায় ॥
এক দিন নিশি শেষে মিলি পক্ষিসব।
তরুণ অরুণ হেরি করে মিষ্ট রব ॥
তাহাদের মাঝে আমি অসুখী কেবল।
দর দর ঝরে দুই নয়নেতে জল ॥
রাখি বারি পূর্ণ আঁখি জেম্রোদীর ঘরে।
বিলাপ করিয়া কত ডাকি উচ্চৈঃস্বরে ॥
শুনি সুমধুর স্বর জেম্রোদী রমণী।
গবাক্ষেতে দাণ্ডাইল আসিয়া তখনি ॥
প্রিয়েকে হেরিয়া আরো করি বিলাপন।
ভাবি কোন রূপে যদি বুঝে তার মন ॥
হায় হায় দুঃখ মোর কিছু না বুঝিল।
কৌতুক করিয়া আরো হাসিতে লাগিল ॥
এই রূপে কত দিন উদ্যানেতে থাকি।
প্রত্যহ নিশির শেষে মন দুঃখে ডাকি ॥
গবাক্ষে বসিয়া রামা শুনে প্রতি দিন।
বিহঙ্গের প্রেমে ক্রমে হইল অধীন ॥
ডাকিয়া কহিল রাণী শুন আরে সখী।
নিতান্ত বাসনা এই বিহঙ্গেরে রাখি ॥
ব্যাধ ডাকি কহ শীঘ্র ধরিতে উহারে।
পাগলিনী করিয়াছে বিহঙ্গ আমারে ॥
সখীরা ডাকিয়া ব্যাধ আনিল ত্বরিতে।
পাতিল তাহারা ফাঁদ আমাকে ধরিতে ॥
ধরিয়া রাণীর করে দিল মোরে আনি।
প্রফুল্ল অন্তরে প্রিয়ে কহে মৃদু বাণী ॥
হায়রে প্রাণের পক্ষী গান কর তুমি।
তোমার গোলাপ ফুল হইলাম আমি ॥
মস্তক চুম্বিল রাণী একথা বলিয়া।
অমনি অধরে চঞ্চু দিলাম তুলিয়া ॥
হাসিয়া কহিল রাণী হেদে দেখ সখী।
শুনিয়া বুঝিল কথা কি চতুর পাখি ॥
সংক্ষেপে কাহিনী বলি শুন অতঃপরে।
রাখিল আমারে রাণী সুবর্ণ পিঞ্জরে ॥
প্রত্যহ যামিনী শেষে জাগিলে সে ধনী।
শুনাই তাহারে গান করি নানা ধ্বনি ॥
অতি শান্ত অল্প দিনে দেখিয়া আমায়।
রমণীর অনুরাগ বাড়িল তাহায় ॥

আপনি আসিয়া নিত্য দিতেন আহার।
কদাচ না করিতেন নয়নের পার॥
কখন পিঞ্জর মাঝে আমারে ধরিয়া।
যতনে বাহির করি দিতেন ছাড়িয়া॥
উড়িয়া তখনি তার বসিতাম দেহে।
রমণী অমনি ধরি চুম্ব দিত স্নেহে॥
মহিষী আদর করে মনে সুখ পাই।
অন্য কেহ কাছে এলে তখনি দংশাই॥
এরূপে প্রিয়ার প্রিয় হইলাম যত।
রাণী কহে মরে যদি শোক পাব যত॥
এভাবে দেখিয়া সদা রমণীর মুখ।
কিঞ্চিৎ ছিলাম বটে পাশরিয়া দুঃখ॥
কিন্তু সে ফকীর ঘরে আসিত বলিয়া।
হৃদয়েতে দুঃখানল উঠিত জ্বলিয়া॥
অস্থির হইত মন তাহাকে দেখিলে।
অদ্যাপিও জ্বলে প্রাণ স্মরণ হইলে॥
বার২ বিধাতারে ডাকিতাম মনে।
শীঘ্র যেন দেন ফল পামর দুর্জ্জনে॥
দুঃখেতে পিঞ্জর মাঝে লাগে ছুট ফট।
ক্রোধেতে পালক উঠে করি কটমট॥
হায়২ তাহে কারো দুঃখ না হইত।
কৌতুক করিয়া আরো হাসিতে থাকিত
কি করি বুঝিয়া মরি আত্ম সাধ্য নয়।
অতঃপর বলি শুন ঘটনা যা হয়॥

মহারাজের মনুষ্য দেহ পাপ্ত।

আছিল কুক্কুরী এক জেমোদীর ঘরে।
প্রসবান্তে দৈবাধীন সেই পশু মরে॥
সন্নিকটে মৃত্যু দেহ দেখিয়া তাহার।
তাহে প্রেবেশিতে বাঞ্ছা হইল আমার॥
ভাবি মনে কুক্কুরীর দেহে গিয়া জানি।
পক্ষীর মরণে খেদ করে কি না রাণী॥
কি জানি এমন বুদ্ধি কেমনে হইল।
আচম্বিত কেহ যেন কর্ণেতে কহিল॥*
না ভাবিয়া ভাল মন্দ পশ্চাৎ কি হবে।
মন্ত্রবলে আসিলাম কুক্কুরীর শবে॥
হেন কালে রাণী আসি আপন মন্দিরে।
ভাল বাসি গেল হাসি দেখিতে পক্ষীরে॥
পাখি দেখি মরিয়াছে শিহরিয়া উঠে।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে যেন বক্ষে শেল ফুটে॥
তরাসে জিজ্ঞাসে আসি যত দাসীগণ।
কি হইল ঠাকুরাণী কহ বিবরণ॥
প্রাণ যায় বলে রাণী কি কহিব আর।
দেখ তোরা সর্ব্বনাশ হয়েছে আমার॥
নয়ন সলিলে ভাসে হয়ে পক্ষিহারা।
বলে কোথা গেলি মোর নয়নের তারা॥
কেনরে এতই শীঘ্র ছেড়ে গেলি মোরে।
আর না শুনিব গান না হেরিব তোরে॥
কি হইল অপরাধ নিদারুণ বিধি।
কি লাগি হরিলে মোর প্রাণাধিক নিধি॥
ব্যাকুলা অস্থিরা রাণী কান্দে অনুরাগে।
প্রবোধ বচন তারে শেল সম লাগে॥
ইহা দেখি জেমোদীর সখী এক জন।
ফকীরে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
তখনি ফকীর আসি রাণীর সদন।
বলে প্রিয়া ত্যজ তাপ মুছহ বদন॥
মরিয়াছে বুল বুল শোক কেন তায়।
অপ্রাপ্ত বিষয় নহে পাওয়া কত যায়॥
এপাখি পোষিতে যদি থাকে অভিলাষ।
যত চাও তত দিয়া পূরাইব আশ॥
এই রূপে যত কথা উদাসীন বলে।
জেমোদীর দুঃখানল ততোধিক জ্বলে॥
রাণী কহে ক্ষান্ত হও শুন মহাশয়।
সান্ত্বনা বচনে মনে প্রবোধ না লয়॥
যদি তুমি একথা বলিয়া দেহ লাজ।
পক্ষীর নিমিত্ত খেদ নির্ব্বোধের কাজ॥

তুমি কি বুঝাবে নাথ মন সব জানে।
তথাপি অবোধ মন প্রবোধ না মানে॥
আহা মরি পক্ষী মোর ছিল কি সরল।
স্নেহ করি যাহা কহি বুঝিত সকল॥
সখীর নিকটে যেতে ভাল না বাসিত।
আমাকে দেখিলে হাতে উড়িয়া আসিত॥
কিবা জানি প্রেম তার অন্তরে জাগিত।
প্রকাশিতে না পারিয়া চাহিয়া থাকিত॥
এ সকল গুণে মনে খেদ কত আসে।
সে পাখি বিহনে আঁখি শোকনীরে ভাসে॥
হায় কোথা গেলি প্রাণ পাখিরে আমার।
তোমা বিনে এজীবনে কায নাহি আর॥
এত বলি আরো রাণী কত খেদ করে।
আমি ভাবি মঙ্গল ঘটিল অতঃপরে॥
মনে ভাবি শোকানল নিবাতে রাণীর।
উদাসীন মায়া বিদ্যা করিবে জাহির॥
সে আশা অসার নহে হইল সুসার।
তাহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার॥
প্রবোধ না মানে শোকে কান্দে নৃপজায়া।
হেরি তাহা ফকীরের উপজিল মায়া॥
সখীগণে আজ্ঞা দিল বাহির হইতে।
বিরলে রাণীর সঙ্গে লাগিল কহিতে॥
সন্তাপ ত্যজহ প্রিয়ে মুছ দুই আঁখি।
বাঁচাইয়া দিব আমি বুল বুল পাখি॥
রজনী প্রভাতে উঠি হেরিবে নয়নে।
শুনিবে মধুর গান তাহার বদনে॥
রাণী বলে একি তুমি পাগল ভাঁড়াবে।
ভাবিলে কি এই শোক বচনে ছাড়াবে॥
এখন কহিলে পাখি কাল দেখা যাবে।
কাল পুনঃ কাল কালে একালেরে খাবে॥
কাল কাল বলে কাল করাইবে ক্ষয়।
কাল বশে এত শোক ক্রমে হবে লয়॥
কিম্বা সেই মত পাখি রাখিবে ধরিয়া।
ললনা ভুলাবে নাথ ছলনা করিয়া॥

উদাসীন বলে প্রিয়ে প্রতারণা নয়।
মৃত পক্ষী বাঁচাইব জানিবে নিশ্চয়॥
জানি আমি জাদুবিদ্যা শবে দিতে প্রাণ।
প্রবেশিয়া পক্ষী দেহে শুনাইব গান॥
প্রত্যহ শুনিবে গান অত্যন্ত মধুর।
দেখিবে পক্ষীকে প্রিয়ে অধিক চতুর॥
প্রত্যয় না হয় যদি বচনে আমার।
এখনি বাঁচায়ে দিব বিহঙ্গে তোমার॥
এ কথা শুনিয়া নারী উত্তর না দিল।
প্রত্যয় না হয় কথা ফকীর ভাবিল॥
পালঙ্কেতে গিয়া পরে করিল শয়ন।
মনে মনে সেই মন্ত্র পড়িল তখন॥
মন্ত্রবলে মৃত্যু দেহে নিজ আত্মা নিল।
সজীব হইয়া পক্ষী গান আরম্ভিল॥
মৃত পক্ষী সজীব দেখিয়া পুনরায়।
কি আশ্চর্য্য হলো রাণী কহা নাহি যায়।
এই দিকে আছি আমি এই অপেক্ষায়।
পক্ষীতে তাহার প্রাণ কত ক্ষণে যায়॥
যেই দিকে মৃত পাখি উঠিল ডাকিয়া।
আসিলাম নিজ দেহে কুক্কুরী থাকিয়া॥
তখনি অমনি গিয়া বিহঙ্গে পাড়িয়া।
অবিলম্বে ফেলি তার মস্তক ছিড়িয়া॥
রাণী বলে কি কর কি কর মহারাজ।
অকারণে পক্ষী বধ অসম্ভব কায॥
এত যদি মনে ছিল সংহারিবে প্রাণ।
তবে কেন পুনশ্চ করিলে প্রাণদান॥
ক্রোধে কম্প কলেবর না করি উত্তর।
কহিলাম ধন্য২ তুমি হে ঈশ্বর॥
আজি হলো দুঃখ শান্তি বধিয়া পামরে
সাজে আরো শাস্তা তার এপাপের তরে॥
একে দেখে শবে জীব অসম্ভব ক্রিয়া।
কথা শুনি আরো স্তব্ধা হলো রাজ প্রিয়া॥
বিশেষতঃ আনন্দিত আমাকে হেরিল।
বিস্ময় ভাবিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিল॥

আনন্দিত কেন প্রভু পক্ষীকে মারিয়া।
ইহার ভাবার্থ কহ বিস্তার করিয়া॥
শুনিয়া রাণীর বাণী সব বিবরণ।
বিস্তারিয়া কহি তারে অদ্ভুত ঘটন॥
পতিব্রতা সতী এই কথা শুনি কাণে।
পাপ ভয়ে শিহরিয়া উঠে অভিমানে॥
আপনি নির্দ্দোষী তবু মনে লজ্জা পায়।
লজ্জায় শুখায় মুখ শব তুল্য কায়॥
আমি যে যথার্থ পতি জানিল সে মনে।
শুনেছিল ফকীরের দেহ ছিল বনে॥
মৃগী নষ্ট রাজাজ্ঞায় করিয়া স্মরণ।
আমি সেই ফদলল্লা জানিল তখন॥
কিন্তু তাহা না বলিলে ছিল ভাল দাঁড়া।
প্রকাশেতে হইলাম প্রেয়সীকে ছাড়া॥
হায়২ পাপ কর্ম্ম না শুনিত যদি।
বাঁচিয়া থাকিত প্রাণে প্রাণের জেম্রোদী।
কিন্তু কিবা বলিতেছি কোথা মোর মন।
জানি মনে দুঃখ সুখ বিধির ঘটন॥
ঘৃণায় অস্থিরা রামা সদা কম্পবান।
বুঝাই যতেক মনে নাহি দেয় স্থান॥
না জানি না শুনি প্রিয়ে করিয়াছ পাপ
কি দোষ তাহাতে বল ত্যজ মনস্তাপ॥
দেবতা তাহাতে নাহি লবে অপরাধ।
লোকালয়ে নাহি হবে তাহে অপবাদ॥
যে পাপ করিল সেই ফকীর করিল।
দুষ্কর্ম্মের প্রতিফলে আপনি মরিল॥
কোন দোষ নাহি লব কহিলাম কত।
করিব সমান স্নেহ পূর্ব্বকার মত॥
এত বলি তবু না বুঝিল কোন যোগে।
অবশেষ প্রাণ নষ্ট করে কাল রোগে॥
কিছু দোষ নাহি তার কলঙ্কিনী নহে।
ক্ষমা কর তবু মোরে মৃত্যু কালে কহে॥
একপে প্রিয়ার যদি হইল মরণ।
করিলাম ক্রিয়া যত অশৌচ গ্রহণ॥

আমদ্দীনে ডাকি পরে কহিলাম ভাই।
রাজ্যে আর মোর কোন প্রয়োজন নাই॥
আমার প্রতিজ্ঞা আর না থাকিব দেশে।
কাটাইব বৃদ্ধ কাল অপ্রকাশ্য বেশে॥
সন্তান সন্ততি নাই তুমি প্রিয়জন।
তোমাকে দিলাম রাজ্য করহ শাসন॥
কাতর হইয়া ভ্রাতা কান্দিতে লাগিল।
জ্ঞান উক্তি যুক্তি দিয়া কত বুঝাইল॥
কিন্তু এত আকিঞ্চন হইল বিফল।
কহিলাম শুন ভাই প্রতিজ্ঞা অটল॥
দিতেছি তোমায় পুনঃ রাজ্য অধিকার।
প্রজা পালি সুখে রাজ্য কর পুনর্ব্বার॥
আমার রাজত্বে আর নাহি প্রয়োজন।
সামান্য রূপেতে কাল করিব যাপন॥
বিদেশে কোথাও যাব ত্যজি এই দেশ।
থাকিব স্বচ্ছন্দে কেহ না করিবে দ্বেষ॥
রাজত্বের ভারে মন সদত চঞ্চল।
বিরলে বসিয়া চিন্তা করিব কেবল॥
মন সাধে সদা চিন্তা করি তার গুণ।
নিবারিব তাহে আমি মনের আগুন॥
এত বলি দিয়া তারে রাজ্য সিংহাসন।
লইলাম সঙ্গে কিছু বহুমূল্য ধন॥
ভৃত্য মাত্র কয় জন নিয়া তার পরে।
করিলাম শীঘ্র যাত্রা বোগদাদ নগরে॥
তথায় শ্বশুর গৃহে গিয়া উপনীত।
জামাতার দশা দেখি সবে বিষাদিত॥
ভাসিল দুঃখেতে সবে শুনি বিবরণ।
মাতা পিতা কান্দে কত কন্যার কারণ॥
বাস করি কিছু কাল শ্বশুর বাটীতে।
মক্কা ধামে মনোবাঞ্ছা হইল যাইতে॥
তীর্থ কর্ম্ম করি তথা যথা নিয়মিত।
মহারাজ্য তাতারেতে হই উপনীত॥
জ্যাক দেশে পরে আসি দেখি রম্যস্থান।
করিয়াছি এই স্থানে চির অবস্থান॥

সে পর্য্যন্ত দ্বাবিংশতি বৎসর এখানে।
মৌজলের রাজা আমি কেহ নাহি জানে॥
সামান্য ভাবেতে করি জীবন যাপন।
কাহার সঙ্গেতে নাহি করি আলাপন॥
কেহ না আইসে কাছে কোথাও না যাই।
নিরন্তর জেম্রোদীরে অন্তরে ধেয়াই॥
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই প্রিয় ধন।
দিবা নিশি তারে ভাবি তাহাতেই মন॥
স্মরিলে তাহার নাম দুঃখ দূরে যায়।
মনস্তাপ মনাগুন তাহাতে যুড়ায়॥

কালকের ইতিহাসের পরিশেষ।

ইতিহাস সমর্পিয়া, বৃদ্ধ কহে প্রবোধিয়া,
শুনিলে সকল বিবরণ।
তুমি আমি দুই জন, দুঃখে দগ্ধ অনুক্ষণ,
চিন্তানলে সকলে মগন॥
সংসার অসার ময়, দেহ কার নিত্যনয়,
তাহে আরো দুর্ঘটনা কত।
সমীরণে শর বন, যথা হয় প্রকম্পন,
ইহাও জানিবে সেই মত॥
তবে কিন্তু সত্য কই, যে অবধি হেথা রই,
কোন চিন্তা নাহিক কখন।
সদা সুখে করি বাস, সম্পদে না হয় আশ,
ধন জন সব বিস্মরণ॥
শুনিয়া তৈমুর কয়, ধন্য ধন্য মহাশয়,
অনায়াসে ত্যজিলে রাজত্ব।
কেতুমিকোথায়ছিলে,কোনলীলাসম্বরিলে
ধরণীতে নাহি তার তত্ত্ব॥
তৈমুরবনিতাকহে,তুমিতোপ্রেমিক ওহে
সত্য জ্ঞান প্রেম পরিচয়।
যুবরাজ বলে তায়, যে ঠেকে এমন দায়,
তব তুল্য জ্ঞানী যেন হয়॥

এই রূপ কথা ছলে, রবি গেল অস্তাচলে
শশী আসি উদিত গগণে।
হেরিউপনীতরাতিজ্বালিয়াআনিতেবাতি
নৃপতি কহিল দাসগণে॥
আজ্ঞা মাত্র দাস গণে,দীপ জ্বালি তিন জনে
শয়ন মন্দিরে লয়ে যায়।
রাজা রাণী এক ঘরে, পালঙ্কে শয়ন করে
অন্য ঘরে রাখিল যুবায়॥
নিদ্রায় যামিনী যায়, প্রভাতে প্রবীণ রায়
আসি কহে অতিথির তথা।
বিধি বাদী হয় যার, কতই যন্ত্রণা তার
চমৎকার শুন কহি কথা॥
শুনিলাম কি অদ্ভুত, কার্জ্জম রাজার দূত
আসিয়াছে এ রাজার কাছে।
জানাইতে সমাচার, বান্ধিতে স্বপরিবার
তৈমুর ভূপতি যথা আছে॥
লিখিয়াছে এই রূপ, বিপক্ষ তৈমুর ভূপ
যদিস্যাৎ তব রাজ্যে যায়।
অবিলম্বে ধরি তারে, বান্ধিয়া স্বপরিবারে
এই খানে পাঠাইবে তায়॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাণী, ভয়ে ভূমে পড়ে রাণী
পিতা পুত্র ভাবিত নিতান্ত।
বৃদ্ধ বলে একি দায়, এরা কেন মোহ যায়
আছে কিছু ইহার বৃত্তান্ত॥
রাণীর চৈতন্য পরে, প্রাচীন জিজ্ঞাসা করে
কেনগো হইল এই রূপ।
হেরিয়া তোমার ভাব, মনে হয় এই ভাব
তোমাদের শত্রু সেই ভূপ॥
তৈমুর ভূপতি বলে, ভাসিয়া নয়ন জলে
কহিয়াছ স্বরূপ বচন।
শুন নৃপ ধরি পায়, আমি সে তৈমুর রায়
দারা পুত্র এরা দুই জন॥
ত্যজি রাজ সিংহাসন, শত্রু ভয়ে পলায়ন
করিয়াছি পরিজন নিয়া।

করিয়াছ স্থান দান, এবে রক্ষা কর প্রাণ,
ত্রাণ কর পরামর্শ দিয়া ॥

শুনিয়া প্রাচীন কয়, এ শঙ্কটে মহাশয়,
রক্ষা করা অসাধ্য আমার।

তুষিতে সে নৃপবরে,এরাজ্যে সকল ঘরে,
অন্বেষণ হইবে তোমার ॥

লুকাইতে হেন ঠাঁই,নগরে কোথাও নাই,
অনুচরে ধরিবেক শেষে।

উপায় নাহিক আর. অটক নদীর পার,
শীঘ্র যাও বর্লাসের দেশে ॥

বৃদ্ধবাক্যশুনি তারা, পিতাপুত্র রাজদারা,
যাইতে করিল মন স্থির।

দ্রুতগামীতিনঘোড়া,আরএকস্বর্ণতোড়া,
আনি বৃদ্ধ দিলেন অচির ॥

রাজা রাণী যুবরায়, প্রণমিয়া তাঁর পায়,
অশ্বে চড়ি করিল প্রস্থান।

অটক হইয়া পার, কয় দিন পরে তার,
বর্লাসের রাজ্যে অধিষ্ঠান ॥

প্রথম গ্রামেতে গিয়া,অশ্ব বেচি অর্থ নিয়া,
সুখে কাল করেন যাপন।

ক্রমে২ ধন যায়, ভাবে রাজা একিদায়,
দুঃখ আর না সহে এখন ॥

যদ্যপি রাজ্যেরলাগি,হইতাম মৃত্যুভাগী,
তবে তাহে ছিল বহুলাভ।

এখন বাঁচিলে আর, যন্ত্রণা হইবে সার,
বুঝিলাম অদৃষ্টের ভাব ॥

যোড় করে পুত্র কয়, শুন পিতা মহাশয়,
হত আশা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

বিধাতা সকল মূল, তিনি হলে অনুকূল,
দুঃখ দুর হইবে নিশ্চয় ॥

মোর মনেহেনধরে,রাজধানী গেলেপরে,
শুভাদৃষ্ট হবে পুনরায়।

পুত্রের বচন মানি, তৈমুর ভূপতি রাণী,
দ্রুতগতি পুত্র সঙ্গে যায় ॥

নগরের যেই ঘরে, পথিকেরা বাস করে
রহিলেন তথা তিন জনে।

মুদ্রা মাত্র কিছুনাই,ভাবেরাজারাণীতাই,
আজি প্রাণ বাঁচিবে কেমনে ॥

হেন কালে যুবরায়, কি করে পেটের দায়,
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া।

যাচিতেমাগিতে প্রায়,দিনমণি অস্তযায়,
সন্ধ্যাকালে আনিল মাগিয়া ॥

মাতা পিতা দুই জন, করে অশ্রু বরিষণ,
শুনিয়া ভিক্ষার বিবরণ।

আহার হইলে পরে,কহে পুত্র যোড়করে,
শুন পিতা করি নিবেদন ॥

জন্মিয়া রাজার ঘরে,যেইজন ভিক্ষাকরে,
তার দুঃখ কি কহিব আর।

হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তবু না করিলে নয়,
অন্ন বিনা প্রাণ রক্ষা ভার ॥

কিন্তু কি করিব বল, জ্বলে যে জঠরানল,
না মাগিলে মরণ নিশ্চয়।

উপায় নাহিক আর,লজ্জায় কিকরে তার,
চিরকাল সমান না হয় ॥

যখন যেমন হবে, তখন তেমন রবে,
এইমত শাস্ত্রের প্রমাণ।

অসময়ে বিধাতারে,একান্তেডাকিলেপরে,
নিতান্ত পাইবে পরিত্রাণ ॥

শুন পিতা বলিসার, না হবে যন্ত্রণা আর,
মোরে লয়ে করহ বিক্রয়।

তাহাতে যে ধনপাবে,সুখে কতদিন যাবে,
তব দুঃখে বিদরে হৃদয় ॥

রাজা কহে প্রাণধন, একি কহ কুবচন,
পিতা হয়ে সন্তানে বেচিব।

তোমারেহইলে হারা,জীয়ন্তে হইব সারা,
প্রাণ গেলে কাহারে পালিব ॥

বেচিতে যদ্যপি হয়, এই মোর মনে লয়,
আমাকেই বেচ কোন ঠাঁই।

আমিই কিঙ্কর হব, দাসত্ব পসরা সব,
তাহে মোর কোন খেদ নাই॥
রাজপুত্র কৃতাঞ্জলি, বলে তবে শুন বলি,
কালি আমি বাহক হইব।
কোনজন ডাকিনিবে,অবশ্য কিঞ্চিৎদিবে,
দিনপাত তাহাতে করিব॥
এইযুক্তি করি স্থির, প্রভাতে উঠিয়া ধীর,
রহিলেন আসিয়া বাজারে।
কপাল বৈগুণ কিবা,বিগত অর্দ্ধেক দিবা,
কেহ নাহি ডাকিল তাহারে॥
নৈরাশ হইয়া তায়, মনে ভাবে যুব রায়,
ঘরে ফিরে কেমনে যাইব।
কিছুনামিলিল কড়ি,আমিযেঅন্ধেরনড়ি,
বাপ মায় গিয়া কি কহিব॥
হইয়া হতাশযুত, চলিল নরেন্দ্র সুত,
মনে মনে কত খেদ করে।
সম্মুখে প্রান্তরে গিয়া,বৃক্ষমূলে উত্তরিয়া,
বসিলেন বিশ্রামের তরে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা তীক্ষ্ণতর, অবসন্ন কলেবর,
যুবরাজ অত্যন্ত চিন্তিত।
ডাক ছাড়ি নিরন্তর,বলে রাখ হে ঈশ্বর,
এই ভাবে হইল নিদ্রিত॥
নিদ্রাভঙ্গেতুলিআঁখি,দেখেএকবাজপাখি,
বসিয়াছে বৃক্ষের শাখায়।
শির ঊর্দ্ধে শোভাকর, চিত্র ছদ মনোহর,
রত্নহার ঝুলিছে গলায়॥
হেরি পক্ষী মনোহর, রাজপুত্র মেলে কর,
তাহে বাজ উড়িয়া আসিল।
যুবাবলে অদ্যাবধি,মিলায়ে দিলেননিধি,
সুখ সিন্ধে তখনি ভাসিল॥
এপাখি সামান্য নয়, বুঝিবা রাজার হয়,
এত ভাবি চলে হৃষ্ট মনে।
ফলেতে সে প্রিয়বাজ, পূর্ব্বদিনে মহারাজ,
হারাইয়া গিয়াছেন বনে॥
না পাইয়া পক্ষিবর, শোকাকুল নরেশ্বর
নিদ্রা নাই শোকের লাগিয়া।
ব্যাধগণেডাকিকয়,যদি থাকে প্রাণেভয়,
শীঘ্র আন বিহঙ্গে ধরিয়া॥

নগর ভ্রময়ে ব্যাধ অন্বেষিয়া বাজ।
বাজ হস্তে করি রাজ্যে যায় যুবরাজ॥
দেখিয়া বিহঙ্গবরে কহে প্রজাগণ।
দেখ২ বাজ পাখি আনে কোন জন॥
ভাল ভাল হয় যেন মঙ্গল উহার।
বিহঙ্গ পাইয়া দুঃখ ঘুচিবে রাজার॥
হেন কালে পক্ষী লয়ে নরেন্দ্র নন্দন।
রাজার সদনে আসি দিল দরশন॥
হারা পাখি হেরি রায় হরিষ হইল।
পক্ষী হস্তে করি-মুখে চুম্বিতে লাগিল॥
সমাদরে নরপতি জিজ্ঞাসে তাহারে।
কোথায় ধরিলে পাখি কহ কি প্রকারে
কালফ বৃত্তান্ত সব কহিল রাজায়।
যেরূপে দেখিল পাখি ধরিল যথায়॥
সন্তুষ্ট হইয়া তবে জিজ্ঞাসে ভূপতি।
কাহার নন্দন তুমি কোথায় বসতি॥
বিনয়ে কালফ কয় শুনহ রাজন।
বল্‌গারে বসতি আমি সাধুর নন্দন॥
বাণিজ্য কারণ পিতা মাতার সহিতে।
যাইতে ছিলাম জ্যাকে স্বদেশ হইতে॥
আচম্বিত পথি মধ্যে তস্কর পড়িল।
পরাইয়া ভগ্নবাস সর্ব্বস্ব লইল॥
ভিক্ষা করি দেশে২ খাই তিন জন।
অবশেষ তব দেশে এসেছি রাজন॥
পরিচয় শুনি রায় হরিষ অন্তর।
করিব তোমার ভাল করিল উত্তর॥
অঙ্গীকার করিয়াছি পক্ষীযে আনিবে।
দিব তারে তিন দ্রব্য যাহা সে চাহিবে॥

অতএব যাহা বাঞ্ছা চাহ মোর স্থান।
চাহিবে যে তিন দ্রব্য করিব প্রদান॥
রাজ পুত্র বলে যদি দিবে দ্রব্য ত্রয়॥
প্রথমতঃ চাহি এই শুন মহাশয়॥
আছেন জননী পিতা অতিথি আশ্রমে।
তাঁহাদিকে রাজ পুরে আনাও প্রথমে॥
স্থান দিয়া নিকেতনে যতনে রাখিবে।
যত কাল জীবে তাঁরা পালন করিবে॥
দ্বিতীয়তঃ অশ্ব এক দেহ মহারাজ।
সদাগতি সম গতি মনোহর সাজ॥
তৃতীয়তঃ শুন প্রভু করি নিবেদন।
ভ্রমণে যাইতে বড় আছে আকিঞ্চন॥
অতএব দেহ মোরে স্বর্ণ এক তোড়া।
বসন ভূষণ অসি হীরকেতে মোড়া॥
রাজা বলে পুরাইব তব অভিলাষ।
বাপ মায় গিয়া শীঘ্র আন মোর পাশ॥
এ অবধি দুই জনে করিব পালন।
পরাব তোমায় কালি উত্তম বসন॥
বাছিয়া যে ভাল অশ্ব দিব হে তোমায়।
সাজিয়া যাইবে বাঞ্ছা হইবে যথায়॥
এত শুনি প্রণমিয়া রাজ্যের নন্দন।
চলিল অতিথি শালে প্রফুল্ল বদন॥
মাতা পিতা ভাবিতেছে বিলম্ব দেখিয়া
হেন কালে উপনীত কুমার আসিয়া॥
যুবরাজ বলে শুন সুখের সম্বাদ।
যাইবে সকল দুঃখ ঘুচিবে বিষাদ।
কহিল সকল কথা বিস্তার করিয়া।
হরষিত রাজা রাণী সে সব শুনিয়া॥
পুত্রের সঙ্গেতে দোঁহে করিল গমন।
ক্রমে আসি উপনীত রাজার সদন॥
নৃপবর সমাদর করিল বিস্তর।
পুরী মধ্যে বাস স্থান দিলেন সত্বর॥
শত২ খোজা আনি সেবায় রাখিল।
রাজার সমান সেবা করিতে লাগিল॥
পর দিন যুবরাজে পরাইয়া যোড়া।
দিল অসি মনোহর মুঠে মণি মোড়া॥
এক তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া তার পর।
তুরকী তুরঙ্গ দিল গমনে তৎপর॥
করি সাজ যুবরাজ চড়িয়া তুরঙ্গে।
মহারাজে প্রণমিয়া চলিলেন রঙ্গে॥
মাতা পিতা স্থানে আসি কহেন কুমার।
দেখিতে চীনের রাজ্য বাসনা আমার॥
মহারাজ রাজেশ্বর চীন অধিপতি।
তাঁহারে হেরিতে মোর মানস সম্প্রতি॥
অতএব নিবেদন করি ও চরণে।
আজ্ঞা দেও কিছু কাল যাব পর্য্যটনে॥
রাজার আশ্রমে থাক কিছু চিন্তা নাই।
ঈশ্বর স্মরিয়া আমি ভ্রমণেতে যাই॥
তৈমুর কহিল পুত্র করহ গমন।
পূরাও মনের সাধ করিয়া ভ্রমণ॥
হইয়াছে সুখারম্ভ বহু দুঃখান্তরে।
নিজ গুণে যশ কীর্ত্তি কর একেবারে॥
অথবা সুকর্ম্ম করি জীবন ত্যজিবে।
ইতিহাসে তাহে যশ প্রচার থাকিবে॥
যাও পুত্র যাও তুমি যথা লয় মন।
আমরা স্বচ্ছন্দে দিন করিব যাপন॥
বাপ মায় সদত সম্বাদ পাঠাইবে।
সুখ দুঃখ যত কিছু তোমাতে জানিবে॥
বিদায় হইয়া তবে মাতা পিতা স্থানে।
চলিলেন রাজ পুত্র চীন রাজ্য পানে॥
পথেতে বিপদ বিঘ্ন কিছু না হইল।
তুরঙ্গ বিহঙ্গ প্রায় বেগেতে চলিল॥
পিকীন প্রকাণ্ড দেশ উত্তরিয়া তথা।
চলিল প্রবীণা এক বাস করে যথা॥
দ্বারেতে আঘাত করে রাজার কুমার।
শুনিয়া বিধবা বুড়ী খুলি দিল দ্বার॥
প্রণমিয়া যুবরাজ কহে মৃদু ভাষে।
অতিথে আশ্রম কিগো দিবে তব বাসে

কৃপা করি শ্রান্ত জনে যদি দেহ স্থান।
তবে তব পুরে অদ্য করি অবস্থান॥
বেশ ভূষা হেরি বৃদ্ধা ভাবে মনে মন।
সামান্য অতিথি কভু নহে এই জন॥
এত ভাবি সমাদরে করে নমস্কার।
এসো বাচা ঘর দ্বার সকলি তোমার॥
রাজ পুত্র কহে মাতা জিজ্ঞাসি তোমায়।
অশ্ব রাখিবার স্থান আছে কি হেথায়॥
এই কথা শুনি বুড়ী আপনি ধরিয়া।
অশ্বশালে এলো অশ্বে বন্ধন করিয়া॥
কালফ ক্ষুধিত অতি জিজ্ঞাসে তখন।
খাদ্য কিছু আনি দেয় আছে হেন জন॥
বৃদ্ধা বলে আছে এক বালক হেথায়।
যে দ্রব্য আনিতে কবে আনিবে ত্বরায়॥
শুনি রাজপুত্র তারে মুদ্রা কিছু দিল।
খাদ্য দ্রব্য আনিবারে বালক চলিল॥
কালফ জিজ্ঞাসে বসি প্রবীণার কাছে।
দেশের কি রূপ রীতি কত প্রজা আছে॥
হাজার২ কথা জিজ্ঞাসে বৃদ্ধায়।
পড়িল রাজার কথা কথায় কথায়॥
রাজপুত্র বলে মাতা কহ বিবরণ।
রাজার কিরূপ মন কিবা আচরণ॥
কর্ম্মের লাগিয়া যদি কেহ কাছে যায়।
নৃপবর সমাদর করে কি তাহায়॥
বৃদ্ধ বলে এই রাজা উত্তমের গণ্য।
ভাল বাসে প্রজাগণে প্রিয় সেই জন্য॥
বড়ই আশ্চর্য্য কথা শুনি তব ঠাঁই।
রাজার সুখ্যাতি কি কখন শুন নাই॥
তাহার সততা গুণে মোহিত ভুবন।
গুণের গৌরব তার করে সর্ব্বজন॥
রাজ পুত্র বলে মাতা কহিলে যে রূপ।
তাহে হেন জ্ঞান হয় বড় সুখী ভূপ॥
বৃদ্ধা বলে বড় সুখী বলা নাহি যায়।
বরঞ্চ কহিলে দুঃখী আরো শোভা পায়॥

আছিল চিন্তিত রাজা পুত্রের কারণ।
দান ধ্যান কৈল কত না যায় গণন॥
এতেক সাধনা করি পুত্র না হইল।
মন্থন করিতে সুধা গরল উঠিল॥
কন্যা হইয়াছে কাল দুঃখের আকর।
তাহাতে সদত তাঁর দুঃখিত অন্তর॥
রাজ পুত্র বলে মাতা সে আর কেমন।
দুহিতা দুঃখের হেতু কিসের কারণ॥
বৃদ্ধা কহে শুন তবে কহিব বিস্তারি।
রাজার বাটীর দাসী আমার কুমারী॥
সহচরী রূপে থাকে নন্দিনীর তথা।
তার মুখে শুনিয়াছি সবিশেষ কথা॥
তুরন্দক্ত নামা বালা রাজার নন্দিনী।
বয়স ষোড়শ বর্ষ ভুবন মোহিনী॥
তাহার সৌন্দর্য্য কত করিব বর্ণনা।
বদন তড়িৎ আভা জিনিয়া তুলনা॥
বিচিত্র রূপের ছবি চিত্রে নাহি আসে।
হেন সাধ্য নাহি কার বলিয়া প্রকাশে॥
বড় বড় চিত্রকর আসিয়াছে কত।
আঁকিতে কন্যার রূপ সবে জ্ঞান হত॥
তবু যে যতন করি রাখিয়াছে চিত্র।
রূপের উপমা নহে তথাপি বিচিত্র॥
সেই চিত্রে চিত্ত হরে অনর্থ ঘটায়।
কত লোক যমালয়ে গিয়াছে তাহায়॥
এই নব অনুরাগ প্রথম যৌবন।
তাহে বিদ্যা বুদ্ধি কত মনের ভূষণ॥
রমণীর যত গুণ রাজ কন্যা জানে।
পৌরুষিক গুণেতে পুরুষে অপমানে॥
শিল্পাদি বিজ্ঞান শাস্ত্র পণ্ডিতেরি হয়।
সে সব শাস্ত্রেতে কন্যা গণ্যা অতিশয়॥
এমন নাহিক বিদ্যা বিজ্ঞা নহে তাতে।
লেখে রামা সব ভাষা আপনার হাতে॥
খগোল ভূগোল অঙ্ক জানে বিলক্ষণ।
বিশেষ জ্যোতিষ নীতি শাস্ত্র দরশন॥

নানা গুণে গুণবতী কত কব আর।
ধরণীতে নাহি হেন ধনী গুণাগার॥
কিন্তু এ সকল গুণে কলঙ্ক পড়েছে।
কুমদ বান্ধবে যেন রাহুতে ঘেরেছে॥
তাহার নিষ্ঠুর প্রাণ পাষাণ সমান।
গুণের গরিমা কেহ না করে বাখান॥
দুই বর্ষ হলো শুন টিবেট রাজন।
পাঠাইয়া ছিল দূত সম্বন্ধ কারণ॥
চিত্র হেরে পুত্র তার হয় হত জ্ঞান।
বাসনা তাহারে কন্যা করে সম্প্রদান॥
দূত মুখে এই বার্ত্তা শুনি চীনেশ্বর।
কহিলেন বিবরণ কন্যার গোচর॥
কুমারীর গর্ব্ব অতি লোকে তুচ্ছ ভাবে।
ঠেলিল পিতার বাক্য স্বাভাবিক ভাবে॥
সে ভাব দেখিয়া রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।
বিবাহ অবশ্য দিব দুহিতাকে বলে॥
বাপের বচনে বালা কান্দিতে লাগিল।
শিরে যেন কোটী বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
চারি দিক্ শূন্যময় দেখে অন্ধকার।
জ্বলিল হৃদয় মাঝে চিন্তার আঙ্গার॥
সেই শোকে মহা রোগ শরীরে জন্মিল।
বাঁচে কিনা বাঁচে কন্যা সংশয় হইল॥
রোগ নিরূপিয়া ভূপে বৈদ্যগণ কহে।
ঔষধে রোগের শান্তি হইবার নহে॥
যদ্যপি বিবাহ দেহ অমতে তাহার।
নিতান্ত এ কাল রোগে হইবে সংহার॥
বৈদ্যের বচনে রাজা মনে ভয় পায়।
নন্দিনীরে হেরিবারে অবিলম্বে যায়॥
মিষ্ট ভাষে কহে শুন প্রাণের নন্দিনী।
ফিরিয়া গিয়াছে দূত কি লাগি দুঃখিনী॥
কন্যা বলে দূত গেলে কিবা ফলোদয়।
ত্যজিব নিশ্চয় প্রাণ শুন মহাশয়॥
তবে দিব্য কর যদি রাখিব জীবন।
সম্মতি না লয়ে বিয়া দিবেনা কখন॥
দেশ মধ্যে এই কথা করাবে ঘোষণ।
বিবাহের আশে হেতা আসিবে যে জন॥
কএক প্রশ্নের অর্থ জিজ্ঞাসিব তারে।
উত্তর হইলে বিয়া করিবে আমারে॥
পরাজয় যদি হয় সভার বিচারে।
করিবে জীবন দণ্ড কাটিয়া তাহারে॥
এই কথা রাজ্যময় করিলে প্রকাশ।
রাজা রাজপুত্রগণ পাইবেক ত্রাস॥
প্রাণ ভয়ে কেহ নাহি যাচিবে আসিয়া।
পুরুষ অধম অতি না করিব বিয়া॥
রাজা বলে ভাল বটে শুনি এই পণ।
কিন্তু যদি অর্থ তার করে কোন জন॥
তাহাতে না করি ভয় কহিল কুমারী।
হারাই অথবা হারি সে দায় আমারি॥
করিব এমন প্রশ্ন না আসিবে ধ্যানে।
ভাবিয়া না পাবে অর্থ অতি জ্ঞানবানে॥
শুনিয়া কন্যার কথা মনে ভাবে রায়।
বিবাহ করিবে হেন নহে অভিপ্রায়॥
করি যদি এই পণ দেশেতে প্রচার।
প্রেমিকে পাইবে ভয় ক্ষতি কি আমার॥
শুনিয়া প্রতিজ্ঞা কথা সবে পলাইবে।
প্রাণের নন্দিনী মোর পরাণ পাইবে॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা কহিছে বচন।
সত্য করিলাম বাক্য হবেনা লঙ্ঘন॥
সত্য শুনি হৃষ্টমতি ভূপতির বালা।
পীড়া শান্তি হলো ক্রমে ঘুচে গেল জ্বালা॥
এ দিকে বিয়ার পণ প্রচার হইল।
তবু কত নৃপসুত আসিতে লাগিল॥
জগতে বিখ্যাত কন্যা হেন রূপবতী।
সবে অভিলাষ করে হবে তার পতি॥
পড়িয়া প্রেমের ফাঁদে জ্ঞান হত হয়।
আপনার বুদ্ধি খাট কেহ নাহি কয়॥
আসে কত রাজপুত্র জিনিব বলিয়া।
হারাইল প্রাণ সবে বিচারে হারিয়া॥

মৃত্যু দেখি মনেং ভাবে নরস্বামী।
হায় হেন সত্য কেন করেছিনু আমি॥
মরিছে সত্যের লাগি রাজপুত্র কত।
রাজ্য মধ্যে অমঙ্গল হয় অবিরত॥
প্রাণপণে কত চেষ্টা করেন রাজন।
শোণিতের ধারা য়াহে হয় নিবারণ॥
নাহি মানে পণ যারা প্রাণে নাহি ভয়।
বুঝাইয়া তাহাদের রাজা কত কয়॥
নিতান্ত না শুনে যদি করে কত দুঃখ।
অবোধ যুবকগণ প্রবোধে বিমুখ॥
সরল স্বভাব রাজা দেখে দুঃখ পায়।
বাঘিনী নন্দিনী ততো সুখ ভাবে তায়॥
যত রাজপুত্র মরে আসি তার আশে।
সাপিনী শোণিতে তুষ্টা সুখার্ণবে ভাসে॥
যদিও সুপাত্র হয় আর জ্ঞানবান।
মদে মত্ত নৃপাঙ্গনা করে তুচ্ছ জ্ঞান॥
বলে সখি মোরে চায় একি অহঙ্কার।
মরিলে কহিত ভাল শাস্তি হলো তার॥
তথাপি না হয় ক্ষান্ত আসে পোড়ালোক।
বিধির কি বিড়ম্বনা শুনে হয় শোক॥
কিছু দিন হলো এক রাজার নন্দন।
সুখ আশে আসি শেষে হারায় জীবন॥
আসিয়াছে আর এক রাজার কুমার।
আজি রজনীতে তার হইবে সংহার॥
এতেক শুনিয়া বাণী যুবরাজ কয়।
তোমার বচনে মনে প্রত্যয় না হয়॥
এমন কে মূঢ় আছে ধরণী ভিতরে।
কেনা জানে অগোমাতা সর্পাঘাতে মরে॥
কে হেন অজ্ঞান হবে রাজার নন্দন।
জানিয়া শুনিয়া বিষ করিবে ভক্ষণ॥
শুনিয়া বিয়ার পণ এমন কঠিন।
কেবল আসিয়া হবে কালের অধীন॥
এআর বিচিত্র কথা কহিলে কেমন।
চিত্রিতে না পারে রূপ চিত্রকরগণ॥
বরঞ্চ সম্ভব হয় বাড়াতে তাহারে।
চিত্রকর লিখিয়াছে শক্তি অনুসারে॥
তা নহিলে কেন হেন প্রমাদ ঘটিবে।
কহ যত বুঝি তত রূপ না হইবে॥
বৃদ্ধা বলে কিবা তুমি বল মহাশয়।
রূপের মাধুরী তার কহিবার নয়॥
সাক্ষাৎ করিতে গিয়া নন্দিনীর সনে।
হেরিয়াছি তারে আমি আপন নয়নে॥
ভাবক যদ্যপি হয় অতি জ্ঞানবান।
ভাবিয়া কামিনী এক করয়ে নির্ম্মাণ॥
যথা যোগ্য দ্রব্য দিয়া সাজায় তাহারে।
ভাবভঙ্গি দেয় তায় সাধ্যে যত পারে॥
তথাপি তাহার তুল্য না হইবে রূপ।
রাজকন্যা সুলাবণ্যা অতি অপরূপ॥
শুনিয়া বৃদ্ধার কথা নৃপতি তনয়।
ভাবে বুঝি বুড়ী সব বাড়াইয়া কয়॥
যা হউক শুনে মনে হইল আহ্লাদ।
জিজ্ঞাসিল পুনরায় তাহার সম্বাদ॥
কিরূপ কন্যার প্রশ্ন শুনি বিবরণ।
পারেনা উত্তর দিতে বল কি কারণ॥
ঘোর অর্থ নাহি হবে করি অনুমান।
এসেছিল যারা বুঝি নহে জ্ঞানবান॥
বৃদ্ধা বলে কিবা বল আর না বলিবে।
কন্যার প্রস্তাব অতি কঠিন জানিবে॥
হেয়ালি না হয় হেন কটু অর্থ যার।
বুদ্ধির অগম্য তাহা বলে সাধ্য কার॥
এই রূপ নানা কথা একত্র বসিয়া।
হেন কালে এলো শিশু বাজার করিয়া॥
বিবিধ সুখাদ্য দ্রব্য কিনিয়া আনিল।
ভোজনের আয়োজন তখনি হইল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা অতিশয় রাজপুত্র খায়।
খাইতেং রবি অস্ত গিরি যায়॥
সন্ধ্যাকালে বাজে ঘণ্টা ঘনং ঢোল।
কালফ জিজ্ঞাসা করে কেন উঠে গোল॥

বৃদ্ধা বলে এখনি কাটিবে কোন জনে।
হইতেছে বাদ্যোদ্দম তাহার কারণে॥
বলিয়াছি আগে আমি এই সে কুমার।
প্রশ্নে হারিয়াছে তাই করিবে সংহার॥
দিবসেতে মরে দোষী দেশের বিচার।
এরূপ হইলে হয় অন্যথা তাহার॥
কন্যা জন্য মরে লোক রাজা শোক পায়।
ভাস্করে তাদের মৃত্যু লুকাইতে চায়॥
শুনামাত্র এই কথা কালফ উঠিল।
তামাসা দেখিব বলি পথেতে চলিল॥
শত২ লোক যায় দেখিতে কৌতুক।
সেই সঙ্গে উপনীত পুরীর সম্মুখ॥
নিকটে হেরিল এক বিস্তারিত মাঠ।
তাহে রহিয়াছে উচ্চ কাষ্ঠময় ঠাট॥
অগ্র নিম্ন ঝাউ ডালে ঢাকিয়াছে ভালো।
জ্বলিছে দীপক তাহে হইয়াছে আলো॥
বধমঞ্চ নির্ম্মিয়াছে তাহার নিকটে।
সাদা সাটিনেতে তোড়া সুশোভন বটে॥
আগু পাছু চারিদিকে পড়িয়াছে ডেরা।
তাহার উপর নিম্ন শুভ্র বাসে ঘেরা॥
দ্বিসহস্র রাজ সেনা আছে সারি দিয়া।
অন্তর করিছে লোক অসি দেখাইযা॥
মনোযোগে যুবরাজ দেখে এই সব।
হেনকালে আচম্বিত উঠে ঘণ্টা রব॥
তখনি পুরীর দ্বার কিঙ্কর খুলিল।
দ্বাবিংশতি রাজ সভ্য বাহির হইল॥
পরিধান জামা জোড়া শ্বেতপাট বাস।
সারি দিয়া দাঁড়াইল মসানের পাশ॥
বধমঞ্চ তিনবার করি প্রদক্ষিণ।
তাম্বুতে বসিল সব উকীল কুলীন॥
কাটিতে রাজার পুত্রে আনে তার পর।
পাছু২ জল্লাদ কুলীনে ধরি কর॥
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত তার ফুল ঝাউপাতে।
সবুজ বরণ বস্ত্র আচ্ছাদিত মাতে॥
পরম সুন্দর যুবা রাজার তনয়।
অষ্টাদশ বর্ষ বয় হয় কি না হয়॥
মঞ্চের উপরে তারে কাটিতে তুলিল।
ঢাক ঢোল ঘণ্টা ক্ষান্ত তখনি হইল॥
জনেক উকীল উঠি কহে সুভাষায়।
সত্য কহ রাজপুত্র জিজ্ঞাসি তোমায়॥
আইলে যখন কন্যা লইতে রাজার।
শুনেছিলে দারুণ প্রতিজ্ঞা আছে তার॥
আরো তুমি সত্য করি বলহ এখন।
নিষেধ করিল কিনা তোমাকে রাজন॥
কুলীনের কথা শুনি রাজপুত্র কয়।
যাবলিলে সব সত্য মিথ্যা কিছু নয়॥
কুলীন কহিল তবে শুনহে কুমার।
আপনার দোষে মৃত্যু হইল তোমার॥
মরণের দোষী নহে রাজা রাজকন্যে।
কাহার না হবে পাপ তব বধ জন্যে॥
রাজপুত্র বলে দোষ নাহিক কাহার।
আপনার দোষে মৃত্যু হইল আমার॥
এখন মিনতি এই বিধাতার কাছে।
মোর জন্য কেহ দোষী নাহি হয় পাছে॥
সমাপ্ত হইল যদি এই সব কথা।
এক কোপে জল্লাদ কাটিল তার মাথা॥
পুনরায় ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল।
দ্বাদশ কুলীন আসি শবকে তুলিল॥
গজ দন্ত সিন্দুকেতে রাখি তার পর।
ছয় জনে লয়ে যায় যথায় কবর॥

লইয়া চলিল শব, দেখিয়া পথিক সব
ঘরে যায় দুঃখিত অন্তরে।
কেহ রাজ কুচ্ছ গায়, কেহ বলে রাজ্য যায়
যুবরাজ রহিল প্রান্তরে॥
ভাবিতেছে মনে মন, হেনকালে একজন
যায় তথা কান্দিয়া২।

বিষন্ন বদন তার, ভাবিতেছে অনিবার,
ছাড়ে শ্বাস থাকিয়া২ ॥
শোকে তনু জর২, নেত্র ধারা ঝর২
কুমারের হবে কোন জন।
সে তদন্ত জানিবারে,রাজপুত্র ডাকি তারে
মিষ্টভাষে জিজ্ঞাসে তখন ॥
শুন২ ওহে ভাই, জিজ্ঞাসি তোমাকে তাই
সত্য করি আমারে কহিবে।
মোর মনে লয় এই, মরিল কুমার যেই
বুঝিতার বান্ধব হইবে ॥
সেজনকান্দিয়াবলেভাসেআরোঅশ্রুজলে
আমি তার বান্ধব কেমন।
তাহার রক্ষক হয়ে, বাল্যকালাবধি লয়ে
করিয়াছি লালন পালন ॥
সমর্খন্দ অধিপতি, তনয়ের এই গতি
হায়২ কেমনে শুনিবে।
কে হেন সাধিবে বাদ, লয়ে এই কুসম্বাদ
সুখসাদ সব ঘুচাইবে ॥
তৈমুর তনয় কন, কহ শুনি বিবরণ
প্রেমাসক্ত হইল কেমনে।
কেনামশুনালেআসি,গলেদিলপ্রেমফাঁসি
পাঠাইল শমন ভবনে ॥
বিনয়ে রক্ষক কয়, শুন বলি মহাশয়,
সুখে ছিল রাজার কুমার।
নানাগুণে গুণবান, সকলের মান্যমান,
ভাবি কালে রাজত্ব তাহার ॥
দিবসে বন্ধুর সঙ্গে, মৃগয়া করিত রঙ্গে
যামিনী যাইত কতো সুখে।
লইয়া কামিনী কত, রঙ্গ ভঙ্গ অবিরত
গান বাদ্য শুনিত কৌতুকে ॥
এইরূপ সুখে ছিল, বিধিতাহে বিড়ম্বিল,
কাল হলো আসি চিত্রকর।
আনিল অনেক ছবি, কিকব তাহার ছবি,
চিত্রে চিত্ত হরিল সত্বর ॥
দেখি তুষ্ট যুবরায়, প্রশংসিয়া বলে তায়,
আহা মরি ছবি মনোহর।
চিত্রকর বলে পাছে,আর ভাল চিত্রআছে,
মহারাজে করিব গোচর ॥
অবিলম্বে চিত্রকর, আনি দিল শীঘ্র তর,
চীনরাজ কুমারীর চিত্র।
বলিল কি কব আর, শতগুণে খাট তার,
এই চিত্র দেখিতে বিচিত্র ॥
শিহরিয়া যুব রায়, বলে হায় প্রাণ যায়,
হেন রূপ হেরে সাধ্য কার।
ভূমণ্ডলে হেন নারী,প্রত্যয় করিতে নারি,
বলি হারি মাধুরি তাহার ॥
মোর মনে নাহি লয়, কেমনে প্রত্যয়হয়,
বাড়াইয়া লিখিয়াছ তারে।
চিত্রকর বলে হায়,বাড়াইয়া লিখা তায়,
ত্রিভুবনে নাহি কেহ পারে ॥
আমি কিবা চিত্রকর, বিধি যদি ধরে শর,
চিত্র তার হয় কিনা হয়।
কি কব সে রূপ ছবি,লজ্জায় পলায় রবি,
চঞ্চলা চঞ্চল লাগি নয় ॥
এত শুনি যুবরায়, জালে বদ্ধ কোথাযায়,
কাল চিত্র কিনিল তখন।
একদিন সংগোপনে,আমারে লইয়া সনে,
চীন রাজ্যে করিল গমন ॥
পথ মাঝে এই কথা, যাইয়া রাজার তথা,
যুদ্ধে যাব হয়ে সেনাপতি।
বিজয় করিয়া রণ, তুষিয়া রাজার মন,
কুমারীর হব শেষে পতি ॥
উত্তরিয়াচীনদেশে,প্রতিজ্ঞা শুনিয়া শেষে,
তবু নহে সেভাবে অভাব।
বলেবুদ্ধে হীন নহি, প্রশ্নের উত্তর কহি,
কন্যায় লইয়া দেশে যাব ॥
এত বলি যুবরায়, রাজার সভায় যায়,
বিশেষ কহিব কিবা আর।

রাজারবাঘিনীকন্যে,তাহারপ্রেমেরজন্যে
প্রাণ গিয়া দিল আপনার ॥
মৃত্যুকালে চিত্রদিয়া,কহে মোরে বুঝাইয়া
জনকে কহিবে এসম্বাদ।
দেখাইবে চিত্র খানি,তার গুণ মনে মানি,
মোর না লইবে অপরাধ ॥
যারে যার ইচ্ছা হয়, কান্দিয়া রক্ষক কয়,
আমি নাহি যাইতে পারিব।
ছাড়ি সমর্খন্দ দেশ,বিদেশে যাইব শেষ,
যুবরাজে স্মরণ করিব ॥
শুনিলে চিত্রের কথা,এবে দেখ চিত্র হেথা,
যাহে রাজকুমার মরিল।
এতবলি দিয়া টান,বারি করি চিত্র খান,
ক্রোধে ভূমিতলে ফেলি দিল ॥
দেখ দেখ কালসাপ,চক্ষে হেরি এই পাপ,
কুমারের অনর্থ ঘটিল।
ভাবিলে উথলে দুঃখ, এই রাক্ষসীর মুখ,
মোর চক্ষে কেন না দেখিল ॥
কালসর্প সর্ব্বনাশি, যেন তার অভিলাষি,
কেহ আর না হয় কখন।
তার নাম শুনি যেন, বিষধর করে জ্ঞান,
যত আছে রাজার নন্দন ॥

রক্ষক একথা বলি ত্বরা করি যায়।
ক্রোধে রাজপুরী পানে ফিরে নাহি চায়।
ভূমি হতে কৌটা তুলি রাজার নন্দন
চলিলেন ধীরে ধীরে বৃদ্ধার সদন ॥
কিবা দুরদৃষ্ট পথ আঁধারে হারিয়া।
পড়িল বাহির দেশে নগর ছাড়িয়া ॥
কাতর হইয়া মনে ভাবিছে তখন।
প্রভাত হইবে চিত্র দেখিব কখন ॥
বিভাবরী অবশেষ অরুণ উদয়।
খুলিল চিত্রের কৌটা রাজার তনয় ॥

করেতে করিয়া ছবি ভাবে মনে মন।
কি কর কালফ কালে ডাক কি কারণ ॥
সাবধান দেখ নাহি হও ভ্রান্ত মতি।
দেখিলে শুনিলে সব দেখাব দুর্গতি ॥
ভুজঙ্গে ঘাঁটায়ে কেন ঘটাইবে পাপ।
দৃষ্টি আশা দূর কর দৃষ্টি কাল সাপ ॥
পুনঃ কহে রাজপুত্র কেন পাই ভয়।
মিছা যুক্তি করা মনে কোন যুক্তি হয় ॥
যদ্যপি এপ্রেম মোরে ঘটিবার হয়।
লিখা আছে ললাটেতে খণ্ডিবার নয় ॥
রঙ্গের চিত্রিত ছবি দেখিয়া যে টলে।
তার সম ক্ষীণবুদ্ধি নাহি ভূমণ্ডলে ॥
দেখিতে এমন চিত্র কিছু চিন্তা নাই।
বরঞ্চ নিন্দিব রূপ যদি দোষ পাই ॥
জানিবে রাজার কন্যা আছে এক জন।
রূপ হেরি বিচলিত নহে তার মন ॥
এ সব প্রতিজ্ঞা কিন্তু হইল বিফল।
চিত্র হেরি চিত্ত তার হইল বিকল ॥
চন্দ্রমুখ হেরি সুখ উথলিল তার।
হাব ভাব হেরি ভাব হইল সঞ্চার ॥
কিবা নয়নের ভঙ্গি চন্দ্রাস্য মণ্ডল।
শ্যামল জলদ যেন কুঞ্চিত কুন্তল ॥
কিবা সে অপূর্ব্ব দৃষ্টি মদনের ফাঁসি।
কিবা কক্ষ কিবা বক্ষ মুখে মৃদুহাসি ॥
এই রূপ অপরূপ করি দরশন।
পশিল হৃদয়ে আসি প্রেম শরাসন ॥
মুগ্ধ প্রায় যুবরায় করে হায় হায়।
একি দেখি সর্ব্বনাশ বুঝি প্রাণ যায় ॥
হায় বিধি চিত্র যেই নেত্রেতে হেরিবে।
সেই কি সে নিঠুরার পিরীতে পড়িবে ॥
এখনি মরিল সেই রাজার কুমার।
তার দশা বুঝি শেষ ঘটিবে আমার ॥
আগে ভাবি লোকে কেন ভয় নাহি পায়।
দেখিলে কি মরিবার সব ভয় যায় ॥

প্রেমানলে প্রাণ জ্বলে মরণ নিশ্চিত।
তথাপি না ভয় হয় একি বিপরীত॥
এতবলি চিত্র হাতে কহে মৃদুবাণী।
শুন২ রাজকন্যা ভুবনমোহিনী॥
এমন কঠিনা তুমি পাষাণ হৃদয়।
তথাপি পাইব চেষ্টা করিতে বিজয়॥
যদি তায় প্রাণ যায় তবু শোক নাই।
না পাই তোমাকে পাছে মনে ভাবি তাই
এতেক কহিয়া তবে তৈমুর নন্দন।
অন্বেষণ করি যায় বৃদ্ধার সদন॥
রাজপুত্রে হেরি বুড়ী হরিষ অন্তর।
এসো বাপু বাছা বলি করে সমাদর॥
প্রাণ স্থির হলো এবে তোমাকে দেখিয়া
এতেক বিলম্ব বল কিসের লাগিয়া॥
কুমার উত্তর করে শুনহ জননী।
ভুলিয়াছিলাম কল্য এই যে শরণি॥
এতবলি বিস্তারিয়া কহে বিবরণ।
রক্ষকের সঙ্গে পথে যে সব কথন॥
চিত্র দেখাইয়া পরে জিজ্ঞাসে কুমার।
দেখ দেখি এই চিত্র তুল্য কি তাহার॥
এচিত্র নিন্দিয়া রূপ আর কি হইবে।
অনুমানি ইহা হতে অধিক নহিবে॥
চিত্র হেরি কহে বুড়ী কপাল আমার।
সহস্র গুণেতে আরো সৌন্দর্য্য তাহার॥
লোচনে দেখিতে যদি কহিতে বচনে।
সেরূপ আঁকিতে কেহ নাহিক ভুবনে॥
রাজপুত্র বলে পূর্ণ হইল মানস।
বাড়িল তোমার বাক্যে দ্বিগুণ সাহস॥
কি কায এখানে আর বিলম্বে কি ফল।
দেখি গিয়া হয় যদি বাসনা সফল॥
একি২ বুড়ী বলে একি কথা শুনি।
কিসের মানস কোথা যাইবে বাছুনি॥
শুন মাতা রাজপুত্র কহিছে সত্বর।
যাব আমি দিতে আজি প্রশ্নের উত্তর॥

চীন দেশে আসা মোর এই আশা করি।
থাকিব এখানে করি রাজার চাকরি॥
তাহাতে জামাতা তাঁর হতে যদি পারি।
কিবা প্রয়োজন বল হয়ে কর্ম্মকারী॥
এতেক শুনিয়া বুড়ী করয়ে ক্রন্দন।
দোহাই এমন পণ ত্যজহ নন্দন॥
রাজার সভায় বাপু কি হেতু যাইবে।
বিদেশে বিপাকে কেন প্রাণ হারাইবে॥
এত লোক মরিছে যাহার লাগি আসি।
ঘৃণা না করিয়া কেন তার অভিলাষি॥
ভাবিয়া দেখহ মনে মৃত্যু হয় যদি।
জনক জননী শোক পাবে কি অবধি॥
দুঃখার্ণবে দুই জনে কেন ভাসাইবে।
রাখ বাছা মোর কথা তথা না যাইবে॥
রাজপুত্র বলে আমি এই ভিক্ষা চাই।
ও কথা বলিয়া আর দুঃখ তুলো নাই॥
সত্য বটে মাতা পিতা পাবে কত দুঃখ।
কি করিব ভালে যদি নাহি থাকে সুখ॥
আমার প্রতিজ্ঞা নাহি হইবে লঙ্ঘন।
বৃথা আর কেন তুমি করিছ বারণ॥
এই রূপ কথা যদি কালফ কহিল।
বৃদ্ধার মনের দুঃখ দ্বিগুণ বাড়িল॥
কান্দিয়া প্রবীণা কয় প্রতিজ্ঞা কেমন।
প্রবোধ অবোধ প্রায় না কর শ্রবণ॥
হায় কেন এসেছিলে আমার বাসেতে।
অভাগী মৃত্যুর ভাগী হইল শেষেতে॥
কেন কহিলাম রাজকন্যার সম্বাদ।
আগুণ উঠিয়া তায় ঘটিল প্রমাদ॥
রাজপুত্র বলে কেন ভাবিছ জননী।
কিসের লাগিয়া দোষী হইবে আপনি॥
তোমা হতে প্রেম বল কেমনে ঘটিল।
কপালেতে লিখা ছিল তাইত হইল॥
ভাল বল দেখি কিসে জানিয়াছ তুমি।
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না আমি॥

মনে হেন নাহি কর বিদ্যা মোর নাই।
দেখ দেখি হই আমি রাজার জামাই॥
ইহা বলি স্বর্ণ থলি বাহির করিল।
বৃদ্ধার হস্তেতে দিয়া কহিতে লাগিল॥
শুন মাতা ভদ্রাভদ্র আছয়ে নিশ্চয়।
লহ কিছু ধন আমি দিতেছি তোমায়॥
রহিল যে অশ্ব তায় বেচিয়া লইবে।
মরিলে ধনেতে শোক অবশ্য যাইবে॥
যদি রাজকন্যা পাই ধনেতে কি ফল।
মরিলে সঙ্গেতে মোর যাবেনা সম্বল॥
স্বর্ণ থলি নিয়া বুড়ী রাজপুত্রে কয়।
স্ফটিকের গুণ বাছা কাচেতে কি হয়॥
ধনেতে মনের শোক কখন কি যায়।
স্বর্ণ লোভে পাশরিতেপারি কি তোমায়॥
এ ধন এখনি নিয়া পুণ্য করাইব।
দীন হীন রোগী দুঃখী দরিদ্রেরে দিব॥
আরো দিব ধার্ম্মিকেরে যজনা করিতে।
ফিরাতে তোমারে এই কুপথ হইতে॥
কিন্তু এক কথা রাখ মোর মাথা খাবে।
রাজার সভায় তুমি আজি নাহি যাবে॥
কাল বহু কাল নয় থাক স্থির হয়ে।
আজি আমি পূজি পীরে সাধুজন লয়ে॥
ভাল বাসি তোরে বাছা প্রাণের সমান।
অনুরোধ রাখ চাই এই ভিক্ষা দান॥
তোরে হারাইলে প্রাণে বাঁচিব না আর।
তোমা বিনে এজীবনে কি কায আমার॥
ফলে কি সুন্দর রূপ রাজপুত্র ধরে।
যে হেরে তাহার মন কটাক্ষেতে হরে॥
কিবা সুমধুর স্বর সহাস্য বদন।
এক বার হেরে যেই ভুলে না কখন॥
দেখিয়া বৃদ্ধার দুঃখ দয়া উপজিল।
মধুর বচনে তারে কহিতে লাগিল॥
তোমার বচন আর না পারি ঠেলিতে।
ভাল আজি নাহি যাব রাজার পুরীতে॥
যত পার কর তুমি পীরের যজন।
প্রতিজ্ঞা নাড়িতে পীর নারিবে কখন॥
স্থিরমতি যুবরাজ রহিলেন ঘরে।
বাহির হইয়া বুড়ী দান ধ্যান করে॥
দীন দুঃখী ছিল যত তাহত খানায়।
কিছু কিছু করে দান প্রত্যেক জনায়॥
করিল ধার্ম্মিকগণে আরো কত দান।
করাইল মীন মৃগী পক্ষী বলিদান॥
দৈত্যের করিল পূজা দেবালয়ে গিয়া।
তণ্ডুল মটর আনি নৈবেদ্য করিয়া॥
জপ যাগ দান ধ্যান বিস্তর করিল।
ধর্ম্ম কর্ম্ম হলো সত্য ফল না দর্শিল॥
পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া যুবরায়।
বৃদ্ধার নিকটে আসি লইল বিদায়॥
শোকেতে কাতরা বুড়ী পড়ে ধরাতলে
রাজপুরে যুবরাজ যায় কুতূহলে॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধ বহিছে কিবা গায়।
জিনি ইন্দু বদনেন্দু আরো শোভা পায়॥
রাজপুরে আসি দ্বারে দেখিল বারণ।
বারণ বারণ লাগি নাহিক বারণ॥
কত শত সেনা তথা শমন দোসর।
আটক না করে কারে ফটক ভিতর॥
যুবরাজে সম্ভাষিয়া কহে জমাদার।
কে তুমি কোথায় যাবে কহ সমাচার॥
কাসফ কহিল পরে শুন সেনাপতি।
রাজার নন্দন আমি বিদেশে বসতি॥
শুনিয়াছি রাজকন্যা করিয়াছে পণ।
বিচারে জিনিলে পতি হবে সেই জন॥
আসিয়াছি এই দেশে কন্যার আশয়।
বিচার করিব আমি প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়॥
সেনাপতি চমকিত শুনি এই কথা।
বলে কি এসেছ হেথা কাটাইতে মাথা।
ভাল চাও ফিরে যাও রাজার নন্দন।
বিদেশে বিপাকে কেন হারাবে জীবন॥

শুনিয়া উত্তর করে রাজপুত্র হাসি।
ফিরে যাব বলি ভাই হেথা নাহি আসি॥
তোমার মন্ত্রণা হেতু শত নমস্কার।
রাজার সভায় যাব ছাড়ি দেও দ্বার॥
যাও তবে মর গিয়া সেনাপতি কহে।
আমার কথায় যদি হিত বোধ নহে॥
ইহা বলি জমাদার দ্বার ছাড়ি দিল।
রাজপুত্র কুতূহলে সভায় চলিল॥
লৌহময় সিংহাসন ভুজঙ্গ আকার।
চমৎকার চন্দ্রাতপ শিরে শোভে তার॥
হীরা মণি নানা স্থানে সুশোভিত অতি।
বিরাজিছে মধ্যে তার চীন অধিপতি॥
বিচিত্র বসন পরি বসিয়াছে ভূপ।
ঝুলিয়া পড়েছে দাড়ি অতি অপরূপ॥
উজীর নাজীর সব হাজির সভায়।
গণনা নাহিক লোক কত আসে যায়॥
এই রূপে বসি রাজা করিছে বিচার।
হেন কালে উপনীত তৈমুর কুমার॥
পরম সুন্দর রূপ বসন উত্তম।
দেখে রাজা ভাবে এত নহেক অধম॥
ত্বরায় পণ্ডিত দিয়া জানিতে পাঠায়।
কি লাগিয়া আগমন হয়েছে সভায়॥
কালফে জিজ্ঞাসে আসি পণ্ডিত তখনি।
কহ শুনি পরিচয় কে বট আপনি॥
কোন প্রয়োজনে হেথা হলো আগমন।
কালফ কহিল আমি রাজার নন্দন॥
রাজার নিকটে গিয়া কহ সমাচার।
জামাতা হইব তাঁর বাসনা আমার॥
শুনা মাত্র এই কথা কম্পিত ভূপাল।
বদন বিবর্ণ যেন উপস্থিত কাল॥
সভা সাঙ্গ অবিলম্বে করিয়া রাজন।
কালফের কাছে যান ত্যজি সিংহাসন॥
মিষ্ট ভাষে কহে তারে অতি সাবধানে।
নিদারুণ পণ তুমি শুন নাই কাণে॥
জ্ঞান না আসিয়া কত রাজার নন্দন।
বিচারে হারিয়া তারা হয়েছে নিধন॥
দেখিয়া থাকিবে কালি চক্ষে আপনার।
মরিয়াছে সমর্খন্দ রাজার কুমার॥
শুনেছি অনলে জল করয়ে শীতল।
কিন্তু এ কেমন জল বাড়ায় অনল॥
অসম্ভব কথা হায় একি চমৎকার।
এক মরে আর আসে ভয় নাহি কার॥
হায় হায় সকলে কি হারায়েছে জ্ঞান।
শমনে নাহিক ভয় দিতে চায় প্রাণ॥
ভাবিয়া দেখহ ভাল রাজার নন্দন।
শোণিত করিবে কেন ব্যয় অকারণ॥
তোমারে হেরিয়া দয়া হয়েছে কেমন।
বুঝাই তোমারে তাই করিয়া যতন॥
শুনিয়া কালফ কহে করিয়া বিনয়।
পরম সৌভাগ্য তাই তুমি দয়াময়॥
সুপ্রতুল হবে শীঘ্র কি লাগি ব্যাকুল।
ভয় কি ভূপতি বিধি মিলাইবে কুল॥
কত শত মরে লোক কন্যার কারণ।
অচিরায় আমি তার করিব বারণ॥
বিধাতা প্রসন্ন মোরে পাইব কন্যায়।
ঘুচিবে যাতনা সব হবে না অন্যায়॥
কহ কি লাগিয়া আমি বিচারে হারিব।
কেমনে জানিলে আমি নিশ্চয় মরিব॥
অপরে মরিল যদি না বুঝিয়া উক্তি।
আমি কি মরিব তায় করিয়াছ যুক্তি॥
অন্যের মরণে বল কেন পলাইব।
পরম সৌভাগ্য তব জামাতা হইব॥
রাজা বলে হায় হায় রাজার কুমার।
জীবনে কি এত ভার হয়েছে তোমার॥
তোমা সম সবে এসে আশা করে ছিল।
প্রেম হেতু ভ্রমে ক্রমে প্রাণ হারাইল॥
তোমার তেমনি বুদ্ধি হতেছে প্রকাশ।
মানব ঘাতিনী মনে কর না বিশ্বাস॥

অর্দ্ধ দণ্ড কাল মাত্র পাইবে ভাবিতে।
তাহারি মধ্যেতে হবে উত্তর করিতে॥
তাহে যদি অর্থ শুদ্ধ বিচার না হয়।
জীবন তাহাতে তব যাইবে নিশ্চয়॥
পর দিন রাত্রি যোগে মশানে কাটিবে।
কেন এ পাপের ভাগী আমাকে করিবে॥
দেবের দোহাই বাপু রাখহ বচন।
বাসায় এক্ষণে তুমি করহ গমন॥
বিজ্ঞ বিচক্ষণ স্থানে পরামর্শ লও।
যাহা হয় পুনরায় কল্য আসি কও॥
এত বলি নরপতি প্রস্থান করিল।
কালি যেন কাল প্রায় কালফে লাগিল॥
চিন্তিত হইয়া ঘরে চলিল কুমার।
বৃদ্ধার নিকট সব কহিল বিস্তার॥
সান্ত্বনা করিয়া বুড়ী বুঝায় তখন।
আকিঞ্চন বৃথা যেন অরণ্যে রোদন॥
কি করে বচনে তার মন যার বাঁধা।
বধিরের প্রায় শুনে যত কয় বাধা॥
সংক্ষেপে শুনহ বলি রজনী প্রভাতে।
উপনীত যুবরাজ রাজার সভাতে॥
হাসিয়া জিজ্ঞাসে ভূপ কহ সমাচার।
এখন কি রূপ বল প্রতিজ্ঞা তোমার॥
যুবরাজ যোড় করে কহে পুনরায়।
ভাবিয়া বলেছি যাহা ফিরে কি কথায়॥
যায় যায় যাবে প্রাণ মরণ মঙ্গল।
বিধি যদি দেয় নিধি মানস সফল॥
শুনিয়া খেদেতে বাস ছিঁড়ে নৃপবর।
উপাড়ে দাড়ির কেশ বুকে হানে কর॥
হায় কি দুর্ভাগ্য মোর কহে নরস্বামী।
স্নেহ চক্ষে তোরে বাপু দেখিয়াছি আমি॥
আর ২ রাজপুত্র যতেক আইল।
কাহাকে দেখিয়া এত স্নেহ না হইল॥
আলিঙ্গন করি ভূপ কহে পুনর্ব্বার।
কেনহে আমাকে আর করিবে সংহার॥
যে অসিতে তব মুণ্ড হইবে ছেদন।
মোর কাল রূপ ধরি আসিছে এখন॥
ছাড় ২ অভিলাষ রাক্ষসী কন্যার।
মন মত পাবে কত রাজকন্যা আর॥
থাক যদি ইচ্ছা হয় আমার সভায়।
পুত্রের সমান স্নেহ করিব তোমায়॥
পরম সুন্দরী নারী কত আনি দিব।
যত্ন করি নিকটেতে সদত রাখিব॥
রাজ্যের দ্বিতীয় হয়ে স্বচ্ছন্দে থাকিবে।
এমন কন্যার আশা কভু না করিবে॥
এসব আশ্বাসে আর্দ্র কালফের মন।
দোহাই তোমার প্রভু কহে ততক্ষণ॥
দোহাই নিষেধ মোরে না করিবে আর।
যত দুঃখ কহ তত সুখ দেখি তার॥
শুন শুন নিবেদন করি মহাশয়।
আমি সে বিজয়ী নর হেন জ্ঞান হয়॥
আমা হতে গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে তাহার।
নিষেধ না কর রাজা শপথ তোমার॥
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান শুন মহারাজ।
তুরন্দক্ত বিহনে জীবনে কোন কায॥
রাজা কহে বাপু তুমি বড়ই অশান্ত।
আনিছ কৃতান্ত ডাকি মরিবে নিতান্ত॥
ধর্ম্ম সাক্ষী তবে মোর নাহি অপরাধ।
আপনি মরিবে তুমি হইয়াছে সাধ॥
ইহা বলি কহে রাজা ডাকি জমাদারে।
স্বতন্ত্র আগারে নিয়া রাখহ কুমারে॥
আজ্ঞামাত্রে আজ্ঞাকারী লইয়া চলিল।
দুই শত খোজা তার সেবায় রাখিল॥
এই দিকে চীনপতি চিন্তায় ব্যাকুল।
উপায় না পায় কিসে হইবে প্রতুল॥
রাজ অধ্যাপক অতি খ্যাত গুণবান।
ডাকাইয়া তারে রাজা কহে বিদ্যমান॥
শুন শুন ওহে ধীর করি নিবেদন।
আসিয়াছে অদ্য এক রাজার নন্দন॥

বিবাহ করিতে চাহে আমার কুমারী।
কত কহিলাম তবু ফিরাতে না পারি ॥
বড় দুঃখ হয় শেষে মরিবে বিপাকে।
তুমি যদি যুক্তি কিছু বুঝাও তাহাকে ॥
শুনিয়া চলিল ধীর রাজপুত্র যথা।
কথায় কথায় কত হলো শাস্ত্র কথা ॥
পণ্ডিত প্রধান তবু জিনিতে নারিল।
রাজার নিকটে আসি সম্বাদ কহিল ॥
শুন প্রভু বিপর্য্যয় প্রতিজ্ঞা তাহার।
প্রাণ দিবে কিম্বা নিবে নন্দিনী তোমার ॥
তাহার গুণের কথা কি কব তোমারে।
বিদ্যার সাগর বুদ্ধে কে জিনিতে পারে ॥
জ্ঞান হয় যদি কেহ প্রশ্ন অর্থ কয়।
এই সে রাজারপুত্র কহিবে নিশ্চয় ॥
রাজা বলে অধ্যাপক কি কথা কহিলে।
আমার নির্জীব দেহ সজীব করিলে ॥
তব বাক্য সত্য যেন করেন গোসাঁই।
যেন যুবরাজ হয় আমার জামাই ॥
আনন্দে ভূপতি তায় আজ্ঞা দান করে।
চন্দ্র সূর্য্য দেবগণে পূজিবার তরে ॥
স্বস্ত্যয়নে কত লোক নিযুক্ত করিল।
দেবালয়ে বলিদান করিতে কহিল ॥
শশিকে শূকর বলি, সূর্য্যে দিল ছাগ।
বিধাতায় বৃষ দিয়া করে মহাযাগ ॥
এই রূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবতা অর্চ্চন।
করাইল বিধি মতে মঙ্গলাচরণ ॥
সংবাদ পশ্চাৎ রাজা পাঠান কুমারে।
কল্য প্রশ্ন রাজকন্যা করিবে তোমারে ॥
কালফের ছিল বটে প্রতিজ্ঞা অটল।
কিন্তু পোহাইল নিশি চিন্তায় কেবল ॥
ক্ষণেক ভরসা করে আপন বিদ্যায়।
মনকে প্রবোধ দেয় পাইব কন্যায় ॥
ক্ষণেক হতাশাযুক্ত ক্ষণে হতজ্ঞান।
হারিলে হারাব প্রাণ হবে অপমান ॥
ক্ষণেক স্মরণ করে বৃদ্ধ বাপ মায়।
মরি যদি তাঁহাদের কি হবে উপায় ॥
এই রূপ ভাবনায় নিশি পোহাইল।
প্রভাতে নাগারা ঘন্টা বাজিতে লাগিল ॥
সভারম্ভ যুবরাজ অরি অনুভব।
পীরের স্মরণ করি করে কত স্তব ॥
ভকত বৎসল প্রভু মহিমা অপার।
কাতর কিঙ্করে কৃপা করহ এবার ॥
ক্ষীণ আমি ক্ষোভ পাই না জানি উপায়।
যাব কিম্বা নাহি যাব রাজার সভায় ॥
এই রূপ স্তুতি যদি পীরের করিল।
দূর হল যত ভয় ভরসা বাড়িল ॥
তখনি উঠিয়া বেশ করে যুবরাজ।
লাল সাটিনের যোড়া মনোহর সাজ ॥
চারি পার্শ্বে স্বর্ণ বুটি হীরায় খচিত।
পায়েতে পরিল মোজা রেশমে নির্ম্মিত ॥
এই রূপ রাজপুত্র হয় সুসজ্জিত।
হেন কালে আসে ছয় সভার পণ্ডিত ॥
নিবেদয় সভ্যগণ করিয়া বিনয়।
সভায় চলুন প্রভু হয়েছে সময় ॥
এত শুনি যুবরাজ উঠে ততক্ষণ।
সঙ্গে করি লয়ে যায় সভ্য কয় জন ॥
প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে সৈন্যের কাতার।
তার মধ্যে দিয়া যায় রাজার কুমার ॥
বাহির সভায় আসি করিল দর্শন।
সহস্র ২ লোক করিছে কীর্ত্তন ॥
কেহ বা বাজায় যন্ত্র কেহ গায় গীত।
কোলাহল সভাময় শব্দ বিপরীত ॥
তথা হতে চলিলেন ভিতর সভায়।
করিবে রাজার কন্যা প্রস্তাব যথায় ॥
দেখিল বিতান কত খাটায়েছে ঘরে।
বসিয়াছে বুধগণ তাহার ভিতরে ॥
এক দিকে বসি যত কুলীন প্রধান।
আর দিকে অধ্যাপক বিবিধ বিদ্বান্ ॥

মধ্যভাগে শোভে দুই স্বর্ণ সিংহাসন।
স্থাপিত ত্রিকোণাসনে অতি সুশোভন॥
সভা মধ্যে উপস্থিত হইল কুমার।
সভাস্থ সমস্ত লোক করে নমস্কার॥
কিন্তু কেহ তার সঙ্গে কথা নাহি কয়।
ভূপতি আসিবে বলি সবে মৌন রয়॥
উদয় অচলে রবি হইল প্রকাশ।
অন্দরের দ্বার আসি খুলে দুই দাস॥
অবিলম্বে নৃপবর চীনের ঈশ্বর।
আইলেন কন্যা সহ সভার ভিতর॥
হিরণ্য তাদের বাস খচিত হীরায়।
পরিয়াছে রাজকন্যা কিবা শোভা তায়॥
ঘোমটায় মুখ ঢাকা, ঢাকা কিসে যায়।
চপলা কখন নাহি মেঘেতে লুকায়॥
উঠিল সভাস্থ সবে দেখিয়া রাজনে।
দাঁড়িয়া রহিল অর্দ্ধ মুদিত নয়নে॥
স্থির নয় যুবরায় চারিদিকে চায়।
কন্যাকে দেখিয়া মনে করে হায়২॥
সিংহাসনে উঠি দোঁহে বসিল তখন।
পাছে দাণ্ডাইল আসি দাসী দুই জন॥
পরম যুবতী দোঁহে রূপে মনোরমা।
বদন শরদ ইন্দু জিনিয়া উপমা॥
আইল যে ছয় জনা রাজপুত্রে নিয়া।
তাহাদের এক জন রাজ অগ্রে গিয়া॥
পড়িলেন কালফের প্রতিজ্ঞার কথা।
কুমারে কহিল ভূপে প্রণামিতে তথা॥
তিন বার প্রণামিল নৃপতি নন্দন।
তুষ্ট হয়ে মনে ২ হাসেন রাজন॥
উকীল উঠিয়া পড়ে আইন রাজার।
প্রশ্নেতে হারিলে মৃত্যু হইবে তাহার॥
পরে কহে শুন শুন রাজার নন্দন।
এই ত শুনিলে তুমি বিবাহের পণ॥
যদি ইথে ভয় পাও প্রাণরক্ষা চাও।
এখন উপায় আছে পলাইয়া যাও॥

রাজপুত্র বলে মিছা করিছ যতন।
পলায় ছাড়িয়া কেবা পাইলে রতন॥
নন্দিনীর প্রতি রাজা কহেন তখন।
রাজার নন্দনে প্রশ্ন করহ এখন॥
দেব অনুকূল হন পুজিয়াছি যারে।
উত্তর করিতে যেন যুবরাজ পারে॥
কন্যা কহে কেন হেন কহ মহাশয়।
ধর্ম্মসাক্ষী মরে লোকে মোর বাঞ্ছা নয়॥
আপন কুবুদ্ধি ক্রমে হারায় জীবন।
আসিয়া আমাকে কেন করে জ্বালাতন॥
শুন শুন বলি তবে রাজপুত্রে কয়।
মোর তবে দোষ নাই যদি মৃত্যু হয়॥
আপন বধের ভাগী হইবে আপনি।
বিবাহ করিতে আমি সাধিয়া না আনি॥
কুমার উত্তর করে, সুধাংশু বদনি।
জানি আমি যত কথা কহিবে আপনি॥
দয়া করি এখন প্রস্তাব মোরে কর।
দেখিব পারি কি নারি করিতে উত্তর॥
কন্যা বলে কহ তবে রাজার কুমার।
কোন জীব হয় সেই কি নাম তাহার॥
আছেন সকল দেশে সকলের প্রিয়।
ধরায় কোথায় তার নাহিক দ্বিতীয়॥
তৈমুর নন্দন কহে তিনি দিবাকর।
সর্ব্বত্র গমন তার সর্ব্বত্র আদর॥
শুনি ধন্য২ করে যত সভ্যগণ।
পুনঃ প্রশ্ন রাজকন্যা করেন তখন॥
কহ শুনি জননী এমনি কার প্রাণ।
প্রসব করিয়া খায় আপন সন্তান॥
রাজপুত্র বলে সেই জননী জলধি।
তাহে হয় তাহে লয় যত নদ নদী॥
উত্তর করিল যদি রাজার কুমার।
মনে ২ মহাক্রোধ হইল কন্যার॥
কোন মতে মৃত্যু হয় এই অভিপ্রায়।
পুনর্ব্বার আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল তায়॥

কহ শুনি কোন বৃক্ষে পত্র এ প্রকার।
ধবল শ্যামল বর্ণ দুই পৃষ্ঠে যার॥
প্রশ্ন বলি তুষ্টা নহে দুষ্ট মানসিনী।
ছলিতে ঘোমটা খুলি বসিল কামিনী॥
স্বভাবতঃ শোভে মুখ জিনি দ্বিজরাজে।
তাহে আর শোভা পায় ঘেরিয়াছে লাজে
কুসুম কলিত শিরে কুঞ্চিত কুন্তল।
নক্ষত্র জিনিয়া নেত্র অধিক উজ্জ্বল॥
রূপের তুলনা দিতে ছিল ক্ষণপ্রভা।
কিন্তু কিসে তুলা হবে সে যে ক্ষণপ্রভা॥
হেরিয়া হরিষে মুগ্ধ হল যুবরায়।
দাঁড়াইয়া রয় কাষ্ঠ পুত্তলিকা প্রায়॥
সভাস্থ সকলে ভয়ে করে হায় হায়।
রাজা বলে কি হইল রাজপুত্র যায়॥
পাণ্ডুবর্ণ মুখ রাজা জ্বলে শোকানলে।
হেন কালে চেতন পাইয়া যুবা বলে॥
শুন শুন রাজকন্যা ভুবন মোহিনী।
মর্ত্যে যেন দেখিলাম স্বর্গের কামিনী॥
সেরূপ হেরিয়া মন হইল চঞ্চল।
মুখে না জুয়ায় বাণী শরীর অচল॥
অতএব খঞ্জনাক্ষি ক্ষমহ আমায়।
ভুলিয়াছি তব প্রশ্ন কহ পুনরায়॥
কন্যা কহে হেন পত্র হয় কোন গাছে।
কৃষ্ণ শুভ্র দুই বর্ণ দুই পৃষ্ঠে আছে॥
তৈমুর তনয় কহে শুনগো সুন্দরি।
বৃক্ষ সে বৎসর, পত্র দিবা বিভাবরী॥
এহেন উত্তর যদি কালফ করিল।
ধন্য২ সভ্যগণ করিতে লাগিল॥
রাজা বলে শুন কন্যা হারিলে বিচারে।
এখন উচিত হয় বরিতে ইহারে॥
লজ্জায় ঘোমটা টানে রাজার কুমারী।
ঝর ঝর নয়ন বহিয়া ঝরে বারি॥
কন্যা কহে কেন পিতা পরাস্ত মানিব।
আরো প্রশ্ন আছে কালি জিজ্ঞাসা করিব॥
রাজা বলে একি কথা পুনঃ না কহিবে।
বাসনা কি চিরকাল প্রশ্ন জিজ্ঞাসিবে॥
বরঞ্চ স্বীকার মোর তোমার কারণ।
আর এক প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাস এখন॥
ললনা ছলনা করি কান্দি২ কয়।
কালি জিজ্ঞাসিব বাপা আজি আর নয়॥
লোহিত লোচন রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।
বিবাহ বাসনা নাই মহাক্রোধে বলে॥
ধিক ২ এমন কঠিন তোর প্রাণ।
মারিতে প্রেমিকগণে সদা কর ধ্যান॥
এমন বাঘিনী মেয়্যা উদরে ধরিল।
এই ভাবি তোর মাতা শোকেতে মরিল॥
খাইয়া বিলালি মায় করি জ্বালাতন।
আমায় খাইতে শেষ আছিস এখন॥
তোর পণে ক্ষণে মনে নাহিক আহ্লাদ।
তুই কন্যা তোর জন্য যতেক বিষাদ॥
করিয়াছিলাম সত্য ঘুচিল এখন।
আর না করিব কার শোণিত দর্শন॥
উত্তর করিল প্রশ্ন রাজার কুমার।
হয় নয় পতি সবে করিবে বিচার॥
সায় দিল গোলমালে যত সভ্যগণ।
উকীল কহিল সত্য ঘুচিল এখন॥
আছিল কন্যার পণ পতি সে হইবে।
যেজন প্রশ্নের অর্থ যথার্থ কহিবে॥
উত্তর করিল এবে রাজার কুমার।
বিচারে এখন পতি হইবে তাহার॥
কন্যার উচিত হয় প্রতিজ্ঞা পালিবে।
নতুবা বিধির ক্রোধ তাহাতে ফলিবে॥
অধোমুখী কুমারী নীরব তার বোলে।
ঝর ২ ঝরে আঁখি মুখ নাহি তোলে॥
সে দুঃখে হইয়া দুঃখী কহিছে কুমার।
শুন ওহে ক্ষিতিপতি ধর্ম্ম অবতার॥
ভাগ্য ক্রমে উত্তর দিলাম যদি তায়।
দেখহ দুহিতা তব দুঃখিনী তাহায়॥

মরিলে হইত সুখ পূরিত কামনা।
হায়২ পুরুষেতে একেমন ঘৃণা॥
এবড় আশ্চর্য্য দেখি কেমন একথা।
কথা দিয়া করে শেষে কথায় অন্যথা॥
ভাল২ আমি এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব।
উত্তর করিতে পারে তাহারে ছাড়িব॥
শুনিয়া অবাক সভাপণ্ডিত সকল।
চুপে২ কহে একি হয়েছে পাগল॥
প্রাণ হারাইতে গিয়া পাইল যে ধন।
তায় হারাইতে চায় এবুদ্ধি কেমন॥
কি হেন প্রস্তাব আছে কন্যা নাহি জানে
অবোধ বলিয়া তারে সকলে বাখানে॥
শিহরিয়া রাজা কয় রাজার নন্দন।
ভাবিয়া দেখেছ যাহা কহিছ এখন॥
ভাবিয়া দেখিছি প্রভু কহিল কুমার।
এখন অপেক্ষা মাত্র অনুজ্ঞা তোমার॥
রাজা বলে ভাল তবে প্রস্তাব জিজ্ঞাস
যা হয় হইবে আমি সত্যেতে খালাশ॥
এ অবধি আমার খণ্ডিল অঙ্গীকার।
রাজপুত্র বধ আমি না করিব আর॥
কুমার কুমারী প্রতি কহিছে তখন।
শুনিলে সুন্দরী তুমি আমার বচন॥
হয়েছি তোমার পতি সভার বিচারে।
বিবাহ উচিত তব করিতে আমারে॥
তথাপি তোমায় ত্যজি যাব দেশান্তর
মোর এক প্রশ্ন যদি করহ উত্তর॥
তাহাতে হারাও যদি তবে রবে নাম।
তুমি যে অমূল্য নিধি তা.হ নাহি কাম॥
কিন্তু যদি হার তায় কর অঙ্গাকার।
বিবাহ করিতে কিন্তু না করিবে আর॥
কন্যা কহে অঙ্গীকার করিলাম আমি।
সভা সাক্ষী হারি যদি তুমি হবে স্বামী॥
রাজপুত্র বলে এই জিজ্ঞাসা তোমারে
কোন রাজপুত্র সেই কিবা নাম ধরে॥

যাচিয়া মাগিয়া খেয়ে পেয়ে বহু ক্লেশ।
এখন সুখের তার নাহি পরিশেষ॥
এই রূপ প্রস্তাব করিল যুবরায়।
শুনিয়া রাজার কন্যা ঠেকিলেন দায়॥
ভাবিয়া অনেক ক্ষণ কৃশোদরী কয়।
এখনি উত্তর করা মোর সাধ্য নয়॥
কালি আমি কব নাম রাজার নন্দন।
কালফ কহিল এই বিচার কেমন॥
আটা আটি কাটা কাটি আমার সময়।
আপনার বেলা বল কালের নির্ণয়॥
ভাল২ ক্ষতি নাই তাহাই স্বীকার।
কিন্তু বিবাহেতে কিন্তু না করিও আর॥
রাজা বলে ছল বল আর না খাটিবে।
ইহাতে হারিলে পতি করিতে হইবে॥
এমন পণ্ডিত পাত্র সর্ব্ব গুণান্বিত।
না বরে তাহারে যদি মরণ উচিত॥
ইহা বলি সভা তুলি চলিল রাজন।
কন্যা সনে অন্তঃপুরে করিল গমন॥
সভা মাঝে কুলীন পণ্ডিত সভ্য যত।
রাজ পুত্রে ধন্যবাদ করে নানামত॥
কেহ বলে ধন্য ধন্য সাহস তোমার।
গুণের সাগর তুমি রাজার কুমার॥
ধন্য তুমি রাজপুত্র আর জন বলে।
পণ্ডিত তোমার তুল্য নাহি ভূমণ্ডলে॥
আসে যত নৃপসুত করি বড় জাঁক।
পরে হয় শারদীয় নীরদের ডাক॥
হউক তোমার জয় বড়ই আহ্লাদ।
এই রূপে করে লোক কত আশীর্ব্বাদ॥
ছয় জনে রাজপুত্রে লয়ে যায় পরে।
ফিরে যায় সভ্যগণ নিজ২ ঘরে॥
হেথা কন্যা আসি ঘরে সহচরী সঙ্গে।
ঘোমটা ফেলিয়া ক্রোধে শুইল পালঙ্কে॥
অপমানে ম্লানমুখী মনোদুঃখে ভাসে
উদিত বিষাদ ঘন বদন আকাশে॥

টানিয়া ফেলায় শোকে মস্তকের ফুল।
দুই চক্ষে বহে ধারা শোকেতে ব্যাকুল॥
কতেক সান্ত্বনা করে সখী দুই জনা।
না মানে প্রবোধ ক্রোধে কহে বরাননা॥
তোদের বচন মোরে লাগে যেন বিষ।
একে মরি তোরা আর কেন জ্বালা দিস॥
বৃথায় সান্ত্বনা কর মানা না মানিব।
চিন্তানলে দেহ জ্বলে নিশ্চয় মরিব॥
ধিক২ আমার অধিক কার দুঃখ।
কেমনে সভায় কালি দেখাইব মুখ॥
কোথায় রহিবে তেজ কোথা রবে মান।
কেমনে মানিব হারি সভা বিদ্যমান॥
লোকে বলে বিদ্যাবতী রাজার কুমারী।
ভাঙ্গিল বিদ্যার ভুর চুর হলো জারি॥
হায় কি অদৃষ্ট মোর পুনঃ কান্দি কয়।
বিপক্ষের পক্ষে সবে মোর পক্ষে নয়॥
স্তব্ধ প্রায় হেরি তারে সবে কম্প কায়।
আমার লজ্জায় কেহ ফিরে নাহি চায়॥
হায়২ কালি আরো কত লজ্জা পাব।
গুণেতে কলঙ্ক রবে জগৎ হাসাব॥
কোন মুখে সভা মাঝে কব পরাভব।
হায় বিধি তোর মনে ছিল এই সব॥
সখী বলে ঠাকুরাণী ভাব কি কারণ।
চিন্তা কর যাতে লজ্জা হয় নিবারণ॥
হেন কি সে কটু প্রশ্ন উত্তরে নারিবে।
তুমি গুণে নিরুপমা অক্ষমা হইবে॥
কন্যা কহে কিবা আলো বল সহচরী।
বুঝিতে পারিলে না কি এত খেদ করি॥
যে রাজপুত্রের নাম জিজ্ঞাসিল মোরে।
আপনি কুমার সেই শুন বলি তোরে॥
নাহি জানি জাতি কুল, নাহি জানি ধাম।
তাই ভাবি কেমনে কহিব তার নাম॥
সখী কহে ঠাকুরাণী জানিয়া এমন।
অঙ্গীকার কৈলে তবে কিসের কারণ॥

কি সাধ তাহাতে আর রাজকন্যা বলে।
মরিব বিষাদ করি এই মাত্র ফলে॥
শুনিয়া উত্তর করে আর সহচরী।
এবড় দারুণ পণ তোমার সুন্দরী॥
সত্য বটে তোমা যোগ্য নাহি কোন বর।
এবরে বরহ নহে সাধারণ নর॥
পরম পণ্ডিত পাত্র, বিদ্যার সাগর।
রূপে গুণে নিরুপম রসিক নাগর॥
তুরন্দক্ত বলে. সখী স্বরূপ বচন।
উপযুক্ত পাত্র এই রাজার নন্দন॥
দয়া হয়েছিল বটে দেখিয়া তাহারে।
মরিবে বিদেশে শেষে হারিয়া বিচারে॥
জনমে যে ভাব মোর কাহারে না হয়।
সে ভাব তাহারে হেরি হইল উদয়॥
মনে ভাবি মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হলে তার।
বিচারে জিনিয়া পতি হইবে আমার॥
উত্তরে উত্তরে কিন্তু ঘটিল প্রমাদ।
অহঙ্কার অভিমান সাধিল বিবাদ॥
ধন্য তাকে লোকে কয় মোরে বাক্সেশাল।
তাই তার প্রতি ঘৃণা হইল বিশাল॥
হায়২ আমার কপালে এই ছিল।
অপমানে অনুনয় করিতে হইল॥
কোথাকার হতভাগা হবে মোর স্বামী।
ধিক২ ছার প্রাণ না রাখিব আমি॥
এত বলি কান্দে ধনী ব্যাকুলা হইয়া।
ছিঁড়ে কেশ বেশ ভূষা ফেলে আছাড়িয়া॥
শোকেতে করিতে যায় বদনে আঘাত।
কাছে ছিল সহচরী ধরি রাখে হাত॥
তবু কি সান্ত্বনা মানে নৃপতির বালা।
কে নিভায় মনাগুণ হৃদয়েতে জ্বালা॥
এই রূপে সুলোচনা কত শোক করে।
যুবরাজ ভাবে কায সিদ্ধি হলো পরে॥
ভাসিছে পরম সুখে কৌতুকে বসিয়া।
হেন কালে মহীপাল পাঠায় ডাকিয়া॥

উত্তরিল রাজপুত্র তথা ত্বরা করি।
সমাদরে বসাইল রাজা হাতে ধরি ॥
আলিঙ্গন করি তবে জিজ্ঞাসে কুমারে।
হায়২ যুবরাজ কি কব তোমারে ॥
ব্যস্ত হয়ে কেন প্রশ্ন করিলে কন্যায়।
করতলে পেয়ে ইন্দু হারালে হেলায় ॥
নন্দিনী বাঘিনী প্রায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে।
হারিয়া হারাও পাছে এই ভয় করে ॥
রাজপুত্র বলে প্রভু ত্যজ চিন্তা ভয়।
দুষ্কর প্রশ্নের অর্থ সাধ্য কি সে কয় ॥
আপনার নাম আমি সুধায়েছি তারে।
কে বলিবে নাম বল কে জানে আমারে ॥
শুনি তুষ্ট নরপতি হাসে খল খল।
করিয়াছ ভাল কল ভাঙ্গিবারে ছল ॥
আমার মনেতে শুন ছিল বড় ভয়।
কন্যা অতি বুদ্ধিমতী কি হতে কি হয় ॥
সে ভয়ে আমায় বিধি করিল নিস্তার।
বড় বুদ্ধিমান তুমি রাজার কুমার ॥
হাস্য পরিহাস কত করি এই রূপ।
শীকারে যাইতে সজ্জা করিলেন ভূপ ॥
যুবরাজে আনি দিল মৃগয়ার বেশ।
সভ্যগণ সকলে সাজিল পরিশেষ ॥
কিঞ্চিৎ আহার করি উঠি তাড়াতাড়ি।
শীকারে চলিল রায় রাজপুরী ছাড়ি ॥
আগে ২ চলিল সকল সভ্যগণ।
গজদন্ত নরযানে করি আরোহণ ॥
ছয় জন বাহক প্রত্যেকে লয়ে যায়।
আগে পিছে ছড়িদার আরদালি ধায় ॥
এমনি সোয়ারি কত যায় সারি ২।
পশ্চাৎ কালফ সঙ্গে চীন অধিকারী ॥
একি সিংহাসনে দোঁহে করে আরোহণ।
বাহক বিংশতি জন করয় বহন ॥
অপূর্ব্ব আসন কিবা আরক্ত বরণ।
চৌদিক রূপার তারে চিত্রিত করণ ॥
দুই পার্শ্বে ছত্র দ্বয় ধরে দুই জন।
আশা শোটা রেশালা চলিছে অগণন ॥
এই রূপ সজ্জা করি চীনপতি যায়।
হাজার২ সেনা আগু পিছে ধায় ॥
আসি উত্তরিল শেষে শীকারের স্থানে।
শীকারিয়া বাজপাখি আনে সেই খানে ॥
ভূপতি আসিতে বাজ ছাড়িতে লাগিল।
বটুয়া শীকারে বড় কৌতুক বাড়িল ॥
শীকার করিতে দিবা হলো অবসান।
তখন গৃহেতে রাজা করিল প্রস্থান ॥
পুরীতে ভোজের ধুম আয়োজন ভারি।
প্রাঙ্গনে পড়েছে কত তাম্বু সারি২ ॥
শত২ স্থানে পাত্র গণা নাহি যায়।
বিধি মতে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়াছে তায় ॥
ভোজন করিতে রাজা বসিলা আপনি।
কালফাদি সভ্যগণ বসিল তখনি ॥
আনন্দে সকলে আগে সুরা পান করে।
মৎস্য মাংস ফল মূল খায় তার পরে ॥
ভোজনান্তে নৃপবর করি গাত্রোত্থান।
কালফের কর ধরি দালানেতে যান ॥
জ্বলিতেছে কত দীপ সংখ্যা নাহি তার।
করিয়াছে নাট্যশালা অতি চমৎকার ॥
সিংহাসনে উঠি রাজা বসিল যাইয়া।
বসাইল রাজপুত্রে পার্শ্বেতে লইয়া ॥
কুলীন পণ্ডিত আদি সভাসদ যত।
সারি দিয়া দুয়ারে বসিল শ্রেণী মত ॥
বার দিয়া এই রূপ বসিল সভায়।
গায়ক বাদক লোক আইল তথায় ॥
সুর বান্ধি যন্ত্র তন্ত্র লইয়া সকলে।
গীত বাদ্য আরম্ভ করিল কুতূহলে ॥
কোন জন বাদ্য করে কেহ ছাড়ে তান।
নৃত্য করে নর্ত্তক গায়ক করে গান ॥
থাকিয়া২ রাজা করে হায় হায়।
কেমন শুনিছ বলি কুমারে সুধায় ॥

সায় দেয় রাজপুত্র অতি চমৎকার।
মন রাখা কথা মাত্র অন্তরেতে আর॥
বাজি ভেল্কি নাচ কত হয় তার পর।
হইল বিস্তর কাব্য কহিতে বিস্তর॥
অর্দ্ধেক রজনী গত দেখিতে শুনিতে।
চলিল তখন রাজা শয়ন করিতে॥
খোজাগণ নিয়া যায় রাজার নন্দনে।
জ্বালিয়া সুগন্ধ বাতি স্বর্ণ সামাদানে॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে যায় যুবরাজ।
নিশ্চিন্তায় নিদ্রা যাব স্বচ্ছন্দেতে আজ॥
হেন কালে দেখে নিজ মন্দিরে আসিয়া।
নবীন তরুণী এক পালঙ্কে বসিয়া॥
লাল পেসোয়াজ জামা আচ্ছাদন অঙ্গে।
লৎ পৎ ফুল কাটা তায় নানা রঙ্গে॥
শ্বেত সাটিনের জামা ভিতরেতে পরা।
স্তবকে২ মতি হীরা কায করা॥
গোলাবি চেলির টুপি শোভিত মাথায়।
রেখায় মতির ভাতি খচিত হীরায়॥
তায় শোভে নানা জাতি সুগন্ধ কুসুম।
ঝুলিছে কুঞ্চিত কেশ অতি মনোরম॥
কি দিব রূপের তুলা মদনের ফাঁদ।
ঘরেতে উদয় যেন পুর্ণিমার চাঁদ॥
সঙ্কুচিত যুবরায় হেরিয়া কামিনী।
ঘরে বসি একাকিনী অর্দ্ধেক যামিনী॥
পাইয়া কামিনী হেন কেবা নাহি মজে।
সেই যেই রাজপুত্র এক জনে ভজে॥
তুরন্দক্ত ধ্যান সদা তুরন্দক্ত জ্ঞান।
সে বিনা অন্যে কি আর চায় তার প্রাণ॥
কালফ আইল ঘরে, দেখিয়া যুবতী।
সম্ভ্রমে উঠিয়া তারে করিল প্রণতি॥
নারী কহে রাজপুত্র শুন মোর বাণী।
দেখিয়া আশ্চর্য্য হবে তাহা আমি জানি॥
অনুমানি জান সব কিবা দিব লেখা।
রমণী পুরুষে হেথা সুকঠিন দেখা॥

সদা রক্ষা করে পুরী দুরন্ত খোজায়।
রাজা টের পেলে মাথা যায় অচিরায়॥
তথাপি যখন আমি আসিয়াছি হেথা।
বুঝিবে কেমন কর্ম্ম কত মোর ব্যথা॥
শুন২ তোমার হিতাশী এই দাসী।
রক্ষকে তুষিয়া ধনে এখানেতে আসি॥
এতেক শুনিয়া বাণী রাজার নন্দন।
পালঙ্কে লইয়া তারে বসায় তখন॥
বিনয়ে কহিছে রামা শুন মহাশয়।
আগে কিছু আমার শুনহ পরিচয়॥
কৈকাবাদ নামে রাজা চীনাধীন দেশে।
তাহার তনয়া আমি শুন সবিশেষে॥
বিবাদ করিল রাজা কয়েক বৎসর।
নাহি দিয়া চীনেশ্বরে নিয়মিত কর॥
ক্রুদ্ধ হয়ে চীনপতি যুদ্ধ আরম্ভিল।
মহারথী সেনাপতি রণে পাঠাইল॥
জনক দুর্ব্বল তবু সংগ্রাম করিল।
পরাজিত হয়ে শেষে সমরে মরিল॥
মৃত্যুকালে আজ্ঞা দিল সঙ্গী সেনাগণে।
জলে ভাসাইয়া দিবে পুত্র পরিজনে॥
পুত্র কন্যা রাণী তবে দুঃখ না পাইবে।
শত্রুর দাসিত্ব হতে উদ্ধার হইবে॥
এই আজ্ঞা দিয়া রাজা ত্যজিল জীবন।
সেনাগণ রাজ আজ্ঞা করিল পালন॥
মাতা ভগ্নী আর দুই সহোদর সঙ্গে।
আমাকে ফেলিয়া দিল নদীর তরঙ্গে॥
জলেতে ভাসিয়া যাই প্রায় মৃত্যুগতি।
হেন কালে দেখিল শত্রুর সেনাপতি॥
সঙ্গীগণে আশ্বাস করিল দয়াভাবে।
তুলিয়া আনিবে যেবা বহু ধন পাবে॥
অর্থ লোভে সেনাগণ চড়িয়া তুরঙ্গে।
ভাসিল সাহস করি নদীর তরঙ্গে॥
বহু কষ্টে তিন জনে আনিল তুলিয়া।
আমি মাত্র তার মধ্যে ছিলাম বাঁচিয়া॥

যত্ন করি সেনাপতি বাঁচাইল প্রাণ।
নিয়া এলো শীঘ্র মোরে ভূপতির স্থান॥
জনক করিল যুদ্ধ সেই দোষে মোরে।
রাখিল বন্দিনী করি নন্দিনীর ঘরে॥
অল্পমতি শিশু আমি বয়সে নবীনা।
ভাবিলাম তথাপি হয়েছি পরাধীনা॥
রাখিতে পরের মন হইবে এখন।
ইহা ভাবি থাকিলাম যোগাইয়া মন॥
ছিল আরো এক জনা রাজকন্যা বটে।
কপাল বিগুণে তার এই দশা ঘটে॥
সেবা করি আমরা অভাগী দুই জন।
মন যোগাইয়া ক্রমে পাইয়াছি মন॥
এত বলি কহে রামা শুন মহাশয়।
এ সকল কথা হেথা আবশ্যক নয়॥
দাসী বলি পাছে ঘৃণা করহ আমায়।
এই হেতু পরিচয় দিলাম তোমায়॥
যে কথা কহিব প্রভু কভু না সম্ভবে।
তাই ভাবি শেষে কথা রবে কি না রবে।
হায়২ যার প্রেমে বাঁধা যার মন।
তার মন্দ শুনি নাকি বিশ্বাসে কখন॥
আমার কথায় কেন করিবে বিশ্বাস।
বলা মাত্র হবে সার পূরিবে না আশ॥
রাজপুত্র বলে মন হইল চঞ্চল।
বাঞ্ছনীয় বল শীঘ্র বিলম্বে কি ফল॥
নারী কহে রাজপুত্র কি কহিব আর।
বলিতে না সরে বাণী মুখেতে আমার
সেই কুলহন্ত্রী কন্যা মানব ভক্ষিণী।
বধিয়া তোমার প্রাণ হবে কলঙ্কিণী॥
শুনা মাত্র এই কথা পুতুলের প্রায়।
আতঙ্কে পালঙ্কে মূর্চ্ছা যায় যুবরায়॥
মুখে বলে হায়২ নাহি কিছু দয়া।
এমন পাপিনী কেন রাজার তনয়া॥
এপাপ তাহার মনে কেমনে প্রবেশে।
কোন দোষে মোর প্রাণ বধিবেক শেষে

সখী কহে শুন সব কহিব বিস্তারি।
আজি অপ্রতিভ বড় রাজার কুমারী॥
ক্রোধ ভরে গিয়া ঘরে মনে২ ভাবে।
কেমনে উত্তর দিবে কিসে লজ্জা যাবে॥
ভাবিল বিস্তর কিন্তু ভাবা হলো সার।
নাম না পাইয়া শোক উপজিল তার॥
প্রিয়তমা আমরা দুজনা সহচরী।
বিধি মতে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করি॥
বাখানিয়া তব রূপ আর গুণ যত।
কহিয়াছি কুমারীরে যথা সাধ্যমত॥
কিবা রূপ কিবা গুণ সুরূপ কুরূপ।
ভাল মন্দ নাহি তার সকলে বিরূপ॥
পুরুষে নিন্দিল কত গালি মন্দ দিয়া।
পুরুষ অধম অতি না করিব বিয়া॥
আলো তোরা সখীগণ যারে বাখানিস।
সেজন আমার যেন দুচক্ষের বিষ॥
লইলে তাহার প্রাণ থাকে যদি মান।
শতগুণে ভাল নৈলে ত্যজিব পরাণ॥
কত বুঝাইয়া আমি কহি হিত বাণী।
ছিছিছি একর্ম্ম ভাল নহে ঠাকুরাণী॥
কাটিলে কলঙ্ক হবে রবেনা পৌরুষ।
চিরকাল লোকেতে ঘুষিবে অপযশ॥
আর সখী বিধি মতে বুঝাইল তায়।
কিন্তু হলো অগ্নি কুণ্ডে ঘৃতদান প্রায়॥
অতঃপর ডাকি বলে বিশ্বাসি খোজাকে।
অরুণ উদয়কালে কাটিতে তোমাকে॥
রাজপুত্র বলে হায় ওরে রাক্ষসিনী।
তোর মনে এত আছে বিশ্বাস ঘাতিনী।
এত যে পিরীতে বদ্ধ তৈমুর কুমার।
এই কি উচিত তার হবে পুরস্কার॥
এত কি চক্ষের বিষ কালফ তোমার।
কলঙ্কে পূরাবি দেশ করিয়া সংহার॥
হায়রে দারুণ বিধি কি কব তোমারে।
কতই তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে॥

কখন সুখেতে রাখ হিংসা করে
কখন আমার দুঃখে কান্দে অতি দুঃখী॥
সখী কহে যুবরাজ চিন্তা নাহি কর।
এঘোর বিপদে রক্ষা করিবে ঈশ্বর॥
হের দেখ অনুকূল বিধাতা তোমায়।
পাঠাইলা প্রাণ রক্ষা করিতে আমায়॥
খোজা যত আছে হেথা মোর অনুগত।
বিশেষত ধনে তারা আরো বশীভূত॥
শুন শুন খোজাগণ পথ ছাড়ি দিবে।
পলাইয়া কোনরূপে বাঁচিতে পারিবে॥
আমিও তোমার সঙ্গে করিব গমন।
দাসিত্ব যন্ত্রণা আর সহেনা এমন॥
তুমি গেলে মোর দোষ হবে জানাজানি।
মন্ত্রণা আমার মাত্র তাই কানাকানি॥
এই ভয়ে আমি আর থাকিতে না চাই।
কায নাই চল মোরা হেতা হতে যাই॥
রখেছি প্রস্তুত করি অশ্ব সঙ্গোপনে।
বর্দাসের দেশে চল যাই দুই জনে॥
আলিঙ্গর নামে তথা আছেন নরেশ।
আমার কুটুম্ব তিনি শুনহ বিশেষ॥
দেখিয়া আমায় ভূপ আনন্দে ভাসিবে।
তোমারে প্রাণের সম সে ভাল বাসিবে॥
থাকিব রাজার গৃহে হবে কত সুখ।
আমি চির বিরহিণী যাবে সব দুঃখ॥
রূপে গুণে ধন্যা কন্যা পাইবে এমন।
পতির সেবায় যার নিরন্তর মন॥
নাহি হবে পতি হন্তা নাহি রবে মদ।
ভাগ্য করি মানিয়া সেবিবে তব পদ॥
উঠ তবে যুবরাজ বিলম্ব না কর।
যাই চল রাতারাতি ছাড়িয়া নগর॥
রাজপুত্র বলে সখী যে কথা কহিলে।
কিনিয়া আমারে দাস করিয়া রাখিলে।
বাঞ্ছা হয় তোমার শোধিতে এই ধার।
তোমাকে লইয়া দেই কুটুম্বে তোমার॥
আমিও তাহার কাছে ঋণে বন্দী আছি।
লয়ে যাই তবে সেই ঋণ হতে বাঁচি॥
কিন্তু বল দেখি তাই তোমারে সুধাই।
রাজা কি ভাবিবে যদি না বলিয়া যাই॥
পলাইলে নষ্ট লোক কহিবে আমায়।
আসিয়া ছিলাম খালি ছলিতে তোমায়॥
যথার্থ বাঘিনী বটে রাজার কুমারী।
তবু ক্ষণে মনে তারে ভুলিতে না পারি॥
সেই দেবী তারে সেবি সেই ধন প্রাণ।
সে যদি সংহার করে কে করিবে ত্রাণ॥
কান্দিতে ২ রামা কহিছে তখন।
হায় ২ এ তোমার প্রতিজ্ঞা কেমন॥
দাসীকে কিনিয়া দাসী করিয়া রাখিবে।
বিদেশে আসিয়া কেন বিপাকে মরিবে॥
রূপে বটে রাজকন্যা আমা হতে ভাল।
কিন্তু কি রূপেতে করে মন যার কাল॥
রূপে খাট বটি ক্রুটি তাহাতে কিঞ্চিৎ।
গুণে তার দিব শোধ হবেনা বঞ্চিত॥
কেমন ব্যথার ব্যথী আমি হে তোমার।
সদা ভাবি সভায় বিচারে পাছে হার॥
জিনিলে তথাপি নাকি দূর হলো ত্রাস।
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা করিবে সর্ব্বনাশ॥
হায় হায় যুবরায় মজিওনা ভ্রমে।
প্রেমে মত্ত হয়ে যমে ভুলিওনা ক্রমে॥
মদন দারুণ শত্রু আগে দেয় ধ্যান।
বিশ্বাস ঘাতক রিপু শেষে লয় প্রাণ॥
পড়োনা চাতুরি জালে রাখহ মিনতি।
শমন ভবন ছাড়ি চল শীঘ্রগতি॥
রাজপুত্র বলে সখী যাব কোন খানে।
মন ভৃঙ্গ মত্ত, আশা মকরন্দ পানে॥
তুমি বট রূপবতী ঘুচাইবে দুঃখ।
সুখ দিবে কিন্তু যে কপালে নাহি সুখ॥
এত যে বিরাগ দেখি রাজার কন্যার।
মন মৃগ বাঁধা তবু চরণে তাহার॥

নয়নের পারে তারে কেমনে রাখিব।
সে বিনা বলনা সখি কিরূপে বাঁচিব॥
এত শুনি কহে ধনী হয়ে অগ্নি প্রায়।
থাক২ থাক তবে থাকহে হেথায়॥
ত্যজিয়া এমন স্থান কোথা তুমি যাবে।
এরূপ সুন্দরী নারী আর নাহি পাবে॥
দাসী বলি যদি তুমি ভাব অপমান।
নিজ মুণ্ড দিয়া মান রাখ বেইমান॥
ক্রোধেতে চলিল রামা একথা কহিয়া।
কালফ রহিল বসি বিস্ময় হইয়া॥
মনে ভাবে হায়২ একি কথা শুনি।
এমন কঠিন প্রাণ রাজকন্যা খুনি॥
হায়রে রাক্ষসী কন্যা দয়ালু রাজার।
রূপের কলঙ্ক কেন কর এপ্রকার॥
হায় বিধি এমন কলঙ্ক যার মনে।
তাহাকে রূপের নিধি করিলে কেমনে॥
অকলঙ্ক রূপ যার করিলে এমন।
কি বুঝিয়া মন তারে না দিলে তেমন॥
ভাবিয়া ব্যাকুল চিত্ত রাজার তনয়।
জাগিয়া পোহায় নিশি নিদ্রা নাহি হয়॥
অরুণ উদয়ে সভা আরম্ভ হইল।
ঢাক ঢোল ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল॥
লইতে আইল ছয় কুলীন তখন।
সভায় করিল যাত্রা রাজার নন্দন॥
প্রাঙ্গণে কাতার দিয়া আছে সেনা সবে।
দেখিয়া ভাবেন বুঝি হেথা মৃত্যু হবে॥
নির্ভয় তথাপি মনে ভয় কত পায়।
ছাড়িয়া সেনার থানা ক্রমে২ যায়॥
উঠিয়া দালানোপর চারিদিকে চায়।
মনে করে এইখানে বুঝি প্রাণ যায়॥
কেবা শত্রু কোন স্থানে আছে লুকাইয়া।
এখনি কাটিবে মাথা দেখিতে পাইয়া॥
ভাবিতে২ তবু সাহসে চলিল।
বিনা বিঘ্নে রাজপুত্র সভায় পৌঁছিল॥
সারি দিয়া বসিয়াছে পণ্ডিত সকল।
আসিতে চীনাধিপতি অপেক্ষা কেবল॥
কন্যার মানস কিবা ভাবিছে কুমার।
নিশ্চয় দেখিবে সেকি মরণ আমার॥
কিম্বা হত্যা করাইবে পিতার সম্মুখে।
ভূপতি আমার রক্ত দেখিবে কৌতুকে॥
অথবা প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেছে কুমারী।
কি আছে ভাগ্যেতে আজি বুঝিতে না পারি॥
এই মত ভাবে কত তৈমুর কুমার।
হেন কালে মুক্ত হৈল পুরীর দুয়ার॥
কন্যার সহিত রাজা বাহিরে আসিল।
স্বর্ণ সিংহাসনে দোঁহে উঠিয়া বসিল॥
উকীল প্রতিজ্ঞা কথা কালফে শুনায়।
উত্তর যদ্যপি পাও ত্যজিবে কন্যায়॥
কুমারীরে সেই রূপ কহে তার পরে।
বিবাহ করিবে যদি হারহ উত্তরে॥
দুই জনে উকীল কহিল এই রূপ।
কি সাধ্য উত্তর করে মনে ভাবে ভূপ॥
শুন২ নন্দিনী নৃপতি হাসি কয়।
উত্তর করিতে প্রশ্ন তব সাধ্য নয়॥
ভাবিতে দিয়াছি কাল ইচ্ছা অনুসারে।
আরো যদি এক বর্ষ পাও ভাবিবারে॥
তথাপি তাহার নাম খুজিয়া না পাবে।
বুদ্ধি সুদ্ধি এত ধর সব বৃথা যাবে॥
অতএব ছাড় ছল মোর বাক্য ধর।
রূপে গুণে রাজপুত্র উপযুক্ত বর॥
ইহারে বিবাহ কর চক্ষে আমি হেরি।
রাজ্য ভার দিয়া শেষে সুখী হয়ে মরি॥
বুঝাইয়া নরপতি কহিল বিস্তর।
কন্যা কহে কেন পিতা দুঃখিত অন্তর॥
এপ্রশ্নতো অতি লঘু মোর তুচ্ছ জ্ঞান।
এখনি কহিয়া দিব সভা বিদ্যমান॥
যুবার সহসা দেখি বড় অহঙ্কার।
বোধাবোধ নাহি করে কি বিদ্যা আমার॥

বড় গর্ব্ব আজি দর্প সকল ভাঙ্গিব।
জিজ্ঞাসা করুক প্রশ্ন এখনি কহিব॥
রাজপুত্র বলে ভাল কহ দেখি মোরে।
কোন রাজপুত্র সেই কিবা নাম ধরে॥
যাচিয়া মাগিয়া খেয়ে পেয়ে বহু ক্লেশ
এখন সুখের তার নাহি পরিশেষ॥
শুন২ যুব-রাজ রাজকন্যা কয়।
কালফ তাহার নাম তৈমুর তনয়॥
শুনা মাত্র এই কথা শিহরিল প্রাণ।
কুমার পড়িল ভূমে হারাইয়া জ্ঞান॥
হাহাকার সভাময় সবে পায় ত্রাস।
উত্তর দিয়াছে বুঝি একি সর্ব্বনাশ॥
সিংহাসন ছাড়ি ভূপ ভূমিতে নামিল।
উঠিয়া সভাস্থগণ কালফে ধরিল॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া যুবরায়।
শুন২ হে সুন্দরি কহে পুনরায়॥
উত্তর দিয়াছ মোর যদি ইহা বল।
বুঝিবার ভ্রান্তি তাহা জানিবে কেবল॥
তৈমুর রাজার পুত্র হয় যেই জন।
পরিপূর্ণ সুখ তার কি রূপে এখন॥
বরঞ্চ ভাবিয়া দেখ সব বিপরীত।
অপমান, দুঃখ, ভয়ে অতি সশঙ্কিত॥
কন্যা বলে নহ বটে হরিষ এখন।
কিন্তু হেন ছিলে প্রশ্ন জিজ্ঞাস যখন॥
অতএব চতুরালি নাহি কর আর।
আমাতে তোমার আর নাহি অধিকার॥
চাহিকি তোমায় আমি কান্দাইতে পারি।
ধূলায় পড়িয়া থাক চক্ষে বহে বারি॥
ভাগ্য ভাল জনকের হও প্রিয়তম।
বাসেন তোমারে ভাল যেন পুত্র সম॥
তাহে দেখি রূপ সম তুমি গুণবান।
এই হেতু তোমায় করিব পাণি দান॥
একথা রূপসী যদি প্রকাশি কহিল।
ধন্য২ জয়ধ্বনি সভায় হইল॥
গেল দুঃখ হাস্যমুখ সব সভ্যগণ।
আনন্দে কন্যাকে রাজা করে আলিঙ্গন॥
রাজা বলে শুন২ প্রাণের নন্দিনী।
নামের কলঙ্ক ছিল মানব ভক্ষিণী॥
করেছিলে বিশেষ পুরুষে কিবা কোপ।
সদা ভাবি শেষে বুঝি হয় বংশলোপ॥
সে নাম দুর্নাম সব ঘুচিল এখন।
হেরিব তোমার পুত্র যুড়াবে নয়ন॥
অধিকন্তু মনোবাঞ্ছা পুরিল আমার।
হইল তোমার পতি এ রাজকুমার॥
ভাল২ কহ দেখি জিজ্ঞাসি তা আমি।
কি গুণে তাহার নাম জানিয়াছ তুমি॥
কন্যা বলে গুণ জ্ঞান কিছু মাত্র নয়।
সহজে পেয়েছি নাম শুন মহাশয়॥
গিয়াছিল সখী কালি কুমারের স্থলে।
সেই সে জানিয়া নাম আসিয়াছে ছলে॥
কিন্তু তাহে আমার না লবে অপরাধ।
বঞ্চিয়া বঞ্চনা করি নহে হেন সাধ॥
রাজপুত্র বলে প্রিয়ে কি শুনি শ্রবণে।
দুঃখ পারাবার পার করিলে এক্ষণে॥
হায়২ এত গুণ আগে নাহি জানি।
ভ্রমে এ গুণের কত করিয়াছি গ্লানি॥
কতক্ষণে অপমান মার্জ্জনা পাইব।
তোমার যুগল পদ হৃদয়ে ধরিব॥
এই মত কহে কত করিয়া আহ্লাদ।
হেন কালে উপস্থিত বিষম প্রমাদ॥
সিংহাসন পাছে এক সহচরী ছিল।
সভা মাঝে সে তখন আসি দাঁড়াইল॥
ঘোমটা খুলিতে মুখ দেখিল কুমার।
বলে গিয়াছিল এই মন্দিরে আমার॥
কট্ মট্ চাহে রামা বিকট বদন।
দেখিয়া সভাস্থগণ সচকিত মন॥
শুন২ রাজকন্যা সহচরী বলে।
যাই নাই আমি নাম জানিবার ছলে॥

সহেনা যৌবন জ্বালা দাসিত্বের ভার।
তাই ভাবি তাহাতে কিরূপে হই পার॥
যাইয়া ছিলাম তাই মানস করিয়া।
লয়ে যাব কুমারে তোমারে ফাঁকি দিয়া॥
করিয়াছিলাম তার সব আয়োজন।
দেশান্তরে একান্তরে যাব দুই জন॥
সাধনা না সিদ্ধ হলো সাধিলাম বৃথা।
বিফল হইল আশা না শুনিল কথা॥
কহিলাম তব কুচ্ছা কত তার কাছে।
কোন ক্রমে মন ভাঙ্গে যদি যায় পাছে॥
দেখাইয়া মৃত্যু ভয় কহিনু বচন।
কালি রাজকন্যা হাতে হইবে নিধন॥
বিফল দুর্নাম করা কি ফল হইল।
ছলনা হইল মাত্র ফল না দর্শিল॥
অভিমানে যাই ফিরে তাই হলো ক্রোধ।
তুমি যে পাইবে তারে তাহে হিংসাবোধ॥
কিরূপে তোমায় ছলি কিসে তারে পাই।
এত ভাবি তার নাম তোমারে জানাই॥
শুনিয়া ছিলাম নাম খেদের সময়।
মনোদুঃখে সেই নাম কহেছি তোমায়॥
পুরুষ দ্বেষিণী তুমি পুরুষে না চাহ।
নাম পেয়ে কভু নাহি করিবে বিবাহ॥
ত্যজিবে তাহারে তুমি শেষে আমি পাব।
হায় ২ কে জানে হইবে ভিন্ন ভাব॥
ফাঁকিতে পাইয়া নাম না ছাড়িলে তাকে।
ফাঁকি দিতে আমি শেষে পড়িলাম ফাঁকে॥
এছার জীবন আর রাখিয়া কি সুখ।
মৃত্যু মোরে স্থান দিয়া পরিহর দুঃখ॥
এত বলি বারি করি বস্ত্র ঢাকা অসি।
নিজহস্তে বক্ষাঘাত করিল রূপসী॥
হাহাকার সভামধ্যে পড়িল তখন।
মহারাজ সশঙ্কিত শুখায় বদন॥
কালফের সুখভঙ্গ, হইল সশঙ্ক।
কুমারী ফুকারি কান্দে পাইয়া আতঙ্ক॥
সজল নয়নে ধনী উঠি তাড়া তাড়ি।
চলিল সখীর কাছে সিংহাসন ছাড়ি॥
মৃত শব কোলে করি ভাসে অশ্রু জলে।
একি কৈলি আরে আলি কান্দি২ বলে॥
কে জানে এমন তোর হবে সর্ব্বনাশ।
কেমনে জানিব বল তোর অভিলাষ॥
আগুণ লাগিবে যদি আমার বিয়ায়।
ছলে কসে কেন নাহি কহিলি আমায়॥
তোর সমা প্রিয়তমা কেবা আর আছে।
কি ছিল অদেয় যদি তোর প্রাণ বাঁচে॥
শুনি সখী মৃত স্বরে কহিতে লাগিল।
জীবন যৌবন জ্বালা সকলি ঘুচিল॥
আমার মরণে শোক নাহি রাজবালা।
মরণ মঙ্গল মোর গেল সব জ্বালা॥
দাসী হয়ে চির দিন এজীবন জ্বরা।
তায় মদনের বাণে জিয়ন্তেতে মরা॥
এদুই অরির কর একেবারে এড়ি।
দাসিত্ব শৃঙ্খল আর মদনের বেড়ি॥
অতএব সুন্দরী নাহিক মনস্তাপ।
মানব দেহেতে কোন নাহি পুণ্য পাপ।
মিশিবে মাটির কায়া মাটিতে এখন।
বলিতে২ রামা ত্যজিল জীবন॥
মৃত্যু দেখি সভ্যগণ হায় ২ করে।
ঝর ২ কুমারীর দুই আঁখি ঝরে॥
মনোদুঃখে রাজপুত্র ভাবিয়া আকুল।
বলে হইলাম তার মরণের মূল॥
কান্দিয়া কহেন রায় চক্ষে বহে বারি।
এই কি অদৃষ্ট শেষে আছিল তোমারি॥
জল হতে বাঁচিয়া দর্শিল কোন ফল।
মরিলে যন্ত্রণা যেতো হইত কুশল॥
আহা মরি পরিজনে মরিল যখন।
সমুদ্রে ডুবিয়া যদি মরিতে তখন॥
নয় পাপ দ্বীপ ভোগ সব এড়াইতে।
পুনর্ব্বার রাজার ঘরেতে জন্ম নিতে॥

এই মত খেদ কত করিয়া রাজন।
আজ্ঞাদিল গতি ক্রিয়া করিতে তখন॥
শকটে লইয়া শব তুলিল পর্ব্বতে।
যাগ যজ্ঞ তিন দিন কত হলো পথে॥
সম্ভ্রমে হইল মাটি পর্ব্বত উপর
যথায় রাজার পূর্ব্ব পৈতৃক কবর॥
বলি আদি দৈব কর্ম্ম কৈল নানামতে।
বন্দিনীর পরকাল ভাল হয় যাতে॥
এই রূপে গতি কর্ম্ম হইলে তাহার।
পড়ে গেল মহাধুম কন্যার বিয়ার॥
দূত পাঠাইল রাজা বর্লাসের দেশে।
তৈমুরে বিবাহ বার্ত্তা লিখিয়া বিশেষে॥
আমার পুরীতে আসি হবে অধিষ্ঠিত।
রাজরাণী বেহানিকে আনিবে সহিত॥
এদিগেতে বিবাহের হয় আয়োজন।
কালফেরে কন্যা দান করিল রাজন॥
আনন্দের সীমা নাই রাজার আলয়।
কোলাহল পড়িল তাবৎ দেশময়॥
আহ্লাদে সকল প্রজা করয় উল্লাস।
নৃত্য গীত মহোৎসব হয় এক মাস॥
এত যে কন্যার দ্বেষ পুরুষেতে ছিল।
দেখিয়া পতির গুণ সব পাশরিল॥
বিবাহ করিয়া সুখে আছে দুই জন।
বর্লাস হইতে দূত ফিরিল তখন॥
আইল তৈমুর রায় মহিষীর সনে।
সঙ্গে রাজা আলিঙ্গর সহ সেনাগণে॥
পিতা মাতা আসিয়াছে শুনি সমাচার।
চলিল দুয়ারে দেখা করিতে কুমার॥
কত দিন পরে দেখা পিতা মাতা সনে।
যে জান বুঝহ কত সুখ হৈল মনে॥
পরস্পর তিন জনে আলিঙ্গন করে।
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ নেত্রবারি ঝরে॥
আলিঙ্গরে যুবরাজ করিল প্রণতি।
বলে কি তোমার গুণ ওহে নরপতি॥
যতনে রাখিয়াছিলে জননী পিতায়।
দয়া প্রকাশিয়া সঙ্গে আসিলে হেথায়॥
রাজা বলে কে তোমারা আগে জানিনাই।
অনাদর বিধিমতে হইয়াছে তাই॥
ক্রুটি কত হইয়াছে বিশেষ সম্মানে।
আসিয়াছি আমি তাই রাখিতে এখানে॥
অতঃপর তিন জনে চলিল পুরীতে।
আল্‌তন খাঁয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে॥
পুলকিত মহারাজ উঠিয়া তখন।
কয়জনে আনন্দেতে করে আলিঙ্গন॥
বেহাই বেহানি প্রতি কহে চীনেশ্বর।
পেয়েছ তোমরা ভাই যন্ত্রণা বিস্তর॥
অনর্থ করিল যত কার্জমের রাজা।
রাজ্য লব দিব তার উপযুক্ত শাজা॥
এত বলি দেশে ২ পাঠায় সংবাদ।
কার্জমি রাজার সঙ্গে হইবে বিবাদ॥
সাজিয়া অধীন সবে দলবল নিয়া।
থাকহ বলজুত হ্রদ সন্নিকট গিয়া॥
পাঠাইল স্বদেশে সংবাদ আলিঙ্গর।
সেনাগণে লইয়া আসিবে শীঘ্রতর॥
এই রূপ রণসজ্জা হইতে লাগিল।
বেহাই বেহানে রাজা আদরে রাখিল॥
দুই নৃপে স্বতন্ত্র দিলেন দুই বাস।
হাজার ২ সেনা আর কত দাস॥
নিত্য ২ রাজা করে একত্রে ভোজন।
রজনীতে বাদ্য গীত অপূর্ব্ব কীর্ত্তন॥
রাজা রাণী ভাগ্য ভাবি সুখেতে রহিল।
কিছু দিনে রাজ কন্যা প্রসব হইল॥
পরম সুন্দর পুত্র জন্মিল তাহার।
পড়িল আনন্দ বড় আলয়ে রাজার॥
চীন রাজা বলিয়া রাখিল তার নাম।
দেশে২ মহোৎসব কত ধুমধাম॥
তদন্তর বার্ত্তা এলো ভূপতির কাছে।
দল বল রণ সজ্জা সব হইয়াছে॥

আলিঙ্গর তৈমুর কালফ তিন জন।
সাজিয়া যুদ্ধেতে যাত্রা করিল তখন॥
ছাউনি করেছে যথা সাত লক্ষ সেনা।
উত্তরিল সেই খানে গিয়া তিন জনা॥
হৃষ্টমনে তিন জনে সেনাপতি হয়ে।
কেলানে করিল যাত্রা সেনাগণ লয়ে॥
কেলান হইতে যাত্রা কাসগড় দেশে।
তথা হতে কার্জ্জম রাজ্যেতে গেল শেষে॥
যুদ্ধ বার্ত্তা শুনি হেথা কার্জ্জমাধিপতি।
করিতে লাগিল সাজ অতি শীঘ্রগতি॥
তাড়া তাড়ি চারি লক্ষ সেনা সঙ্গে লয়ে।
পুত্রসহ আসিলেন সেনাপতি হয়ে॥
কোজণ্ডী দেশের কাছে সংগ্রাম বাধিল।
দুই পক্ষ সম বলে যুঝিতে লাগিল॥
বিষম হইল যুদ্ধ ঘোরতর অতি।
পড়িল অসংখ্য সেনা আর সেনাপতি॥
সাহসে কার্জ্জমপতি সংগ্রাম করিল
হারিয়া সমরে শেষে স্বপুত্রে মরিল॥
পলাইল সৈন্যদল রণে ভঙ্গ দিয়া।
পড়িল দুলক্ষ বল কাটা বান্ধা নিয়া॥
চীনের অসংখ্য সেনা মরিল সমরে।
সংগ্রাম বিজয় কিন্তু হলো অতঃপরে॥
তৈমুর তখনি দূত প্রেরিল চীনায়।
বিশেষ মঙ্গল কথা কহিতে রাজায়॥
হেথায় শত্রুর দেশ যাইয়া সত্বরে।
কার্জ্জমে করিল রাজা আপন পুত্রেরে॥
দুরাত্মার রাজ্যে প্রজা সদা দুখী ছিল।
আনন্দে তৈমুর সুতে সিংহাসন দিল॥
রাজত্ব করিতে তথা লাগিল নন্দন।
পূর্ব্ব রাজ্য আস্ত্রাকনে চলিলা রাজন॥
প্রজাগণ হেরি তারে আনন্দে ভাসিল।
পূর্ব্ব অধিপতি বলি সুখে সম্ভাষিল॥
অবিশ্বাসি সর্কসিরা পলাইল রণে।
সেই ক্রোধে যুদ্ধ পরে তাহাদের সনে॥
সাধে যদি তখন সকল পাপ যায়।
অহঙ্কারে সর্ব্বনাশে ঘটাইল তায়॥
দল বল সকল কাটিল নৃপবর।
বিজয়ী হইয়া শেষে হয় রাজ্যেশ্বর॥
এই রূপে পরাজয় করি শত্রুদেশ।
কার্জ্জম নগরে যাত্রা করিলেন শেষ॥
পত্নী পুত্রবধূ তথা দেখিলেন গিয়া।
চীনেশ্বর সেই খানে দেন পাঠাইয়া॥
কালফের দুর্গতি ঘুচিল এই ক্রমে।
নিজ গুণে প্রতিষ্ঠিত প্রজাদের প্রেমে॥
মজি প্রেয়সীর প্রেমে রহিল আনন্দে।
বহুকাল রাজ্য ভোগ করেন সচ্ছন্দে॥
আর এক পুত্র পরে হইল তাহার।
কার্জ্জম দেশেতে শেষে রাজত্ব যাহার॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে চীনেশ্বর করিল পালন।
আপনার উত্তরাধিকারীর কারণ॥
তৈমুর মহিষী সনে গেল আস্ত্রাকনে।
করিতে লাগিল রাজ্য আনন্দিত মনে॥
পরিতুষ্ট হইলেন বর্লাসি রাজন।
বিদায় হইয়া রাজ্যে করিলা গমন॥

কাহিনী সমাপ্ত করি, ধাত্রী কহে সহচরি,
বল দেখি শুনিলে কেমন।
সবে বলে আহা২, বলিয়াছ তুমি যাহা,
নাহি শুনি কখন এমন॥
ধন্য সে নরেন্দ্রসুত, জ্ঞান বান রূপ যুত,
গুণময় গুণের সাগর।
কি কব তাহার মর্ম্ম, জানে সে প্রেমের ধর্ম্ম,
রসময় রসিক নাগর॥
পুরুষের দোষ ধরা, রাগে, দ্বেষে, মন ভরা,
মন ভারি কহিছে কুমারি।
আরে আরে কি কহিস্, বল বল যা বলিস্,
কিবা গুণ দেখিলি তাহারি॥

শুন তোরা শুন শুন, কেমনে কহিস গুণ,
কি জানে সে পিরিতের মর্ম্ম।
কেবল গোঁয়ার সেটা, একগুঁয়া আর ঠেটা,
বোধাবোধ নাহি কর্ম্মাকর্ম্ম॥
তবে বটে মানি ভাই, হাসি হাসি কহে তাই
ফদল্লালা উপযুক্ত স্বামী।
নামরি প্রিয়ের সনে, পঞ্চাশ বৎসর বনে,
কেমনে রহিল ভাবি আমি॥
ধাত্রী কহে ঠাকুরাণী, আমরি কি কহ বাণী,
বড় দোষ ধরিতেই জান।
গুণ কিছু নাহি বাছ, দোষ পিছু সদা আছ,
সদা দোষ করহ সন্ধান॥
ভাল ভাল গুণবতী, নহ যদি হৃষ্টমতি,
আর এক কহি ইতিহাস।
কন্যা কহে ক্ষতি নাই, সখীরা শুনিবে তাই,
পূরাও তাদের অভিলাষ॥
সত্য বটে কহি শুন, আছয়ে তোমার গুণ,
হর মন কাহিনী কহিয়া।
যা বল বলিব তোরে, শুন প্রিয়ে ধাত্রী ওরে,
দোষ কভু না থাকে ছাপিয়া॥
যত কহ সাজাইয়া, দোষ গুণে ঢাকা দিয়া,
দোষ যে না রহে অপ্রকাশ।
বৃথা তুমি কহ ভাল, পুরুষের মন কাল,
শুনি ধাত্রী কহে ইতিহাস॥

বদরউদ্দিন রাজা ও ইতিহাস।

ডেমস্কস নামে ধাম, বদরউদ্দিন নাম,
নানা গুণে গুণবন্ত রায়।
মন্ত্রী তার জ্ঞানী অতি, আতলমুলক খ্যাতি,
রাজ্যের মঙ্গল সদা চায়॥
তাহার গুণের তরে, সবে মহামান্য করে,
প্রশংসিত নৃপতি গোচরে।
রাজ কর্ম্মে দৃঢ় মতি, সরল সতর্ক অতি,
পক্ষপাত কাহার না করে॥
এই গুণে অনিবার্য্য, করিতেন রাজ কার্য্য,
বিচক্ষণ স্বভাব গম্ভীর।
কিন্তু সদা মুখ ভার, এই হেতু খ্যাতি তার,
হয়েছিল বিমর্ষ উজ্জীর॥
সভা মধ্যে অবিরত, রহস্য কৌতুক কত,
করে লোক হয়ে হরষিত।
মন্ত্রীবর নাহি হাসে, সরস নাহিক ভাষে,
সদা থাকে চিন্তায় স্তম্ভিত॥
এক দিন নরপতি, হরিষে মন্ত্রীর প্রতি,
হাস্য মুখে করেন কৌতুক।
মন্ত্রী তায় সুখী নয়, বিষণ্ণ বদনে রয়,
যেন কত হয়েছে অসুখ॥
তাহা হেরি নৃপবর, বলে কহ মন্ত্রীবর,
এ কেমন স্বভাব তোমার।
সদত থাকহ দুঃখে, নীরস বিরস মুখে,
সরস না হেরি এক বার॥
এই যে বৎসর দশ, আছহ আমার বশ,
এক বার মুখে নাহি হাসি।
কেমন মনুষ্য তুমি, কিছুই না বুঝি আমি,
থাক যেন হইয়া উদাসী॥
শুনিয়া উজ্জীর কয়, শুন রাজা মহাশয়,
চমৎকার কিছু না মানিবে।
অবনী মণ্ডলে তাই, চিন্তাহীন লোক নাই,
চিন্তাধীন সকলে জানিবে॥
এত শুনি কহে ভূপ, কি কহিলে অপরূপ,
কেন দুঃখী সকলে হইবে।
থাকিবেক মনোদুঃখ, তাহে নাহি পাও সুখ,
আত্ম মত জগৎ দেখিবে॥
যুড়িয়া যুগল কর, কহিতেছে মন্ত্রীবর,
মহারাজা করহ শ্রবণ।
অসুখী মনুষ্য জাতি, দুঃখে দগ্ধ দিবা রাতি,
সুখ সাতি নহেক কখন॥

চিন্তা করি দেখ রায়, চিন্তা ছাড়া পাবে কায়
চিন্তানলে জ্বলে সর্ব্ব জন।
তুমিও হে নৃপমণি, কহ দেখি সত্য শুনি,
চিন্তা শূন্য তোমার কি মন॥
রাজা বলে মন্ত্রী প্রতি, এ কেমন বাক্য রীতি,
শত্রুগণ ঘেরিয়া আমায়।
শিরোপরি রাজ্যভার, কত চিন্তা আছে তার
সুখী কিসে হইব তাহায়॥
কিন্তু হেন মনে লয়, সবার এরূপ নয়,
সামান্যেতে সুখী আছে কত।
নির্ম্মল তাদের সুখ, কখন না জানে দুঃখ,
সুখ চিন্তা করে অবিরত॥
ভূপতি যতেক কয়, উজীর অটল রয়,
দেখি রায় পুনরায় কহে।
সবে যদি সুখী নয়, মোর মনে এই লয়,
সকলে তোমার সম নহে॥
কারো সঙ্গে নাহি ভাব, সদা ধর মৌনভাব
এ ভাব তোমার কি কারণ।
মুখে নাহি দেখি হাস, কহ নাহি মিষ্টভাষ,
বল দেখি শুনি বিবরণ॥
মন্ত্রী কহে মহাশয়, পালন করিতে হয়,
আজ্ঞা যদি করিলে আমারে।
শুনহ কাহিনী তবে, তাহাতে বিদিত হবে,
সুখী লোক নাহি এ সংসারে॥

বিমর্ষ মন্ত্রী অর্থাৎ আতল মলক ও জেলেকার প্রেমের উপাখ্যান।

আছিল জহরী এক বোগদাদে ধাম।
ধনবন্ত অতিশয় আবদুল্লা নাম॥
আমি তাঁর এক পুত্র শুন পরিচয়।
বিদ্যার কারণ পিতা করে কত ব্যয়॥
বাল্যকালাবধি মোরে যতন করিয়া।
শিখাইল নানা বিদ্যা পণ্ডিত রাখিয়া॥
শিক্ষকে করায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন।
তত্ত্বজ্ঞান দায়ভাগ ন্যায় দরশন॥
শিখাইল একে একে আসিয়ার ভাষা।
ভ্রমণে দর্শিবে ফল করি এই আশা॥
কিন্তু মোর স্বভাবে কুভাব জন্মাইল।
অসৎচরিত্রে সদা চিত্ত প্রবেশিল॥
এভাব নিরক্ষি পিতা হইয়া ভাবিত।
ভাবান্তর করিবারে বুঝাতেন নীত॥
পিতা যদি জ্ঞানী হয় পুত্র পরদারী।
জ্ঞান বাক্যে কখন কি হিত হয় তারি॥
দিতেন জনক যত জ্ঞান উপদেশ।
বাতুলতা মনে ভাবি করিতাম দ্বেষ॥
এক দিন করিতেছি উদ্যানে ভ্রমণ।
পিতা তথা আসি কহে করিয়া ভর্ৎসন॥
শুনরে নির্ব্বোধ পুত্র অশান্ত অজ্ঞান।
রহিয়াছি আমি তোর কণ্টক সমান॥
এ কণ্টক হতে মুক্তি পাইবি ত্বরায়।
কৃতান্ত নিকটবর্ত্তী লইতে আমায়॥
পাইবে অতুল ধন হবে অধিপতি।
সাবধান অপব্যয়ে নাহি দিবে মতি॥
একান্ত না শুন কথা ধন যদি যায়।
এই দেখ উদ্যানেতে বৃক্ষ শোভা পায়॥
ইহার শাখায় রজ্জু বন্ধন করিবে।
গলে দিয়া ভাবি দুঃখ হইতে তরিবে॥
কিছু দিনে জনকের হইল মরণ।
ধূম ধামে গোর তাঁর দিলাম তখন॥
পাইয়া অতুল ধন প্রতুল ভাবিয়া।
রাখিলাম দাস দাসী অনেক আনিয়া॥
লম্পট আচারী যত আছিলা নগরে।
আনিয়া সকলে আমি রাখিলাম ঘরে॥
নিরন্তর করি সঙ্গ কুজন সহিত।
দিবা রাত্রি বাদ্য গান মদ্যেতে মোহিত॥

এই রূপে থাকি মত্ত নাহিক চেতন।
দুঃখোদয় ক্রমে হয় ক্ষয় সব ধন॥
নির্ধন দেখিয়া সখা সকলে ত্যজিল।
একে একে দাসগণ ছাড়িতে লাগিল॥
অসহ্য হইল দুঃখ সহ্য করা ভার।
মনে ভাবি হায় বিধি একি চমৎকার॥
কেন নাহি শুনিলাম পিতার আদেশ।
তাহার উচিত ফল হতেছে অশেষ॥
এখন সম্বল মাত্র আছে ভদ্রাসন।
তার মূল্যে কত দিন পালিব জীবন॥
হায় হায় তাহা গেলে কি দশা ঘটিবে।
দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিতে হইবে॥
কি মুখে লোকের কাছে যাজ্ঞা করিব।
বদান্য হয়ে কি শেষে সুদৈন্য হইব॥
হায় হায় কেমনে সহিব অপমান।
আমার উচিত হয় না রাখিতে প্রাণ॥
কহিয়া ছিলেন পিতা হও যদি দৈন্য।
নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ না ভাবিয়া অন্য॥
দুঃখী হতে বাকি আর কি আছে এখন।
মরিব পিতার বাক্য করিতে পালন॥
এত ভাবি রজ্জু এক করিলাম ক্রয়।
চলিলাম উদ্যানেতে যথা বৃক্ষ রয়॥
প্রস্তর উপরি উঠি সেই বৃক্ষ তলে।
শাখায় বান্ধিয়া রজ্জু লাগাইনু গলে॥
কিবা বিধাতার কর্ম্ম পরমায়ু ছিল।
ভরেতে বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
দেখিয়া বড়ই খেদ উপজিল মনে।
মৃত্যু আশা করিলাম গেল অকারণে॥
হেন কালে চক্ষু মেলি ভগ্ন শাখা পানে।
দেখিলাম বহু রত্ন পতিত সেখানে॥
সছিদ্র তরুর স্কন্ধ শাখায় তেমনি।
অনুমানি ভিতরেতে আছে কত মণি॥
অমনি গলের রজ্জু ফেলাই টানিয়া।
কাটিলাম তরুবরে কুঠারি আনিয়া॥
দেখিয়া প্রচুর নিধি ঘুচিল বিষাদ।
শোক তাপ দূরে গেল হইল আহ্লাদ॥
জনকের স্নেহ ভাব ভাবি মনে মনে।
মরিতে কহিয়াছিল ইহার কারণে॥
সুখাশয় আর নয় না করি অধর্ম্ম।
করিব পিতার মত জহরির কর্ম্ম॥
হীরার পরীক্ষা ভাল আইসে আমায়।
হবনা অপ্রতিপন্ন জাতি ব্যবসায়॥
জহরী দুজন ছিল বোগ্‌দাদ দেশেতে।
পূর্ব্বের প্রণয় ছিল পিতার সঙ্গেতে॥
বাণিজ্য করিতে তারা আরমসে যায়।
অংশিদার আমি এক হইলাম তায়॥
একত্রে মিলিয়া সবে বশরায় গিয়া।
আরমসে চলিলাম তরি আরোহিয়া॥
এই রূপে যাই মোরা প্রণয় অত্যন্ত।
ঘটিল পশ্চাৎ যাহা শুনহ বৃত্তান্ত॥
জলপথ প্রায় শেষ নিকট শহর।
সুরাপান করি সবে আহ্লাদ বিস্তর॥
কিবা দুরদৃষ্ট ভাগ্যে দুঃখ নাকি ছিল।
আহ্লাদ করিতে গিয়া প্রমাদ ঘটিল॥
মদে মত্ত দেখি মোরে অংশী দুই জন।
নিশিতে অর্ণব মাঝে করিল ক্ষেপণ॥
সঘনে পবন বহে ঘোর অন্ধকার।
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তায় পর্ব্বত আকার॥
দৃশ্য নাহি কুল তাহে ভীষ্ম পারাবার।
আলম্বন বিনা কার সাধ্য হয় পার॥
পড়িয়া গভীর নীরে না পাইয়া কুল।
ভাবিলাম লাভ হেতু হারাইনু মূল॥
কিন্তু কৃপানিধি বিধি হয়ে অনুকুল।
অকুল বারিধি হতে সমর্পিলা কুল॥
আছিল পর্ব্বত এক শহর নিকটে।
তরঙ্গে তুলিয়া আনি দিল তার তটে॥
তট পেয়ে ত্রাস গেল হইল আহ্লাদ।
সারা নিশি বিধাতারে দেই ধন্যবাদ॥

প্রভাতে পর্ব্বতোপরি উঠিলাম গিয়া।
স্ফটিক কুড়ায় তথা কৃষকে আসিয়া॥
কহিলাম সব কথা ক্ষেত্রপ সকলে।
শুনিয়া দুর্দ্দশা সবে ভাসে অশ্রুজলে॥
দৈন্য দেখি দয়া করি খাদ্য দ্রব্য দিল।
পশ্চাৎ আর্মস দেশে লইয়া চলিল॥
সরায়ে থাকিতে গিয়া দেখি চমৎকার।
বসিয়া আছয় তথা এক অংশিদার॥
মনে জানে সমুদ্রেতে দিয়াছে ফেলিয়া।
খাইয়াছে জলজন্তু তখনি ধরিয়া॥
অবাক হইল দেখি মরি নাই জলে।
আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া সঙ্গির কাছে চলে॥
ক্ষণে আর জনে লয়ে আইল সেখানে।
না করিল বাক্যালাপ যেন নাহি জানে॥
ক্রোধেতে জ্বলিল অঙ্গ সহিতে না পারি।
কহিলাম ওরে দুষ্ট পরধন হারী॥
করিলি মন্ত্রণা এত মারিতে আমায়।
কে মারে তাহারে যার ঈশ্বর সহায়॥
চোরের সংসর্গে মোর কায নাহি আর॥
ফিরে দে এখনি অংশ বুঝিয়া আমার॥
মানী হলে একথায় মরমে মরিত।
বেহায়া কি হায়া হবে সরমে বর্জ্জিত॥
উল্টা চোরা গিরিবান্ধি কহে দুই জনে।
প্রবঞ্চনা কথা কহ ভয় নাহি মনে॥
এত দর্প কিসে কোন ধার ধারি তোর।
একোন চাতুরি কথা ওরে জুয়াচোর॥
এত বলি ছাড় মারে পড়ি দুজনায়।
কি করি উপায় হীন বিহীন সহায়॥
কহিলাম ভালভাল থাকরে দুর্জ্জন।
তোদের শিখাব ভাল কাজীর সদন॥
একথা শুনিতে দোঁহে তখনি চলিল।
আমি না যাইতে আগে যাইয়া পড়িল॥
কাজীকে নজর দিল মাণিক জহর।
প্রণামিয়া বিনাইয়া কহিল বিস্তর॥

শুন শুন বিচারক কহে চোর গণ।
তুমি ধর্ম্ম অবতার বিচার দর্পণ॥
সত্যের আদিত্য প্রভু আছহ প্রকাশ।
যার করে চাতুরি বারিদ হয় নাশ॥
দোহাই তোমাব দোঁহে লয়েছি শরণ।
রক্ষা কর আমরা অনাথ দুই জন॥
বিদেশ হইতে মোরা আসি এই দেশে।
হব কি চোরের হাতে অপমান শেষে॥
অনেক দুঃখের ধন চোরে কি করিবে।
দোহাই বিচার পতি বিচার করিবে॥
কাজী বলে কেটা চোর বল দেখি শুনি।
চোর বলে আমরা তাহাকে নাহি চিনি॥
সে বেটা বিষম চোর লাগিয়াছে পাছে।
সর্ব্বস্ব লইবে প্রভু ফন্দি করিয়াছে॥
বলিতেছে দুই জনে এই সব কথা।
হেন কালে আমি গিয়া উপনীত তথা॥
হের দেখ এই চোর কহে চোর গণ।
চোরের বুকের পাটা দেখহ কেমন॥
কোন ফন্দি করি বেটা আসিল হেথায়।
দোহাই দোহাই রক্ষা করহ দোঁহায়॥
আমি গিয়া দাঁড়াইনু করিতে উত্তর।
দাঁড়ান কেবল সার কে লয় খবর॥
ধনীর সকলে বন্ধু নির্দ্ধনীর নয়।
ধন বিনা কে কার নিমিত্তে কথা কয়॥
সঙ্গিদের ছিল ধন দিলেক বিস্তর।
আমি ধনহীন দীন কি দিব নজর॥
বিপক্ষের ধনে কাজী সপক্ষ হইল।
আটক করিয়া মোরে ফটকে রাখিল॥
আনন্দে চলিয়া গেল অংশী দুই জন।
লৌহ বেড়ী দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
থাকিলাম কারাগারে পড়িয়া তখন।
ছিল না ভরসা মুক্তি পাইব তখন॥
কিন্তু ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি জনশ্রুতি ক্রমে।
শুনিল সমস্ত কথা কৃষিগণ ক্রমে॥

বিচারক সন্নিধানে তাহারা আইল।
জল মগ্ন বিবরণ বিস্তারি কহিল ॥
শুনিয়া কাজীর চক্ষু ফুটিল তখন।
বুঝিল শত্রুর কিবা কুটিল মনন ॥
তখন পাঠায় দূত উত্তর খানায়।
পলায়ে গিয়াছে তারা ধরিবে কাহায় ॥
বুঝিয়া বিচার পতি পাইল সন্তোষ।
মুক্তি দান দিল মোরে জানিয়া নির্দ্দোষ ॥
এমন বিপদে যদি তারিলা ঈশ্বর।
ধন্যবাদ করিলাম তাঁহারে বিস্তর ॥
কিন্তু সে জীবন বৃথা না ঘুচিল দুঃখ।
অন্নাভাবে নিরন্তর অন্তরে অসুখ ॥
বিচারি ক্ষণেক পরে যে রাখিল প্রাণ।
সেই সুখ দাতা দুঃখে করিবেন ত্রাণ ॥
এত ভাবি উঠিলাম ঈশ্বর ভাবিয়া।
চলিলাম লার মাঠে আর্মস ছাড়িয়া ॥
সিরাজে যাইছে যাত্রি দেখা হল পথে।
খেজমতে চলিলাম তাহাদের সাতে ॥
কত দিনে উপনীত সিরাজ নগরে।
সাতানস্প নামে ভূপ যথা রাজ্য করে ॥
গৃহ বিনা সরাই হইল বাস স্থান।
কোন রূপে দুঃখে কাল হয় অবসান ॥
এক দিন মঠ হতে যেতেছি বাসায়।
হেন কালে পথে এক রাজকর্ম্মী যায় ॥
পরম সুন্দর রূপ জামা যোড়া গায়।
দাঁড়াইল পথি মধ্যে দেখিয়া আমায় ॥
ডাকিয়া জিজ্ঞাসে পরে শুন যুব নর।
এমন অবস্থা কেন কোন দেশে ঘর ॥
কহিলাম পরিচয় শুন মহাশয়।
বোগদাদ নিবাসী আমি দুঃখী অতিশয় ॥
সংক্ষেপে দুঃখের কথা কহিলাম পরে।
শুনিয়া বয়স কত জিজ্ঞাসিল মোরে ॥
বয়সে উনিশ বর্ষ উত্তর করিতে।
রাজপুরে লয়ে মোরে চলিল ত্বরিতে ॥
পুরীর ভিতরে আসি জিজ্ঞাসিল নাম।
হোসন উপাধি মোর তাঁরে কহিলাম ॥
শুনিয়া মধুর ভাষে কর্ম্মকারী কয়।
তোমার দুঃখেতে মোর চিন্তিত হৃদয় ॥
আমি এই রাজার বাটীর জমাদার।
কিঙ্কর নিযুক্ত কর্ম্ম মোর অধিকার ॥
সম্প্রতি শয়নাগারে কর্ম্ম এক খালি।
অভিপ্রায় তোমাকে নিযুক্ত করি পালি ॥
নবীন যুবক তুমি রূপবান আর।
তোমাকেই উপযুক্ত পাত্র দেখি তার ॥
এত বলি শয্যাগারে নিযুক্ত করিল।
শিক্ষাইয়া কর্ম্মকাজ ভৃত্য সাজাইল ॥
এক দিন শুনহ আশ্চর্য্য বিবরণ।
পুরীর উদ্যানে যাই করিতে ভ্রমণ ॥
নিশিতে বেড়ায় তথা যত নারীগণ।
আজ্ঞা নাই পুরুষ থাকিতে কোন জন ॥
থাকে যদি কোন জন রজনী সময়।
ত্রাণ নাহি করে নৃপ প্রাণ তার লয় ॥
দৈবাৎ আরাম মাঝে আরামে বসিয়া।
ভাবিতে ছিলাম দুঃখ বিমগ্ন হইয়া ॥
বিমনে কেমনে দিবা করিল গমন।
আগত রজনী কাল নাহিক চেতন ॥
যামিনী আগত হেরি পলাই ত্বরায়।
অমনি কামিনী এক ধরিল তথায় ॥
কিবা অপরূপ রূপ কি দিব উপমা।
উদ্যানে উদয় যেন হয়েছে চন্দ্রমা ॥
নারী কহে কহ কহ শুনি বিবরণ।
যাইতেছ ত্বরা করি কিসের কারণ ॥
কি আর কহিব বল কহিলাম আমি।
উপস্থিতা বিভাবরী তাই দ্রুতগামী ॥
তুমিত সুন্দরী তার জানহ সন্ধান।
পথ ছাড় শীঘ্র যাই নহে যাবে প্রাণ ॥
নারী কহে কিফল বিফল যাও আর।
আগতা সে কাল রাত্রি ভয় কর যার ॥

শুনি কামিনীর বাণী কম্প কলেবর
দশদিক্ শূন্য দেখি নাহি সরে স্বর ॥
কান্দিয়া কহিনু তারে শুনগো সুন্দরী।
কেমনে বাঁচিব বল কি উপায় করি ॥
রমণী হাসিয়া কহে কেন ভাব আর।
কপাল প্রসন্ন বড় আজিহে তোমার ॥
হের দেখ আমি নারী ষোড়শ বয়সী।
নানা গুণে গুণবতী পরম রূপসী ॥
আমি বলি সুন্দরী কি দিবে পরিচয়।
শশি বিনা উপবনে হেরি চন্দ্রোদয় ॥
কি জানি প্রশংসা আমি করিব তোমার।
ভেবে দেখ এখন কি সময় আমার ॥
নারী কহে সত্য বটে সময় এ নয়।
কিন্তু নাহি দেখি কোন চিন্তার বিষয় ॥
আমার বচন ধর মনে মান সুখ।
কালি কি হইবে তার আজি কেনদুঃখ ॥
কি ফল বিফল তত্ব ভাবির বিচার।
এখন করেতে তব সুখের ভাণ্ডার ॥
বর্ত্তমানে বৃত হও ত্যজি ভাবি ভাব।
বিজ্ঞ জনে নাহি ত্যজে উপস্থিত লাভ ॥
আমি কে রমণী তুমি কিছু তো জাননা।
জানিলে মানিতে সুখ ত্যজিতে ভাবনা ॥
এত যদি রসবতী আশ্বাস করিল।
সুখ আশে প্রেম ফাঁসে মানস পড়িল ॥
ক্রমে ক্রমে গেল ভয় বাড়িল আশয় ॥
মনে ভাবি আর তবে কারে করি ভয়।
এমন সুন্দরী পেয়ে ছাড়ে কোন জন।
এখন ছাড়িব যদি পাইব কখন ॥
এত ভাবি কর তার করিনু ধারণ।
ধরিতে উঠিল ধনী করিয়া ক্রন্দন ॥
অমনি রমণী এলো দশ বার জন।
দেখিয়া মনেতে ভাবি এ আর কেমন ॥
হবে বুঝি কোন সখী কৌতুক ভাবিয়া।
বিদ্রূপ করিছে আসি আমাকে লইয়া ॥

হাসি হাসি নারীগণ আসি তার কাছে।
দেখে রামা ভয়েতে কম্পিতা হইয়াছে ॥
বল বল কেলিকারী কহে এক জন।
আর কি কৌতুক তুই করিবি এমন ॥
কেলি বলে আর ভাই না চাহি কৌতুক।
যা করেছি তাই ভাল পাইয়াছি সুখ ॥
সখীগণ ঘেরিল আমার চারি পাশ।
করিতে লাগিল কত হাস্য পরিহাস ॥
এ বড় প্রেমিক ভাই এক জনা কহে।
মজিয়াছে মন মোর মান কিসে রহে ॥
আর জন বলে ভাই সদা ভাবি তাই।
এ হেন পুরুষে যেন নির্জ্জনেতে পাই ॥
কথায় কথায় হাসে সব সখীগণ।
বাক্য নাহি সরে মোর দেহ অচেতন ॥
আহা মরি আহা মরি করে কোন জন।
প্রভাত হইলে কালি নিশ্চয় মরণ ॥
এমন রমণী ভক্ত যেই জন হয়।
তাহার জীবন দণ্ড করা যুক্ত নয় ॥
রাজ কন্যা সম্বোধিয়া কহে এক নারী।
সকলের হর্ত্রী কর্ত্রী তুমিতো সুন্দরী ॥
কহ শুনি এ জনের কি হবে উপায়।
ফেলিয়া যাব কি মোরা বাঁচাব ইহায় ॥
কন্যা কহে কায নাই মারিয়া এবার।
লয়ে চলো আজি ওরে মন্দিরে আমার ॥
পুরুষ কখন যাহা দেখেনা দেখিবে।
অবলা সরলা অতি অবশ্য মানিবে ॥
অবিলম্বে নারী বেশ আনায় কামিনী।
লয়ে যায় অন্তঃপুরে সাজায়ে বন্দিনী ॥
কিবা মনোহর ঘর দেখিলাম গিয়া।
করিয়াছে আলোময় গন্ধবাতি দিয়া ॥
যেমন রাজার সভা কন্যার তেমন।
রত্নাসন চারিদিকে অতি সুশোভন ॥
কার্চপ কাযের গদি বিংশতি সংখ্যায়।
মণ্ডল আকার পাতা ঘরের মেজায় ॥

বসিল কামিনী গণ মণ্ডলি করিয়া।
আমায় তাহার মাঝে বসাইল নিয়া॥
রাজকন্যা খাদ্য দ্রব্য আনিতে কহিল।
ছয় জন দাসী আসি প্রস্তুত করিল॥
ফল মুল মিষ্টদ্রব্য আনে নানা মত।
আনন্দে আহার করে নারীগণ যত॥
ভোজনান্তে প্রক্ষালন করি হস্ত মুখ।
কথোপকথনে ক্রমে বাড়িল কৌতুক॥
সম্মুখে বসিল মোর আসি কেলিকারী।
ক্ষণে ২ চায় রামা হাসে আঁখি ঠারি॥
আমিও কটাক্ষ করি আড়েং চাই।
রমণী চাহিলে মুখ অমনি লুকাই॥
কতক্ষণ লুকাচুরি আঁখি ঠারা ঠারি।
বাড়াবাড়ি হতে চেয়ে দেখে সব নারী॥
রাজকন্যা জেলেকা সাহস দিয়া কন।
এত কেন মুখচোরা তুমি হে হোসন॥
সরম ভরম ত্যজ নির্ভয়েতে রও।
প্রেমাধিনী বোধ করি সুখে কথা কও॥
দেখ দেখি আমার সকল সখী গণে।
সত্য কহ তোমার কাহাকে লাগে মনে
একথা শুনিয়া বড় ঠেকিলাম দায়।
মনে ভাবি ভাল মন্দ কহিব কাহায়॥
একে যদি ভাল বলি অন্যে হবে রুষ্টা।
কাহারে করিব রুষ্টা কারেবা সন্তুষ্টা॥
বয়সে সমান সবে রূপেতে মোহিনী।
ফলত সুন্দরী বটে রাজার নন্দিনী॥
প্রকাশিয়া তাহাও বলিতে নাহি পারি
মনে লাগিয়াছে ভাল দেখি কেলিকারী
কি জানি কহিলে তাহা ঘটেকোন দায়।
লাভে হতে রাজকন্যা মনোদুঃখ পায়
ভাবিয়া নাপাই কিছু কি কহি তখন।
রাজকন্যা বলে কেন ভাবিছ হোসন॥
যারে ইচ্ছা ভাল কহ কি লাগি ভাবনা
তোমা প্রতি রুষ্টা না হইবে কোন জনা

দেখ দেখি আমরা যুবতী নারীগণ।
কাহাকে বাসনা হয় করিতে গ্রহণ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কহি শুন বরাননা।
তোমারে উচিত নহে সখী মধ্যে গণা॥
তুমি গুণে নিরূপমা পরম রূপসী।
নক্ষত্র সমাজে যেন পূর্ণিমার শশি॥
তোমারে হেরিলে অন্যে চক্ষু যায় কার।
সখীদের সঙ্গে কিসে তুলনা তোমার॥
এই কথা কহি কিন্তু কেলি প্রতি আঁখি॥
ইহাতে আমার ভাব বুঝিতে কি বাকি।
বুঝিয়া ঈষদ হাসি রাজকন্যা কয়।
মুখে এক মনে আর ছাপা নাহি রয়॥
তোসামোদি কথা কেন কহিতেছ ভাই।
মন রাখা কথা মোরা শুনিতে না চাই॥
স্বরূপ বচন কহ বিদ্রুপ না কর।
কোন জনে লাগিয়াছে তোমার অন্তর॥
সত্য কহ কেহ মোরা রুষ্টা না হইব।
বরঞ্চ শুনিলে বড় সন্তোষ পাইব॥
এত যদি রাজকন্যা আশ্বাস করিল।
বল বল বলি সব বন্দিনী ধরিল॥
কেলিকারী পীড়া পীড়ি করিল বিশেষে।
তারে যেন ভাল কব জানিল আভাষে॥
কি করি এড়াব কত না কহিলে নয়।
অবশেষে ত্যজিলাম সব লজ্জা ভয়॥
কহিলাম শুন শুন রাজার কুমারী।
রূপের বিচার আমি কি করিতে পারি॥
পরম সুন্দরী সবে অতি মনোরমা।
কাহায় ইহার মাঝে না দেখি অধমা॥
কিন্তু যদি জিজ্ঞাসিলে মিথ্যা কহা নয়।
কেলিকারী সুন্দরী আমার মনে লয়॥
মুখ হতে এই কথা বাহির হইতে।
কে কার গায়েতে পড়ে হাসিতেং॥
হাসি দেখি মুগ্ধ প্রায় মুক হয়ে রই।
এরা বুঝি ছদ্ম নারী মনে মনে কই॥

জেলেকা কহিল আসি শুনহে হোসন।
উত্তমে উত্তম তুমি কহিলে এখন॥
কেলিকারী আমার পরম প্রিয়তমা।
সকল সঙ্গিনী জিনি রূপে মনোরমা॥
তাহার গুণের কিবা দিব পরিচয়।
রূপ সমা নিরূপমা সকলেতে কয়॥
পরে যত নারীগণ পরিহাসে কয়।
ভাললো কপাল কেলি ভাল কৈলি জয়॥
আনাইল রাজকন্যা দিব্য এক বাঁশী।
প্রিয়তমা সখী করে দিল হাসি হাসি॥
তুমিত গুণেতে জানি বড় সুনিপুণ।
নাগরে দেখাও দেখি আপনার গুণ॥
বান্ধিয়া বাঁশীর সুর সুন্দরী বাজায়।
শুনি সুমধুর বাদ্য অন্তর জুড়ায়॥
যন্ত্রে মিলাইয়া সুর তার পরে সেই।
গীত এক গাইল তাহার ভাব এই॥
যুবতীর প্রেমে যদি কোন জন মজে।
তাহার উচিত তারে চিরকাল ভজে॥
গাইতে গাইতে রামা চায় মুখ পানে।
ইঙ্গিতে বিন্ধয় মন কটাক্ষ সন্ধানে॥
অনঙ্গে অবশ অঙ্গ ধরি তার পায়।
পাগল বলিয়া সবে হাসিয়া লুটায়॥
এইরূপ আমোদ প্রমোদ কত হয়।
রাত্রি নাই বলি এক বুড়ি আসি কয়॥
বৃদ্ধা বলে এরে যদি করহ বিদায়।
এখনি কর্ত্তব্য নৈলে দিনে হবে দায়॥
শুনি সব সখীগণ গৃহেতে চলিল।
গোপনে আমায় বৃদ্ধা বাহির করিল॥
প্রভাত হইল নিশি বাহিরে আসিতে।
দিবসেতে চলিলাম রাজার পুরীতে॥
জমাদার ভর্ৎসে কত দেখিয়া আমায়।
বলে রজনীতে কালি রহিলি কোথায়॥
বলিলাম অপরাধ ক্ষম মহাশয়।
ছিলাম নিশিতে এক বন্ধুর আলয়॥
পরিবার সুদ্ধ সেই যাবে বশরায়।
হবে কিনা হবে দেখা আর পুনরায়॥
এই জন্য জেদ করি আমায় রাখিল।
কথায় বার্ত্তায় নিশা প্রভাতা হইল॥
বুঝিলেক জমাদার তাই বুঝি হবে।
দুচারি ধমক দিয়া চলে গেল তবে॥
এইরূপে পরিত্রাণ পাইলাম যদি।
মনোমাঝে উথলিল আনন্দের নদী॥
কেলির প্রতিমা মনে দিবানিশি জাগে।
অন্তর প্রফুল্ল সদা তার অনুরাগে॥
এই রূপ আনন্দেতে অষ্টাহ অতীত।
নবম দিবসে এক খোজা উপনীত॥
হোসন হোসন বলি বেড়ায় খুজিয়া।
হোসন তোমার নাম জিজ্ঞাসে আসিয়া
নাম শুনি এক খানি পত্র হাতে দিল।
কোন কথা না বলিয়া অমনি চলিল॥
পত্র খুলি দেখিলাম লিখিয়াছে পাঁতি।
উপবনে অবশ্য আসিবে অদ্য রাতি
সুন্দরী বলিয়া তুষ্ট করিয়াছ যায়।
তাহার সঙ্গেতে দেখা হইবে তথায়॥
কেলিকারী তুষ্টা বটে জানিতাম মনে।
লিখিবে এমন পত্র না জানি স্বপনে॥
আশাতীত সুখ যাহে আশা নাহি হয়।
সে আশা পাইলে তাহে কিবা সুখোদয়
কহিলাম জমাদারে যাইয়া সত্বরে।
তীর্থ করি বন্ধু এক এসেছে নগরে॥
অনুমতি দেও যদি দেখিতে যাইব।
বহুদিন পরে সেই বন্ধুরে দেখিব॥
ছলে কলে ভুলাইয়া লইয়া বিদায়।
চলিলাম উদ্যানেতে বিহঙ্গের প্রায়॥
তৃতীয় প্রহরাতীত বেলা সেই কাল।
তবু চিন্তি কতক্ষণে হবে সন্ধ্যাকাল॥
বিলম্বে ব্যাকুল প্রাণ ভাবি মনে মন।
আজি বুঝি দিন মণি রহিবে এমন॥

পরে অস্ত গত দিবা আগত যামিনী।
উপবনে উপনীতা আসিয়া কামিনী॥
হেরিয়া সে মুখ শশি দুঃখ দূরে যায়।
যুগল চরণে ধরি লুটাই ধরায়॥
আনন্দে অবশ অঙ্গ বাক্য না যুয়ায়।
উঠ উঠ বলি কেলি তুলিল আমায়॥
কহিল তোমার প্রেম জানা নাহি যায়।
মৌন ভিন্ন প্রেমচিহ্ন দেখাও আমায়॥
রাজকন্যা প্রভৃতি যতেক সহচরী।
সত্য কহ সবে নিন্দি আমি কি সুন্দরী॥
এমন কি হবে দিন নয়ন তোমার।
এত অনুকূল হবে ৰূপেতে আমার॥
বলিলাম সুলোচনা কি সন্দেহ তায়।
তুমি ৰূপে নিৰূপমা জিনিয়া সবায়॥
রাজকন্যা যখন বিচার ভার দিল।
তোমায় তাঁহার আগে মন নিয়াছিল॥
তব ৰূপ ধ্যান জ্ঞান জাগিছে অন্তরে।
অন্তর না হয় কভু থাকিয়া অন্তরে॥
দয়া যদি না করিতে অধীন ভাবিয়া।
তথাপি হৃদয়ে ৰূপ থাকিত জাগিয়া॥
শুনি তুষ্টা মিষ্ট ভাষে কহিছে তখন।
প্রেমের পাত্র বট তুমিহে হোসন॥
বয়সে নবীন তুমি পুরুষ রতন।
চতুর সুজন তায় বুদ্ধে বিচক্ষণ॥
গৌরব করিলে ৰূপ সকলে নিন্দিয়া।
প্রেম পাশে অধিনীরে রাখিলে বাঁধিয়া॥
কিন্তু বলো দেখি শুনি প্রাণের হোসন।
সুখ কি অসুখ এতে ভাবিব এখন॥
এত যে সাধের প্রেম হইবে বৃথায়।
লাভে মাত্র বুঝি শেষে হারাব তোমায়॥
অবশেষে সব আশা হইবে অসার।
পড়িয়াছে রাজকন্যা পিরিতে তোমার॥
পাইবে রাজার সুতা সম্মান বাড়িবে।
দাসী বলি আমারে কি মনেতে পড়িবে॥

কহিলাম প্রাণ প্রিয়ে ইহা জান দড়।
কিছার রাজার কন্যা তুমি মোর বড়॥
হউক রাজার বালা কিম্বা বড় আর।
তোমারে দিয়াছি মন নিবে সাধ্যকার॥
অপুত্রক হয় যদি সাতামাম্প রায়।
আমাকে জামাতা করি রাজ্য দিতে চায়
রাজপদ তুচ্ছ, রাজ কন্যা কোন ছার।
আমায় নিতান্ত প্রিয়ে জানিবে তোমার॥
নারী বলে একি একি কি কহ হোসন।
প্রেমে মত্ত হইয়াছ কোথা তব মন॥
ভেবে দেখ এদুখিনী তাঁহার কিঙ্করী।
অবহেলা কর যদি রুষিবে সুন্দরী॥
তাঁহার হইলে ক্রোধ কে করিবে ত্রাণ।
লাভে হতে দুই জনে হারাইব প্রাণ॥
মজাবে মজিবে কেন ভজ নৃপবালা।
বাঁচিবে বাঁচাবে মোরে না ঘটিবে জ্বালা॥
তাহে আমি কহিলাম শুন প্রাণ প্রিয়ে।
জেলেকার ক্রোধ সাম্য হবার লাগিয়ে॥
দেশান্তরে যাব প্রাণ বিবেকী হইয়া।
যাবেনা তোমার মাথা আমার লাগিয়া॥
থাকিবে রাজার ঘরে আনন্দিত মনে।
ভুলিয়া যাইবে ক্রমে অভাগ্য হোসনে॥
আমি গিয়া বনে বনে করিব ভ্রমণ।
জুড়াইতে মন দুঃখ ত্যজিব জীবন॥
কাতর দেখিয়া মোরে কহিল তখন।
ত্যজহ অলীক শোক প্রাণের হোসন॥
তোমাভিন্ন নাহি জানি অন্য আর কারে।
ছিলাম করিয়া ছল মন জানিবারে॥
এবে বিনাশিয়া ভ্রম পরিচয় কই।
শুন আমি রাজ কন্যা সহচরী নই॥
সহচরী সাজ করি সে দিন নিশিতে।
করিলাম ছল যত তোমারে বুঝিতে॥
এত বলি সখী বলে কন্যা ডাক দিল।
আইল সে যেই রাজকন্যা সেজে ছিল॥

নারী বলে কেলিকারী উপাধি ইহার।
আমি রাজকন্যা নাম জেলেকা আমার॥
সত্য পরিচয় এই নাহি ভাব ছল।
অযতনে পাইয়াছ যতনের ফল॥
কহিলাম শুন ২ নরেন্দ্র কুমারী।
বাড়াইলে কি মহিমা কহিতে না পারি॥
তুমি রাজকন্যা মান্যা বিখ্যাত ভুবনে।
রাজরাজেশ্বর যারে না পায় সাধনে॥
কেমনে সম্ভ্রম নাম সম্পদ ত্যজিয়া।
আমাকে ভজিবে ধনী পিরীতে মজিয়া॥
কন্যা বলে চমৎকার কিছু নাহি তায়।
পিরীতে উত্তম নীচ কে বাছে কোথায়॥
চির দিন পিঞ্জরেতে বাঁধা যারা থাকে।
তাদের যৌবন জ্বালা কিসে স্নিগ্ধ রাখে॥
সদা অঙ্গ অনঙ্গ অনলে জ্বলে যায়।
মান অভিমান ভাবি তাহা কি যুড়ায়॥
রসিক নাগর তুমি রমণী রঞ্জন।
যুবতীর ধন প্রাণ যৌবন ভূষণ॥
কটাক্ষ কৃপাণে তব মান-করি মোর।
মরিল, ঘেরিল কাম আর নাহি জোর॥
এই রূপ কত কথা কুসুম কাননে।
বিভাবরী প্রায় শেষ চেত নাহি মনে॥
কেলি কহে কিকর ২ ঠাকুরাণী।
হের দেখ চন্দ্র অস্ত উঠে দিনমণি॥
কন্যা কহে ওহে সখা হইনু বিদায়।
ধরি হাত যেন নাথ ভুলনা আমায়॥
অধিনী বলিয়া সদা স্মরণে রাখিবে।
পিরিতের চিহ্ন তুমি ত্বরায় পাইবে॥
এতেক শুনিয়া আমি করি নমস্কার।
উদ্যান বাহিরে যাই খুলি গুপ্ত দ্বার॥
বাসায় আসিয়া ভাবি সুখের আশায়।
আশ্বাসে বিশ্বাস করি আরো সুখ তায়॥
রূপে গুণে ধন্যা কন্যা মান্যা ভূমণ্ডলে।
আমারে বাসিল ভাল ভাসি কুতূহলে॥
মানব জনমে যত আশা হয় মনে।
আশার সুসার ভাল হেরি প্রতিক্ষণে॥
এই রূপে দিন যায় সুখ সীমা নাই।
অসুখ কেবল এই কবে তারে পাই॥
হেন কালে দুরদৃষ্ট অমিত্র স্বরূপ।
সাধের সুখেতে মোরে করিল বিরূপ॥
কন্যার হয়েছে পীড়া হইল শ্রবণ।
দুই দিন পরে তার ঘুষিল মরণ॥
হেন অসম্ভব কথা মনে নাহি লয়।
গোরের উদ্যোগ দেখি হইল প্রত্যয়॥
আগেতে চলিল বারো ঘরের কিঙ্কর।
মস্তক অবধি কটি বিহীন অম্বর॥
শোকে করে কোন জন করে নখাঘাত।
কেহবা আঁচড়ে দেহ হয় রক্তপাত॥
আনি যে যথার্থ দুঃখী প্রকাশিতে দুঃখ।
নখাঘাতে রক্তময় করি পৃষ্ঠ বুক॥
আমাদের পাছে চলে কর্ম্মকারী যত।
মুখে জেলেকার গুণ গায় অবিরত॥
শবের সিন্দুক স্কন্ধে করিয়া যতনে।
দ্বাদশ মহত বংশী যায় খেদ মনে॥
রেসমের রজ্জু, বাঁধা চারিদিকে ঝুলে।
রাজার কুটুম্বগণ তাহা ধরি চলে॥
নারীগণ যায় পরে শোকেতে কাতর।
হাহাকার করে চক্ষে ধারা নিরন্তর॥
এই রূপে গোর স্থানে আসি উত্তরিল।
কিছুই না জানি তার পরে কি হইল॥
জ্ঞানহীন রক্তধারা অঙ্গেতে দেখিয়া।
রাজার ভবনে মোরে দিল পাঠাইয়া॥
প্রলেপ করিয়া সর্ব্ব অঙ্গে লেপ দিল।
দুই দিনে শারীরিক বেদনা ঘুচিল॥
কিগুণ বাহিরে জল ভিতরে আগুণ।
জেলেকারে মনে হলে বাড়ে সে দ্বিগুণ।
থাকি থাকি কান্দে প্রাণ চক্ষে বহে বারি।
বলি হায় কি করিলি রাজার কুমারী॥

এই কি প্রেমের চিহ্ন দিবে বলে ছিলে।
সত্য হতে বুঝি এই উদ্ধার হইলে॥
শোকেতে ব্যাকুল প্রাণ না মানে সান্ত্বনা।
চন্দ্রানন মনে হলে দ্বিগুণ যন্ত্রণা॥
তিন দিন তিন রাত্রি গত হলে পরে।
চলিলাম বিবেকী হইয়া দেশান্তরে॥
কোথা যাই কোথা খাই থাকি কোন ঠাই।
নয়ন যে দিকে ধায় সেই দিকে ধাই॥
প্রভাত হইল নিশা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
বসিলাম বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে॥
হেন কালে তথা দিয়া যায় এক জন।
বয়স নবীন তার মলিন বসন॥
নিকটে আসিয়া হস্তে বৃক্ষ শাখা দিল।
গাহিয়া পারস্য গীত যাচ্ঞা করিল॥
সঙ্গতি তখন কিবা কি দেই তাহারে।
সে বুঝে পারস্য বুঝি বুঝিতে না পারে॥
আরব্য কবিতা পরে পড়িতে লাগিল।
তাহাও নিষ্ফল দেখি বিনয়ে কহিল॥
তুমি ভাই দয়া হীন বোধ নাহি হয়।
বরঞ্চ সঙ্গতি নাই এই মনে লয়॥
শুনিয়া উত্তর করি কহিলে যে কথা।
প্রকৃত জানিবে তার নাহিক অন্যথা॥
দেখিছ দরিদ্র বেশ আমি কোথা খাই।
তোমায় কি দিব বল আপনি না পাই॥
শুনিয়া ফকীর কয় কি দুঃখ তোমার।
এ দুঃখে তোমায় আমি করিব উদ্ধার॥
চমক্ লাগিল বড় এ কথা শুনিয়া।
উদ্ধার করিতে চায় ভিক্ষুক হইয়া॥
এখনি মাগিল ভিক্ষা করিল মিনতি।
আপনি দরিদ্র কিসে ঘুচাবে দুর্গতি॥
তবে বুঝি এই ভাল করিবে কেবল।
আশিষ করিয়া মোর চাহিবে মঙ্গল॥
হেন কালে উদাসীন কহিছে বচন।
ফকীর ধার্ম্মিক জাতি আমি এক জন॥
মনের আনন্দে থাকি কোন চিন্তা নাই।
লোকে উপার্জ্জন করে মোরা আনি খাই॥
কপট ফকীর বেশে যাই ঘরে ঘরে।
ফাঁকি দিয়া লই ধন আশীর্ব্বাদ করে॥
অনায়াসে আনি খাই নাহি কর্ম্মাকর্ম্ম।
নির্ব্বোধ ফকীর যত ভেবে মরে ধর্ম্ম॥
শুদ্ধাচার আহার পানেতে বারমাস।
কখন দ্বাদশ দিন করে উপবাস॥
বাহিরে যেমন নিষ্ঠা ভিতরে তেমন।
ভেকধারী আমরা ভিতরে ভণ্ড মন॥
যথা তথা ভোজনেতে বিচার না করি।
পাইলে পরের ধন কপটেতে হরি॥
একর্ম্ম করিতে যদি চাহ তুমি ভাই।
চলহ আমার সঙ্গে বোষ্ট গ্রামে যাই॥
সেই খানে আছে আরো সঙ্গী দুই জন।
তুমি গেলে চারি হব চলহ এখন॥
শুনিয়া উত্তর করি শুন শুন ভাই।
ফকীরের রীতি নীতি কিছু জানি নাই॥
এই মনে ভয় করি কি হতে কি হবে।
কোকিলের পালে কাক টের পাবে রবে
ফকীর হাসিয়া বলে কিছু নাই ভয়।
শুদ্ধাচারি ফকীর আমরা কেহ নয়॥
বাহিরে ধার্ম্মিক বেশ ভিতরেতে আর।
মুর্খে ভুলাইব মোরা কিবা ভয় তার॥
এত বলি সঙ্গে করি লইয়া চলিল।
পথে যেতে কত শত গৃহস্থে ছলিল॥
গৃহস্থের বাটী যায় কপট হইয়া।
ভুলায় অবোধ লোকে ছলনা করিয়া॥
তন্ত্র মন্ত্র পড়ে কত কবিতা শুনায়।
চাল দাল দেয় সবে যে যেখানে পায়॥
থলিয়া হইল ভারি লয়ে যাওয়া ভার।
বোষ্ট গ্রামে দুই জনে যাই এ প্রকার॥
ক্ষুদ্র এক গৃহ ছিল নগর বাহিরে।
বসতি করয়ে তথা সে দুই ফকীরে॥

আমায় দেখিয়া দোঁহে সুখে সম্ভাষিল।
সঙ্গী হব শুনি কত আনন্দে ভাসিল॥
শিখাইল ভণ্ডামি সকল তাক তুক।
যেরূপ ভুলায় লোকে বাঁকাইয়া মুখ॥
দিয়া নানা উপদেশ দিল নিজ বেশ।
প্রতারণা করিয়া বেড়াই সব দেশ॥
ভদ্র পল্লী যথা তথা নগরে বেড়াই।
হাতে দেই ফুল শাখা কবিতা শুনাই॥
দয়া করি দান করে দান শীল যত।
ধন কড়ি ভিক্ষা করি নিত্য আনি কত॥
একে নব অনুরাগ বয়স নবীন।
তাহাতে সংসর্গ দোষে বুদ্ধি হয় ক্ষীণ॥
যা আনি বিলাই খাই সুখে দিন যায়।
ক্রমে অন্য প্রেমে মজি ভুলি জেলেকায়।
যার জন্য দেশত্যাগী ছাড়ি সব সুখ।
তাহাকে পড়িলে মনে নাহি হয় দুঃখ॥
মনে ভাবি মরিলে ভাবিয়া কোন ফল।
শব কি সজীব হবে দিলে চক্ষু জল॥
কান্দিয়া ২ যদি আঁখি অন্ধ হয়।
কান্দিলে আজন্মকাল কিবা ফলোদয়॥
এই রূপে দুই বর্ষ হইল অতীত।
এক দিন ভ্রমণের কথা উপস্থিত॥
ফকীর কহিল ভাই শুনহ বচন।
কত কাল এক দেশে থাকিব এমন॥
শুনেছি কান্ধার দেশ অতি চমৎকার।
ভ্রমণ করিতে যাই বাসনা আমার॥
তুমি যদি সঙ্গী হও একত্র যাইব।
দেখিয়া মানব জন্ম সফল করিব॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
চলিলাম দুই জনে করিতে ভ্রমণ॥
সাজেস্তান মহারাজ্য পার হয়ে যাই।
নানা দেশ ভ্রমিয়া কান্ধার দেশ পাই॥
কিবা রাজ্য সুশোভিত দেখিতে সুন্দর
চৌদিকে প্রাচীর পার্শ্বে খেয় মনোহর॥
নামেতে ফিরোজ সাহা রাজ্য অধিপতি।
শুনিলাম সুবিচারে তৎপর ভূপতি॥
তাঁহার রাজত্বে প্রজা সদা সুখে থাকে।
সুনিয়মে শিষ্টে পালে দুষ্টে কষ্টে রাখে॥
উত্তরি উত্তর স্থানে থাকিবারে যাই।
ভেকের মহিমা কত তার সীমা নাই॥
যে ধরে যোগীর বেশ সর্ব্বত্র আদর।
সম্ভাষিল সবে আসি করি সমাদর॥
শুনিলাম সহরেতে বড় জনরব।
পরদিন রাজপুরে হবে মহোৎসব॥
অভিষেক তিথি পূজা সে দিন রাজার।
তদুৎসবে মহোৎসব সকল প্রজার॥
পরদিন চলিলাম রাজার পুরীতে।
বারণ না করে কেহ ফকীরে যাইতে॥
দাণ্ডাইয়া দুই জনে দেখি সেই খানে।
হেন কালে যেন কেহ বাহু ধরি টানে॥
ফিরে দেখি পারস্য রাজার খোজা সেই।
জেলেকার পত্র মোরে দিয়াছিল যেই॥
হেরি তারে ভাবিলাম একি অপরূপ।
সে কহিল মোরে, হেন কেন তব রূপ॥
তথাচ চিনেছি আমি হোসন তোমায়।
আমি কহি কহ কেন চাপর হেথায়॥
কহ শুনি এই দেশে কি কর আসিয়া।
ছাড়িলে রাজার পুরী কিসের লাগিয়া।
খোজা বলে সেই কথা কহিব পশ্চাৎ।
কালি এই খানে পুনঃ করিবে সাক্ষাৎ॥
কেহ না আসিবে সঙ্গে একাকী আসিবে
শুনিবে আশ্চর্য্য কথা সন্তুষ্ট হইবে॥
পর দিন দেখা গিয়া করিলাম তথা।
চাপর কহিল হেথা না হইবে কথা॥
চলহ কহিব সব যাইয়া বিরলে।
এত বলি ক্ষুদ্র পথ দিয়া নিয়া চলে॥
দিব্য এক পুরীতে আনিল তার পর।
নানা দ্রব্যে গৃহান্তর শোভে মনোহর॥

সন্নিকটে উপবন দেখি মনোরম।
ফুটিয়াছে নানা জাতি সুগন্ধি কুসুম ॥
অপূর্ব্ব পল্লল তার শোভে মধ্য স্থলে।
ঘাণ বান্ধা চারি দিক পরিপূর্ন জলে ॥
এপুরী কেমন প্রভু সুধায় চাপর।
পরিপাটী বাটী বটে দিলাম উত্তর ॥
খোজা বলে কালি আমি করিয়াছি ভাড়া।
চাকর আনিতে এক কর্ম্ম আছে বাড়া ॥
আপনি করুন স্নান স্নানাগারে গিয়া।
আমি আসিতেছি শীঘ্র কিঙ্কর লইয়া ॥
স্নানাগারে লয়ে মোরে কাপড় ছাড়ায়।
আমি ভাবি এত কেন আদর বাড়ায় ॥
সত্য কহ চাপর আমার কিরা তোরে।
কিহেতুআনিলে হেথা কি কহিবে মোরে॥
খোজা বলে শান্ত হন ব্যস্ত কি কারণ
সময়ে শুনিবে সব হৃষ্ট হবে মন ॥
সংক্ষেপ তোমায় বলি কপাল ফিরেছে
আদর করিতে কেহ আদেশ করেছে ॥
এত বলি একা রাখি চলিল চাপর।
মনেতে উদয় হয় ভাবনা বিস্তর ॥
আনিল হেথায় খোজা কাহার আদেশে।
বুদ্ধিতে না পাই খুজে কি হইবে শেষে॥
অনেক বিলম্বে খোজা আইল ফিরিয়া।
সঙ্গে করি চারি জন কিঙ্কর লইয়া ॥
খাদ্য আনে দুই জনে বস্ত্র দুই জন।
গৃহে রাখি দ্রব্য সব সেবে দাস গণ ॥
কেহ অঙ্গ মুছায় ঘুচায় ছিন্নবাস।
জামা জোড়া আনিয়া পরায় কোন দাস॥
পরম যতনে সেবা করিতে লাগিল।
ভাব না বুঝিয়া মনে ভাবনা হইল ॥
খোজা বলে মহাশয় দেখি যে চিন্তিত।
কি করি এখন তার নাহিক বিহিত ॥
প্রকাশিতে গুপ্ত কথা করেছে বারণ।
ব্যক্ত করা যুক্ত নহে অধর্ম্ম কারণ ॥

বলিলে যে সুখোদয় তাও না হইবে।
আগুন দ্বিগুণ হয়ে অন্তর দহিবে ॥
না শুনি চঞ্চল হেন শুনিয়া কি হবে।
রজনী হউক প্রভু সকল শুনিবে ॥
ভুলাইয়া রাখে খোজা কথায় কথায়।
প্রবোধ না মানে মনে যতেক বুঝায় ॥
রবি গেল অস্তাচল যামিনী আইল।
গৃহে সবদীপ দিয়া উজ্জ্বল করিল ॥
থাকিয়া থাকিয়াখোজা বুঝায় বসিয়া।
ক্ষণমাত্র থাক আর আইল বলিয়া ॥
হেন কালে দুয়ারে হটাৎ করাঘাত।
খোজা গিয়া দ্বার খুলি দিল তৎক্ষণাৎ ॥
মুখাবৃত বসনে আইল এক নারী।
ঘোমটা তুলিতে দেখি সেই কেলিকারী ॥
মনে জানি সিরাজেতে আছে সে তখন।
কি আশ্চর্য্য হেরে হই না হয় বর্ণন ॥
শুনহে হোসন শুন কেলিকারী কয়।
চমকিত হবে হেরি চমৎকার নয় ॥
দেখিয়া আমায় যদি এতই আশ্চর্য্য।
না জানি শুনিলে সব কি হবে অধৈর্য্য ॥
শুনিয়া অন্তরে যায় চতুর চাপর।
বসিল তখন সখী পালঙ্ক উপর ॥
কেলি বলে সেই রাত্রে সাক্ষাৎ হইল।
কুমারী তোমারে কত আশ্বাস করিল ॥
বিদায় হইলে তুমি পেয়ে প্রেম আশা।
করিলাম পরদিন কন্যাকে জিজ্ঞাসা ॥
ঘটিল হোসন সনে পিরীতি তোমার।
স্থির কি করিলে প্রেম পূর্ণ করিবার ॥
উত্তর করিল, সখি কি করিব আর।
যা হয় হইবে বাঞ্ছা পূরাইব তার ॥
গোপনে দুজনে মোরা পূরাইব আশ।
যায় সখী যাবে প্রাণ হয় হবে ফাঁস ॥
এখন হোসন শুন কহি সারোদ্ধার।
যত্ন করেছিনু মন ফিরাইতে তার ॥

কহিলাম রাজকন্যা ভেবে দেখ মনে।
উন্মত্তা চঞ্চলা হও কিসের কারণে॥
তুমি ভাগ্যবতী সতী রাজার দুহিতা।
রাজা পতি পাবে হবে রাজার বনিতা॥
রাজার আরাধ্যা তুমি ভুবনমোহিনী।
কিঙ্করে ভজিয়ে কেন হবে কলঙ্কিনী॥
মান ভয় কুল ভয় নাহি প্রাণ ভয়।
ছিছিছি দাসের প্রতি কেন এ আশয়॥
এমতে বুঝাই যত সব বিপরীত।
ঘৃত দানে অগ্নি যেন হয় প্রজ্বলিত॥
সুবোধা না মানে বোধ আমার প্রবোধে।
বুঝিলাম মজিয়াছে প্রেম অনুরোধে॥
কহিলাম তাঁরে পরে শুন রাজবালা।
নীচ মতি করি কেন বাড়াতেছ জ্বালা॥
দেখিবে শুনিবে কেবা রাজাকে কহিবে।
লাভে মাত্র এই হবে প্রাণ হারাইবে॥
নিতান্তই যদি তারে নাপার ভুলিতে।
এখন উচিত তবে উপায় চিন্তিতে॥
রাজকুল প্রেমকুল দুই কুল থাকে।
এমন উপায় দেখ নাপড়ো বিপাকে॥
ইহার উপায় এক জানিগো সুন্দরী।
কিন্তু সে বিষম কথা কহিবারে ডরি॥
কন্যা বলে বল বল শুনি সে কেমন।
মোর মাথা খাস্ যদি রাখিস্ গোপন॥
বল সখী কেমনে পূরিবে অভিলাষ।
রাখিব হোসনে কিসে নয়নের পাশ॥
আমি বলি শুন যদি আমার বচন।
ত্যজিতে হইবে তবে পিতার ভবন॥
কুল মান দৃষ্টি মাত্র কিছু না করিবে।
সামান্যার সম গিয়া থাকিতে হইবে॥
ইহাতে যদ্যপি তুমি কর অঙ্গীকার।
তবেত লইতে পারি একর্ম্মের ভার॥
কুমারী কহিল শুনি কি সন্দেহ তায়।
প্রেম জন্যে ত্যজিবারে পারি বাপ মায়॥
আমি কহিলাম তাঁরে এত অনুরাগ।
প্রেম হেতু মা বাপে করিবে পরিত্যাগ॥
রাজার দুহিতা হয়ে কেমন বাসনা।
জলাঞ্জলি দিয়ে কুলে সহিবে যন্ত্রণা॥
কামিনী কহিল পরে তারে যদি পাই।
জাতি কুল মাতা পিতা কিছু নাহি চাই॥
যাচিয়া মাগিয়া খাই সে সবে জীবনে।
কি সুখ ঐশ্বর্য্যে সখী হোসন বিহনে॥
কহ সখী সদা তারে কেমনে হেরিব।
প্রেম পাশে বান্ধি কিসে হৃদয়ে রাখিব॥
শুনিয়া কহিনু তাঁরে আগো ঠাকুরাণী।
এতই অধৈর্য্যা যদি শুন মোর বাণী॥
আছে এক তরুবর অতি চমৎকার।
তাহার গুণের কথা কি কহিব আর॥
তার পত্র যদি রাখ শ্রবণ কুহরে।
শবাকার হবে দেহ দণ্ডের ভিতরে॥
গোর দিতে লয়ে যাবে মৃতা জ্ঞান করি।
রাত্রিতে তুলিব আমি তোমারে সুন্দরী॥
ললনা ছলনা শুনি সন্তুষ্টা হইল।
মরম কৌতুকে মোরে আলিঙ্গন দিল॥
কিন্তু বালা মনে এই করিল সংশয়।
মরণান্তে পাছে ছল প্রকাশ বা হয়॥
মরণের পরে আছে কত রীত নীত।
করিতে সে সব পাছে ঘটে বিপরীত॥
অনায়াসে করিলাম সংশয় ভঞ্জন।
অপর যে রূপ হয় শুন বিবরণ॥
শিরঃপীড়া ছলে কন্যা শয্যায় রহিল।
কুমারী পীড়িতা বড় ঘোষণা হইল॥
চিকিৎসক আসে কত চিকিৎসা করিতে
ঔষধ যতেক দেয় না দেয় খাইতে॥
দিন দিন তনুক্ষীণ বাড়ে ছল রোগ।
সময় বুঝিয়া কর্ণে করি পত্র যোগ॥
ছুটা ছুটি অমনি রাজার কাছে যাই।
কন্যার আসন্ন কাল কান্দিয়া জানাই॥

চল চল মহারাজ কন্যার আগারে।
বলিল কি কথা আছে কহিবে তোমারে॥
শুনিয়া তখনি রাজা অন্দরে চলিল।
বজ্র কোটি শিরে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
নন্দিনীর রূপান্তর দেখে নরপতি।
আঁখি জল ছল ছল বিষাদিত অতি॥
নিকটে জনকে হেরি রাজকন্যা কয়।
বড় ভাল বাস মোরে পিতা মহাশয়॥
কৃতান্ত নিতান্ত মোরে করিবে সংহার।
কহিব তোমায় কিছু বাসনা আমার॥
এই বাঞ্ছা করি পিতা লোকান্তর পরে।
কেলিকারী প্রিয়সখী শব ধৌত করে॥
অঙ্গে সুগন্ধিয় দ্রব্য মাখায় আপনি।
জাগরণ করে গোরে প্রথম রজনী॥
তাহা বিনা আর কেহ সঙ্গে নাহি থাকে।
পিরে ভজি পাপ গ্রহে মুক্ত করি রাখে॥
রাজা বলে অঙ্গীকার তাহাতে আমার।
প্রিয়সখী মৃত্যু সেবা করিবে তোমার॥
কন্যা কহে আর এক আছে নিবেদন।
কেলির দাসিত্ব তুমি করিবে মোচন॥
বিদায় করিবে ধন দিয়া পুরস্কার।
দাসিত্ব করিতে যেন নাহি হয় আর॥
কান্দিয়া কহেন নৃপ প্রাণের নন্দিনী।
একোন বিচিত্র মুক্তি পাইবে বন্দিনী॥
তুমি প্রাণ নিধি যদি চলিলে ছাড়িয়া।
কি কায আমার আর সখীকে রাখিয়া॥
যথোচিত ধন তারে করিব অর্পণ।
যথা বাঞ্ছা হয় সখী করিবে গমন॥
কথায় কথায় কাল ঘনিয়া আইল।
মরিল নরেন্দ্র সুতা প্রত্যক্ষ হইল॥
চক্ষু জলে ভাসি রাজা চলিলা সভায়।
শব ধোয়াইতে আজ্ঞা করিয়া আমায়॥
গোরস্থানে ধুম ধামে লইয়া চলিল।
সেবা হেতু সেই রাত্রে আমার রাখিল।

একাকিনী থাকিলাম কেহ না রহিল।
ফিরে গেল সঙ্গী সাথি যত গিয়াছিল॥
নিশিতে সিন্ধুক হতে কন্যাকে তুলিয়া।
নিমিষে দিলাম সেই পল্লব খুলিয়া॥
বস্ত্রে ঢাকা ছিল বেশ দিলাম পরিতে।
চলিলাম দুই জনে কবর হইতে॥
পথেতে চাকর ছিল সাক্ষাৎ হইল।
কুমারীকে নিয়া গুপ্ত গৃহেতে থুইল॥
গোরস্থানে ফিরে আমি যাই পুনর্ব্বার।
বস্ত্রেতে নির্ম্মাণ এক করি শবাকার॥
জেলেকার কাপড়েতে দেই ঢাকা ঘোড়া।
কে দেখে বলিতে পারে শব নহে মোড়া॥
প্রভাতে যতেক সখী আইল তথায়।
শোকাকুলা অতিশয় দেখিল আমায়॥
সংবাদ শুনিয়া মনে ভাবেন রাজন।
কেলি সখী বড় দুঃখী কন্যার কারণ॥
তুষ্ট হয়ে অনুমতি দিল নৃপবর।
ভাণ্ডারি দিলেক দশ সহস্র মোহর॥
দাসিত্ব ঘুচায়ে রাজা করিল বিদায়।
চাপরে সঙ্গেতে দিল আমার কথায়॥
বিদায় হইয়া যাই কুমারীর স্থানে।
তোমারে পাঠাই পত্র আসিতে সেখানে॥
দেখা না পাইয়া খোজা আইল ফিরিয়া।
কহিল পীড়িত হয়ে আছহ পড়িয়া॥
এই রূপ সেই দিন ফিরে এলো ঘরে।
পাঠাইনু পুনর্ব্বার তিন দিন পরে॥
সে দিন শুনিল তুমি নাহিক সেখানে।
কি হইল কোথা গেল কেহ নাহি জানে॥
এতেক শুনিয়া আমি সখীকে সুধাই।
একথা আমাকে কেন আগে বল নাই॥
হায় হায় আভাষেতে যদি জানাইতে।
দেখ দেখি সখী কত দুঃখ এড়াইতে॥
সখী বলে সত্য বটে না হইত দুঃখ।
একত্র প্রেমিক দোঁহে পেতে কত সুখ॥

ছাড়িয়া সিরাজ ধাম গিয়া দেশান্তরে।
থাকিতে আনন্দে আজি হরিষ অন্তরে॥
কি করিব আমার নহেক অপরাধ।
কহিয়াছিলাম আগে পাঠাও সংবাদ॥
কৌতুক ভাবিয়া কন্যা করিলেন হেলা।
শৈশব কালেতে যেন বালিকার খেলা॥
শুন সখী এই কথা আগে না কহিবে।
মরিয়াছি মনে করি বিষন্ন হইবে॥
শেষে যদি জানে ছল পাবে কত সুখ।
বলিতে না দিল মোরে ভাবিয়া কৌতুক॥
আপনি আপন দোষে আনিল জঞ্জাল।
গিয়াছ শুনিয়া তার ভাঙ্গিল কপাল॥
শোকে আর্ত্তা হয়ে ধনী ভাসে অশ্রুজলে।
বলে কান্ত গেলে কোথা দুঃখে প্রাণজ্বলে॥
দেহ মাত্র হেথা আছে প্রাণ তব ঠাঁই।
প্রাণকান্ত বিনা প্রাণ কেমনে বাঁচাই॥
প্রেম লোভে বিরহিণী ত্যজি জাতিকুল।
কোথা গেলে প্রাণনাথ গেল দুই কুল॥
এই কথা মুখে সদা ব্যাকুল পরাণ।
নগর খুজিয়া খোজা না পায় সন্ধান॥
নৈরাশ হইয়া শেষ তিন জনে তাই।
সিন্ধু নদী পানে যাই যদি দেখা পাই॥
নগর নগর ফিরি করি অন্বেষণ।
বিফল কেবল শ্রম বৃথা আকিঞ্চন॥
এক দিন যাই কয় মহাজন সাতে।
তস্কর লস্কর আসি ঘেরিলেক পথে॥
মারিপিট লুটপাট করি মহাজনে।
আমাদিগে কান্ধারে আনিল তিন জনে॥
দাসী বিক্রয়ির স্থানে বিক্রয় করিল।
সে লয়ে ফিরোজ সাহে বেচিতে আনিল॥
জেলেকার রূপ হেরি মোহিত ভূপতি।
জিজ্ঞাসা করিল রাজা কোথায় বসতি॥
আর্ম্মেশে নিবাস মোর যুবতী বলিল।
নাম ধাম জাতি কুল কিছু না কহিল॥
ক্রয় করি তিন জনে পরে নৃপবর।
রাখিলেন অন্তঃপুরে দিয়া দিব্য ঘর॥
এতেক শুনিয়া পুনঃ সুধাই সখীরে।
সে চন্দ্রাস্য ওগো সখী দেখিব কি ফিরে॥
এ আশা নিরাশা মাত্র ভাবি অকারণ।
কেমনে দেখিব যার রক্ষক রাজন॥
দুদিক দেখগো সখী হইল বিষম।
কোন দিগে নাহি হবে দুঃখ উপশম॥
যদি সে কমলমুখী ভালবাসে ভূপে।
দেখ সখী আমি সুখী নহি কোন রূপে॥
কিম্বা যদি অবিনয়ে রাজা দেয় দুঃখ।
তা শুনিলে সেই দুঃখে ফাটিবেক বুক॥
সখী বলে ভাল২ বুঝিলে হোসন।
তুমি হে কেবল জান প্রেম কি রতন॥
ব্যথার ব্যথিত তুমি প্রেমিক সুজন।
তা না হলে কন্যা সদা ঝোরে কি কারণ॥
প্রাণাধিক দেখে তাঁরে কান্ধার ঈশ্বর।
তথাপি হোসন ভাবি শরীর জর্জ্জর॥
মৌনভাবে সদা ভাবে ভাসে নিরানন্দে।
চান্দ্রাস্য প্রকাশ্য কালি হয়েছে আনন্দে॥
তব আগমন বার্ত্তা চাপর কহিল।
বড়বায় শুষ্ক সিন্ধু যেন উথলিল॥
হৃষ্টা হয়ে অনুমতি করিল খোজায়।
সুসজ্জিত গৃহে নিয়া রাখিতে তোমায়॥
আমায় প্রেরিল আজি তোমার সদন।
কালি প্রভু দুই জনে হইবে মিলন॥
সদরে আসিতে পাছে কেহ পায় টের।
করিয়াছি চাবি তাই উদ্যান দ্বারের॥
রাত্রিতে খুলিয়া দ্বার আসিব গোপনে।
ভুঞ্জিবে সাধের প্রেম কালি দুই জনে॥
এত বলি সহচরী গমন করিল।
প্রেমানল পুনঃ হৃদে প্রবল হইল॥
যামিনী কামিনী ভাবি নিদ্রা নাহি হয়।
তিলেকে প্রহর বোধ প্রহরে প্রলয়॥

যদিবা রজনী গেল দিবস না যায়।
অরুণ শক্রতা বাদ সাধিয়া জ্বালায়॥
কত দুঃখ দিয়া ভানু গমন করিল।
সাধের যামিনী আসি শেষে দেখা দিল॥
শশিহীনা নিশা তাহে হেরি শশীময়।
হেন কালে গৃহে আসি চাঁদের উদয়॥
রূপসী আইল শশি জিনি তার রূপ।
কেলিকারী সঙ্গে যেন নক্ষত্র স্বরূপ॥
পুনশ্চ মিলনাশয় না ছিল যাহার।
কি সুখ ভাবিয়া দেখ মিলনে তাহার॥
অমনি চরণ ধরি অবশ অনঙ্গে।
রমণী তুলিয়া নিয়া বসায় পালঙ্কে॥
নারী বলে শুন২ প্রাণের হোসন।
অনুকূল বিধি তাই হইল মিলন॥
লাগিয়াছে তটে তরি পাইয়াছ কূল।
নামিবে কেমনে ভূমে ভাবিয়া ব্যাকুল॥
থাকি রাজ অন্তঃপুরে সদা আসা ভার।
কিরূপে পুরিবে আশা আশার সুসার॥
কিন্তু হেন জ্ঞান হয় যে বিধি মিলায়।
এ কন্টক দূর হবে তাঁহারি কৃপায়॥
তোমার সম্বাদ আমি সদত লইব।
মধ্যে২ রজনীতে আসিব যাইব॥
এ আশা আশ্রয় করি কর সুখে বাস।
ভরসা ঈশ্বর আছে পূর্ণ হবে আশ॥
জিজ্ঞাসিল রাজ কন্যা শুনি বিবরণ।
এত দিন কি প্রকারে করিলে যাপন॥
ইহা শুনি কহি তারে মধুর বচনে।
বিন্ধিল হৃদয়ে শূল তোমার মরণে॥
দিবানিশি ঝোরে বারি নয়ন বহিয়া।
কাননে কাননে ফিরি ভ্রমণ করিয়া॥
জেলেকা কহিল মরি হোসন আমার।
আমার কারণ এত যন্ত্রণা তোমার॥
প্রেম অনুরাগে সখা হইয়া বিরাগী।
হায় হায় কিদুঃখ পাইলে মোর লাগি॥

এই মত খেদ কত প্রেয়সী করিল।
দুঃখ হেরি দুঃখ মোর উদয় হইল॥
পুরে পরস্পরে হয় সুখ আলাপন।
কথায় কথায় নিশা করিল গমন॥
সহচরী আসি কহে উঠ চন্দ্রাননে।
দেখ চন্দ্র বিবর্ণ দিবস আগমনে॥
শেল সম এই কথা বাজিল অন্তরে।
বিরক্ত হইয়া কহে সখীর উপরে॥
আরে সখী যে নাজানে পিরীতি কেমন।
তাহার চক্ষের বিষ প্রেমির মিলন॥
এইত এসেছি আমি হবে দুই দণ্ড।
ইতিমধ্যে গগণে কি উদয় প্রচণ্ড॥
কেলি কহে কুমারী করহ নিরীক্ষণ।
উদয় উদয়াচলে নির্দয় তপন॥
প্রভাত প্রমাদ ভাবি প্রমোদা তরাসে।
সঙ্গিনী সঙ্গেতে দুঃখে গেল রাজ বাসে॥
সুখ চিন্তা সদা মনে কন্যাকে ধেয়াই।
ফকীর বন্ধুরে তবু ভ্রমে ভুলি নাই॥
নাজানি ভাবিছেকত না দেখে আমায়।
প্রভাতে উঠিয়া যাই তাহার বাসায়॥
ভাবিতে২ যাই বন্ধুর সদনে।
পথি মধ্যে আচম্বিত দেখা দুই জনে॥
ফকীরে দেখিয়া কহি শুন ওহে ভাই।
আমার কি হইয়াছে কিছু জান নাই॥
যাইতে ছিলাম তাই কহিতে সম্বাদ।
বুঝি না দেখিয়া কত করেছ বিষাদ॥
ফকীর কহিল ভাই সে আর কেমন।
শুনি আগে বল বল কিরূপ ঘটন॥
পরিয়াছ দিব্য সাজ নানা অলঙ্কার।
বুঝি বন্ধু ফিরিয়াছে কপাল তোমার॥
কিহইলে কোথা গেলে ভেবে নিদ্রা নাই।
তুমিত আছিলে সুখে জিজ্ঞাসিহে তাই॥
কহিলাম ওহে সখা কি কব তোমায়।
সে সুখের কথা কিছু কহা নাহি যায়॥

ছাড়িয়া উত্তর খানা এসো মোর সঙ্গে।
হইবে ঐশ্বর্য্য ভাগী রবে মনোরঙ্গে॥
এত বলি চলিলাম লইয়া ফকীর।
ফকীর আশ্চর্য্য কত দেখিয়া মন্দির॥
থাকিয়া ২ কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
একি হে বিধাতা তব করুণা প্রকাশ॥
কোন পুণ্য করিয়াছে বলহে হোসন।
তার প্রতি কৃপাময় কৃপা বরিষণ॥
শুনিয়া জিজ্ঞাসি বন্ধু একি কথা কও।
আমার সুখে কি তুমি মনোক্ষুন্ন হও॥
ফকীর উত্তর করে কেন পাব দুঃখ।
বন্ধুর সৌভাগ্যে বন্ধু কেবা পরাঙ্মুখ॥
ইহা বলি আলিঙ্গন করিয়া সে কয়।
তোমার সুখেতে সুখী জানিবে নিশ্চয়॥
সরল বচন শুনি ভুলে গেল মন।
গরল অন্তর তার কে জানে তখন॥
বিশ্বাস ঘাতক খল না জানিয়া ভ্রমে।
সঁপিলাম মন প্রাণ ফকীর অধমে॥
এসো আজি আমোদ প্রমোদ করিভ ই
বলিয়া ধরিয়া অন্য ঘরে লয়ে যাই॥
কিঙ্কর নিকর করে ভোজনের ঠাঁই।
দিল অন্ন নানা বর্ণ খাজুর মিঠাই॥
মাংস আদি কত দ্রব্য হইল অশন।
মদিরা কিনিয়া আনে কিঙ্কর তখন॥
আনন্দে ভোজন পান করি দুই জনে।
সুরার যে গুণ তাহা বর্ত্তে ততক্ষণে॥
ফকীর হাসিয়া কহে তবেহে হোসন।
বল দেখি শুনিব তোমার বিবরণ॥
আদি অন্ত সব কথা আমায় কহিবে।
বিশ্বাস করিলে ভাই মন্দ না হইবে॥
জানিবে সময়ে সখা আমি উপকারী।
আমা হতে কত ভাল হইবে তোমারি॥
হিত বিনা বিপরীত করি না কাহার।
মনের কপাট খুলো নিকটে আমার॥
শুনিয়া তোমার সুখ হব ভাই সুখী।
দোহাই বঞ্চনা করি না করিহ দুঃখী॥
শুনিয়া সখার কথা কহিলাম ভাই।
তোমারে গোপন করি অভিলাষ নাই॥
শুন তব সঙ্গে দেখা প্রথম যখন।
মনে পড়ে দেখে ছিলে বিষন্ন বদন॥
তাহার কারণ শুন সিরাজ দেশেতে।
প্রেম ঘটেছিল এক নারীর সঙ্গেতে॥
পরস্পর দুই জনে বড়ই পিরীত।
আচম্বিত বিধি তায় করিল বঞ্চিত॥
মরণ হয়েছে তার ছিল হেন জ্ঞান।
কি আশ্চর্য্য হেথা তারে দেখি বর্ত্তমান॥
থাকে রাজ অন্তঃপুরে হয়ে রাজ প্রিয়া।
ফকীর আশ্চর্য্য অতি অদ্ভুত শুনিয়া॥
একি শুনি অপরূপ ফকীর জিজ্ঞাসে।
বুঝি সে রূপসী তাই রাজা ভাল বাসে॥
আমি বলি ওহে সখা কি বলিব আর।
রূপের বর্ণনা করে হেন সাধ্য কার॥
শারদ সুধাংশু যিনি তার মুখ ছবি।
বর্ণে না বর্ণিতে পারে চিন্তা করি কবি॥
থাক সে সুন্দরী কল্য নিশাতে আসিবে।
নয়ন মেলিয়া তার বদন দেখিবে॥
শুনি তুষ্ট আলিঙ্গন করে উদাসীন।
দেখাও যদিহে বাধ্য রব চির দিন॥
এই রূপ নানা কথা আহারের পরে।
অর্দ্ধেক রজনী হলে শুই দুই ঘরে॥
প্রভাতে চাপর আসি পত্র দিল হাতে।
রমণী আসিবে রাত্রে লিখিয়াছে তাতে॥
ফকীর সন্তুষ্ট বড় হইল শুনিয়া।
কখন রজনী হবে ব্যাকুল ভাবিয়া॥
সন্ধ্যাকালে উদাসীনে কহিলাম তবে।
কামিনী আসিলে ভাই লুকাইতে হবে॥
কি জানি হটাৎ হেরি রুষ্টা হয় পাছে।
বলিয়া কহিয়া তুষে নিয়া যাব কাছে॥

হেন কালে শুনি যেন দ্বার দেয় নাড়া।
ফকীর লুকায় ঘরে পেয়ে তার সাড়া॥
জেলেকা আসিছে দেখি উঠি তাড়াতাড়ি
করে ধরি আনি ঘরে তাঁরে আশু বাড়ি॥
বসাইয়া বলি পরে শুন প্রাণেশ্বরী।
উপরোধ আছে এক শুনহ সুন্দরী॥
যে ফকীর সঙ্গে মোর আইল কান্ধারে।
রাখিয়াছি স্থান দিয়া আনিয়া তাহারে
আমার পরম বন্ধু সুভাজন অতি।
একত্রে বসিবে আসি কর অনুমতি॥
রাজবালা বলে সখা বুঝিলে না ভাল।
সুখেতে থাকিয়া কেন ঘটাও জঞ্জাল॥
কিবা কার মনে আছে কেবা কি করিবে।
চুপে২ কোন রূপে পিরীতি রাখিবে॥
না বুঝিয়া কর্ম্ম কর করিহে বারণ।
আমি বলি কেন প্রিয়ে ভাব অকারণ॥
সে মোর পরম বন্ধু বুদ্ধিমান জ্ঞানী।
নাহি পাবে মনস্তাপ রাখ মোর বাণী॥
নারী কহে তোমায় অদেয় কিছু নাই।
বিপরীত ঘটে পাছে এই ভয় পাই॥
এত শুনি উদাসীনে সম্মুখেতে আনি।
সম্ভাষ করিল ধনী মোর বন্ধু জানি॥
দুই জনে শিষ্টাচার মিষ্ট আলাপন।
অনন্তর বসি সবে করিতে ভোজন॥
ফকীর নবীন যুবা নিপুণ কৌতুকে।
করে নানা রঙ্গরস নারীর সম্মুখে॥
যে ধরে ফকীর বেশ জ্ঞানবান ধীর।
ভাবেতে বুঝিল রামা লম্পট ফকীর॥
আনন্দে আহার পান করি কয় জনে।
মণি পাত্রে মদিরা যোগায় দাসগণে॥
খায় যত ফকীর না ঘুচে খাই খাই।
বারবার দেয় পাত্রে দিবা মাত্র নাই॥
একেতো নির্লজ্জ তাহে নহে সাবধান।
মদে মত্ত হয়ে পরে হারাইল জ্ঞান॥

বলে ধরি কুমারীর কোমল শরীর।
বদন চুম্বন করে লম্পট ফকীর॥
অপমানে রাজকন্যা জ্বলন্ত অনল।
ক্রোধেতে দুর্ব্বল তনু হইল সবল॥
ঠেলিয়া ফেলিয়া তারে করে তিরস্কার।
আরেরে লম্পট ঠেঁটা একি ব্যবহার॥
দয়া করি দিনু স্থান বসিতে হেথায়।
বেহায়া হারামজাদ হাত দিস্ গায়॥
এখনি গোলাম হাতে হইত মরণ।
ভাগ্য ভাল প্রাণ পেলি বন্ধুর কারণ॥
ভামিনী অমনি উঠি ক্রোধে চলে যায়।
পাছু২ গিয়া আমি ধরি দুটি পায়॥
থাক প্রিয়ে ক্ষমা কর মোর অপরাধ।
রাজবালা বলে ভাই পূরিলত সাধ॥
না বুঝে আমি কি আগে করেছিনু মানা।
কথা না শুনিলে মোর একি বিবেচনা॥
এই স্থানে যে অবধি রবে দুরাচার।
তদবধি পদার্পণ না করিব আর॥
এত বলি রাজকন্যা ত্বরা করি যায়।
হাতে ধরি পায়ে পড়ি ফিরিয়া না চায়॥
ফকীরে বুঝাই ভাই পাগল হইলে।
মরি মরি একি লাজ কি কায করিলে॥
মনে না ভাবিলে ক্ষণে রাজার কামিনী।
চোরা কি কখন শুনে ধর্ম্মের কাহিনী॥
ফকীর হাসিয়া বলে কেন ভয় পাও।
রমণী কেমন জাতি জান নাহি তাও॥
ওহে বন্ধু যদি বল করিয়াছে ক্রোধ।
তোমায় অজ্ঞান কহি নাহি কোন বোধ॥
ধরিলে নারীরে বলে কে রাগে কখন।
সেই সে বুঝেছে সুখ করিতে চুম্বন॥
চুম্বন করিলে রুষ্টা কে হেন ললনা।
জানিবে তাহার ক্রোধ কেবল ছলনা॥
তাহার ক্রোধের হেতু কি ভাবিলে সার।
তুমি কাছে ছিলে তাই এত রাগ তার॥

একা যদি পাইতাম দেখিতে কৌতুক।
ধরিয়া খাইলে জাতি না হতো বিমুখ॥
হোষ নাই বেহোষে ফকীর কথা কয়।
মাতালে বুঝালে জ্ঞান কিবা ফলোদয়॥
বুঝিয়া রাখাই তারে শয়নের ঘরে।
ভাবি বসি সারা নিশি চক্ষেবারি ঝরে॥
চিন্তায় পোহায় রাত্রি অরুণ উদয়।
ফকীরে তখন দেখি যেন সেই নয়॥
অপরাধ অঙ্গীকারে করে আলাপন।
বড়ই কুকর্ম্ম ভাই করেছি তখন॥
পাপ প্রায়শ্চিত্ত হেতু দেশান্তরে যাই।
আমার উচিত নয় এ মুখ দেখাই॥
কাকুতি মিনতি যদি এতেক করিল।
শুনিয়া তাহার খেদ নয়ন ঝুরিল॥
প্রিয়ারে পাঠাই পত্র করিয়া বিনয়।
কিনা করে সুরায় জ্ঞানির জ্ঞান লয়॥
অজ্ঞানে যদ্যপি কেহ মন্দ কর্ম্ম করে।
বুদ্ধিমানে অপরাধ কখন না ধরে॥
জ্ঞান শূন্য ফকীর করিল এক দোষ।
মার্জ্জনা করিবে তারে সম্বরিয়া রোষ॥
খোজা হাতে পত্র দিয়া পাঠাই সত্বর।
আইল ক্ষণেক ব্যাজে লইয়া উত্তর॥
জেলেকা লিখিল সেই লম্পট নির্ব্বোধ।
তার প্রতি কখন না যাবে মোর ক্রোধ॥
তবে যাব সে যদি না তব সঙ্গে রয়।
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশান্তরী হয়॥
ফকীর কহিল ভাই লিখেছে উত্তম।
আমিহে দুষ্কর্ম্মী পাপী অতি নরাধম॥
তাহারে এ পাপ মুখ আর না দেখাব।
কান্ধার হইতে আমি এখনি যাইব॥
চাপর চলিল নিয়া এসুখ সম্বাদ।
বিচ্ছেদ ঘুচিবে বলি বড়ই আহ্লাদ॥
কিন্তু এই খেদ মোর হইল অন্তরে।
হারাব এমনি মিত্র চিরকাল তরে॥
থাক থাক তুমি সখা মোর কথা রাখ।
যাইবে তখন কালি আজি হেথা থাক॥
যাবে চিরকাল তরে ছাড়িয়া আমায়।
হবে কি না হবে দেখা আর পুনরায়॥
আজি থাক শেষ দিন সুখালাপ করি।
কৌতুকে দিবস গেল হইল শর্ব্বরী॥
নিশাতে সে উদাসীন সুখের তরঙ্গে।
করে কত হাস্যালাপ কৌতুক প্রসঙ্গে॥
আমোদ প্রমোদে নিশা প্রভাত হইল।
প্রভাতে ফকীর উঠি বিদায় চাহিল॥
পূর্ব্ব দিন জেলেকা চাপর হাত দিয়া।
দিয়াছিল এক তোড়া স্বর্ণ পাঠাইয়া॥
সেই থলি উদাসীনে দিলাম তখন।
কহিলাম উপকার দেখিবে কখন॥
ধন পেয়ে ফকীর করিল আলিঙ্গন।
বিদায় হইয়া তবে চলিল তখন॥
ফকীর বিহনে আমি করি কত খেদ।
হায় সখা নিজ দোষে ঘটালে বিচ্ছেদ॥
কি সুখ হইল বল করিয়া চুম্বন।
থাকিলে না কেন বন্ধু দেখিয়া বদন॥
এই মত খেদ কত করি মনে মনে।
নিদ্রায় নয়ন ভারি রাত্রি জাগরণে॥
অচেতনে নিদ্রা যাই পালঙ্ক উপর।
গোল যোগে নিদ্রাভঙ্গ হইল সত্বর॥
প্রাঙ্গণে রাজার সেনা গঠন বিকট।
সেনাপতি বলে চল রাজার নিকট॥
দেখিয়া শিহরে প্রাণ নাহি সরে কথা।
জিজ্ঞাসি কি দোষ ভাই নিয়া যাবে তথা॥
সেনাপতি কহে মোরা রাজ আজ্ঞাকারী
হুকুমে এসেছি হেতু কহিতে না পারি॥
যদি জান দোষী নহ তবে কিবা ভয়।
অপরাধ থাকে যদি মরিবে নিশ্চয়॥
এত বলি লয়ে যায় ধরি কয় জনে।
মনে ভাবি দোষ আর নাহিক কেমনে॥

গোপন পিরীত বুঝি পাইয়াছে টের।
কে বলিল কেমনে শুনিল একি ফের॥
দেখি চারি ফাঁশি কাষ্ঠ পুরীর সদন।
অনুভব অমাদেরি করিবে নিধন॥
ঊর্দ্ধ মুখে মনে মনে ডাকি দেবতায়।
আমি মরি না মরি না করি খেদ তায়॥
তুমি ধর্ম্ম সর্ব্বময় আছ চরাচরে।
বিনা দোষে রাজকন্যা যেন নাহি মরে॥
রাজার সম্মুখে দূত করিল হাজির।
দেখি হুজুরেতে বসি রয়েছে ফকীর॥
মনে জানি বন্ধু মোর গেল দেশান্তরে।
কি আশ্চর্য্য দেখি তারে সভার ভিতরে॥
রাজা বলে দুরাচার ওরে নরাধম।
আমার নিকটে তোর এত পরাক্রম॥
খর্ব্বের এতেক গর্ব্ব কিসের কারণে।
শৃগাল হইয়া বাদ মৃগরাজ সনে॥
সত্য বল যেই দিন এলি এই খানে।
আমি যে দুষ্টের যম শুন নাই কাণে॥
কহিলাম তাহা ভাল জানি মহারাজ।
রাজা বলে তবে তোর কেন হেন কাজ॥
জানিয়া শুনিয়া কেন খেয়েছিলি জ্ঞান।
জাননা হারামজাদ্ লইব গর্দ্দান॥
বিনয়ে উত্তর করি শুন মহীপাল।
দীর্ঘজীবী হয়ে তুমি থাক চিরকাল॥
কিঙ্করের কথা প্রভু কর অবধান।
অতি যে ভয়ার্ত্ত ঘুঘু প্রেমে বলবান॥
তাহার কি মৃত্যু বলে মনে ভয় থাকে।
আপনি মদন যারে সহায়েতে রাখে॥
মার কাট যা কর সহিব মহারাজ।
নারীরে না কর বধ অধর্ম্মের কায॥
আমি আসি হলো তার যতেক জঞ্জাল।
জাগিল নিদ্রিত ব্যাঘ্র প্রেম হলো কাল॥
রূপসী নির্দ্দোষী প্রভু কিছু নাহি জানে।
সুখহন্তা হয়ে আমি আসি এই খানে॥
আমার কাটহ মাথা অপরাধী আমি।
দোহাই স্ত্রী বধ নাহি কর নরস্বামী॥
কহিতেছি এই সব নৃপের সভায়।
কেলি খোজা জেলেকায় আনিল তথায়॥
রাজকন্যা ধরে গিয়া রাজার চরণ।
রাখ রাখ মহারাজ ইহার জীবন॥
আমি কলঙ্কিনী করিয়াছি অপরাধ।
আমায় কাটহ যাবে সব অপবাদ॥
রাজা বলে আরে দুষ্টা আস্পর্দ্ধা কেমন।
রাখিতে বলিস্ তুই শত্রুর জীবন॥
প্রেমোল্লেখ মোর আগে ভয়নাহি মনে।
উজীর এখনি নিয়া বধ দুই জনে॥
ফাঁশি কাষ্ঠে মৃত্যু দেহ রাখিবে বান্ধিয়া।
খাইবে শকুনি কাক কুক্কুরে ছিঁড়িয়া॥
উচ্চৈঃস্বরে কহি আমি নৃপ সন্নিধান।
অধীনের আবেদন কর অবধান॥
ক্রোধে অন্ধ কেন হও বিবেচনা কর।
রাজার দুহিতা কেন বধ নৃপবর॥
শুনিয়া বিস্ময় রায় মৃদুভাষে কয়।
কে তুমি কাহার কন্যা দেহ পরিচয়॥
ক্রোধে রামা মোরে বলে কঠিন ভাষায়।
কি লাগি একথা তুমি কহিলে রাজায়॥
করিয়াছি যে কায কহিতে লাজ পাই।
বাঞ্ছা হয় আপনাকে আপনি লুকাই॥
মনে ছিল বিনা রবে মরণ হইবে।
আমার জনম জাতি কেহ না জানিবে॥
সে কথা কেমনে তুমি এখানে জানালে।
কলঙ্কিনী কামিনীরে লজ্জায় ভাসালে॥
নৃপতি নন্দিনী পরে ভূপতিরে কয়।
শুন তবে মহারাজ মোর পরিচয়॥
সাতামাস্প নামে যে পারস্য অধিপতি।
তাঁহার নন্দিনী এই অভাগা যুবতী॥
এত বলি কহিল সকল বিবরণ।
যে রূপে ছাড়িল পিতা প্রেমের কারণ॥

বলিয়া সকল কথা কহিল কামিনী।
পাপিনী রমণী আমি বড় কলঙ্কিনী॥
গুপ্ত কথা প্রকাশিতে বাঞ্ছা নাহি ছিল।
কি করি সঙ্কটে পড়ি কহিতে হইল॥
এখন মিনতি এই তোমার সদন।
অভাগীরে অবিলম্বে করহঁ নিধন॥
রাজা বলে চন্দ্রমুখি চিন্তা নাহি আর।
প্রেম জন্য কা'ল হস্তে পাইলে নিস্তার॥
মার্জ্জনা যদ্যপি নাহি করি অপরাধ।
অকলঙ্ক বিচারেতে রবে অপবাদ॥
অদ্যাবধি তোমার দাসিত্ব নিবারণ।
হোসনে দিলাম প্রাণ তোমার কারণ॥
চাপর কিঙ্কর আর সখী প্রিয়তমা।
তাহাদের মৃত্যু দণ্ডে করিলাম ক্ষমা॥
যাওহে তোমরা দোঁহে যথা বাঞ্ছা যাও।
ঈশ্বর করুন যেন দুঃখ নাহি পাও॥
প্রেম করিয়াছ বটে তোমরা দুজনে।
সুখেতে কাটাও কাল সে প্রেমাস্বাদে॥
পরে কহে নরপতি ফকীরের প্রতি।
ওরে নষ্ট বিশ্বাসঘাতক দুষ্টমতি॥
দেখিয়া বন্ধুর ভাগ্য নারিলি সহিতে।
আইলি আমার খর্পে তাহাকে ফেলিতে॥
তুই অতি অধম হিংস্রক দুরাশয়।
তোর মুণ্ড কাটি যদি তবে ভাল হয়॥
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকিয়া উজীরে।
জল্লাদ ডাকিয়া শীঘ্র সঁপিতে ফকীরে॥
জল্লাদ চলিল নিয়া ফকীর অজ্ঞানে।
সুবিচার হেরি কহি নৃপ বিদ্যমানে॥
তোমার সৌজন্য প্রভু কি কহিব আর
সত্যাসত্য বিচারেতে ধর্ম্ম অবতার॥
দুষ্ট পক্ষে অগ্নি তুমি শিষ্ট পক্ষে জল।
দ্বিতীয় নাহিক তব তুলনার স্থল॥
অতঃপর চারি জনে লইয়া বিদায়।
চলিলাম বাসস্থান আছিল যথায়॥
গিয়া দেখি গৃহ চিহ্ন কিছু নাহি আর।
করিয়াছে সমভূম আজ্ঞাতে রাজার॥
ইট কাট পাতর সকল নিয়া গেছে।
পাইয়াছে যেই যাহা সকলে লুটেছে॥
গৃহ গেল ক্ষতি নাই গৃহস্থের ক্ষতি।
আমাদের ক্ষতি মাত্র রত্ন হীরা মতি॥
রাজ অন্তঃপুর হতে চাপরেরে দিয়া।
দিয়াছিল কত দ্রব্য কন্যা পাঠাইয়া॥
সেসব নিজের ধন ভাগ্যে নাহি ছিল।
অতিথি পথিক পড়ি সব লুটে নিল॥
ভাবিতেছি কোথা যাই কি করি উপায়।
হেন কালে রাজদূত আইল তথায়॥
দূত বলে মহাশয় করি নিবেদন।
আমাকে ফিরোজ সাহা করিল প্রেরণ॥
মন্ত্রীর আছয় এক উত্তম বসতি।
সেই খানে কয় জনে থাকহ সম্প্রতি॥
অতঃপর আমাদিগে লইয়া চলিল।
দিব্য এক অট্টালিকা মধ্যেতে আনিল॥
দুই দিন সেই খানে হইল অতীত।
তৃতীয় দিবসে রাজমন্ত্রী উপনীত॥
আনিল রাজার ভেট বস্ত্র গাঁটি গাঁটি।
রেশম গরদ চেলি অতি পরিপাটী॥
বিষ তোড়া হেম মুদ্রা আনি দিল আর
প্রত্যেকতোড়াতেসংখ্যাএকেকহাজার॥
দুর্গতি আছিল অতি হইল সঙ্গতি।
অচিরায় চলিলাম বোগদাদ বসতি॥
পৈতৃক আলয়ে বাস করি গিয়া তথা।
বন্ধুগণ স্থানে ক্রমে বলি সব কথা॥
অবাক শুনিয়া সবে কহে একি একি।
কওহে হোসন তুমি বাঁচিয়া যে দেখি॥
তোমার দুজন অংশী ফিরিয়া আইল।
মরিয়াছ বলে সর্ব্বজনে জানাইল॥
অংশী দোঁহে আছে তথা শুনিলাম কাণে
কহিলাম গিয়া সব রাজমন্ত্রী স্থানে॥

সবিশেষ শুনি মন্ত্রী অনুজ্ঞা করিয়া।
দুই জন অংশিদিগে আনায় বান্ধিয়া॥
মন্ত্রীর আদেশে দোঁহে জিজ্ঞাসি তখন।
কি লাগি সাগরে মোরে কর নিক্ষেপণ॥
অংশীরা কহিল তুমি স্বপন দেখিলে।
সমুদ্রে ঘুমের ঘোরে আপনি পড়িলে॥
ভাল ভাল কহ শুনি উজীর জিজ্ঞাসে।
কি হেতু চিনিয়া না চিনিলে আর মাসে॥
তাহারা কহিল তারে নাহি দেখি তথা।
মন্ত্রী কহে সাবধান কহ সত্য কথা॥
দেখাব কি তথাকার কাজীর লিখন।
সত্য কথা বিনা যেন নিশ্চয় মরণ॥
শুনিয়া কম্পিত ত্রাসে নাহি সরে কথা।
উজীর বলেন আর লুকা চরি বৃথা॥
ভাল চাও সত্য কও কি লাগি মরিবে।
প্রহারে এখনি কথা বাহির হইবে॥
ভয়ে জহরিরা দোষ স্বীকার করিল।
ফটকে আটক করি তখনি রাখিল॥
নষ্ট বুদ্ধি ছল বল ধরে দুষ্ট জনে।
পলাইল কারাগার হইতে কেমনে॥
অন্বেষণ না হইল খুজিয়া সহর।
ঘর দ্বার লুট করি নিল নৃপবর॥
এই রূপে যত ধন রাজার হইল।
অপচয় ভাবি মোর কিছু তার দিল॥
আপদ হইল শান্তি থাকি হৃষ্ট মনে।
নিত্য নিত্য বাড়ে প্রেম রাজকন্যা সনে॥
দেবতা নিকট সদা করি নিবেদন।
সে রূপ আনন্দে যেন থাকি দুই জন॥
হায় সে কেবল আশা ভরসাই সার।
চিরকাল মানবের সুখ থাকে কার॥
এক দিন শুনহ আশ্চর্য্য বিবরণ।
সন্ধ্যাকালে যাই গৃহে করিয়া ভ্রমণ॥
ডাকা ডাকি হাঁকা হাঁকি করিনু বিস্তর।
কেহ নাহি খুলে দ্বার না দেয় উত্তর॥

মনে ভাবি কেন হেন নীরব সবাই।
দেখ আজি কোন বুঝি ঘটিল বালাই॥
পুনঃ২ ডাক হাক দ্বার দেই নাড়া।
সোর সার শুনিয়া উঠিল সব পাড়া॥
প্রতিবাসী কত লোক আইল সত্বরে।
কপাট ভাঙ্গিয়া শেষ প্রবেশি ভিতরে॥
গৃহে দেখি রক্তময় ভৃত্য গণ পড়ি।
কাটা মুণ্ড স্থানে স্থানে যায় গড়া গড়ি॥
জেলেকার ঘরে যাই জেলেকা বলিয়া।
জেলেকা নাহিক কেলি চাপর পড়িয়া॥
শোণিত বহিছে অঙ্গে নাহিক চেতন।
হয়েছে বিকট মূর্ত্তি বিকট দশন॥
হা প্রিয়া ২ কোথা ডাকি ঘনে ঘন।
না দেয় উত্তর নারী না পাই দর্শন॥
খুজি ঘর বাহির তল্লাশ নাহি পাই।
হুতাসে ধরায় পড়ি প্রাণ যেন নাই॥
হায় যদি সেই কালে মরণ হইত।
মনের যন্ত্রণা জ্বালা সকল ঘুচিত॥
আমার কপালে কেন সে সুখ হইবে।
অদৃষ্টেতে আছে দুঃখ তাহা কে ভোগিবে॥
ধরাগত দেখি মোরে প্রতিবাসী গণ।
যতন করিয়া তারা করায় চেতন॥
জিজ্ঞাসি পড়সিগণে কোথায় আছিলে।
এমন ডাকাতি ঘরে কেহ না শুনিলে॥
তাঁহারা কহিল মোরা কিছু নাহি শুনি।
কাজীর সভায় তবে গেলাম অমনি॥
জমাদার চোপদার কাজী কত দিল।
অন্বেষণ করি কোন তত্ত্ব না পাইল॥
তখন আমার মনে হইল উদয়।
জহরী ব্যতীত হেন কর্ম্ম কার নয়॥
সহচরী চাপরে নিধন গৃহে করি।
প্রাণাধিক জেলেকারে করিয়াছে চুরি॥
দারুণ বিচ্ছেদ জ্বালা সহ্য নাহি হয়।
চিন্তানলে ক্রমে হলো জীবন সংশয়॥

তদন্তর বিক্রয় করিয়া ভদ্রাসন।
মৌজলেতে যাই কাল করিতে যাপন॥
তথায় আছিল এক কুটম্ব আত্মীয়।
ধনবান সদাগর রাজ মন্ত্রী প্রিয়॥
আমারে সে সমাদরে রাখিল আলয়।
সময়ে মন্ত্রীর সঙ্গে হইল প্রণয়॥
কর্ম্ম দক্ষ দেখি মন্ত্রী সাপক্ষ হইল।
রাজার সভার কর্ম্মে নিযুক্ত করিল॥
যে কাযে যখন মন্ত্রী দেন কোন ভার।
অবাধায় সমাধা তখনি করি তার॥
মন্ত্রীর অনেক শ্রম হইল লাঘব।
আমার মন্ত্রণা লয় করিয়া গৌরব॥
কালেতে তাহার কাল আসি উপস্থিত।
সে পদে ভূপতি মোরে করে নিয়োজিত॥
দুই বর্ষ সেই কর্ম্ম করি সমাধান।
রাজা প্রজা পরিতুষ্ট কেহ নহে আন॥
দেখিয়া আমার কর্ম্ম তুষ্ট হয়ে রায়।
আতল মুলক খ্যাতি দিলেন আমায়॥
সে সম্পদে শত্রু মাত্র কেবল বাড়িল।
সভাস্থ সকলে দ্বেষ করিতে লাগিল॥
জ্বলিল সবার হৃদে হিংসা হুতাশন।
আমার এপদে কারো নহে তুষ্ট মন॥
বিবিধ সাধনা করে যাহে মন্দ হয়।
রাজা না বিশ্বাস করে যত তারা কয়॥
রাজপুত্র দিয়া কুচ্ছা করাইল শেষ।
পুত্র বাক্য এড়াইতে নারিল নরেশ॥
সে অবধি ছাড়িয়া তাঁহার অধিকার।
আসিয়া রয়েছি প্রভু আশ্রয়ে তোমার॥
বিশেষ কাহিনী এই শুনহে রাজন।
জেলেকার জন্য সদা বিষাদিত মন॥
তাহার বিচ্ছেদানল সদত প্রবল।
তিল আদি কোন রূপে না হয় শীতল॥
জানিতাম যদ্যপি মরেছে নৃপবালা।
তবে বুঝি পূর্ব্বমত যেতো শোক জ্বালা॥
মরিয়াছে কিম্বা আঁছে নিরূপণ নাই।
মনের আগুন মোর সদা জ্বলে তাই॥
দিবানিশি সে রূপসী জাগিতেছে মনে।
আমার বিরস ভাব তাহার কারণে॥

বদর উদ্দিন লোলো রাজার ইতিহাসের অনুবৃত্তি।

ইতিহাস এইরূপ, শ্রবণ করিয়া ভূপ,
কহিলেন শুন মন্ত্রীবর।
থাক সদা বিষাদিত, তাহে নাহি চমকিত,
শুনি তব দুঃখের আকর॥
কিন্তু তাহা বলি যেন, মনে নাহি কর হেন,
সবে হারাইল রাজবালা।
এ কেবল ভ্রান্তি তব, যদি কর অনুভব,
সকল লোকের আছে জ্বালা॥
কতলোক সুখী আছে, কিবা কব তব কাছে,
সিফল মলুকে দৃষ্টি কর।
সর্ব্ব অংশে তার সুখ, কিছু নাহি দেখি দুঃখ
নহে তার তাপিত অন্তর॥
হাসিয়া উজীর কয়, এরূপ অনেকে হয়,
ভিতর বাহির কি সমান।
কিআছেকাহারমনে, কেপারেবুঝিতেক্ষণে
আমার না হয় সত্য জ্ঞান॥
রাজাকহে সে উত্তম, ঘুচাব তোমার ভ্রম,
ডাকত হে সিফল মলুকে।
রাজার আদেশ পায়, জমাদার বেগে ধায়,
আনে তারে সবার সম্মুখে॥
প্রিয়বরে দেখি ভূপ, জিজ্ঞাসিল এই রূপ,
কহ কহ রাজার তনয়।
তোমায় যে রূপ দেখি, জ্ঞান হয় তুমি সুখী
সত্য মিথ্যা কহিবে নিশ্চয়॥
শুনিয়া নৃপের বাণী, কুমার অদ্ভুত মানি,
কহে ভূপে শুন নরপতি।

তুমি পৃথিবীর স্বামী,তোমার অধীনআমি
আমার কি আছেহে দুর্গতি ॥
প্রধান সভাস্থ যত,প্রশংসে আমারে কত,
অনুগত নিয়ত আমার।
কভু নাহি দুঃখ জানি,নিবেদন দণ্ডপাণি,
সদা সুখী কিঙ্কর তোমার ॥
রাজা বলে রাজ পুত্র, হয়েছে কথার সূত্র,
প্রশংসার কথা ইহা নয়।
কহিতেছে মন্ত্রীবর, সন্তোষিত নাহি নর,
সুখী তুমি মোর মনে লয় ॥
কারণ জিজ্ঞাসি তাই,স্বরূপ শুনিতে চাই,
সত্যকহি বিনাশ সংশয়।
সুখী দুঃখী যাহা হও,অকপটে তাহা কও,
ইথে তব আছে কিবা ভয় ॥
শুনি বাণী যুবরাজ, কহে শুন মহারাজ,
আজ্ঞা যদি করিলে কিঙ্করে।
তবে তথ্য সত্য কই,চিন্তা ছাড়া নাহি রই,
সদা চিন্তা দহিছে অন্তরে ॥
সুখিমাঝে সদা বাস, শয়ন ভোজন বাস,
তাহে নাহি কোন অপ্রতুল।
তথাপি হে নৃপবর, মনোদুঃখ নিরন্তর,
হৃদে বিঁধে আছে যেন শূল ॥
ডেমস্কস অধিপতি, শুনিয়া আশ্চর্য্য অতি
মৌনভাবে মনে অনুমানে।
এইবা মন্ত্রীর সমা, নিতম্বিনী নিরুপমা,
হারায়েছে বুঝি কোন স্থানে ॥
নানাচিন্তাকরিপরে,কুমারে জিজ্ঞাসাকরে
কহ শুনি তোমার কাহিনী।
এই মম মনে ধ্যায়,তুমি বা মন্ত্রীর ন্যায়,
হারায়েছ প্রিয়া প্রেমাধিনী ॥
শুনিয়া রাজার বাণী,রাজপুত্র যুড়ি পাণি,
কহিছে কাহিনী আপনার।
সভাস্থ সমস্ত তবে,কৌতুকে নীরবে সবে,
একভাবে শুনে মর্ম্ম তার ॥

সিফল মলুক রাজপুত্রের ইতিহাস।

সিফল মলুক বলে শুন নরপতি।
আসম্বেন সিফান মিশর অধিপতি ॥
অগ্রে বলিয়াছি আমি তাহার নন্দন।
পাইয়াছে সহোদর পিতৃ সিংহাসন ॥
বয়স ষোড়শ বর্ষ যখন আমার।
এক দিন মুক্ত দেখি ভাণ্ডারের দ্বার ॥
প্রবেশিয়া ধনাগারে হরষিত মন।
মনোহর দ্রব্য কত করি দরশন ॥
কাষ্ঠের সিন্দুক এক দেখি আচম্বিত।
জহর প্রবাল লাল হীরায় খচিত ॥
সুবর্ণের চাবি ছিল তাহার উপরি।
খুলিয়া সিন্দুকে দেখি অপূর্ব্ব অঙ্গুরী ॥
কাঞ্চনের কৌটা এক হেরি তার কাছে।
চিত্তহরা চিত্র তাহে ঢাকা রহিয়াছে ॥
হেরিতে হরিল মন বলি হায় হায়।
ধরণী এমন নারী ধরিল কোথায় ॥
কি বাহার কিবা ভাব নয়ন ভঙ্গিমা।
কারে বিধি গড়িয়াছে এ হেম প্রতিমা ॥
ধন্য সেই চিত্রকর ধন্য তার তুলি।
ধন্য সে ভাবক বটে ধন্য তারে বলি ॥
বিচিত্র হেরিয়া চিত্র নেত্র নাহি উঠে।
আচম্বিত মন মাঝে ফুলবান ফুটে ॥
মনে ভাবি কিবা রূপ ভুবনমোহিনী।
নিশ্চয় হইবে কোন রাজার নন্দিনী ॥
রাখিয়াছে চিত্র তাই যতনে লিখিয়া।
হবে বুঝি অদ্যাপিও আছে সে বাঁচিয়া ॥
চিত্রতে জন্মিল প্রেম ত্যজিতে না পারি।
অঙ্গুরী সহিত ছবি করিলাম চুরি ॥
সায়েদ নামেতে ছিল পাত্র এক জন।
বয়সেতে জ্যেষ্ঠ কিছু, বিশ্বাসী সুজন ॥
বিস্তারিয়া কহি তারে সব বিবরণ।
শুনিয়া বলিল ছবি দেখিব কেমন ॥

উলটি পালটি চিত্র হেরিল লইয়া।
পশ্চাৎ পশ্চাতে নাম পাইল খুঁজিয়া॥
"কাবাল নামেতে রাজা বিক্রম বিশাল।
তাঁহার তনয়া এই বেদেল জমাল"॥
পাইয়া নারীর নাম হরিষ অন্তর।
পাত্রে কহিলাম তত্ত্ব করহ সত্তর॥
কোথায় রাজত্ব করে কাবাল রাজন।
যাইব তাঁহার দেশে কন্যার কারণ॥
সায়েদ সন্ধান লাগি অনেক জানায়।
কিন্তু তত্ত্ব বার্ত্তা তার কিছু নাহি পায়॥
সন্ধান না পেরে পনে করি এই পণ।
কন্যা জন্য দেশে দেশে করিব ভ্রমণ॥
এহেন কামিনী যদি খুজিয়া না পাই।
ভ্রমিব অরণ্য গিরি দেশে কায নাই॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি পিতার গোচর।
দেখিতে বাসনা বড় বোগ্‌দাদ নগর॥
যদি আজ্ঞা দিয়া তূর্ণ করহ বিদায়।
কামনা করিয়া পূর্ণ আসিব হেথায়॥
ছলে কলে ভুলাইয়া লয়ে অনুমতি।
বোগ্‌দাদ নগরে যাই সায়েদ সংহতি॥
ধুমধামে যাই হেন ছিল না বাসনা।
সঙ্গে মাত্র চলিল কিঙ্কর কয় জনা॥
দেশ ছাড়ি অঙ্গুলিতে দিলাম অঙ্গুরী।
চিত্তহরা চিত্র হেরি কৌটা হস্তে করি॥
দিবা বিভাবরী কথা সায়েদের সনে।
বেদেল জমাল দেশ পাইব কেমনে॥
অবশেষে উত্তরিয়া বোগ্‌দদ বসতি।
দেখিলাম রাজধানী চমৎকার অতি॥
বিজ্ঞ স্থানে সেই খানে সদা করি তত্ত্ব।
কোথায় কাবাল রাজা করেন রাজত্ব॥
শুনিয়া সকলে বলে আমরা না জানি।
বসরা নগরে যাও আছে এক জ্ঞানী॥
পামনুবা নাম তাঁর বয়স বিস্তর।
লোকে কয় এক শত সপ্ততি বৎসর॥
সর্ব্বজ্ঞ সুধীর শান্ত অতি জ্ঞান বান।
ইহার তদন্ত তুমি পাবে তাঁর স্থান॥
এত শুনি যাত্রা করি বসরা নগরে।
তত্ত্ব করি চলিলাম বৃদ্ধের গোচরে॥
প্রবীণ জিজ্ঞাসে হাসি কহ অভিপ্রায়।
তোমাদের আগমন কি লাগি হেথায়॥
কহিলাম মহাশয় করি নিবেদন।
কাবাল রাজার নাহি পাই অন্বেষণ॥
বোগ্‌দাদে করিতে তত্ত্ব বিজ্ঞগণ স্থানে।
তাঁরা পাঠাইয়া দিল তব সন্নিধানে॥
সব তত্ত্ব জ্ঞান তুমি বহুদর্শী জন।
কাবাল রাজার কিছু কহ বিবরণ॥
বৃদ্ধ বলে বিশেষ না জানি তাঁর ধাম।
অতিথি পথিক মুখে শুনা মাত্র নাম॥
সিংহল দ্বীপের কাছে আছে এক দ্বীপ।
তথায় রাজত্ব করে কাবাল অধিপ॥
যেমন শুনেছি কর্ণে কহিলাম তাই।
ভ্রম হলে হতে পারে সত্য জানি নাই॥
বৃদ্ধের নিকটে এই আভাষ পাইয়া।
চলিলাম সেই দণ্ডে প্রণাম করিয়া॥
সদাগরি তরি এক সুরাটেতে যায়।
যাত্রা করিলাম মোরা আরোহিয়া তায়॥
গোয়াতে গমন করি সুরাট হইতে।
তরণী মিলিল তথা সিংহল যাইতে॥
চলিলাম সুখে সবে তরণী বাহিয়া।
সে দিন সহায় হলো পবন আসিয়া॥
পরদিন বৈরিভাব ধরিল অনিল।
চঞ্চল হইল অতি সাগর সলিল॥
প্রলয়ের প্রায় বায়ু বহিতে লাগিল।
পর্ব্বত সমান ঢেউ উঠিতে থাকিল॥
তরঙ্গে তরণী তুলে গগণ মণ্ডলে।
কখন নামায়ে যেন ফেলায় অতলে॥
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ক্ষণে নাহি হয় হ্রাস।
আতঙ্কে অবশ অঙ্গ ছাড়ি প্রাণ আশ॥

কাল ব্যাজ নাহি আর নিকটেতে কাল।
কপাল ভাঙ্গিল মাজি ছাড়ি দিল হাল॥
কাণ্ডারী বিহনে তরি ভাসিয়া চলিল।
সমীর কতেক দূরে আনিয়া ফেলিল॥
মালদ্বীপ কাছে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল।
সেখানে কেমনে তরি আসিয়া লাগিল॥
পাইয়া অকুল কুল সবে হর্ষমতি।
দূরে দেখা গেল বন তৎপরে বসতি॥
ভূমিতে নামিতে সবে সাজিতে লাগিল।
প্রবীণ নাবিক এক, নিষেধ করিল॥
বলিল নেমনা ভূমে শুন মোর কথা।
দুরন্ত কাফরি জাতি বাস করে তথা॥
তাহারা পুতুলভজে পুজে অজাগরে।
অহির আহার দেয় যদি পায় নরে॥
যুক্তিসিদ্ধ নাহি হয় হেথা পদার্পণ।
এখনি তরণি খুলি কর পলায়ন॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাণী কেহ না মানিল।
জাহাজ খুলিব কল্য অধ্যক্ষ বলিল॥
হায় হায় তরি যদি তখনি খুলিত।
ভুজঙ্গ উদরে তবে কেহ না যাইত॥
অর্দ্ধরাত্রে কতিপয় কাফরি আসিয়া।
আচম্বিত জাহাজেতে উঠিল ঝাপিয়া॥
একে একে শৃঙ্খলে বান্ধিয়া সর্ব্ব জনে।
লইয়া চলিল দ্বীপে দুষ্ট দস্যুগণে॥
যাইতে যাইতে ভানু উদয় হইল।
কানন ত্যজিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ো ঘর সব দেশ ময়
তাহার মাঝেতে উচ্চ রাজার আলয়॥
আমাদিগে ভূপতির সম্মুখে আনিয়া।
বলিল প্রণাম কর ভূমিষ্ঠ হইয়া॥
কাষ্ঠময় সিংহাসনে বসিয়া রাজন।
ভয়ঙ্কর কলেবর ভীষণ দশন॥
অসিত বরণ তাহে অতি কদাকার।
ভূত বলে ভয়ে প্রাণ শিহরে সবার॥
কজ্জল জিনিয়া রূপে রূপসী নন্দিনী।
ত্রিংশত্ বৎসর বয় সাক্ষাৎ সঙ্খিনী॥
বসিয়া পিতার পাশে ঘোমটা বারিয়া।
বদন হেরিলে যায় মদন ছাড়িয়া॥
রাজার নিকটে সব সম্বাদ কহিল।
শুনি তুষ্ট হাপ্সীরাজ অনুমতি দিল॥
উজীর রাখহ নিয়া একয় জনায়।
নিত্য নিত্য বলি এক দিবে দেবতায়॥
রাজার আদেশে মন্ত্রী রাখে কারাগারে
খাদ্য দ্রব্য দেয় কত পুষ্ট করিবারে॥
প্রভাত না হতে নিশা ধরি এক জনে।
ভুজঙ্গের মুখে দিল দুষ্ট দস্যু গণে॥
পরদিন পুনর্ব্বার আর জনে দিল।
নিত্য নিত্য এই রূপে মারিতে লাগিল॥
মরিল তরণি পতি আর কর্ণধার।
নাবিক মরিল ক্রমে কিঙ্কর আমার॥
সায়েদ আমায় দোঁহে রহিলাম শেষ।
ভাবিতাই কার ভাগ্যে আগে আছে ক্লেশ
সায়েদ কান্দিয়া কয় রাজার কুমার।
একি দশা পরিশেষ হইল দোঁহার॥
প্রভাত হইলে নিশা হইবে মরণ।
আগে যেন মরি আমি প্রার্থনা এখন॥
বধিতে তোমায় যদি আগে লয়ে যায়।
মৃত্যুর অধিক শোক পাইব তাহায়॥
ঝর ঝর ঝরে আঁখি শুনি তার খেদ।
বলি কেন সঙ্গে মোর আইলে সায়েদ॥
যেই জন্যে আসা তাহা পাবনা বলিয়া।
কত মানা করেছিলে মোরে বুঝাইয়া॥
বুঝিয়া সুঝিয়া কেন অবুঝ হইলে।
অবাধ্যের সঙ্গে কেন মরিতে আইলে॥
আমার মরণ ছিল মরিতাম আমি।
একিহে পরের তরে প্রাণ দিবে তুমি॥
এইরূপে দুইজনে নানা দুঃখ কথা।
হেন কালে দুই হাপ্সী দেখাদিল তথা॥

আমারে আইস বলি ডাক দিল তারা।
শুনিয়া শুকায় রক্ত চক্ষে বহে ধারা॥
সায়েদে বলিব কথা জন্মশোধ যাই।
বলিব কি চাহামাত্র বাক্য মুখে নাই॥
লইয়া চলিল পরে শিবির ভিতরে।
ভাবি বুঝি এই খানে দিবে অজাগরে॥
হেন কালে তথা এক হাপ্সিনী আইল।
ভয় কি ভাবনা কেন হাসিয়া কহিল॥
হবে না মরণ তব সঙ্গিগণ প্রায়।
রাজকন্যা ভাগ্যবান করিবে তোমায়॥
সে ভাগ্যের কথা কত কহিব এখনি।
তাঁর মুখে বিস্তারিত শুনিবে আপনি॥
প্রতীক্ষা করিয়া ধনী আছেন বসিয়া।
আমি তাঁর সখী চল যাইব লইয়া॥
শুনিয়া দুজন হাপ্সি অন্তর হইল।
সহচরী সঙ্গে করি লইয়া চলিল॥
দেখি গিয়া রাজকন্যা ক্ষুদ্র এক ঘরে।
বসি পশু চর্ম্মে মোড়া ঘড়াঞ্চি উপরে॥
কজ্জল জিনিয়া বর্ণ অন্ধমত প্রায়।
বর্ম্মরূপে ব্যাঘ্র চর্ম্ম লিপ্ত সব গায়॥
কোটরে নয়ন দুটি মিট মিট করে।
উলটিয়া নাশা গিয়া উঠেছে উপরে॥
ভুরুতে নাহিক লোম কপাল প্রকাণ্ড।
বদন মেলিলে হয় ভয়ঙ্কর কাণ্ড॥
কিবা মুখ পরিসর দন্ত পিঙ্গুলিয়া।
বড়বড় দুটি ঠোঁট পড়েছে ঝুলিয়া॥
কদর্য কুটিল তার কুন্তলের ভার।
মধ্যস্থানে কেশ নাই অতি কদাকার॥
জরদ বস্ত্রের টুপি শোভা পায় মাথে।
স্বেত নীল পীত পক্ষি পক্ষযুক্ত তাতে॥
গলায় পরেছে মালা লাল কালা রঙ্গ।
হেরিতার রূপ উঠে ভয়ের তরঙ্গ॥
বেদেল জমালে যেবা সদা ধ্যান করে।
এহেন জন্তু কি তার মনে কভু ধরে॥

সখী সঙ্গে আমি যাবা মাত্র সেই ঘরে।
আইস আইস বলে সমাদর করে॥
এসো যুবা মোর পাশে বসহ আসিয়া।
তোমার মনের দুঃখ ফেলিব ঘুচিয়া॥
পড়েছ পিতার হাতে তাহে কিবা দুঃখ।
জানিবে ফিরিল ভাগ্য পাবে স্বর্গসুখ॥
ধরিয়া বসায় তবে আপনার কাছে।
বলে মন উচ্চাটন বড় হইয়াছে॥
ভাল ভাল দুঃখী নহি জানি আমি হবে
এমন সৌভাগ্যে মন স্থির কেন রবে॥
শুন শুন শান্ত হও ভাব কিবা আর।
হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইলে এবার॥
কিবা ছিলে কিবা হলে খেতো কালসাপে।
এখন নাগর আর কায নাহি তাপে॥
বড় বড় লোক আছে পিতার সভায়।
দেখিয়া আমার রূপ সবে মোহ যায়॥
বারেক তাদের পানে ফিরে না চাহিয়া।
একান্ত নিলাম কান্ত তোমারে বাছিয়া॥
এইমত প্রেম কত হাপ্সিনী জানায়।
শুনিয়া সরমে মরি মনের ঘৃণায়॥
এমন কুরূপা যেবা, দেখে লাগে ত্রাস।
তার নাকি পূরাইতে পারি অভিলাষ॥
যদিকহি বিপরীত বিপরীত ঘটে।
দুইমতে পড়িলাম বিষম শঙ্কটে॥
কথা না কহাতে কন্যা হাসি ২ কহে।
অবাক হয়েছ তাহা চমৎকার নহে॥
ভুঞ্জিবে হে এমন সুন্দরী লয়ে সুখে।
তাহে কি আনন্দে আর কথা সরে মুখে॥
ভালভাল রুষ্ট নহি তুষ্ট আমি তায়।
পষ্ট ভাবে পুষ্ট আছ ভাবে বুঝা যায়॥
এতবলি দিল কর করিতে চুম্বন।
মধুপান করাবার পূর্ব্বের লক্ষণ॥
এইরূপ নিজ রূপে গর্ব্ব সর্ব্ব ভাবে।
ভাবেতারে যেপাবে সে হাতেস্বর্গ পাবে॥

আমি ভাবি যে ভাবে যে ভাব সমুদায়।
সে ভাবে নাহি সে ভাবে স্বভাবে ঘটায়॥
হেন কালে দুই দাসী আসিয়া সত্বরে।
বিছাইল ব্যাঘ্র চর্ম্ম ঘরের ভিতরে॥
পিষ্টক তণ্ডুল সিদ্ধ পাত্র করি দিল।
মধুপর্ক মাংস তায় আনিয়া রাখিল॥
শয়ন করিয়া কন্যা খাইতে লাগিল।
আমায় টানিয়া নিয়া কাছে শেয়োইল॥
খায় খায় মুখে দেয় তার এঁটো ভাত।
ভাতনাহি মুখে রুচে গন্ধে উঠে আঁত॥
মনের দুঃখেতে মরি নাহি ক্ষুধাবোধ।
খাও খাও বলি ততো করে উপরোধ॥
কি হয়েছে কহ নাথ কেন ক্ষুধা নাই।
প্রেমে চিত্ত গদগদ বুঝিলাম তাই॥
আশাপথ চাহি আছ ক্ষুধা কি রহিবে।
ভাবিতেছ কতক্ষণে সুধা বরিষিবে॥
শান্ত হও প্রাণকান্ত দিবস এখন।
রমণী পেয়ে কি সব হলে বিস্মরণ॥
কেমনে তুষিব আমি এখন তোমায়।
নৈরাশ না হবে সখা হইবে নিশায়॥
এখন যাইব আমি জনক সদন।
তোমার জীবন দণ্ড করাব মোচন॥
তোমার যে সঙ্গী আছে তারে বাঁচাইব।
মির্শা সহচরী সঙ্গে তার বিয়া দিব॥
এত বলি উঠে রামা হাসিতে হাসিতে।
করিল সভার বেশ সভায় যাইতে॥
নারী বলে এবে তব সঙ্গিস্থানে যাও।
সুখের বৃত্তান্ত গিয়া তাহারে জানাও॥
দুইজনে দুই জনা যুবতী পাইবে।
ইহার অধিক ভাগ্য কি আর হইবে॥
একত্রে আইলে কিন্তু সকলে মরিল।
ভাগ্য বশে তোমাদের অদৃষ্ট ফিরিল॥
যাও যাও দিবা অন্তে শীঘ্র ডাকাইব
আহার বিহারে দোঁহে নিশি পোহাইব॥
এতেক বলিল যদি হইয়া বিদায়।
চলিলাম ত্বরা করি সায়েদ যথায়॥
সায়েদ আনন্দে ভাসে পুনশ্চ হেরিয়া।
একি কহ রাজপুত্র আইলে ফিরিয়া॥
ভাবি মনে এতক্ষণে দিল বলিদান।
খাইল ভুজঙ্গ যারে পূজয় অজ্ঞান॥
ভাবিয়া তোমার গতি ভাসে দুনয়ন।
কহ কহ যুবরাজ শুনি বিবরণ॥
এত শুনি কহি তারে শুন তবে ভাই।
আপনার প্রাণ রক্ষা আপনার ঠাঁই॥
সায়েদ কহিল শুনি একি চমৎকার।
কহ দেখি শুনি তবে সুখ সমাচার॥
পুনঃ কহিলাম আমি সুখ কেন ভাবো।
জাননা যে কত দুঃখে এ জীবন পাবো॥
শুন যদি বিবরণ বিষাদ হইবে।
মরণ মঙ্গল তুমি বরঞ্চ কহিবে॥
তদন্তর কহিলাম বিস্তারিয়া তারে।
যে কথা রাজার কন্যা কহিল আমারে॥
শুনিয়া সায়েদ কহে শুন মহাশয়।
এহেন কুৎসিতা নারী তব যোগ্যা নয়॥
কিন্তু কি করিবে বল প্রাণ বড় ধন।
অবহেলা করি কেন দিবে নিরঞ্জন॥
অকাল মরণ যুক্তি নহে যুবরাজ।
বিপদ সময়ে কর সুবুদ্ধির কায॥
আমি কহি ওহে ভাই ভাল বুঝাইলে।
তুমি কি বাঁচিতে চাহ এমন হইলে॥
পরের সময়ে এত দিতেছ ভরসা।
জাননা এখন শেষ তোমার কি দশা॥
মির্শা নামা হস্মরার আছে এক দাসী।
সে তোমার হইয়াছে প্রেম অভিলাষী॥
যামিনী হইলে যেতে হবে তার পাশ।
বল দেখি তুমি কি পূরাবে তার আশ॥
সে সময়ে যদি নাহি করহ অন্যথা।
তবে জানি তোমার সকল সত্য কথা॥

শুনিয়া সায়েদ স্তব্ধ বদন পাঙ্গাস।
শিহরিয়া বলে হায় একি সর্ব্বনাশ॥
ধিক্ মোরে প্রেম তরে পরাণ রাখিব।
কি ভয় ভুজঙ্গ মুখে আপনি যাইব॥
লক্ষ লক্ষ বার যদি সেই সাপে খায়।
সে বরঞ্চ সুখ প্রাণে কায নাহি তায়॥
কহিলাম কেন ভাই একি কথা কও।
আপনার বেলা কেন অসম্মত হও॥
দেখ দেখি সে তোমায় এমন সদয়।
তারে হতাদর করা কভু যুক্ত নয়॥
অন্যের সময়ে বল প্রাণ বড় ধন।
আপন সময়ে ভুল সে প্রাণ কেমন॥
আপনি ঘৃণায় যাহে মরিবারে চাও।
সেই কর্ম্মে অন্য জনে কেমনে লয়াও॥
বুঝ দেখি যেই কর্ম্মে শিহরে অন্তর।
তাহাতে প্রবৃত্তি করে কেবা হেন নর॥
অতি যে কামুক ব্যক্তি সেও কাঁপে ত্রাসে
কার সাধ্য এমন জন্তুকে ভালবাসে॥
হাপ্‌সিনী প্রেতিনী প্রায় দেখে ভয় লাগে।
কেমনে বাঁচিব বল তার অনুরাগে॥
মরিব বরঞ্চ সখা সেও অঙ্গীকার।
এরূপে বাঁচিয়া প্রাণে কায নাই আর॥
এতেক শুনিয়া সখা স্বীকার করিল।
মরণ মঙ্গল তায় নির্দ্ধার্য্য হইল॥
যখন ডাকিয়া করে প্রেমের আভাষ।
বিরাগ তখন তাহে করিব প্রকাশ॥
ক্রুদ্ধা হয়ে কুৎসিতাঙ্গী ভুজঙ্গেরে দিবে।
মরিব সে প্রেম নাহি করিতে হইবে॥
এরূপ প্রতিজ্ঞা করি আছি দুই জনে।
ভাবিতেছি বিভাবরী হবে কতক্ষণে॥
ক্রমে রবি অস্ত গেল রজনী হইল।
কালা কাফ্রি দুই জন তখনি আইল॥
তারা কহে ধন্য ধন্য তোমরা দুজন।
শুভ ক্ষণে এখানে করেছ পদার্পণ॥
এসো দোঁহে সুখভোগ করহ আসিয়া।
আছে দুই কোমলাঙ্গী আশ্বাসে বসিয়া॥
এত বলি দুইজনে লইয়া চলিল।
কন্যার হজুরে নিয়া হাজির করিল॥
রাজকন্যা সখী সঙ্গে একত্রে তখন।
বসিয়া বাঘের ছালে করিছে ভোজন॥
দেখ মাত্র কাফ্রিকন্যা আদরে সম্ভাষে।
বলে এসো প্রাণ নাথ বসো মোর পাশে॥
সখী সঙ্গে তব সঙ্গী একত্রে বসিবে।
যে যার কামিনী তার নিকটে থকিবে॥
খেতেছিল মদ্য মাংস খাদ্য দ্রব্য যাহা।
বসাইয়া দুই জনে খাওয়াইল তাহা॥
মির্শা সখী মৃত্তিকার ভাণ্ডেতে করিয়া।
নন্দিনীরে দেয় সুরা ভরিয়া ভরিয়া॥
হাপ্‌সি কন্যা মদ্য পান করে কুতূহলে।
আমায় করিতে তুষ্ট মিষ্ট কথা বলে॥
মির্শাও সায়েদ সনে করে পরিহাস।
মাতিল হাপ্‌সিনী দোঁহে কে পূরাবে আশ॥
বাড়া বাড়ি দেখি শেষ সহিতে না পারি।
কথার কৌশলে দোঁহে কত তিরস্কারি॥
রুষ্ট বাক্য শুনিয়া রুষিল দুষ্টমতি।
ধরিল বিকৃত মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর অতি॥
ক্রোধে কহে রাজকন্যা ওরে দুরাচার।
সততার এই বুঝি যোগ্য ব্যবহার॥
কৃপা করি দুই জনে দেই প্রাণ দান।
তার প্রতিফল বুঝি ওরে বেইমান॥
প্রেমে অপমান এত করিলি আমার।
জান না এখনি প্রাণ বধিব দোঁহার॥
আমাকে তাকায়ে কহে শুন দুরাশয়।
এরীতি পিরিতে কেন নাহি মনে ভয়॥
হম্বরা লাবণ্যবতী যৌবনের তরি।
কি চক্ষে দেখিস্ তারে হতাদর করি॥
নিন্দিস্ আমায় তুই কিসের কারণে।
কি কলঙ্ক আছে মোর এনব যৌবনে॥

ভাল করি দেহ মোর দেখ সহচরী।
কোথা কোন দোষ থাকে কহ সত্য করি॥
আমি কিলো অঙ্গ হীনা কুৎসিতা রমণী।
কি দোষ বদনে মোর কহলো সজনী॥
মির্শা বলে ঠাকুরাণী কি কহিব আর।
ধরণীতে তব তুল্য নারী দেখা ভার॥
আহা মরি কিবা তব নয়ন ভঙ্গিমা।
মূর্চ্ছা যায় সেই জন যে জানে মহিমা॥
ভূমণ্ডলে নাহি দেখি মূঢ় এর পর।
এমন রূপের কিসে করে হতাদর॥
অবাক হয়েছি মেনে এদের দেখিয়া।
এরূপ দেখিয়া থাকে কিরূপে বাঁচিয়া॥
হেরিয়া মরিত কিম্বা পাগল হইত।
রূপের গরিমা তবে কিঞ্চিৎ থাকিত॥
রাজন্যা বলে সত্য বলিলে সঙ্গিনী।
তুমিত সামান্যা নহ মদন মোহিনী॥
দেখ সখী কত করি বাঁচাইনু প্রাণ।
তাই কি সহিতে হলো য়েষ অপমান॥
জমাদারে ডাক দিয়া আন সহচরী।
অজাগরে দিতে দোঁহে সমর্পণ করি॥
আজ্ঞামাত্র মির্শা গিয়া ডাকে জমাদারে
কন্যা কহে সর্পে নিয়া দেও দুজনারে॥
ধরিয়া লইয়া যায় পুনঃ ডাকি কয়।
একেবারে নষ্টকরা যুক্তি সিদ্ধ নয়॥
এক কালে মারি যদি সুখ তাহে হবে।
যন্ত্রণা পাবে না ভাল মনে খেদ রবে॥
অতএব দুজনারে জাঁতা পেষাইবে।
দিবা রাত্র এক বার বিশ্রাম না দিবে॥
নৃপজা নিদেশে দোহে লইয়া চলিল।
নগরের প্রান্ত ভাগে আনিয়া রাখিল॥
দিবা নিশি জাঁতা পিষি বসি দুই জনে
কথা না কহিতে দেয় অনুচর গণে॥
কখন বা কাষ্ঠবোঝা মাথায় চাপায়।
ভঙ্গে অঙ্গ জড় সড় চলা নাহি যায়॥

কাতর দেখিয়া দোঁহে যত কাফ্রিগণ।
হাসিয়া প্রেমের কথা করে উত্থাপন॥
অমনি সে পোড়া রূপ অন্তরে জাগিত।
ঘৃণায় দুর্ব্বল দেহ সবল করিত॥
ভাবিতাম জাঁতা পিষি সে বরঞ্চ সুখ।
আর যেন নাহি হয় দেখিতে সে মুখ॥
একদিন বহু শস্য পিষিতে বলিয়া।
গ্রামে গেল হাপ্‌সিগণ দুজনে রাখিয়া॥
কেহ মাত্র নাই তথা আমরা উভয়।
পাত্রে কহি দেখ ভাই এইতো সময়॥
হাপ্‌সিরা গিয়াছে গ্রামে জন প্রাণী নাই।
চল শীঘ্র এ সময় আমরা পলাই॥
জলধি কুলেতে চল যাই দুই জনে।
তরণি পাইব তথা লইতেছে মনে॥
সায়েদ বলিল প্রভু এই যুক্তি বটে।
যদি তরি পাই তবে তরিব সঙ্কটে॥
কত সবো পাপ জ্বালা সহ্য করা ভার।
মরণ বিহনে দেখি নাহিক নিস্তার॥
চল ত্বরা করি তবে যাই দুই জন।
সদয় হইলে বিধি বাঁচিবে জীবন॥
নিতান্ত তাঁহারে যদি দেখি পরাঙ্মুখ।
সিন্ধুনীরে ঝাঁপ দিয়া ঘুচাইব দুঃখ॥
এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া আচম্বিত।
পারাবার তটে গিয়া দোঁহে উপনীত॥
কিবা ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখি গিয়া তীরে।
নাবিক বিহীন তরি ভাসিতেছে নীরে॥
তরণি পাইয়া তটে আনন্দিত মন।
ঈশ্বর স্মরিয়া দোহে করি আরোহণ॥
ডিঙ্গা বাহি যাই পরে দেখি পাছু পানে।
ধীবর ধরিতে তরি আসিছে সেখানে॥
নাবিক না পায় নৌকা দাণ্ডাইয়া ঘাটে।
বিষম বিরাগ করে দুঃখে বুক ফাটে॥
ডাক হাঁক গালি-মন্দ ধূম ধাম কত।
আমরা বাহিয়া ডিঙ্গা পার হই তত॥

ক্রমে ক্রমে কত দূরে চলিল তরণি।
অদৃশ্য হইল দ্বীপ আইল রজনী॥
অন্ধকারে দিক্ হারা নৌকা টলমল।
কোথায় না দেখি স্থল চারিদিকে জল॥
তায় অনাহারে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর।
কি হবে বলিয়া প্রাণ হইল ফাঁপর॥
মরিব নিশ্চয় তবু নাহি হয় দুঃখ।
ছাড়িয়াছি শত্রু দেশ তাই বড় সুখ॥
জীবনে জীবন যায় সে বরঞ্চ ভাল।
কাল সাপে খায় নাই সে বড় কপাল॥
স্মরণ করিয়া বিধি সারা নিশা বাই।
দিনে ক্ষুদ্র দ্বীপ এক দেখিবারে পাই॥
তটে হেরি নানা জাতি বৃক্ষ শোভা করে।
ফলিয়াছে কত ফল শাখা নম্র ভরে॥
হেরিয়া হরিষ মন বাহি দ্বীপ পানে।
তিলেকে লাগিল তরি গিয়া সেই স্থানে॥
ডাঙ্গায় লাগায়ে ডিঙ্গা উঠি তাড়া তাড়ি।
উভয়ে আহার করি নানা ফল পাড়ি॥
সেফল খাইতে কিবা লাগিল মধুর।
দূরে গেল শ্রান্তি শান্তি হইল প্রচুর॥
ক্ষণেক বিশ্রাম তথা করি হৃষ্ট মনে।
চলিলাম দ্বীপ মধ্যে একত্রে দুজনে॥
আহা মরি হেন স্থান কভু দেখি নাই।
নানা জাতি বৃক্ষ হেরি সেইদিকে চাই॥
স্থানে স্থানে সরোবর পরিপূর্ণ জলে।
চারি পাশে শোভে বৃক্ষ শাখা নম্র ফলে॥
ফুটিয়াছে নানা ফুল কানন ভিতরে।
গৌরবে সৌরভ বৃদ্ধি সদাগতি বরে॥
এ হেন সুন্দর স্থান অতি মনোহর।
কারণ না জানি কেন নাহি হেরি নর॥
সায়েদে জিজ্ঞাসি সখা একি বিড়ম্বনা।
ত্রিদিব সমান দ্বীপে নাহি কোন জনা॥
আগে এসেছিল কেহ অবশ্য হেথায়।
বাস না করিল বলো কিসের শঙ্কায়॥

সায়েদ কহিল সখা হেন মনে লয়।
মনষ্যের বাস যোগ্য স্থান কভু নয়॥
এমন সুন্দর স্থান নাহি বস বাস।
তাহার কারণ হেথা আছে কোন ত্রাস॥
হায় হায় সত্য কথা সায়েদ বলিল।
কিন্তু নিজে মর্ম্ম তার কিছু না বুঝিল।
পরম কৌতুকে দোঁহে ভ্রমি নানা স্থান।
রজনী আগতা ক্রমে দিবা অবসান॥
তৃণের উপরে কত পড়িয়া কুসুম।
মিনার চিত্রিত যেন অতি মনোরম॥
শুইলাম সেই স্থানে পেয়ে দিব্য স্থান।
নিদ্রা যাই দুই জনে হারাইয়া জ্ঞান॥
কিবা অদৃষ্টের ফের শুন বলি তাই।
নিদ্রা ভঙ্গে দেখি তথা সখা মোর নাই॥
সায়েদ সায়েদ বলি ডাকি বার বার।
যত ডাকি সাড়া শব্দ কিছু নাই তার॥
কাতর হইয়া তত্ত্ব করি সবিশেষ।
দিবা বিভাবরী গত না হয় উদ্দেশ॥
আর যে আসিবে আশা সকল ঘুচিল।
সায়েদ বিহনে প্রাণ ব্যাকুল হইল॥
হায় রে কোথা গেলে আমারে ছাড়িয়া।
কে হানিয়া বুকে ছুরি লইল কাড়িয়া॥
হাপ্সি জাতি হতে কেবা হইল নিষ্ঠুর।
তোমায় হরিয়া শোক দিল সে প্রচুর॥
থাকিলে নিকট তুমি সদত নির্ভয়।
দিতে কত সুমন্ত্রণা বিপদ সময়॥
দুঃখে দুঃখ সুখে সুখী ছিলে হে সায়েদ
কে হেন সাধিল বাদ ঘটিল বিচ্ছেদ॥
তোমা বিনা সব শূন্য বাঁচিয়া কি ফল।
মরিলে ঘুচিবে দুঃখ হইবে মঙ্গল॥
শোকেতে ব্যাকুল প্রাণ এইকথা মুখে।
নয়ন ভাসিয়া যায় অচিন্তিত দুঃখে॥
অস্থির হইয়া এই স্থির করি মনে।
কি কায জীবনে আর সায়েদ বিহনে॥

পুনঃ গিয়া আমি তার উদ্দেশ করিব।
নিতান্ত না পাই যদি নিশ্চয় মরিব॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া মনে তথা হতে যাই।
অদূরে বিজন বন দেখিবারে পাই॥
উপনীত হয়ে সেই কানন ভিতর।
মধ্যস্থানে হেরি এক পুরী মনোহর॥
চৌদিকে বেষ্টিত খেয় পরি পূর্ণ জলে।
মনোহর সেতু তায় রয়েছে কৌশলে॥
পার হয়ে গড় খাই যাই পুরি পানে।
প্রাঙ্গণ সকল বান্ধা ধবল পাষাণে॥
পুরির দ্বারেতে পরে হই উপনীত।
সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠে হয়েছে নির্ম্মিত॥
পশু পক্ষী নানা জন্তু প্রাচীরে প্রচার।
সিংহাকার তালা দিয়া বন্ধ দুই দ্বার॥
রহিয়াছে স্বর্ণ চাবি তাহাতে লাগিয়া।
চাবিতে দিলাম হাত খুলিব ভাবিয়া॥
স্পর্শ না করিতে তালা ভাঙ্গিয়া পড়িল।
দেখিয়া অবাক্ দ্বার আপনি খুলিল॥
পুরী প্রবেশিয়া পরে উঠিয়া উপরে।
অনুপমা নারী এক দেখি গিয়া ঘরে॥
বিচিত্র পালঙ্কে ধনী করিয়া শয়ন।
বালিসে আলিস রাখি মুদিত নয়ন॥
মন্দ মন্দ সুন্দরীর বহিতেছে শ্বাস।
মণি মুক্তা অভরণ মণিময় বাস॥
মুগ্ধ প্রায় কিছু কাল দাণ্ডাইয়া থাকি।
হেরিয়া লাবণ্য নিভা নাহি উঠে আঁখি॥
মনে ভাবি এই দ্বীপে নাহি জন প্রাণী।
এহেন সুন্দরী নারী কে রাখিল আনি॥
কাহার নন্দিনী ধনী একাকি রমণী।
বিশেষ জানিতে বাঞ্ছা হইল অমনি॥
কোন মতে নাহি উঠে ঘুমে অচেতন।
ভাঙ্গিতে তাহার নিদ্রা নহেক মনন॥
মনে ভাবি ক্ষণকাল যাই স্থানান্তরে।
আসিব বিলম্ব করি নিদ্রা ভঙ্গ পরে॥
এত ভাবি দুর্গ হতে দ্বীপ মাঝে যাই।
দূরভাগে দুষ্ট জন্তু দেখিবারে পাই॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে সিংহের আকার।
চৌদিকে চলিল কত সীমা নাহি তার॥
দেখিয়া বিকট দন্ত মনে ভয় লাগে।
আমার গমনে বনে কিন্তু তারা ভাগে॥
আর আর পশু আমি দেখি কত শত।
ভাবি মনে গ্রাসে বুঝি কিন্তু পদানত॥
আহার বিশ্রাম করি বসিয়া কাননে।
চলিলাম পুনর্ব্বার কন্যার সদনে॥
তখনো নিদ্রিতা নারী পালঙ্ক উপরে।
জাগাইতে নানা শব্দ করি সেই ঘরে॥
তবু নাহি ভাঙ্গে নিদ্রা নাহি দেয় সাড়া।
অবশেষে বাহু ধরি দেই তারে নাড়া॥
তথাপি না ভাঙ্গে ঘুম না হয় চেতন।
তখন মনেতে ভাবি বৃথায় যতন॥
এ নিদ্রা সামান্য নয় মায়া নিদ্রা বটে।
মন্ত্র বিনা এই মায়া কার সাধ্য কাটে॥
জাদুর প্রভাব ভাবি ভাবি মনে মন।
কেমনে এঘোর নিদ্রা হইবে মোচন॥
সবুজ প্রস্তর এক দেখি শয্যা কাছে।
ভৌতিক বিদ্যার অঙ্ক তাতে লেখা আছে॥
কিবা তন্ত্র মন্ত্র লিখা বুঝিতে না পারি।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই শিলা ধরে নাড়ি॥
স্পর্শ মাত্রে যুবতীর হইল চেতন।
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি মুক্ত করিল নয়ন॥
কওহে কে তুমি হেথা ত্রাসে রামা কয়
দেব কি দানব সত্য কহ পরিচয়॥
এই দুর্গ মনুষ্যের কভু গম্য নয়।
মায়াচ্ছন্ন চারি পার্শ্বে আছে বিঘ্ন ভয়
কেমনে এসব লঙ্ঘি আইলে এখানে।
মানব কখন নহ বুঝি অনুমানে॥
কহিলাম রূপবতি কিছু নাহি ডর।
দেব দৈত্য নহি কেহ দেখ আমি নর।

কিছু না হইল ক্লেশ পুরী প্রবেশিতে।
আপনি খুলিল দ্বার হস্ত মাত্র দিতে॥
উপরে আসিতে বাধা কেহ নাহি দিল,
জাগাইতে মাত্র ক্লেশ কিঞ্চিৎ হইল॥
নারী কহে কেমনে এমন বাক্য মানি।
নরাগম্য এই স্থান বিলক্ষণ জানি॥
প্রত্যয় না হয় কথা যাহা ইচ্ছা কহ।
বুঝিলাম সামান্য পুরুষ তুমি নহ॥
আমি কহিলাম শুন পরিচয় কই।
সামান্য হইতে যদি কিছু বড় হই॥
রাজার কুমার আমি এই মাত্র বাড়া।
তথাপি জানিবে আমি নহি নর ছাড়া॥
বরঞ্চ তোমায় হেরি হয় হেন জ্ঞান।
জাতি কুলে আমা হতে হবে মান্যমান॥
নারী বলে তোমা হতে কিছু বড় নই।
মানব সন্তান মোরা উভয়েতে হই॥
তুমিহে রাজার পুত্র কহ দেখি শুনি।
কিহেতু পিতার পুরী ত্যজিলে আপনি॥
এই দ্বীপে আগমন হলো কি প্রকারে।
বিস্তারিয়া বিবরণ কহিবে আমারে॥
ইহা শুনি সবিশেষ কহিলাম সব।
বেদেল জমালে প্রেম যে রূপে উদ্ভব॥
সঙ্গে ছিল কৌটা খুলি দিলাম দেখিতে
চিত্র হেরি কৃশোদরী লাগিল কহিতে॥
শুনেছি কাবাল নামে রাজা এক আছে।
শাসে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ সিংহলের কাছে॥
এমন সুন্দরী যদি কন্যা তাঁর হয়।
তবে সে প্রেমের যোগ্যা জানিবে নিশ্চয়
কিন্তু কি প্রত্যয় হয় লেখা চিত্র দেখে।
রাজকন্যা হলে রূপ বাড়াইয়া লেখে॥
এই রূপে সব কথা করি পরিশেষ।
জিজ্ঞাসি তাহারে কহ তোমার বিশেষ॥
কোথায় তোমার ঘর কাহার নন্দিনী।
শূন্য দ্বীপ মাঝে কেন আছ একাকিনী॥
কন্যা বলে সিন্ধু মাঝে আছে এক দ্বীপ
ত্রিদিব জিনিয়া দ্বীপ নাম সরং দ্বীপ॥
প্রজাপতি পিতা মোর প্রচণ্ড প্রতাপে।
দোসর নাহিক কেহ কাঁপে লোক দাপে॥
একা মাত্র কন্যা আমি মান্যা দেশময়।
জনক যতন তাহে করে অতিশয়॥
নয়নের পার মোরে করে না রাজন।
তথাচ ঘটিল এক অঘট্য ঘটন॥
এক দিন সখী সঙ্গে রঙ্গে স্নানাগারে।
বসন ত্যজিয়া যাই স্নান করিবারে॥
হেন কালে জলধর যুড়িল গগণ।
ঘোর অন্ধকার ঘন বহে সমীরণ॥
প্রলয় ভাবিয়া দোঁহে অত্যন্ত চিন্তিত।
আচম্বিত দেখি এক পক্ষী উপনীত॥
চঞ্চুতে ধরিয়া মোরে উঠিল ত্রিদিবে।
ক্রমে ক্রমে পদার্পণ করে এই দ্বীপে॥
বিহঙ্গের অঙ্গ ত্যজি ধরি দৈত্য বেশ।
কহিতে লাগিল মোরে করিয়া বিশেষ॥
শুন শুন রাজবালা চপলা বরণী।
ধরণীতে নাহি হেন নবীন তরুণী॥
পরিচয় শুন আমি দৈত্যের প্রধান।
তোমার সেবায় আমি সঁপিলাম প্রাণ॥
সরং দ্বীপে মধ্যে অদ্য করিতে ভ্রমণ।
অপরূপ তব রূপ করি দরশন॥
চলিতে না পারি হেরি পদ নাহি চলে।
পাছু টেনে রাখে মোরে যেন যাদু বলে॥
এনেছি তোমারে প্রিয়ে সেই সে কারণ।
হৃদয় মাঝারে রাখি করিব যতন॥
শুনিয়া দৈত্যের বাক্য চমক লাগিল।
ভাবি মনে হায় হায় কি দশা ঘটিল॥
কান্দিয়া কান্দিয়া আঁখি অধ রাখি বলি
এত দিনে সাধ মোর ঘুচিল সকলি॥
বিদ্যা শিখাইল পিতা হইল বিফল।
রাজ পুত্র হবে পতি আশা সে কেবল॥

বিধি প্রতিবাদী তাই ঘটিল জঞ্জাল।
পোড়া রূপ না দিলে কি ভাঙ্গিত কপাল
জনক না হেরি শোক পাইবে বিশাল।
হায় হায় দৈত্য হস্তে গেল পরকাল॥
এত শুনি দৈত্য কহে বৃথা এ ভাবনা।
ধরিয়া এনেছি আর ছাড়িয়া দিবনা॥
সময়ে রাজার শোক সকলি যাইবে।
ক্রমে ক্রমে তুমি মোর প্রেমেতে মজিবে
দৈত্যের এরূপ বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
প্রকোপ করিয়া তারে কহি ততক্ষণে॥
ভেবনা মনেতে দৈত্য কথা সত্য মোর।
কখন পাবেনা মোরে কর জদি জোর॥
বিজাতীয় জাতি সঙ্গে প্রীতি নাহি হয়।
নর দৈত্যে কিরূপেতে হবে সুখোদয়॥
হরিয়া আনিলা বৃথা শ্রম মাত্র সার।
ত্যজিব জীবন তবু হবনা তোমার॥
একথা শুনিয়া দৈত্য হাসিয়া উঠিল।
ভাল ভাল দেখা যাবে কহিতে লাগিল॥
তখনি ত্যজিয়া পুরী, উত্তম বসন
বাছিয়া আনিল কত আমার কারণ॥
বেস ভূষা দিয়া দৈত্য হাস্য মুখে যায়।
প্রত্যহ আসিয়া কিন্তু সাধিত আমায়॥
মন না পাইয়া পরে প্রকোপ করিয়া।
মায়ার নিদ্রাতে মোরে রাখিল ফেলিয়া।
বলিল এখানে কেহ আসিতে নারিবে।
মায়াময় পুরী কারো দৃষ্টি না হইবে॥
ইহা বলি মন্ত্র এক প্রস্তরে লিখিয়া।
রাখিয়া নিকটে মোর গেল সে চলিয়া॥
মধ্যে মধ্যে আসি মোরে দরশন দিয়া।
বিনয়ে সাধনা করে চরণ ধরিয়া॥
সবিশেষ কথা এই শুন মহাশয়।
দেবতা হইবে তুমি মিথ্যা তাহা নয়॥
নরগণ এ ভবন দেখিতে না পায়।
মন্ত্র পুত চাবি তার খুলা নাহি যায়॥

খল জন্তু দ্বীপে কত সংখ্যা নাহি তার।
মনুষ্যে হেরিবা মাত্র করয়ে সংহার॥
রাজকন্যা এই রূপে কহিছে যখন।
হেন কালে শিবিরেতে বিকট গর্জ্জন॥
শুনিয়া সিহরে রামা ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
বলে হায় এই বার হল্লো সর্ব্বনাশ॥
নিস্তার নাহিক আর রাজার কুমার।
আসিতেছে দৈত্যরাজ করিবে সংহার॥
হায় হায় যুবরাজ এই হলো শেষে।
নাহি ত্রাণ গেল প্রাণ বিপাকে বিদেশে
ভাগ্য ফলে হাপ্সি হস্তে পেলে পরিত্রাণ
এবারে দৈত্যের হস্তে হারাইলে প্রাণ॥
কোন দুষ্ট গ্রহে হেথা আনিল তোমাকে।
হায় রাজ পুত্র শেষে মরিলে বিপাকে॥
শুনী রমণীর বাণী কম্পিত শরীর।
পরমায়ু নাহি আর ভাবিলাম স্থির॥
মরি মরি করি মনে নাহিক নিস্তার।
হেনকালে আসে দৈত্য প্রকাণ্ড আকার
প্রবেশ করিল ঘরে যেন হুতাশন।
বিপর্য্যয় দণ্ড হাতে লোহিত লোচন॥
মনে ভাবি দণ্ডাঘাতে মাথা চূর্ণ করে।
কিন্তু জড় সড় দৈত্য দেখিয়া আমারে॥
ত্যজিয়া বিকট মূর্ত্তি মুখ করি অধ।
ভূমিষ্ঠ হইয়া মোর ধরে দুই পদ॥
দৈত্য বলে আজ্ঞাকারী আমি হে তোমার
হুকুম করহ মোরে রাজার কুমার॥
ভাবান্তর দেখি ভাব বুঝিতে না পারি
মনেভাবি দৈত্য কেন হলো আজ্ঞাকারী
বুঝিয়া মায়াবী কহে শুন গুণাকর।
তোমার অঙ্গুরী সলোমনের মোহর॥
এ অঙ্গুরী অঙ্গুলিতে পরে যেই জন।
বিপদে মরণ তার নাহিক কখন॥
সাগর হইতে পার পারে মহাঝড়ে।
তরঙ্গে না ডুবে, সমীরণে নাহি পড়ে॥

সিংহ ব্যাঘ্র ভয় করে তার পরাক্রম।
বিশেষ দৈত্যের পর বিশাল বিক্রম॥
ভৌতিক প্রভৃতি মায়া বিদ্যা যত আছে।
সকলের তেজ যায় অঙ্গুরীর কাছে॥
এতেক বলিল যদি দৈত্য মায়াধর।
ঘুচিল মনের ভ্রান্তি শান্তি হলো ডর॥
জিজ্ঞাসি দৈত্যকে তবে বলদেখি তাই।
অঙ্গুরীর বলে বুঝি জলে ডুবিনাই॥
দৈত্য বলে সত্য তাহা রাজার কুমার।
সেই হেতু মৃত্যু নাহি হইল তোমার॥
এই দ্বীপে নানা জাতি দুষ্ট জন্তু আছে।
অঙ্গুরীতে রাখিয়াছে তাহাদের কাছে॥
ভাল ভাল বল দেখি জিজ্ঞাসি তোমায়।
বলিতে পারহ মোরে সায়েদ কোথায়॥
দৈত্য বলে শুন প্রভু করি যোড় পাণি।
ভাবি ভূত বর্ত্তমান সব তত্ত্ব জানি॥
সায়েদ তোমার সঙ্গে ছিলেন শুইয়া।
নিশিতে হিংস্রক জন্তু খাইল ধরিয়া॥
সখার মরণ বার্ত্তা শুনি এপ্রকার।
পুনঃ প্রজ্জ্বলিত শোক হইল আমার॥
বিস্তর চিন্তিয়া তবে কহি দৈত্য প্রতি।
কোথায় কাবাল রাজা করেন বসতি॥
বেদেল জমাল নামে তাহার দুহিতা।
বল দেখি আছে কিম্বা অদ্যাপি জীবিতা॥
দৈত্য বলে শুন প্রভু করি নিবেদন।
কাবাল রাজার আমি জানি বিবরণ॥
সলোমন সময়েতে ছিলেন কাবাল।
তাহার নন্দিনী জানি বেদেল জমাল॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহি একি কহ দৈত্য।
বেদেল জমাল তবে নাহি কিহে সত্য॥
দৈত্য বলে মহাশয় নাহিক এখন।
সলোমন পত্নী তিনি ছিলেন তখন॥
এতেক শুনিয়া আমি ভাসি দুঃখার্ণবে।
ভাবি মোর সম মুর্খ নাহি আর ভবে॥
পিতার ভাণ্ডারে চিত্র ছিল যে প্রকার।
জিজ্ঞাসিলে পাইতাম সব সমাচার॥
তবে এত দুঃখ মোর ভাগ্যে না হইত।
ভ্রমে নাহি প্রেমাঙ্কুর বাড়িতে পাইত॥
ত্যজিতে না হতো তবে পিতার বসতি।
হইত না সায়েদের একপ দুর্গতি॥
কল্পিত ধ্যানের বৃক্ষে দিয়া ভ্রম জল।
বন্ধুর মরণ তায় উপজিল ফল॥
এতেক বলিয়া কহি শুন নৃপবালা।
তোমার উদ্ধারে যাবে মনের এ জ্বালা॥
অঙ্গুরীকে ধন্য দেই যাহার প্রতাপে।
দৈত্য হতে মুক্ত করি দিব তব বাপে॥
শুন শুন মায়াধর কহি অতঃপর।
যদি দৈত্য জাতি সব অঙ্গুরী কিঙ্কর॥
শুন তবে মোর আজ্ঞা করহ পালন।
লয়ে চল আমাদিগে যথায় সিলন॥
দৈত্য বলে মহাশয় আজ্ঞা করি শিরে।
দুঃখ উপজয় কিন্তু ত্যজিতে নারীরে॥
সাবধান মায়াধর কহি তৎক্ষণ
ভাগ্য ভাল তাই তুই পাইলি জীবন॥
যে কর্ম্ম করিয়াছিলি ওরে দুরাচার।
তাহাতে উচিত প্রাণ বধিতে তোমার॥
এতেক শুনিয়া দৈত্য না করে উত্তর।
কক্ষদেশে লয়ে দোঁহে চলিল সত্বর॥
মুহূর্ত্তে সিলনে আসি হয়ে উপনীত।
ধরাতলে দুই জনে করিল স্থাপিত॥
যোড় করে দৈত্য কহে কি আজ্ঞা এখন
আমি বলি মায়াধর করহ গমন॥
এত শুনি মায়াবী হইল অন্তর্ধান।
নগরে যাইয়া মোরা করি অবস্থান॥
যুক্তি করি কুমারীকে রাখিয়া বাসায়।
চলিলাম সুসম্বাদ কহিতে রাজায়॥
রাজপুরী অট্টালিকা অতি মনোনীত।
বিচার করিছে রাজা গিয়া উপনীত॥

মৃদু ভাষে জিজ্ঞাসে আমায় নরপতি।
কে তুমি আইলে হেথা কোথায় বসতি॥
যোড় করে কহি আমি শুন নৃপবর।
রাজার নন্দন আমি মিসরেতে ঘর॥
তিন বর্ষ হলো আজি ত্যজি পিতৃ দেশ।
ভ্রমি দেশ দেশান্তর কি কব বিশেষ॥
একথা শুনিয়া মনে দুঃখ উপজিল।
কন্যা স্মরি নরপতি কান্দিতে লাগিল॥
রাজা বলে হায় হায় কব কি বচন।
চিন্তা নলে সদা মোর জ্বলিতেছে মন॥
একমাত্র কন্যা মোরে দিয়াছিল বিধি।
কে কাড়িয়া নিল মোর সেই প্রাণ নিধি॥
উদ্দেশ না পাই তার কয়েক বৎসর।
তাহার কারণে প্রাণ কান্দে নিরন্তর॥
কহিলাম চিন্তা আর নাহি নরস্বামী।
তোমার কন্যার বার্ত্তা আনিয়াছি আমি॥
রাজা বলে কি সম্বাদ আনিয়েছে আর।
আনিয়াছ বুঝি তার মৃত্যু সমাচার॥
আমি বলি কেন হেন ভাবহে রাজন।
কন্যা সঙ্গে দরশন হইবে এখন॥
কি বলিলে কোথা পেলে কহেন ভূপতি।
কেতারে রাখিয়াছিল কোথায় সম্প্রতি॥
তখন বৃত্তান্ত সব কহিলাম ভূপে।
দৈত্য হতে উদ্ধারিয়া আনি যেই রূপে॥
শুনিয়া সিলন পতি আনন্দে ভাসিল।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে কহিতে লাগিল॥
পরম হিতৈষী তুমি রাজার কুমার।
কহিতে না পারি কত গুণ হে তোমার॥
দুহিতা পরম প্রিয়া তারে আনি দিলে।
এ ঋণ হইতে মুক্ত হব কি করিলে॥
চল তবে শীঘ্র তথা রাজার নন্দন।
হেরিগে কন্যার মুখ জুড়াবে জীবন॥
এত বলি আজ্ঞা দিল যাত্রা সজ্জা কর।
শিবিকা প্রস্তুত হয় অতি মনোহর॥
বিলম্ব না করি রাজা বসিলেন তায়।
বসাইল নিজ পাশে লইয়া আমায়॥
অশ্বারূঢ় সেনা কত আগু পাছু ধায়।
মন্ত্রী আদি সভাসদ সঙ্গে সব যায়॥
এইরূপে উপনীত হইলাম গিয়া।
কুমারী উদ্বিগ্ন ছিল বিলম্ব দেখিয়া॥
পিতা কন্যা দুই জনে হলো দরশন।
উভয়ে আনন্দ কতো না যায় বর্ণন॥
আলিঙ্গন করি রাজা কন্যায় শুধায়।
সুধামুখী ছাড়ি মোরে ছিলগো কোথায়॥
তোমায় হরিল দৈত্য কিসের লাগিয়া।
কোথায় রাখিল নিয়া কহ বিস্তারিয়া॥
সুন্দরী সুন্দর রূপে কহে বিবরণ।
যে ভাবে তাহারে দৈত্য করিল হরণ॥
শুনে খেদ করে কত সিলন ঈশ্বর।
আমায় প্রশংসা তাহে করিল বিস্তর॥
কন্যা লয়ে পরে নৃপ চলিল পুরীতে।
আজ্ঞাদিল দেব পূজা নগরে করিতে॥
ধূম ধাম হয় দেশে কত কলরব।
কন্যার কারণ নৃপ করে মহোৎসব॥
আমাকে রাখিল ঘরে করিয়া যতন।
প্রাণের সমান মোরে দেখেন রাজন॥
দিন দিন স্নেহ তাঁর বাড়িতে লাগিল।
পরে এক দিন মোরে ডাকিয়া কহিল॥
শুনহে নৃপতি সুত হিতৈষী সুজন।
মনের মানস মোর করহ শ্রবণ॥
কন্যায় আনিয়া বাধ্য করিলে আমায়।
সান্ত্বনা করিলে তায় তাপিত পিতায়॥
এইকন্যা বিনা মোর কেহ নাহি আর।
তোমায় জামতা করি বাসনা আমার॥
আমার অন্তিম কাল নিকট মরণ।
রাজ্য প্রজা সব তুমি করিবে শাসন॥
যোড়করে আমি কহি করিয়া মিনতি।
শুন শুন ক্ষমা মোরে কর নরপতি॥

তোমার জামাতা হবো বড়ভাগ্য বটে
কিন্তু কপালেতে নাই কিরূপেতে ঘটে ॥
বেদেল জমালে বিধি বান্ধিয়াছে মন।
কেমনে বলহ আমি কাটি সে বন্ধন ॥
তারপ্রেমে মন বাঁধা ভাবি নিরন্তর।
ক্ষণে সে অন্তর হতে না হয় অন্তর ॥
যদি বা তিলেক তারে নিদ্রায় পাসরি।
স্বপনে অমনি হেরি সেরূপ মাধুরি ॥
সেই হৃদে সেই চিত্তে সে মোর নয়নে।
সেরূপ বিরূপ আমি হইব কেমনে ॥
বৃথা ওহে নরপতি মোরে কন্যা দিবে।
দুহিতায় কেন তুমি দুঃখেতে ফেলিবে।
মনের মালিন্য জন্য সকলি বিফল।
দেখ নৃপ তৈলে কভু নাহি মিশে জল ॥
রাজা বলে রাজপুত্র বল দেখি তবে
কেমনে এঋণ মোর পরিশোধ হবে ॥
অধিক কি দিবে আর কহিলাম আমি
স্নেহে তুষ্ট করিয়াছ মোরে নরস্বামী ॥
দৈত্য হতে তব কন্যা উদ্ধারিয়া আনি
শ্রমের পরম লাভ তাহা আমি জানি ॥
এই মাত্র মহারাজ তবে বাঞ্ছা করি।
দেশে যাবো সাজাইয়া দেও এক তরি ॥
ভ্রমিতেছি বহুকাল ছাড়ি বাপ মায়।
বাসনা হয়েছে দেশে যাব পুনরায় ॥
রাখিতে অনেক রাজা করিল যতন।
বলিল ছাড়িয়া যাবে কিসের কারণ ॥
নিশ্চয় যাইব শেষ বুঝি নৃপবর।
আজ্ঞাদিল সাজাইতে তরণী সত্বর ॥
সাজাইল তরি এক অতি মনোহর।
খাদ্য দ্রব্য লোক জন দিলেক বিস্তর ॥
বিনয়ে রাজার স্থানে হইয়া বিদায়।
চলিলাম রাজকন্যা ছিলেন যথায় ॥
যাবো শুনি বিনোদিনী কান্দিতে লাগিল
রাখিবারে বিধিনতে যতন পাইল ॥
বিস্তর বিনয়ে তার লইয়া বিদায়।
তরি আরোহিয়া যাত্রা করি অচিরায় ॥
কিছু দিনে ডিঙ্গা আসি লাগিল ডাঙ্গায়।
কেরো দেশে পদব্রজে যাই অচিরায় ॥
সভায় যাইয়া দেখি সব রূপান্তর।
পিতার হয়েছে মৃত্যু রাজা সহোদর ॥
সমাদরে সহোদর করিল সম্ভাষ।
ভ্রাতায় যেমন স্নেহ করিল প্রকাশ ॥
সহোদর কহিল শুনহ সমাচাব।
পিতা এক দিন যান দেখিতে ভাণ্ডার ॥
চিত্রাঙ্গুরী না হেরিয়া ব্যাকুল রাজন।
ভাবিল তোমার কর্ম্ম নহে অন্য জন ॥
আমি বলি যা বলিলে স্বরূপ সকলি।
অঙ্গুরী দিলাম তারে এই কথা বলি ॥
অতঃপর কহিলাম ভ্রমণের কথা।
শুনিয়া অনেক খেদ করিলেন ভ্রাতা ॥
স্নেহ ভাবি মন মধ্যে সুখ উপজিল।
শুনহ আশ্চর্য্য কথা পরে যা করিল ॥
যতো স্নেহ প্রকাশিল সব প্রতারণা।
গৃহেতে রাখিল মোরে করিয়া ছলনা ॥
নিশা যোগে দূত এক পাঠাইল ভ্রাতা।
আজ্ঞাদেয় কাটিয়া আনিতে মোর মাথা ॥
বড় যেই আয়ু ছিল বেঁচেছি ভূপাল।
শুন রাজা সেই দূত পরম দয়াল ॥
বিনয় বচনে দূত কহিতে লাগিল।
তোমারে বধিতে রাজা মোরে পাঠাইল
রাজ্য লোভ করোপাছে পাইয়াছে ত্রাস
কন্টক ভাবিয়া চায় করিতে বিনাশ ॥
হায়রে ভ্রাতার প্রাণ নির্দয় এমন।
ভাইকে কাটিতে চায় রাজ্যের কারণ ॥
বড় তব ভাগ্যবল ওহে যুবরায়।
আমাকে কহিল তাই মারিতে তোমায় ॥
ভাবিল নিষ্ঠুর আজ্ঞা করিব পালন।
মাখিয়া তোমার রক্ত দির দরশন ॥

বরঞ্চ আপন করে আপনি মরিব।
তোমার শোনিত প্রভু কভু না দেখিব॥
মোর পরামর্শ লও রাজার কুমার।
দেখ দ্বার অবারিত রাত্রি অন্ধকার॥
কেহ না দেখিবে শীঘ্র কর পলায়ন।
রাতারাতি দেশ ছাড়ি বাঁচাও জীবন॥
শুনিয়া দূতের কথা কম্প কলেবর।
ধন্যবাদ করিলাম তাহারে বিস্তর॥
বিলম্ব না করি তবে ত্যজি সেই স্থান।
ঈশ্বর স্মরণ করি করিনু প্রস্থান॥
সমীরণ বেগে ধাই ছাড়ি শত্রু দেশ।
তোমার রাজ্যেতে প্রভু করি সমাবেশ॥
স্থান দান দিয়া তুমি রাখিয়াছ প্রাণ।
তোমার আশ্রয়ে আমি পাইয়াছি ত্রাণ

বদর উদ্দিন লোলো ভূপতির ইতিহাসসের অনুবৃত্তি॥

রাজপুত্র কহে পুন, শুন নৃপ শুন শুন,
আর আমি কি কব তোমাকে।
বলিলাম বিস্তারিয়া,দেখতাহে বিচারিয়া
যদি মোর সুখ কিছু থাকে॥
সেইসে রাজারকন্যা, ব্যাকুলতাহারজন্যা
প্রেমপাশে বদ্ধমোর প্রাণ।
কতই প্রবোধি মনে,মন না প্রবোধমানে
দিবানিশা সেইধ্যান জ্ঞান॥
ডেমস্কস অধিপতি, শুনিয়া আশ্চর্য্যঅতি
বলে হেন নাশুনি কখন।
চিত্রে প্রেম চিরতর, একিভ্রম নিরন্তর,
দেখি দেখি চিত্র সে'কেমন॥
শুনিয়া রাজার বাণী,রাজপুত্র চিত্র খানি
তখনি তাঁহার হস্তে দিল।

কিবা অপরূপ রূপ, হেরিয়া হরিষ ভূপ'
প্রশংসিয়া কহিতে লাগিল॥
কাবল রাজার সুতা, অনুপমা রূপ যুতা,
সত্য প্রেম করে সলোমন।
কিন্তুতুমিকিহেভজো,শবপ্রেমেকেনমজো
অসম্ভব কথা একেমন॥
উজীর হাসিয়া কয়, আশ্চর্য্য কিছুই নয়'
এইরূপ জানিবে সকলে।
শুনিলে কাহিনী এবে, এখন দেখুন ভেবে
সুখী কেহ নাহি ভুমণ্ডলে॥
রাজাবলে যাহা বল,ভ্রান্তি তব সে কেবল
নরজাতি সৃষ্টির প্রধান।
সুখতাহে নাহি কার, একি কহ চম'কার
দেখ শীঘ্র করিব প্রমাণ॥
এতবলি নরপতি, কহে প্রিয় পাত্র প্রতি
যাও তুমি নগর ভিতর।
দোকানি পসারি যত, যারে দেখ সুখেরত
তারে হেথা আনহ সত্বর॥
রাজার আদেশ পায়, সিফল মলুক ধায়
ভ্রমে দেশ ফিরি দ্বার দ্বার।
বিলম্বেসভায়আসে,ভূপাল দেখিয়াভাষে
যুবরাজ কহ সমাচার॥
পাত্র কহে মহাশয়, ভ্রমিয়া নগর ময়,
সুখীনর করিয়া সন্ধান।
যত ব্যবসাই লোক,তাদের নাদেখিশোক
হৃষ্ট চিত্ত সদা করে গান॥
তারমধ্যে শুন রায়, যুবা এক তন্তুবায়,
দেখিলাম মালক নামেতে।
প্রতিবাসিগণ সঙ্গে, কথাকহে কত রঙ্গে,
হাস্যছাড়া নাহিক মুখেতে॥
জিজ্ঞাসিতাহারেগিয়াকহদেখিপ্রকাশিয়া
তুমি কি যথার্থ নও সুখী।
তন্তুবায় বলে শুন, এমোর স্বভাব গুণ,
কখন না থাকি আমি দুখী॥

শুনিতারএইকথা, লোকেরেজিজ্ঞাসিতথা
সুখে কি সদত থাকে তাঁতি।
তাহারাকহিলসবে, নাহিথাকেমৌনভাবে
হাসি খুসি করে দিবা রাতি॥
এতেক শুনিয়াতারেআনিয়ারেখেছেদ্বারে
আজ্ঞা হলে আনি এই খানে।
রাজা দেয় অনুমতি, আনতারে শীঘ্র গতি
শুনি পাত্র আনে বিদ্যমানে॥
সুপুরুষ তন্ত্রবায়, সহাস্য বদন তায়
দণ্ডবৎ প্রাণমে রাজারে।
উঠ উঠ বলি রায়, জিজ্ঞাসা করেণ তায়
বল দেখি সরূপ আমারে॥
শুনিকথা লোক মুখে, সদা তুমি থাকসুখে
হাস্য গান কর অনিবার।
তাহে হেন জ্ঞান হয়, তুমি সুখী অতিয়শ
প্রজাগণ মধ্যেতে আমার॥
এইহেতু শুনিতে চাই, প্রকাশিয়াকহতাই
সেকথা যথার্থ যদি হয়।
অথবা দুঃখিত হও, তাহাও স্বরূপ কও
উভয়ে নাহিক কোন ভয়॥
শুনি স্তব্ধ তন্ত্রবায়, বলে ওহে নররায়
চিরজীবি হয়ে রাজ্য কর।
নাহি হবে দুঃখাধীন, সুখেতে যাইবে দিন
এদিনে ক্ষমহ নৃপবর॥
নিষেধ আছয়ে প্রভু, শঙ্কটে পড়িলে তবু
নৃপ অগ্রে মিথ্যা না কহিবে।
কিন্তুহেনকথা আছে, তাহাও রাজারকাছে
কভু নাহি প্রকাশ করিবে॥
কি আমি বলিব আর, কহি শুন, সারাৎসার
ভুলিয়াছে আমাতে সংসার।
যতকরে অনুভব, অলিক জানিবে সব
আমাহতে দুঃখী নাহি আর॥
আমিহে দুর্ভাগ্য অতি, ক্ষমাকর নরপতি
দুঃখ কথা নারিব কহিতে।
হাসিখুসি যত বল, কাষ্ঠ হাসিসে কেবল
করি তাহা দুঃখ নিবারিতে॥
রাজা বলে তন্ত্রবায়, কেন দুঃখ ভাবতায়
আমার নিকটে গল্প কবে।
কিআছেতোমার ত্রাস, কহতুমি ইতিহাস
তাহে নাহি অপমান হবে॥
তাঁতি বলে নৃপরায়, অপমান কি তাহায়
বরঞ্চ সম্মান জ্ঞান করি।
সে কথা অশ্রাব্য নয়, এই হেতু মহাশয়
তব স্থানে কহিবারে ডরি॥
রাজা বলে কেন আর, এক কথা বারবার
পুরাও আমার অভিলাষ।
কি করিবে তন্ত্রবায়, ঠেকিল সে ঘোর দায়
কহিতে লাগিল ইতিহাস॥

মালক তন্ত্রবায় ও সেরিনী রাজ কন্যার ইতিহাস।

মালক কহিছে তবে শুন নৃপবর।
সুরাট নগরে এক ছিল সদাগর॥
ধনে মানে কীর্ত্তি যশে মান্য অতিশয়।
তাঁহার নন্দন আমি শুন পরিচয়॥
পিতার পঞ্চত্ব হলে পাইয়া বিষয়।
অল্প দিনে অধিকাংশ করি ধন ব্যয়॥
যাইত তাহাও যাহা অবশিষ্ট ছিল।
হেনকালে গৃহে এক পথিক আইল॥
আহার আহ্লাদ করি লইয়া তাহায়।
পড়িল ভ্রমণ কথা কথায় কথায়॥
বন্ধুগণ বাখানিল ভ্রমণের সুখ।
কেহবা বলিল তাহে আছে নানা দুখ॥
বিদেশে ভ্রমিল যারা কহিল বিশেষ।
কত সুখ কৌতুক দেখিল নানা দেশ॥
শুনিয়া সে সব কথা কহি মিত্র গণে।
শুন ভাই এত সুখ না জানি ভ্রমণে॥

পৃথিবী ভ্রমণ করি হেন বাঞ্ছা হয়।
যদি নাহি থাকে পথে দুর্জ্জনের ভয়॥
পর্য্যটনে যদি নাহি ঘটিত বিভ্রাট।
কল্য আমি যাইতাম ত্যজিয়া স্বরাট॥
ইহা শুনি সর্ব্বজনে হাসিয়া উঠিল।
শুন শুন বলি সেই পথিক কহিল॥
ভ্রমণ করিতে যদি থাকে অভিপ্রায়।
ইহার উপায় ভাল কহিব তোমায়॥
তাহাতে দস্যুর ভয় কিছু না থাকিবে।
স্বচ্ছন্দে সকল দেশ ভ্রমণ করিবে॥
একথা কহিল যদি হইল বিস্ময়।
ভাবিলাম পরিহাস করিছ নিশ্চয়॥
অতঃপর সকলের ভোজন হইল।
আসিব হে কল্য বলি পথিক চলিল॥
পরদিন বাক্য ক্রমে আসি পুনর্ব্বার।
কহিল আমায়, বাঞ্ছা পুরাব তোমার॥
তিন দিন মধ্যে যাবে করিতে ভ্রমণ।
কাষ্ঠ আর সূত্রধর আন এক জন॥
আজ্ঞামাত্রে তক্তা আর ছুতার আইল।
সিন্দুক বানাও বলি পথিক কহিল॥
প্রস্থে হবে দুই হস্ত দীর্ঘে চারিকর।
দুই হস্ত পরিমান রাখিবে ফুকর॥
এত বলি শিল্পকর বসিয়া তথায়।
কলের কঠিন অংশ আপনি বানায়॥
খাটিয়া সমস্ত দিন সিন্দুক গঠিল।
দিবা অন্তে সূত্রধরে বিদায় করিল॥
পরদিন আপনি সকল কর্ম্ম করে।
যুড়িল কয়েক যন্ত্র যে যেখানে ধরে॥
তিন দিনে সিন্দুক হইল সমাপন।
ভৃত্যের মাথায় দিয়া চলিল তখন॥
নগর বাহিরে গিয়া বনের ভিতর।
বলিল বিদায় করো এখন কিঙ্কর॥
ইহা বলি সিন্দুকে করিল আরোহণ।
মহাবেগে উঠে ততক্ষণ॥

তিলেক উড়িল কল গগণ মণ্ডলে।
সদাগতি হতে আরো শীঘ্রগতি চলে॥
ক্ষণেকে অদৃশ্য হয় দেখিতে না পাই॥
কোন দিগে গেলো বলি চারিদিগে চাই
হেনকালে আচম্বিত আইল তথায়।
ভেবে দেখ কি আশ্চর্য্য হইল তাহায়॥
বাহির হইয়া কহে শিল্পি মহাবল।
দেখ দেখ ভ্রমণের কি সুন্দর কল॥
বিদেশে যাইতে যদি কর অভিলাষ।
যথা বাঞ্ছা বেড়াইবে এড়াইয়া ত্রাস॥
মন্ত্র তন্ত্র ইহাতে নাহিক প্রয়োজন।
শুন শুন ইহা নয় মায়ার রচন॥
শিল্প বিদ্যা বলে যন্ত্র করেছি নির্ম্মাণ।
কলেতে গমন শক্তি শুনহ বিধান॥
এত বলি শিল্পকর সিন্দুক অর্পিল।
বুঝহ পাইয়া কত আনন্দ হইল॥
সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসা করিয়া।
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দিলাম ধরিয়া॥
অতঃপর তুষ্টহয়ে জিজ্ঞাসি তাহারে।
কেমনে চালাবো কল বলহ আমারে॥
শুনি শিল্পী মোরে নিয়া সিন্দুকে বসিল।
মধ্যস্থলে যেই কল তাহে হাত দিল॥
অমনি উঠিল যন্ত্র ছাড়িয়া অবনি।
শিল্পকর কহে কল চালাও আপনি॥
এই যন্ত্র টিপো যদি দক্ষিণেতে রবে।
ঐ কল ফিরাইলে বাম গতি হবে॥
উর্দ্ধগামী হবে যদি ঠেল এই কল।
একল ফিরালে গতি হবে ভূমণ্ডল॥
এই রূপ যেই দিকে যায় যেই কলে।
সিখাইল কি প্রকারে বেগে ধীরে চলে॥
আপনি চালাই যন্ত্র মনের হরিষে।
যথা বাঞ্ছা লয়ে যাই চক্ষের নিমিষে॥
ক্ষণেক দক্ষিণে যাই ক্ষণে বাম ভাগে।
ক্ষণে উর্দ্ধে ক্ষণে অধ যাই বায়ু আগে॥

তিলেকে বিস্তর দেশ ভ্রমণ করিয়া।
একেবারে নিজ গৃহে উপনীত গিয়া॥
অতঃপর শিল্পকর বিদায় লইয়া।
চলিল আপন কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া॥
সিন্দুক পাইয়া বড় সুখ হলো মনে।
রত্ন সম যত্ন করি রাখি সংগোপনে॥
বন্ধুগণ সঙ্গে সুখে কত দিন যায়।
ক্রমে ক্রমে সবধন নষ্ট হলো তায়॥
তথাচ চেতন নাহি হইল তখন।
সম্ভ্রম রাখিতে কর্জ্জ করি কত ধন॥
দিনে দিনে ঘোর ঋণে মজিলাম ভ্রমে।
মহাজন সকলের ভয় হলো ক্রমে॥
কেহ না বিশ্বাস করে নাহি দেয় টাকা।
নালিশ করিতে চায় কথা কয় বাঁকা॥
গৃহে থাকা ভার হলো লোকের জ্বালায়।
সদা সঙ্কা কোন্ দিন ফটকে চালায়॥
এত ভাবি এক দিন যামিনী সময়ে।
নিলাম যে কিছু ধন আছিল আলয়ে॥
আর কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গেতে লইয়া।
উঠিলাম্ শূন্য পথে সিন্দুক চড়িয়া॥
কোথা বা রহিল দেশ কোথা মহাজন।
অনায়াসে অপ্রকাশে করি পলায়ন॥
সমীরণ সম গতি সিন্দুকের হয়।
সারা নিশা যাই শূন্যে ত্যজি শত্রুভয়॥
রজনী হইলে শেষ উদিত তপন।
নীচে দেখি শৈল গিরি অরণ্য কানন॥
লোকালয় দেখিতে না পাই কোন ঠাঁই।
দিবারাত্রি শূন্য পথে সিন্দুক চালাই॥
যাইতে যাইতে রবি প্রকাশ পাইল।
ভূতলে কানন এক দর্শন হইল॥
নিকটেতে দেখি এক অপূর্ব্ব নগর।
চতুষ্পার্শ্বে শোভে তার প্রকাণ্ড প্রান্তর
প্রান্তরের প্রান্ত ভাগে দিব্য এক পুরী।
কাহার বসতি এই মনে মনে করি॥
হেন কালে দূরে দেখি কৃষী এক জন।
লাঙ্গলে খনিছে ভূমি চাসের কারণ॥
অমনি উত্তরি বনে সিন্দুক রাখিয়া।
কৃষকে দেশের নাম জিজ্ঞাহি যাইয়া॥
কহ ভাই এই দেশে কাহার বসতি।
নগরের কিবা নাম কেবা অধিপতি॥
কৃষী কহে এই কথা জিজ্ঞাস কেমনে।
গাজনা বিখ্যাত দেশ না শুন শ্রবণে॥
বাহামান নামে রাজা করেন বসতি।
মহাবল পরাক্রান্ত পুণ্যবন্ত অতি॥
এত শুনি তাহারে শুধাই পুনর্ব্বার।
প্রান্তরের প্রান্তভাগে বসতি কাহার॥
ক্ষেত্রপ উত্তর করে শুন মহাশয়।
সেরিণী ভূপতি বালা সেই স্থানে রয়॥
কোষ্ঠীতে লিখিল তার করিয়া গণনা।
দুষ্টেতে ছলিবে তারে করিয়া বঞ্চনা॥
এই হেতু নির্ম্মাইয়া পাষাণের পুরী।
কুমারী রাখিল তথা মনে ভাবি চুরি॥
বাটীর চৌদিগে খেয় পরিপূর্ণ জলে।
লৌহময় দ্বার তায় মহলে মহলে॥
আপনি দ্বারের চাবি রাখেন রাজন।
সপ্তাহান্তে একবার করেন গমন॥
তাহা ভিন্ন দ্বারপাল আছে কত শত।
সদা রক্ষা করে পুরী তক্ষকের মত॥
কন্যার রক্ষিণী বৃদ্ধা আছে এক জন।
কাছে থাকে সেই আর সহচরী গণ॥
শুনিয়া এসব কথা ক্ষেত্রপের ঠাঁই।
প্রণাম করিয়া তারে নগরেতে যাই॥
দেশে প্রবেশিয়া দেখি পথেতে ফিরিয়া।
আসিতেছে কত লোক ঘোড়ায় চড়িয়া॥
মনোহর বাস ভূষা পরেছে সকলে।
উত্তম পুরুষ এক আছে মধ্য স্থলে॥
সুবর্ণ মুকুট শীরে জামা জোড়া গায়।
স্থানে স্থানে মণি মুক্তা শোভা কিবা তায়

অনুভবে বুঝিলাম হবে নরপতি।
শুনিলাম যাইতেছে কন্যার বসতি॥
নগরে ভ্রমণ করি দেখিয়া কৌতুক।
কিন্তু মন পড়ি আছে যথায় সিন্দুক॥
সদা শঙ্কা এই, কেহ চুরিকরে পাছে।
ত্বরাকরি যাই তাই সিন্দুকের কাছে॥
প্রাণ পাইলাম দেহে সিন্দুক দেখিয়া।
তবে কিছু খাদ্য দ্রব্য খাইলাম নিয়া॥
মনে ভাবি সেথা কেহ উত্তমর্ণ নাই।
নির্ভাবনা নিদ্রা যাবো সুখ হবে তাই॥
সেভাব হইল বৃথা ভাবা মাত্র সার।
মনুষ্যের এক চিন্তা নহে এক বার॥
সেরিণীর বার্ত্তা শুনি কৃষেকের ঠাঁই।
ভাবি তাই একা বসি নিদ্রা নাহি যাই॥
মনে মনে ভাবি রাজা এমন অজ্ঞান।
গণকের মিথ্যাবাক্য মনে দিল স্থান॥
পুরী নির্ম্মাইয়া ভয়ে কন্যারাখে দূরে।
নির্ভয়ে কি রাখিতে নারিত অন্তঃপুরে॥
গণকের গণণা যদ্যপি সত্য হয়।
সহস্র যতনে তাহা না হবার নয়॥
সেরিণীর ললাটেতে যদি তাহা থাকে।
পাতালে লুকালে তারে কারসাধ্য রাখে
এই রূপ মনে মনে যত যুক্তি করি।
সেরিণীরে ভাবি মনে পরম সুন্দরী॥
মজিয়া নারীর প্রেমে গেলসব ধন।
দেখেছি সুন্দরী কত নাযায় বর্ণন॥
সেরিণী সে সব জিনি মোহিনী ভাবিয়া।
মনে ভাবি রূপ দেখি কি রূপ করিয়া॥
পক্ষ রূপ সিন্দুকেতে করি আরোহণ।
সেরিণীর গৃহে আমি করিব গমন॥
কোন মতে তাহাকে তুষিতে যদি পারি
আমার ভাগ্যেতে তবে আছে সেই নারী
নবীন যৌবন কাল তখন আমার॥
ক্ষীণ বুদ্ধি ভাল মন্দ নাহিক বিচার॥

তিলেক না সহে ব্যাজ একথা ভাবিয়া।
তখনি আকাশে উঠি সিন্দুক চাপিয়া॥
একেতো রজনী ঘোর অন্ধকার তায়
শূন্য দিয়া যাই কেহ দেখিতে না পায়॥
সহস্র সহস্র সেনা রক্ষা করে পুরী।
মস্তক লঙ্ঘিয়া যাই নাহি দেখে চুরি॥
অনায়াসে অট্টালিকা উপরে যাইয়া।
অবিলম্বে নামি ছাতে সিন্দুক রাখিয়া॥
তথা হতে দেখি দ্বার আছে অবারিত।
ঘরেতে জ্বলিছে বাতি অতি সুশোভিত॥
প্রবেশ করিয়া ঘরে করি নিরীক্ষণ।
পালঙ্কেতে রাজকন্যা করিয়া শয়ন॥
কিবা অপরূপ রূপ নবীন তরুণী।
ধরণী মাঝারে ধনী চপলা বরণী॥
হেরিয়া লাবন্য নিভা বিচলিত মন।
এক চিত্তে দাঁড়াইয়া করি দরশন॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ অনঙ্গে অস্থির।
চুম্বন করিনু কর ধরিয়া নারীর॥
চুম্বনে নরেন্দ্রসুতা চেতন পাইল।
পুরুষ হেরিয়া ঘরে চীৎকার করিল॥
পার্শ্বের মন্দিরে ছিল তাঁহার রক্ষিণী।
কন্যার ক্রন্দন শুনি আইল তখনি॥
কন্যা কহে রক্ষা কর আগো মাপিকার।
দেখ দেখ কে আইলু ঘরেতে আমার॥
বুঝিতে না পারি আমি কেমন ছলনা।
তুমি বুঝি আনিয়াছ করিয়া মন্ত্রণা॥
মাপিকার বলে একি কহ ঠাকুরাণী।
মোর দোষ দেহ বৃথা কিছু নাহি জানি॥
কেমনে আনিব বল করিয়া মন্ত্রণা।
খোজাগণে কিরূপে করিব প্রতারণা॥
বিংশতি ফটক তাহে লৌহময় দ্বার।
তাহা মুক্ত না করিলে আনে সাধ্যকার॥
সকল দ্বারেতে আছে রাজার মোহর।
জানহ আপনি চাবি রাখে নৃপবর॥

চারিদিগে বারি পূর্ণ, শত শত দ্বারী।
কেমনে আইল কিছু বুঝিতে না পারি॥
এপ্রকার দুই জনে কহে পরস্পর।
আমি ভাবি জিজ্ঞাসিলেকি দিব উত্তর॥
আচম্বিত মন মধ্যে হইল উদয়।
মহম্মদ পীর বলি দিব পরিচয়॥
এতেক চিন্তিয়া কহি শুন নৃপবালা।
আমায় দেখিয়া কেন এত তব জ্বালা॥
লম্পট পুরুষ নহি প্রবঞ্চণা জ্ঞানে।
এসেছি রক্ষক গণে তুষ্ট করি ধনে॥
হেন বাঞ্ছা নহে মোর ছলনা কবিয়া।
ললনার ধর্ম্ম নষ্ট করিব আসিয়া॥
না জানি চাতুরি চুরি নহি আমি নর।
পীরের প্রধান মহম্মদ পৈগম্বর॥
রাজার নন্দিনী তুমি থাক এত ক্লেশে।
এনব যৌবন কাল যায় বন্দি বেশে॥
তোমার দুঃখেতে দয়া উপজিল মনে।
তাই আসিয়াছি দুঃখ বিনাশ কারণে॥
এবে রাজকন্যা তুমি ত্যজ শত্রু ভয়।
কোষ্ঠীর লিখন যাহা ঘুচিবে নিশ্চয়॥
তোমার রক্ষক আমি আপনি হইব।
মানব বঞ্চনা হতে উদ্ধার করিব॥
তাহাতে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে।
পূজিবে সকল রাজা তোমার পিতারে॥
রাজার নন্দিনী যত দেখিবে কৌতুক।
মহম্মদ যার স্বামী তার কত সুখ॥
এরূপ ছলনা বাক্য কহি ললনায়।
চাহা চাহি কন্যা ধাত্রী করে দুজনায়॥
দেখা দেখি দেখে মনে উপজিল ত্রাস।
পাছে না বিশ্বাস করে ভঙ্গ হয় আশ॥
নারী জাতি কিন্তু অতি অল্প বুদ্ধি ধরে
শুনিলে আশ্চর্য্য কথা মহামান্য করে॥
মহম্মদ নাম শুনি বিশ্বাস করিল।
অষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে চরণে ধরিল॥

বিশ্বাস করিল যদি রাজার নন্দিনী।
বুঝহ কিরূপ খেলি পাইয়া কামিনী॥
কন্যা সঙ্গে রস রঙ্গে যামিনী বঞ্চিয়া।
বিদায় হলেম কল্য আসিব বলিয়া॥
সিন্দুক রাখিয়া বনে যাইয়া নগরে।
কিনিলাম খাদ্য দ্রব্য অষ্টাহের তরে॥
অপূর্ব্ব অম্বর ক্রয় করিলাম আর।
জরির পাগড়ি জামা পটু চমৎকার॥
সুরাগ সুগন্ধ দ্রব্য কিনিলাম কত।
বারেক না ভাবি মনে ব্যয় হয় যত॥
বনে আসি আতর গোলাপ মাখি গায়।
সাজ সজ্জা করিতে সমস্ত দিবা যায়॥
হইলে কতক রাত্রি সিন্দুক চড়িয়া।
সেরিণীর স্থানে যাই আকাশে উড়িয়া॥
রাজার কুমারী কহে ওহে পৈগম্বর।
বিলম্ব দেখিয়া আজি ব্যাকুল অন্তর॥
না হেরিয়া এতক্ষণ ভাবি মনে মন।
ভুলিয়া রহিল নাথ কিসের কারণ॥
আমি কহি শুন ওহে রাজার নন্দিনী।
কিসের কারণে তুমি হইবে দুঃখিনী॥
আমার বচন কভু অন্যথা না হবে।
মিছা কেন ভাব, প্রেম চিরকাল রবে॥
কন্যা কহে ভালপ্রভু জিজ্ঞাসি তোমারে।
নবীন পুরুষ তুমি হলে কি প্রকারে॥
পূর্ব্বাপর শুনা আছে কথা এই রূপ।
মহম্মদ ধরে অতি প্রাচীনের রূপ॥
কহিলাম শুন প্রিয়ে মিথ্যা তাহা নয়।
সেই স্বাভাবিক রূপ জানিবে নিশ্চয়॥
সেই রূপ ধ্যান করে যত ভক্ত গণে।
কালেতে দর্শন পায় কঠোর সাধনে॥
তোমায় দিতাম যদি সে রূপে দর্শন।
দেখিতে বিকট দাড়ি মস্তক মুণ্ডন॥
সেরূপ কুরূপ, নহে রমণী রঞ্জন।
নবীন পুরুষ তাই হয়েছি এখন॥

ধাত্রী সায় দেয় প্রভু স্বরূপ বচন।
স রূপে কি রূপে লয় যুবতীর মন ॥
এত বলি যায় ধাত্রী শয়ন করিতে।
যামিনী পোহাই আমি কামিনী সহিতে
এই রূপ নিত্য নিত্য গমন তথায়।
সাবধানে যাই কেহ টের নাহি পায় ॥
ক্রমে ক্রমে সেরিণীর বিস্বাস বাড়িল।
প্রাণের অধিক ভাল বাসিতে লাগিল ॥
হইলাম তাহার সর্ব্বের সর্ব্বময়।
যাহা বলি তাহা করে না ভাবে ব্যত্যয়॥
কিছু দিন রঙ্গ রসে যায় এই রূপ।
কন্যাকে দেখিতে পরে আইলেন ভূপ ॥
দ্বারেতে মোহর দেখি মন্ত্রীগণে কহে।
যেমন মোহর ছিল সেই রূপ রহে ॥
এই রূপে যত দিন থাকিবেক দ্বার।
বিপদ যে হবে কোন চিন্তা নাহি তার ॥
এত বলি নরপতি পুরী প্রবেসিল।
সচীব প্রভৃতি সবে পশ্চাৎ রহিল ॥
জনকে দেখিয়া কন্যা করে সমাদর।
দুষ্কর্ম্ম ভাবিয়া কিন্তু বিরস অন্তর ॥
নৃপ কহে কেন কন্যা দেখি বিষাদিতা।
শুনিয়া সুন্দরী আরো হয় সলজ্জিতা ॥
পুনঃ পুনঃ সেই কথা জিজ্ঞাসে রাজন।
কি করে পিতাকে শেষে কহে বিবরণ ॥
যখন শুনিল রাজা পীর আসে যায়।
ভাবহ আশ্চর্য্য তাঁর কত হলো তায় ॥
সর্ব্বনাশ ভাবি ভূপ করে মহাক্রোধ।
কন্যারে কহেন তুমি এমন নির্ব্বোধ ॥
বলে হায় হলো মোর প্রত্যক্ষ এখন।
যত্নেতে ভাগ্যের ভোগ না হয় খণ্ডন ॥
সেরিণীর কোষ্ঠী ফল শেষেতে ফলিল।
কোন্ প্রবঞ্চক আসি তাহাকে ছলিল ॥
এত বলি কোপে রাজা লোহিত লোচন।
পুরীর সকল স্থান করে অন্বেষণ ॥
কোথাদিয়া আসি যাই দেখিতে নাপায়
মহা ক্রোধে মন্ত্রীগণে তখনি ডাকায় ॥
রাজার দাপেতে কাঁপে মন্ত্রীগণ যত।
জিজ্ঞাসে প্রধান মন্ত্রী হয়ে পদানত ॥
কহ প্রভু কেন আজ দেখি হেন বেশ।
কোন গ্রহ প্রতিবাদি হলো অবশেষ ॥
সকল বৃতান্ত রাজা মন্ত্রীরে কহিল।
বিহিত কি হয় তারে জিজ্ঞাসা করিল ॥
প্রধান উজীর কহে শুন মহাশয়।
যে কথা কহিল প্রভু অসম্ভব নয় ॥
শুনিয়াছি কত লোক পৃথিবীতে আছে।
দেব অংশে তাহাদের জন্ম হইয়াছে ॥
তাহাতেই বোধ হয় ঘটিয়াছে তাই।
সন্দেহ কি মহম্মদ তোমার জামাই ॥
এত শুনি মন্ত্রিগণ স্বীকার করিল।
এক জন তার মধ্যে কহিতে লাগিল ॥
শুন শুন ওহে ভাই হয়ে জ্ঞানবান।
কেমনে এমন বাক্যে মনে দেও স্থান ॥
গগণে বিরাজমান প্রভুমহম্মদ।
অপ্সরী কিন্নরী সদা সেবে তাঁরপদ ॥
সেসব ত্যজিয়া প্রভু মানবী ভজিবে।
কে হেন অজ্ঞান বলো একথা বুঝিবে ॥
কোন প্রবঞ্চক আসি সেই নাম ধরি।
নিশ্চয় ছলিল রায় তোমার কুমারী ॥
আমার বচন যদি শুন মহারাজ।
জানিতে বিশেষ তথ্য কর যুক্ত কায ॥
স্বীকার করিল নৃপ শুনি সেই কথা।
বলিল রজনী আজ পোহাইব তথা ॥
সত্য মিথ্যা মহম্মদ কেমন দেখিব।
আপনি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব ॥
নগরেতে যাও মন্ত্রী তোমরা সকলে।
প্রভাত হইলে নিশা এসো এই স্থলে ॥
ভূপতি একাকি মাত্র রহিল তথায়।
রাজার আদেশে দেশে মন্ত্রিগণ যায় ॥

সমস্ত দিবস রাজা পাগলের প্রায়।
বার বার সেই কথা জিজ্ঞাসে কন্যায়॥
কহ দেখি কন্যা মোরে করিয়া বিস্তার
প্রভুকি তোমার হেথা করেন আহার॥
কুমারী উত্তর করে শুনহ রাজন।
কখন না হয় তাঁর এখানে ভোজন॥
প্রত্যহ সাজায়ে দেই নানা উপহার।
অমনি পড়িয়া থাকে শুন চমৎকার॥
এই রূপে দিবা গত আগত সর্ব্বরী।
পালঙ্গে বসিল রাজা দীপ অগ্রে করি॥
হস্তে নিল দীর্ঘ অসি মুক্ত তার কোষ।
বসিয়া রহিল রাজা করি মহা রোষ॥
যদি মিথ্যা হয় পীর জানি প্রবঞ্চক।
ঘুচাব কলঙ্ক তার কাটিয়া মস্তক॥
প্রতীক্ষা করিয়া নৃপ আচেন তখন।
হেন কালে গগণে হইল উদ্দীপন॥
ত্বরাকরি উঠে রাজা দেখে জানালায়।
অগ্নিময় শূন্য হেরি বড় ভয় পায়॥
বুঝিতে না পারে কিছু জ্যোতির কারণ।
মনে ভাবে মহম্মদ্ করিল এমন॥
মুক্ত হলো স্বর্গ দ্বার আসিবেন বলে
জ্যোর্তিময় হলো তাই আকাশ মণ্ডলে।
বসিলেন বাহামান এতেক চিন্তিয়া।
হেন কালে তথা আমি উপনীত গিয়া॥
কোথায় রহিল দর্প গাম্ভীর্য্য প্রকাশ।
দেখিয়া কম্পিত কায় বদন পাঙ্গাস॥
হস্ত হতে অস্ত্র খানি পড়ে ভূমিতলে।
অপরাধ ক্ষম প্রভু ভয়ে নৃপ বলে॥
সার্থক মানব দেহ হইল আমার।
কতপুণ্য ফলে শ্বশুর হয়েছি তোমার॥
অনুভাবে বুঝিলাম রাজার নন্দিনী।
বলিয়াছে মহীপালে সকল কাহিনী॥
অবোধ দেখিয়া নৃপে দূরে গেল ত্রাস।
ভূমি হতে তুলি তাঁরে কহি মৃদু ভাষ॥
শুন শুন বাহামান ভক্তের প্রধান।
ধার্ম্মিক নাহিক দেখি তোমার সমান॥
পুণ্যের শৌরভ তব ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে।
তাই তব দুঃখে দয়া উপজিল মনে॥
তোমার কন্যার ভাগ্যে আছে দুর্ঘটনা।
মানবে আসিয়া তারে করিবে বঞ্চনা॥
ভক্তের দুর্গতি দেখি দুঃখিত অন্তর।
মনেভাবি কিসে দুঃখেহইবে অন্তর॥
বিবির নিকটে পরে করি নিবেদন।
সেরিনীর দুঃখ কিসে হইবে মোচন॥
বিধাতা কহিল শুন প্রিয় মহম্মদ।
ললাটে লিখেছি জাহা নাহি হবে রদ॥
তবে সেই লিপি আমি পারি ফিরাইতে
তুমি যদি পার তারে বিবাহ করিতে॥
ইহা ভিন্ন অন্য কোন নাহিক উপায়।
প্রিয় ভাবি উপদেশ দিলাম তোমায়॥
বিধাতার স্থানে শুনি এরূপ সম্বাদ।
ঘুচিল মনের দুঃখ বাড়িল আহ্লাদ॥
ভক্তের প্রধান তুমি তাহার কারণ।
কন্যারে তোমার তাই করেছি বরণ॥
আনন্দে অজ্ঞান রাজা একথা শুনিয়া
চরণ চুম্বন করে ভূতলে পড়িয়া॥
অমনি তুলিয়া তারে বসাই যতনে।
হরিষে বরিষে নীর রাজার নয়নে॥
অনন্তর নৃপবর সময় বুঝিয়া।
স্থানান্তর যান শীঘ্র আমায় ছাড়িয়া॥
কামিনী লইয়া সুখে যামিনী পোহাই॥
তথাপি চোরের মন সদা ভয় পাই॥
সদা শঙ্কা পাছে হয় নিশা অবসান।
সিন্দুক দেখিলে ভূপ টুটিবে গুমান॥
সভয়ে সমস্ত রাত্রি যাগিয়া পোহাই।
উদয় না হতে ভানু অমনি পলাই॥
প্রত্যূষে সচীব আদি সভাসদ গণ।
রাজার নিকট আসি দিল দরশন॥

জিজ্ঞাসে বিনয়ে নৃপে করি নমস্কার।
কালি কি হইল প্রভু কহ সমাচার॥
রাজা বলে হইয়াছে সন্দেহ ভঞ্জন।
করিয়াছি মহম্মদে স্বচক্ষে দর্শন॥
আপনি তাঁহার সঙ্গে কহিয়াছি কথা।
জামাতা আমার প্রভু নাহিক অন্যথা॥
শুনিয়া এরূপ কথা সভাসদ গণ।
পুলকে পূর্ণিত তনু গদ গদ মন॥
তার মধ্যে এক জন কিছু না মানিল।
সকলে মিলিয়া তারে ভর্ৎসিতে লাগিল॥
তাহাকে বুঝাতে রাজা নানা যুক্তি কয়।
প্রত্যয় না করে মন্ত্রী মৌনিভাবে রয়॥
ক্রোধ নাহি করে নৃপ নির্ব্বোধ ভাবিয়া।
সভাসদ সবে হাসে উন্মাদ বলিয়া॥
তদন্তর নৃপবর নগরে চলিল।
যাইতে যাইতে পথে বারি আরম্ভিল॥
পবন সঘন বহে ঘোর অন্ধকার।
বজ্রের বিষম শব্দে নাহিক নিস্তার॥
সুরঙ্গ তুরঙ্গ সব মাতিল অমনি।
অবিশ্বাসী মন্ত্রী ভূমে পড়িল তখনি॥
ধরায় পড়িবা মাত্র ভাঙ্গে তার পদ।
সবে বলে দেখ দেখ আছে মহম্মদ॥
ভর্ৎসনা করিয়া ভূপ বলেন তখন।
মোরবাক্য বিশ্বাস না কর কি কারণ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ ফল ফলিল তাহায়।
দণ্ড দিল পদ ভঙ্গ করিয়া তোমায়॥
গালি মন্দ দিয়া পরে লইয়া চলিল।
নগরে আসিয়া নৃপ ঘোষণা করিল॥
কন্যার বিবাহ হলো মহম্মদ সনে।
মহানন্দে মহোৎসব করে প্রজাগণে॥
সেই দিন গিয়া আমি নগর ভিতর।
শুনিলাম এই কথা লোকের গোচর॥
পীরে না মানিল মন্ত্রী অতি নষ্ট মতি।
ভাঙ্গিল চরণ তাই হইল দুর্গতি॥

আরো শুনি নৃপমণি তুলিয়াছে রব।
পীরের পিরিতে সবে কর মহোৎসব॥
দেখহ কেমন মূঢ় রাজা প্রজা সবে।
পীরের ভাবেতে মগ্ন সুখের অর্ণবে॥
হুলা হুলি কুলা কুলি পড়িল নগরে।
প্রজাগণ ধন্য ধন্য কহে নৃপবরে॥
পীরের শ্বশুর হলে কতো পুণ্য ফলে।
দীর্ঘজীবি হও রাজা সর্ব্বজনে বলে॥
দেখে শুনে সন্ধ্যাকালে আসিয়া কাননে।
রজনী হইতে যাই সৈরিণী সদনে॥
মৃদুভাষে পরিহাসে কহি ততক্ষণ।
নৃপতির নষ্ট মন্ত্রী আছে এক জন॥
ভালমন্দ নাহি জানে মূঢ় অতিশয়।
পীরের পীরত্ব প্রতি নাহিক প্রত্যয়॥
নাস্তিকের দর্পে মনে উপজিল ক্রোধ।
জলধরে বলি পরে তুলিতে সে শোধ॥
মহা শব্দে মেঘমালা গগণ যুড়িল।
মূসলের ধারে ধারা বহিতে লাগিল॥
পবন প্রচণ্ড তায় বজ্রের ঘর্ষণ।
দিনমানে হয় যেন নিশার লক্ষণ॥
ভয়েতে মাতঙ্গ সব মাতিয়া উঠিল।
আতঙ্কে তুরঙ্গ গণ ছুটিতে লাগিল॥
হয় হতে নষ্ট মন্ত্রী ভূতলে পড়িল।
প্রায়শ্চিত্ত হেতু তার চরণ ভাঙ্গিল॥
সামান্য শাসন এই শুন প্রিয়তমা।
জানেনা পামর মম পরাক্রম সীমা॥
অবিশ্বাস যদি আর করে কোন জন।
বিনাশ করিব তারে করিয়াছি পণ॥
এতবলি মনোসুখে রজনী বঞ্চিয়া।
প্রকাশ না হতে ভানু যাই শূন্য দিয়া॥
পরদিন নৃপবর হইয়া তৎপর।
সভাসদ সঙ্গে যান কন্যার গোচর॥
মিষ্টভাষে কুমারিরে কহেন রাজন।
পাপাত্মা অমাত্য মোর আছে এক জন॥

পড়েছে প্রভুর কোপে কুকর্ম্ম করিয়া।
পাপ হতে মুক্ত কর পতিরে কহিয়া॥
সরিণী কহেন পিতা জানি আনি তাই।
কহিয়াছে সবিশেষ তোমার জামাই॥
অবশেষ কহিল সমস্ত বিবরণ।
উজীরের যেই রূপে ভাঙ্গিল চরণ॥
রাজা বলে শুন শুন সব মন্ত্রিগণ।
সন্দেহ ইহাতে আর আছে কি এখন॥
কর্ণে শুনে চক্ষে দেখে কেবা নাহি মানে
শুনিলে কহেছে যাহা নন্দিনীর স্থানে॥
ভূপাল ভারতি শুনি তুষ্ট সভাসদ।
ভূমিষ্ঠ হইয়া ধরে কুমারীর পদ॥
রক্ষহ অবোধে, সবে কহে এক স্বরে।
ভাল বলি রাজকন্যা অঙ্গীকার করে॥
হেন রূপে কত দিন অতিক্রান্ত হয়।
সঙ্গতি যা কিছু ছিল ক্রমে হলো ক্ষয়॥
ধনবিনা মহম্মদ ঠেকিল বিপাকে।
দুই তিন দিন প্রভু অনাহারে থাকে॥
অন্ন বিনা প্রাণ যায় না দেখি উপায়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কহি রাজার কন্যায়॥
শুন শুন প্রাণেশ্বরী জিজ্ঞাসি হাসিয়া।
বিবাহের ব্যবহার রহিলে ভুলিয়া॥
যৌতুক আমারে কিছু দিলনা রাজন।
কৌতুক তাহাতে মোরে করে দেবগণ॥
কন্যা কহে এই কথা জনকে জানাবো।
ভাণ্ডারের যত ধন এখানে আনাবো॥
মনের সাধেতে দিব যৌতুক তোমায়।
আমি বলি কায নাই কহিয়া রাজায়॥
কি আছে অভাব নাহি ধনে প্রয়োজন।
কার্য্য সিদ্ধি হেতু কিছু দেও অভরণ॥
শুনি প্রেমে পুলকিত কুরঙ্গ নয়না।
অঙ্গ অভরণ যত খুলিল তখনি॥
কি করিব এত ধনে মনেতে ভাবিয়া।
দুই খান ভালো রত্ন নিলাম তুলিয়া॥
সেই রত্ন বেচিলাম যথায় জহরী।
এরূপে সঙ্গতি হলো চলিল চাতুরি॥
মাসাবধি যাই আসি প্রত্যহ তথায়।
কাসম রাজার দূত আইল সভায়॥
বাহামান নৃপে দূত কহিতে লাগিল।
সম্বন্ধ করিতে রাজা মোরে পাঠাইল॥
পরম সুন্দরী কন্যা আছয়ে তোমার।
বিবাহ করিতে তাঁরে বাসনা রাজার॥
নৃপ কহে তাঁর কথা রাখিতে না পারি।
প্রভু মহম্মদে আমি দিয়াছি কুমারী॥
এই কথা তোমার রাজায় গিয়া কবে।
দূতভাবে বুঝি নৃপ জ্ঞান শূন্য হবে॥
অতঃপর বিদায় হইয়া দেশে যায়।
কাসম রাজাকে সব সংবাদ জানায়॥
ভূপতি ভাবিল বুঝি ক্ষিপ্ত বাহামান।
আর বার মনে করে হলো অপমান॥
এত ভাবি ক্রোধানল জ্বলিল অন্তরে।
রণ সাজে চলিলেন গজনা নগরে॥
যুদ্ধে বিষারদ রায় মহা পরাক্রান্ত।
সমরে সাজিল যেন সাক্ষাৎ কৃতান্ত॥
অসংখ্য সেনায় দেশ হলো অদর্শন।
দাপটে উড়িয়া রেণু ঢাকিল গগণ॥
প্রভাকর মুখ ছবি মলীন হইল।
যেন কাদম্বিনী আসি তাহারে ঘেরিল॥
যুদ্ধের সম্বাদ দূত কহিল রাজায়।
একে বারে বজ্র যেন পড়িল মাথায়॥
রণ সজ্জা কিছু নাই হলো বড় দায়।
সভাস্ত সমস্তে ডাকি জিজ্ঞাসে উপায়॥
যে যা বুঝে মন্ত্রিগণ কহেন মন্ত্রণা।
খঞ্জ মন্ত্রী বলে রায় কিলাগি ভাবনা॥
জামাতা সহায় যার প্রভুমহম্মদ।
তাহার কি আছে ভয় কিসের বিপদ॥
একাকী কাসম রাজা কি করিতে পারে
মিলিলে সকল ভূপ কে যুঝে তোমারে

জামাতায় স্মরণ করহ মহাশয়।
প্রভূ হতে শত্রু তব হবে পরাজয়॥
যাহার কারণে রাজ্যে যুদ্ধ উপস্থিত।
বিপদ সময়ে রক্ষা তাঁহার উচিত॥
পরিহাস করি মন্ত্রী কহিল এরূপ॥
বিদ্রূপ না ভাবি রাজা বুঝিল স্বরূপ।
তুষ্ট হয়ে নরপতি মন্ত্রিপ্রতি কয়।
পরামর্শ যা বলিলে যুক্তি সিদ্ধ হয়॥
এত বলি কন্যা স্থানে চলিল নরেশ।
কহিল তাহারে গিয়া করিয়া বিশেষ॥
শুন কন্যা দেশে বড় বিভ্রাট হইল।
কাসম ভুপতি রণ করিতে আইল॥
প্রভাত হইলে নিশা করিবে সে রণ।
বিনাশ করিয়া রাজ্য বধিবে জীবন॥
সভয়ে এসেছি মাগো তোমার নিকটে।
আমায় অভয় দান করহ শঙ্কটে॥
প্রভুর সহায় বিনা রাজ্য নষ্ট হয়।
বলো কি করিলে প্রভু হইবে সদয়॥
শুনি কন্যা কহে পিতা কেন পাও ডর।
আছেন বিপদে সখা সেই পৈগম্বর॥
নিমিষে সকল শত্রু করিবে বিনাশ।
সমস্ত ধরণীপতি হবে তব দাস॥
রাজা বলে ভাল তবে তোমারে সুধাই।
আজি কেন এখন প্রভুর দেখা নাই॥
সদা সশঙ্কিত-প্রাণ বিলম্ব দেখিয়া।
বুঝি এশঙ্কটে প্রভু রহেন ভুলিয়া॥
কন্যা বলে মিছা পিতা ভাবিতেছ দুখ।
বিপদ কালে কি প্রভু হবে পরাঙ্মুখ॥
ত্রিদিব হইতে নাথ দেখিছেন সব।
দেখ কি এখনি শত্রু হবে পরাভব॥
বাস্তব আমার ছিল সেই অভিলাস।
মনে ভাবি কি প্রকারে করি শত্রু নাশ॥
দিবসে অন্তরে থাকি তদন্ত লইয়া।
শত্রুর ছাউনি সব বেড়াই দেখিয়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু আনিয়া প্রস্তর।
যতনে বোঝাই করি সিন্দুক ভিতর॥
কতক রাত্রিতে উঠি আকাশ মণ্ডলে।
রাজার ছাউনি দেখি আছে মধ্য স্থলে॥
চারি পার্শ্বে সেনাগণ করিয়া শয়ন।
নিদ্রা যায় ঘোরতর মুদিয়া নয়ন॥
এত দেখি নামিলাম রাজার আবাসে
মাথাতুলি উকি ঝুকি মারি আশ পাশে
ফুকর হইতে দেখি রাজা নিদ্রা যায়।
প্রস্তর তুলিয়া মারি তাঁহার মাথায়॥
বিষম আঘাতে রাজা কান্দিয়া উঠিল।
শুনিয়া প্রহরিগণ সকলে জাগিল॥
কাছে গিয়া দেখে রাজা মূর্চ্ছা গত প্রায়
মাথা দিয়া পড়ে রক্ত পাষাণের ঘায়॥
হাহাকার পড়িল সকল রণ স্থলে।
ধর ধর্ মার্ মার্ সব সেনা বলে॥
কে মারিল কাহারে পাইবে সেই খানে
অবিলম্বে উঠি আমি আকাশ বিমানে
ঊর্দ্ধ হতে নীম্ন ভাগে শীলা বৃষ্টি করি।
হস্ত পদ ভাঙ্গে লোকে বলে মরি মরি॥
ভয় পেয়ে সেনাগণ পরস্পর কয়।
মহম্মদ শীলা বৃষ্টি করিছে নিশ্চয়॥
সর্ব্বনাশ, পীরের হইল মহা কোপ।
দেখ বুঝি এই বার হয় সৃষ্টি লোপ॥
পালায় সকল সেনা একথা বলিয়া।
বর্ম্ম চর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্র ভূমেতে ফেলিয়া॥
ত্রাসেতে পশ্চাতে কেহ ফিরে নাহি চায়
গেল প্রাণ নাহি ত্রাণ বলে হায় হায়॥
এই রূপে শত্রু সেনা প্রস্থান করিল।
প্রত্যূষে দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইল॥
অবিলম্বে নিজ সৈন্য নিয়া বাহামান।
ধরিবারে শত্রু গণে হয় ধাবমান॥
ভাঙ্গা মাথা নিয়া নৃপ পলাতে না পারে।
সৈন্য সহ বাহামান ধরিল তাহারে॥

ক্রোধে কহে নরপতি ওরে দুরাচার।
কি লাগিয়া বল্ তোর এত অহঙ্কার॥
আমার সঙ্গেতে চাহ করিবারে রণ।
ভয় নাহি এই দণ্ডে করিব নিধন॥
কাসম বিনয়ে কয় শুন বাহামান।
বিবাহ না দিলে তাহে ভাবি অপমান॥
ইহার কারণে রণে আইলাম আমি।
নাহি জানি প্রভুতব দুহিতার স্বামী॥
এখন মনের ভ্রম ঘুচিল আমার।
জানিলাম মহম্মদ জামাতা তোমার॥
দিয়াছেন প্রভু মোরে উপযুক্ত ফল।
পলায়ে গিয়াছে মোর যত দল বল॥
এত শুনি ভূপতি গমনে ক্ষান্ত দিয়া।
ফিরিয়া চলিল দেশে কাসমে লইয়া॥
পরদিন কাসমের হইল মরণ।
তাহার সর্ব্বস্ব লুঠি নিল সেনাগণ॥
দিবসেতে মহা ঘটা পড়িল নগরে।
রাজার আদেশে দেশে দেবার্চ্চনা করে॥
দিবা অস্তে মহারাজ কন্যা স্থানে গিয়া।
যুদ্ধের সকল কথা কহে বিস্তারিয়া॥
পীরের কৃপায় কন্যা ঘুচিল বিপদ।
বিনাশ করিল শত্রু প্রভু মহম্মদ॥
বিপদের বন্ধু প্রভু জানিলাম সার।
চরণ চুম্বণ করি বাসনা আমার॥
আনন্দে কহিছে রাজা এই সব কথা।
হেন কালে আমি গিয়া উপনীত তথা॥
ভূপতি ভূমিষ্ঠ হয়ে করে প্রণিপাত।
বলে প্রভু তোমা হতে শত্রু হলো পাত॥
কহিতে তোমার গুণ নাহি পারে নর।
তুমি হে অন্তর যামী প্রভু পৈগম্বর॥
ইহা শুনি ভূমি হতে তুলিয়া রাজায়।
কপাল চুম্বিয়া কহি কোমল ভাষায়॥
আইল কাসম রজা করি অহঙ্কার।
সংগ্রাম জিনিয়া রাজ্য লইবে তোমার॥
জয়ীহয়ে লয়ে যাবে তোমার নন্দিনী।
অন্তঃপুরে রাখিবেক করিয়া বন্দিনী॥
তাহার মনের ভাব জানিয়া সকল।
দর্প চুর্ণ করিলাম দিয়া প্রতিফল॥
ভবিষ্যতে আর কেহ যুদ্ধে না আসিবে॥
পৃথিবীর রাজা সব তোমারে পুজিবে॥
যদি কেহ আসে অগ্নি করি বরিষণ।
ভস্মরাশি করিব সকল সেনাগণ॥
এই রূপ কিছু কাল কথোপ কথন।
অনন্তর স্থানান্তর হইল রাজন॥
কামিনী পাইয়া সুখে পোহাই যামিনী।
রাজার অধিক তুষ্টা রাজার নন্দিনী॥
ভক্তি ভাবে অভ্যর্থনা করে শক্তিক্রমে।
স্নেহে আলিঙ্গন দেয় গদ গদ প্রেমে॥
প্রভাতের প্রাক্‌কালে বিদায় হইয়া।
চলিলাম কাননেতে সিন্দুক চড়িয়া॥
নগরে যাইয়া দেখি মহা কলরব।
বিপক্ষের অনুনয়ে হর্ষ প্রজাসব॥
পীরের পীরিতি হেতু কত মেলা হয়।
ঘরে ঘরে যাগ যজ্ঞ করে প্রজা চয়॥
ভক্তি দেখি যুক্তি আমি করি মনে মনে
আনন্দ উৎসবে মত্ত যত প্রজা গণে॥
আমার পীরত্ব কিছু প্রকাশ উচিত।
যাহতে সকল লোক হয় চমকিত॥
বারুদ কিনিনু হাটে এতেক চিন্তিয়া।
বানাই কতই বাজী কাননে বসিয়া॥
নিশাতে যখন সবে নৃত্য গীত করে।
সিন্দুকে পুরিয়া বাজী উঠি শূন্য পরে॥
আকাশ মণ্ডলে অগ্নি লাগাই বাজিতে
হাটে মাটে ঘাটে লোক দাঁড়ায়দেখিতে
জয়ধ্বনি উঠিল নগরে সর্ব্ব ঠাঁই।
জয় জয় মহম্মদ রাজার জামাই॥
এই রূপে বাজী ভোর করিয়া নিশিতে।
নগরে গেলাম দিনে সম্বাদ শুনিতে॥

সেই কথা যথা তথা কহে পরস্পর।
আনন্দ করিল কল্য পীর পৈগম্বর॥
লোকের হরিষে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া।
অগ্নি ক্রীড়া করিলেন স্বর্গেতে বসিয়া॥
কেহ বলে অগ্নি মধ্যে দেখি পৈগম্বর।
পাকা লম্বা গোঁপ দাড়ি জীর্ণ কলেবর॥
এই মত কত কথা শুনি লোক মুখে।
ভ্রমিয়া বেড়াই পথে মনের কৌতুকে॥
কিন্তু হায় মহানন্দে মগন যখন।
প্রাণের সিন্দুক বনে পুড়িছে তখন॥
কেমনে বাজীর অগ্নি সিন্দুকেতে ছিল।
তাহাতে জ্বলিয়া ধুনা কাঠেতে লাগিল॥
যখন কাননে দেখি পুড়িছে সিন্দুক।
যে বুঝ ভাবিয়া দেখ কি হইল দুখ॥
এক বিনা আর যার নাহিক সন্তান।
ভালবাসে তারে পিতা প্রানের সমান॥
খান খান করি তারে কেহ কাটে যদি।
স্বচক্ষে জনক দেখে বহে রক্ত নদী॥
তাহাতে পুত্রের শোক যে হয় পিতার।
সিন্দুকে অধিক শোক হইল আমার॥
বিপিন বিদীর্ণ করি ক্রন্দন করিয়া।
শোকেতে মাথার কেশ ফেলি উপাড়িয়া
ভাবিয়া ব্যাকুল মন চক্ষে ঝরে বারি।
কিরূপে রহিল প্রাণ বুঝিতে না পারি॥
ঘুচিল সকল আশা ভরসা তাহার।
নৈরাশ হলেম রাজকন্যার আশায়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না দেখি উপায়।
স্থির করিলাম আর কিকাজ হেথায়॥
এই রূপে মহম্মদ লীলা সম্বরিয়া।
দেশ ছাড়ি নন্দিনীরে দুঃখে ভাসাইয়া॥
যাইতে যাইতে সঙ্গী পাইলাম পথে।
কেরো দেশে চলিলাম তাহাদের সাথে॥
অন্ন বিনা গতি নাই মারা যাই প্রাণে।
উপায় অভাবে তাঁতি হলেম সেখানে॥
কত দিন তাঁতিবেশে সেই দেশে যায়।
অবশেষে ডমাস্কসে আসিয়াছি রায়॥
তাঁতির ব্যবসা করি কাটাইয়া থাকি।
মনের জ্বলন্ত দুঃখ মনেতেই রাখি॥
শয়নে স্বপনে হেরি রাজার কুমারী।
কোন মতে বারে তারে ভুলিতেনা পারি
মনে করি মনে তারে নাহি দিব স্থান।
সে মাত্র মনের ভ্রম সদা জ্বলে প্রাণ॥
তাহে আরো দুঃখ এই শুন মহাশয়।
ব্যবসায় লভ্য নাই শ্রম অতিশয়॥
এত বলি কহে পুন শুন হে রাজন।
তোমার আজ্ঞায় কহি সব বিবরণ॥
মনে ছিল এই কথা কারে না কহিব।
আপন মনের পাপ গোপনে রাখিব॥
কি করিব সে প্রতিজ্ঞা শেষে না রহিল।
তোমার আদেশে প্রভু কহিতে হইল॥
এখন মিনতি নৃপ করি তব স্থান।
ক্ষমা কর অপরাধ করি কৃপাদান॥
এত শুনি মন্ত্রিবর রাজার আজ্ঞায়।
তন্ত্রবায়ে তুষ্ট করি করিল বিদায়॥

বদর উদ্দিন লোলো রাজার ইতিহাসের অনুবৃত্তি॥

শুনিয়া তাঁতির গল্প, নৃপতি চিন্তিয়া অল্প,
মন্ত্রি প্রতি কহেন তখন।
তন্ত্রবায় নহে সুখী, তাহে যে জগত দুখী,
মনে স্থান দিওনা কখন॥
এতেক বলিয়া রায়, কহিছেন পুনরায়
শুন মন্ত্রী আমার বচন।
ডাকোসবরাজকর্ম্মী,সেনাপতিবর্ম্মী চর্ম্মী
সর্ব্বজনে সভায় এখন॥
পরেআনোপরিজনে,জিজ্ঞাসিবজনেজনে
কে কেমন কাহার কি রীত।

অনুজ্ঞাপাইবামাত্র,ডাকিয়াআনিলপাত্র
ভূপতির সন্মুখে ত্বরিত ॥
নৃপ কহে কহ সবে, মিথ্যা কহ দণ্ড হবে,
সত্য বল সুখী কোন জন।
শুনি সভ্যগণ কয়, শুন সত্য পরিচয়,
নাহি জানি সুখ সে কেমন ॥
কেহ কহে যোড়করে,রূপসী প্রেয়সীঘরে
তাহে তার যৌবন উন্মুখ।
সেরহেআমারআশেথাকি-আমিপরবাসে
আমাহতে কার আছে দুখ ॥
যোড় করি দুই হাত, কেহ বলে নরনাথ
মনো দুঃখ কহিতে ডরাই।
দরবারে কর্ম্ম করি, পরিশ্রম করে মরি,
উপযুক্ত বেতন না পাই ॥
কহিতেছে,সেনাপতি,আমার দুর্গতিঅতি
ক্ষণ মাত্র প্রাণে নাহি আশ।
বিপক্ষের হস্তে কবে, জীবন নিধন হবে,
সদত মনেতে এই ত্রাস ॥
কোতয়াল পরে কহে, মনাগুণে মন দহে
সুখের রজনী যায় বয়ে।
যামিনীকামিনীবিনে,নাহিথাকেদিনহীনে
আমি থাকি চোর ডাকা লয়ে ॥
সকলেতে এই রূপে,দুঃখ জানাইয়া ভূপে
বিদায় হইয়া গৃহে যায়।
নৃপতি নিরস্ত হয়ে, কিছুকাল মৌন রয়ে
সচীবে কহেন পুনরায় ॥
শুন ওহে কর্ম্মাধ্যক্ষ, দেখ পুন প্রজাপক্ষ,
যদি সুখী থাকে কোন স্থানে।
স্বদেশে কি অন্যদেশে,তত্ত্বকর সবিশেষে
প্রজাবর্গ যে আছে যেখানে ॥
রাষ্টকর রাষ্ট্রময়, ভূপ আজ্ঞা এই হয়,
প্রজামধ্যে সুখী আছে যারা।
সপ্তাহের মধ্যে সবে, হজুরে হাজিরহবে
নতুবা জীবনে যাবে মারা ॥

আজ্ঞাপেয়ে মন্ত্রিবর,লিখি পত্র শীঘ্রতর
অধিকারে প্রেরণ করিল।
জ্ঞাত হয়ে পরস্পরে, কেহ না আইলপরে
নরপতি বিস্ময় হইল ॥
তথাপি বদর রায়, পাত্রে কহে পুনরায়,
মমরাজ্যে সুখীকেহ নয়।
এদৃষ্টে দেখে সবে দুখী, ভূমণ্ডলে নাহিসুখী
হেনমনে কভুনাহি লয় ॥
সুখীআছেঅন্যস্থানে,কেবাসকলেরেজানে
কোন্ স্থানে আছে কোন্ জন।
অতএব দেশেদেশে, তত্ত্বহেতু সবিশেষে
নিজে আমি করিব গমন ॥

রাজার বিদেশে গমন।

অতঃপর নৃপবর পাত্রমিত্র নিয়া।
চলিলেন তিন জনে অশ্ব আরোহিয়া ॥
বোগদাদ নগরে ক্রমে আসি নৃপবর।
বাস হেতু লইলেন বিপণির ঘর ॥
বাসার সন্মুখে বসি দেখেন রাজন।
ফকীর ডাণ্ডায়ে তথা আছে এক জন ॥
লোকের জনতা অতি চতুপার্শ্বে তার।
সাধু সুমধুর ভাষি কহে এপ্রকার ॥
বিফল কিফল লোকে করে পরিশ্রম।
সকলে মায়ায় মুগ্ধ নাহি বুঝে ভ্রম ॥
মরিলে সম্বল কভু সঙ্গীনাহি হয়।
কাহার কারণ তবে করিছে সঞ্চয় ॥
যখন আসিয়া কাল করেতে ধরিবে।
ধন দিয়া কেহ তারে তুষিতে নারিবে ॥
আরো দেখ ধনভোগে কর্ম্মভোগ কত
দুরন্ত তস্কর ভয়ে চিন্তা অবিরত ॥
সে চিন্তায় সুখ চিন্তা চিন্তাকরা ভার।
অতএব ধনার্জন কেবল অসার ॥

দেখ আমি সর্ব্বত্যাগী নাহিধন জন।
সদত সুখেতে করি জীবন যাপন ॥
এরূপ কহিল যদি চতুর ফকীর।
বহুজনে ধন দিল ভাবিয়া সুধীর ॥
যোগির যোগের বাক্য শুনি নরপতি।
সহাস্য বদনে ভূপ ভাষে মন্ত্রি প্রতি ॥
পথ পর্য্যটনে আর নাহি প্রয়োজন।
সানন্দিত সাধুহবে লইতেছে মন ॥
ভূপাল ভারতী শুনি কহে মন্ত্রিবর।
সঠতা সংযুক্ত এই সংসার সাগর ॥
অতএব সন্ন্যাসী কখন সুখী নয়।
স্বরূপ শুনিলে পারি বুঝিতে আশয় ॥
এতবলি তিনজনে জানিতে সন্ধান।
সন্ন্যাসী সংহতি পরে করিল প্রয়ান ॥
পথে পথে পরস্পরে আলাপন হয়।
পরমার্থ তত্ত্ব কত শত সাধুকয় ॥
মন্ত্রিপরে সন্ন্যাসিরে কহে কথা ক্রমে।
অদ্য মোরা অতিথি হইব তবাশ্রমে ॥
আনন্দে সন্ন্যাসী করি বহু সমাদর।
সঙ্গেকরি লয়ে যায় যথা নিজ ঘর ॥
তথায় ফকীর আরো দুই জন ছিল।
অতিথি হেরিয়ে সুখে সম্ভাষ করিল ॥
তদন্তর মন্ত্রিবর মুদ্রা কিছু দিয়া।
কহে খাদ্য দ্রব্য আন জনেক যাইয়া ॥
মুদ্রালয়ে অবিলম্বে করিয়া বাজার।
আনিল সুখাদ্য মদ্য বিবিধ প্রকার ॥
পরে পরস্পরে তথা ভোজনে বসিল।
মধুর মদিরা পানে আনন্দ বাড়িল ॥
হেনকালে নৃপবর সন্ন্যাসিরে কয়।
সত্য কহ সুখী কি অসুখী মহাশয় ॥
পানানন্দে ভ্রান্ত যোগী কহিল রাজারে
আমাদের সম দুঃখী নাহি এসংসারে ॥
তবে যে লোকের অগ্রে জ্ঞান কথা কুই
মনের সে ভাব নহে প্রবঞ্চনা বই।
সর্ব্বসহা মধ্যে কেহ নাহি সুখী নর।
কি গৃহী কি যোগী সবে আশার কিঙ্কর
ফকীরের ভাব বুঝি পরে ভূমিপতি।
বিদায় হইয়া যান যথায় বসতি ॥
পথি মধ্যে নিকটে দেখেন এক বাটী।
তথায় বিক্রয় হয় খাদ্য পরিপাটী ॥
সেই খানে কাষ্ঠাসনে পথিক দুজন।
পরস্পরে কহে তারা দুঃখের কথন ॥
একজন কহে দেহি মাত্রে সুখী নয়।
অপর পথিক কহে এমন কি হয় ॥
বরঞ্চ অধিক লোক সুখী ধরাতলে।
সকল মনুষ্য দুঃখী মূখলোকে বলে ॥
জগত বিখ্যাত সুখী আছে এক জন।
সদা সদাশয় তার সন্তোষিত মন ॥
নৃপতির কর্ণে এই কথা প্রবেশিল।
জানিতে তদর্থ পাত্রে প্রেরণ করিল ॥
আজ্ঞামাত্র পাত্র তথা করিয়া গমন।
জিজ্ঞাসে তত্রস্থ জনে সানন্দিতমন ॥
কহ মহাশয় সুখী আছে কোন জন।
কি নাম তাহার আর কোথায় ভবন ॥
সেজন সচীবে কহে শুন পরিচয়।
এষ্ট্রাকান নরপতি সুখী অতিশয় ॥
তত্ত্বলয়ে তিন জন ত্যজে সেই দেশ।
অল্পদিনে এষ্ট্রাকানে উপনীত শেষ ॥
বিপণি ভিতরে ভাড়া করিয়া ভবন।
দেশের দেখিতে শোভা করেন ভ্রমণ ॥
বাটী পরি পাটী সব শরণি প্রশস্ত।
জ্ঞানহয় প্রজাগণ সবে আছে সুস্থ ॥
নৃত্য গীত গৃহে গৃহে করে সর্ব্বজন।
নগরের শোভা কিবা না যায় বর্ণন ॥
নরপতি হেরি সানন্দিত প্রজাগণে।
জিজ্ঞাসেন জানিতে তদন্ত এক জনে।
কহ মহাশয় অদ্য হেথা কি কারণ।
গৃহে গৃহে আনন্দেতে মগ্ন প্রজাগণ ॥

সে জন ভূপেরে কহে তুমি কি বিদেশী।
না জান কারণ কেন প্রজারা উল্লাসী॥
শুন তবে সবিশেষ কহি মহাশয়।
এদেশের লোক সব দ্বেষশূন্য হয়॥
অপর নগরে কেহ নাহি দীন জন।
এই হেতু সুখার্ণবে সকলে মগন॥
নিরানন্দ নহে নৃপ আনন্দের ধাম।
প্রজাবৃন্দ দেয় তাঁর সদানন্দ নাম॥
সেজনের বাক্যে নৃপ মন্ত্রিপ্রতি কয়।
অসম্ভব কথা মন্ত্রী প্রত্যয় না হয়॥
মন্ত্রী কহে মহারাজ করি নিবেদন।
জ্ঞান হয় সত্য নয় ইহার বচন॥
সন্ন্যাসির সম সবে জানিবে অসার।
অন্তরেতে ভাবান্তর বাহিরেতে আর॥
রাজাবলে মন্ত্রিবর কহিলে যে রূপ।
কেমনে বলিব বলো তাহার বিরূপ॥
অধিকার গুরু ভার মস্তকে যাহার।
সে যে এত সন্তোষিত কথা চমৎকার॥
ভাল ভাল তত্ত্ব তার ত্বরায় করিব।
ভূপতি সুখী কি দুঃখী অবশ্য জানিব॥
এত বলি তিন জনে হইয়া সত্বর।
ত্বরা করি যায় রাজ পুরীর ভিতর॥
অগণন দ্বারিগণ দ্বারে নিয়োজিত।
সবাকার দীর্ঘাকার অসি নিষ্কোশিত॥
কিন্তু পুরী প্রবেশিতে বারণ না করে।
সানন্দে সভায় যায় তিন জনে পরে॥
সভার কি কব শোভা না যায় বর্ণন।
চতুর্দ্দিকে সভাসদ মধ্যে সিংহাসন॥
তদুপরি নররাজ দেবরাজ প্রায়।
জ্ঞান হয় যেন হাস্য মুখে শোভা পায়॥
নর্ত্তকী করিছে নৃত্য নৃপের সম্মুখে।
সভাস্থ সমস্ত লোক দেখিছে কৌতুকে॥
নৃত্য গানে ক্রমে হয় দিবা অবসান।
সভা ভঙ্গ করি ভূপ অন্তঃপুরে যান॥
ডেমস্কস অধিপতি পাত্র মিত্র সঙ্গে।
বাসায় গমন করে সুখের তরঙ্গে॥
আসিয়া বাসায় ভূপ মন্ত্রিপ্রতি কন।
হর্মজ রাজার দেখি সুখীর লক্ষণ॥
সফল হইল এবে এত পরিশ্রম।
মিলিল মানবে সুখী তাহে নরোত্তম॥
সিফল মুলুক কহে শুন মহাশয়।
কহিলে যে রূপ কথা মোর মনে লয়॥
অসুখের চিহ্ন নাহি হর্মজ রাজার।
রিপুছয় বোধ হয় আজ্ঞাকারী তার॥
ম্ত্রী কহে না জানিলে অন্তরের গতি।
বাহ্য হেরি বিশ্বাসিতে নারি নরপতি॥
পরদিন তিন জনে রত্ন কিছু নিয়া॥
রাজার সভায় সবে প্রেবেশিল গিয়া।
ভূপালে প্রণামি তথা করে নিবেদন।
রত্ন ব্যবাসায়ী মোরা শুনহে রাজন॥
ইহা বলি রত্ন কৌটা অমনি খুলিল।
নৃপমণি হেরি মণি প্রশংসা করিল॥
কপোত ডিম্বের সম হীরাএক খান।
ছদ্মবেশী, নৃপবরে করিল প্রদান॥
রতন পাইয়া রাজা যতন করিয়া।
রাখিলেন তাঁহাদের গৃহে স্থান দিয়া॥
হর্মজের মনবাঞ্ছা ছিল এপ্রকার।
বিদেশী তুষিলে যশ করিবে প্রচার॥
সে জন্য সেবায় রাখে খোজা শত শত
নিত্য নিত্য নৃত্য গীত রঙ্গরস কত॥
বদর উদ্দিন রায় সতর্ক হইয়া।
হর্মজের রীতি নীতি দেখে নিরক্ষিয়া॥
কিছু দিন পরে তবে মন্ত্রি প্রতি কন।
নৃপতির নাহি দেখি দুঃখের লক্ষণ॥
মন্ত্রী কহে মহারাজ না হয় প্রত্যয়।
তবে সত্য মানি যদি পাই পরিচয়॥
নৃপ কহে কেমনে জানিব তার মন।
উজীর কহিল যুক্তি আছে বিলক্ষণ॥

পরিচয় অগ্রে ভূপে করহ প্রকাশ ।
পরে জিজ্ঞাসিলে পাবে মনের আভাস ॥
এরূপ বিচারি সবে গিয়া দরবারে ।
গোপনে কহিব কথা কহিলা রাজারে ॥
হর্মজ ভূপতি পরে নির্জন হইল ।
ডেমস্কস অধিপতি কহিতে লাগিল ॥
বহুদিন গত প্রভু নিয়মিত কাল ।
অনুমতি হলে দেশে যাই মহীপাল ॥
জহরী নহিক মোরা ইহা ছদ্ম বেশ ।
এতবলি পরিচয় কহিলা বিশেষ ॥
হর্মজ ভূপতি অতি আশ্চর্য্য হইল ।
বিশেষ শুনিয়া শেষ কহিতে লাগিল ॥
একেমন কথা বল শুনি চমৎকার ।
সুখী নাই মন্ত্রী কেন কহে এপ্রকার ॥
বদর উদ্দিন বলে দেখিবারে তাই ।
এতেক ভ্রময়া সুখী কোথাও না পাই ॥
নানাদেশ ফিরি শেষ শুনি তব নাম ।
অবশেষ আসিয়াছি এষ্ট্রাকান ধাম ॥
এখন মিনতি মোর শুন ওহে ভূপ ।
স্বরূপ কহিবে তব অন্তর কি রূপ ॥
বাহ্যেতে যে রূপ দেখি অতি অপরূপ ।
কিরূপ মানসে তব কহিবে স্বরূপ ॥
যথার্থ শুনিবে যদি কহিল রাজন ।
আমার সমান দুঃখী নাহি কোন জন ॥
বাহ্যেতে যে রূপ দেখ অন্তরে তা নয় ।
দারুণ বিচ্ছেদানলে জ্বলিছে হৃদয় ॥
এতবলি তিন জনে সঙ্গেকরি লয়ে ।
অন্দরে হর্মজ যান অতি মৌন হয়ে ॥
হর্মজে মলিন হেরি ডেমস্কস পতি ।
বিনয়ে জিজ্ঞাসে কেন অপ্রসন্ন মতি ॥
হর্মজ কহেন বাক্যে নাহি প্রয়োজন ।
প্রত্যক্ষ দেখহ দুঃখ আমার রাজন ॥
এই যে সম্মুখ স্থিত গৃহ শোভা পায় ।
প্রবেশ করিয়া দেখ কি আছে তথায় ॥
পরে বিস্তারিয়া কব বিশেষ তাহার ।
শুনিয়া মানিবে তুমি কার্য্য চমৎকার ।
হর্মজের বাক্য শুনি ডেমস্কস পতি ।
তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে করিলেন গতি ॥
গৃহ মাঝে দেখে ভূপ নারীরূপ নিধি ।
শশ হীন শশি যেন গড়িয়াছে বিধি ॥
যদ্যপি অচির প্রভা চির প্রভা হয় ।
তথাপি রূপের তুলা কোনরূপে নয় ॥
কিবা চারু যুগ্ম ভুরু শোভা অতুলিত ।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত ॥
কুঞ্চিত কুন্তল জাল জিনি জলধর ।
প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন মুখ মনোহর ॥
ঘন পীন দুই স্তন শোভে দক্ষ বামে ।
মৃগরাজ পায় লাজ কটির সুঠামে ॥
রম্ভা গুরু জিনি উরু অতি চারুতর ।
চম্পক কলি পদাঙ্গুলি সুন্দর নখর ॥
স্বর্ণের শয্যায় ধনী করিয়া শয়ন ।
সহচরী সঙ্গে করে কথোপ কথন ॥
বদর উদ্দিন হেরি বাহিরে আইল ।
হর্মজে আশ্চর্য্য রূপ সকল কহিল ॥
হর্মজ ভূপতি কহে শুন নৃপবর ।
এই সে রমণী মম দুখের আকর ॥
ডেমস্কস পতি কহে এ আর কেমন ।
কামিনী কি রূপে হলো দুঃখের কারণ ॥
হর্মজ কহিল কর স্বচক্ষে দর্শন ।
এত বলি গৃহ মধ্যে করিল গমন ॥
রাজা যত রমণীর নিকটেতে যায় ।
ততই আতঙ্কে তার চন্দ্রাস্য শুকায় ॥
বিবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ পিঙ্গলের প্রায় ।
শবের সদৃশী নারী রহিল শয্যায় ॥
হাস্য আস্য গেল কোথা কোথা মৃদু ভাষ
মুদিল খঞ্জন আঁখি না হয় প্রকাশ ॥
হেন কালে মহীপাল পালঙ্কে বসিয়া ।
কামিনীরে কহে কত মধুর ভাষিয়া ॥

তুল আঁখি চন্দ্রমুখি হের এক বার।
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা প্রিয়ে সব কত আর॥
উত্তর না দেয় রামা রাজার কথায়।
জ্ঞান হয় মৃতপ্রায় পড়িয়া তথায়॥
এই রূপ অপরূপ হেরিয়া তখন।
হর্মজে জিজ্ঞাসা করে বদর রাজন॥
কহ মহীপাল কহ কারণ ইহার।
কি লাগি কামিনী হৈল শবের আকার॥
হর্মজ ভূপতি বলে শুনহ কারণ।
যে রূপে হইল এই অঘট্য ঘটন॥

হর্মজ রাজা অর্থাৎ সদানন্দ ভূপতির ইতিহাস।

পঞ্চ বর্ষ গত প্রায় শুন মহাশয়।
ভ্রমণে বাসনা মোর হয় অতিশয়॥
জনক সমীপে পরে জানাই সে কথা।
সম্মত হইল পিতা না করি অন্যথা॥
গমনের আয়োজন করিলা বিস্তর।
ধুম ধামে যাত্রা আমি করি অতঃপর॥
বঙ্গা তরঙ্গিনী পার হয়ে অবশেষ।
যেক্ হতে যঙ্গিখণ্ডে করি সমাবেশ॥
যন্ধ দেশে আসি শেষে অথরারে যাই।
প্রচুর কাঞ্চন দীন দরিদ্রে বিলাই॥
হাসন নামেতে এক মহৎ সন্তান।
সুধীর সরল শান্ত অতি গুণবান॥
প্রিয়পাত্র মধ্যে সেই প্রধান আমার।
এক দিন তারে আমি কহি এপ্রকার॥
ছদ্ম বেশে দেশে দেশে চল দোঁহে যাই
এরূপ গমনে আর বাঞ্ছা মোর নাই।
নগর কানন বন করিব ভ্রমণ।
জ্ঞান উপদেশ তাহে হবে বিলক্ষণ॥
হাসন আমার বাক্যে সম্মত হইমা।
কার্জম নগরে তবে যাইতে চাহিল॥
লোক জন সরঞ্জম রাখিয়া তথায়॥
পাথেয় কিঞ্চিৎ লয়ে যাই অচিরায়॥
নিরুদ্বেগে উত্তরিয়া কার্জমির ধামে।
শুনিলাম রাজা তথা অর্শিলন নামে॥
বাসা ভাড়া করি দোঁহে বিপণিতে গিয়া
কেহ না জিজ্ঞাসা করে সামান্য ভাবিয়া
পর দিন প্রাতে উঠি সত্বর হইয়া॥
দেশের সৌন্দর্য্য দেখি ভ্রমণ করিয়া॥
হেন কালে হেরি এক পুরী মনোহর।
অবিলম্বে চলিলাম তাহার ভিতর॥
প্রাঙ্গনে প্রবেশী জনে নাপাই দেখিতে॥
নানা রঙ্গে কথা তথা পাইনু শুনিতে॥
কেহবলেকোথা গেলে ত্যজিয়া আমায়।
যায় প্রাণ কর ত্রাণ আসিয়া ত্বরায়॥
অদর্শন হলা হলে-জ্বলিছে জীবন।
বাক্য সুধা বরিষণে বাঁচাও এখন॥
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ গীত গায়
হেরিতে কৌতুক তথা ভ্রমি দুজনায়॥
কেহ বলে হৃদি মাঝে মনমঞ্চে রাখি।
শুনাইব মিষ্ট বাক্য স্নেহামৃতে মাখি॥
প্রেমের শয্যায় পরে করায়ে শয়ন।
নয়ন কিঙ্কর দিব করিতে সেবন॥
কেহ বলে তব রূপ প্রচণ্ড দহন।
পতঙ্গ সমান দগ্ধ হইতেছে মন॥
কেহ বলে সুধা সিন্ধু লাবণ্য তোমার॥
ক্ষুদ্র তরি মন তাহে ডুবিল আমার॥
না বুঝিয়া ভাব কিছু রাজ পথে যাই।
কতক দূরেতে গোল শুনিবারে পাই॥
জিজ্ঞাসি জনেকে কেন জনরব তথা।
সে কহিল ইহার বিস্তর আছে কথা॥
রাজার নন্দিনী পথে করিছে ভ্রমণ।
জনরব হয় তারে করিতে দর্শন॥
এরূপ শুনিয়া পরে তাহারে সুধাই।
আমারা কি রাজকন্যা দেখিবারে পাই,

সে কহিল কদাচ না করহেন মতি।
তাহইলে পরে হবে বিষম দুর্গতি ॥
জিজ্ঞাসা করিনু তারে মন্দ কেন হবে।
সে কহে তোমারা কিছু জ্ঞান নাহি তবে ॥
বিদেশী হইবে স্থির বুঝিনু এখন।
শুন তবে কই তার বিশেষ কারণ ॥
এই দেশপতি তাঁর কন্যা এক আছে।
শদর শশাঙ্ক লজ্জা পায় তার কাছে ॥
কভু কভু সেই কন্যা ক্রীড়ার কারণ।
সখী সঙ্গে রাজপথে করেণ ভ্রমণ ॥
প্রেমভাবে যে তাহারে হেরে সেইকালে
কেহ বা উন্মাদ হয় কারে ধরে কালে ॥
উন্মাদ হইলে তার চিকিৎসা কারণ।
এই নিকটের গৃহে করেন প্রেরণ ॥
এই রূপ কথা শুনি বুঝিনু তখন।
উন্মাদ হয়েছে তারা প্রেমের কারণ ॥
পরেতে পথিকে করি বিনয়ে বিদায়।
হাসনেরে কহিলাম কথায় কথায় ॥
শুন মিত্র রাজ বালা হেরিব কেমন।
সত্য কি পথিক বাক্য হবেকি এমন ॥
এত বলি যাই চলি গোল হয় যথা।
হাসন বিস্তর মোরে নিষেধিল তথা ॥
না মানিয়া মানাতার যাই সেই স্থান।
হেরিলাম বহু লোক তথাবিদ্যমান ॥
কেহ বলে মরি মরি বুক ফেটে যায়।
কেহ বলে মরি যদি দেখিব কন্যায় ॥
জনতা হয়েছে ভারি প্রবেশিতে নারি।
হেনকালে পুরীমাঝে প্রবেশে কুমারী ॥
আক্ষেপ করিয়া কই হাসনে তখন।
কিছু অগ্রে এলে কন্যা হইত দর্শন ॥
হাসন হাসিয়া কয় ধন্যহে বিধাতা।
এবিপদ হতে তুমি পরিত্রাণ দাতা ॥
হইয়াছে ভাল সখা দেখনাহি তারে।
হেরিলে হরিত জ্ঞান মরিতে প্রকারে ॥
কহিলাম মরি যদি কথা না শুনিব ॥
পুন রাজ নন্দিনীরে অবশ্য দেখিব।
কথায় কথায় নিশা তথা পোহাইল ॥
অরুণ উদয়ে দেশে ঘোষণা হইল।
রাজ পথে রাজবালা আসিবে না আর
রাজার অনুজ্ঞা এই হইল প্রচার।
হাসন এ কথা শুনি হরিষে ভাসিল ॥
সহাস্য বদনে মোরে কহিতে লাগিল।
অন্তঃপুরে রবে কন্যা হয়েছে ঘোষণা ॥
ভাল হলো ঘুচেগেল সকল মন্ত্রণা।
এত শুনি কহিতারে শুনহে হাসন ॥
ভেবনা একর্ম্ম তুমি অসাধ্য সাধন ॥
এখনি দেখিবে তুমি করিব উপায়।
হেরিব অবশ্য তারে যদি প্রাণ যায় ॥
মালির ভবনে যাই একথা বলিয়া।
স্বর্ণ কিছু দিয়া তারে কহি বিস্তরিয়া ॥
রাখ যদি কথা এক করি নিবেদন।
অন্দর কাননে ক্ষণে করিব গমন ॥
বাহিরে নৃপতি সুতা আসিবে না আর।
গোপনে দেখিব তারে বাসনা আমার ॥
ক্রোধে মালী স্বর্ণ থলি ফিরে দিয়া কয়।
যাও যাও হেথা হতে যাও মহাশয় ॥
তুমিতো হেরিলে তারে জ্ঞান হারাইবে।
জ্ঞান না যন্ত্রণা কত আমারে ঘটিবে ॥
আপনি মরিবে শেষ মারিবে আমায়।
ধন লয়ে ফিরে যাও বাসনা যথায় ॥
নৈরাশ না হয়ে পুন স্বর্ণ তারে দিয়া।
বুঝাইয়া কহিলাম বিস্তর করিয়া ॥
হেরিব কন্যারে মোর নিতান্ত বাসনা।
মিনতি করিয়া বলি না কর বঞ্চনা।
উদ্যানে বারেক যদি নাহি দেহ স্থান।
নিশ্চয় তোমার আগে ত্যজিব এপ্রাণ ॥
মালিনী তথায় ছিল সকল শুনিল।
বিধি মতে উপরোধ মালিরে করিল ॥

রমণীর কথা মালী না পারে ঠেলিতে।
নীরব হইয়া পরে লাগিল ভাবিতে॥
ভাবান্তর দেখি তার তৎপর হইয়া।
হীরা মতি দেই কিছু বাহির করিয়া॥
বহু ধন পেয়ে মালী কহিল তখন।
ভেবনা যে ধন লোভে ফিরে মম মন॥
কিন্তু কিসে হেন মন কহিতে না পারি।
মনে মনে মন যেন তব আজ্ঞাকারি॥
উত্তম উপায় এক করিয়াছি স্থির।
বোধ হয় তাহে বুঝি বাঁচিবে রুধির॥
একথা শুনিয়া তারে দেই আলিঙ্গন।
কি রূপ উপায় তাহা জিজ্ঞাসি তখন॥
মালাকর বলে আমি কি বলিব আর।
সামান্যের সম সাজ করিব তোমার॥
কিঙ্কর হইয়া এই উদ্যানে থাকিবে।
কুঞ্চিত কুন্তল তব ঢাকিতে হইবে॥
কদাকার পশু চর্ম্মে মস্তক ঢাকিবে।
ঘৃণায় তোমায় আর কেহ না দেখিবে॥
স্বীকার করিয়া তাহা পরিহরি বেশ।
মালির কিঙ্কর আমি সাজিলাম শেষ॥
হেন কালে হাসন তথায় উপনীত।
চমকিত হলো বেশ দেখে বিপরীত॥
হাস্যালাপ রঙ্গ রস করে দুই জন।
তাহারে হেরিয়া মালী কহিল তখন॥
এজনে না জানি আমি কি হতে কি হয়।
আমি কহি ভ্রাতা মম, নাহি কোন ভয়॥
হাসন বাসায় পরে করিল গমন।
মালী মোরে লয়ে যায় উদ্যানে তখন॥
কোদালি স্কন্ধেতে দিয়া কহিল আমায়।
সাবধানে রবে যেন প্রকাশ না পায়॥
সেই ভাবে থাকি কিন্তু মনে আর ভাব।
দিবা অস্ত যায় ক্রমে রজনী প্রভাব॥
হেন কালে মালাকর আসিয়া তথায়।
সরোবর তটোপরে লয়ে মোরে যায়॥
তৃণোপরি বসি মোরা করি সুরাপান।
তদন্তর মালী বাঁশী লয়ে করে গান॥
ক্ষণেক বিলম্বে বাঁশী মম হস্তে দিল।
বাজাইতে অনুরোধ বিশেষ করিল॥
লইয়া মোহন বাঁশী অধরে ধরিয়া।
করি সুললিত গান সুরে মিলাইয়া॥
রাজার প্রধান মন্ত্রী উদ্যানেতে ছিল।
নিকটে আসিয়া বাঁশী শ্রবণ করিল॥
পরদিন পরাহ্লেতে হেরি অকস্মাৎ।
মন্ত্রিসহ উপনীত হয় নরনাথ॥
নৃপে হেরি সশঙ্কিত দাঁড়াই সম্ভ্রমে।
বাঁশী বাজাইতে রায় কহে কথা ক্রমে॥
ভাবে বুঝিলাম মন্ত্রী কহিয়াছে ভূপে।
নতুবা ভূপতি ইহা জানিল কি রূপে॥
পরে বাঁশী করে লয়ে বাজাইনু গান।
হরিষে ভূপাল করে পুরস্কার দান॥
আমি সে শিরপা শিরে করিয়া ধারণ
রাজার গায়কে পরে করি বিতরণ॥
নৃপতি এরূপ দেখি সন্তুষ্ট হইল।
পারিষদ সকলেতে প্রশংসা করিল॥
তদন্তর নৃপবর গমন করিল।
একে একে লোক জন উঠিয়া চলিল॥
পর দিন প্রাতে সরোবর তটে গিয়া।
বাঁশরী বাজাই সুখে নির্জ্জনে বসিয়া॥
হেন কালে আসি এক সহচরী তথা।
মধুর ভাষায় মোরে কহে এই কথা॥
রাজবালা অনুমতি করিল তোমায়।
কুসুম চয়ন করি যাইতে তথায়॥
অতএব সুমনস আন শীঘ্র করি।
তোমারে লইয়া যাবো যথায় সুন্দরী॥
অনন্তর সত্বর হইয়া তুলি ফুল।
মনে মনে ভাবি বিধি হৈল অনুকুল॥
পরে সাজি পূর্ণ পুষ্প হইল যখন।
সঙ্গিনীর সঙ্গে রঙ্গে করিনু গমন॥

হেরি উদ্যানের অন্তে গৃহ মনোহর
চতুর্দ্দিক পরিখায় সলিল সুন্দর॥
সেই পুরে সখী সঙ্গে করিয়া গমন।
দেখিলাম মনোহর গৃহের শোভন॥
মধ্যভাগে সিংহাসন অতি মনোহর।
সৌদামিনী সম কন্যা তাহার উপর॥
ত্রিংশৎ সঙ্গিনী করে চামর ব্যজন।
হেরি রূপ অপরূপ না চলে চরণ॥
দারু প্রায় স্থির হয়ে থাকি দাঁড়াইয়ে।
সহচরী সবে হাসে আমারে দেখিয়ে॥
ক্ষণেক অন্তরে পাই অন্তরে চেতন।
সম্ভ্রমে কুসুম পরে করি সমর্পণ॥
অনন্তর নৃপবালা কহিল আমায়।
শুনিয়াছি তব গুণ পিতার সভায়॥
বাঁশী বাজাইতে পটু তুমি অতিশয়।
অতেব শুনিতে বাঁশী বড় ইচ্ছা হয়॥
কুমারীর আজ্ঞা মাত্র বাঁশী লয়ে করে।
বাজাই বিবিধ রাগ অনুরাগ ভরে॥
অনন্তর গৃহ মধ্যে যত যন্ত্র ছিল।
নৃপবালা বাজাইতে আদেশ করিল॥
বাজাই বিনায় রাগ. বাজাই সেতার।
বাজাই মৃদঙ্গে গত অশেষ প্রকার॥
মনোযোগে পরে করি ত্রিতন্ত্রী গ্রহণ।
বাজাই নৃপজা মন করিতে হরণ॥
সুন্দরী সুন্দর বাদ্য শুনি পরিশেষ।
মম রোগ জন্য দুঃখ করিল বিশেষ॥
পরে ক্ষিতিপাল সুতা অন্তঃপুরে যায়।
আমি প্রণামিয়া তারে হইনু বিদায়॥
পরদিন দিবা ভাগে দুঃখিত অন্তরে।
সরোবর তীরে যাই বিশ্রামের তরে॥
স্ফটিক নির্ম্মিত ঘাট শোভাপায় স্থলে।
সুপ্রকাশ শত দল সুনির্ম্মল জলে॥
পদ্মমধু পানকরে পদ্ম বঁধু যত।
রাজহংস হংসী সঙ্গে রঙ্গ করে কত॥
সুমনস সৌরভ সহিত সমীরণ।
বহে তথা নিরন্তর দহে তাহে মন॥
কি করি কিরূপ করি ভাবি সেই স্থলে।
সহসা স্বরূপ প্রতিবিম্ব হেরি জলে॥
শিরে পশু ত্বচঢাকা ক্ষত তার মাঝে।
হেন কদাকার রূপ ভুবনে না সাজে॥
স্বরূপ হেরিয়া হৈল বিরূপ অন্তর।
স্বদেহে জন্মিল ঘৃণা না হয় অন্তর॥
মনে ভাবি রূপ হেরি লজ্জাপাই নিজে।
একপে কি রূপসীর মন কভু ভিজে॥
চিন্তায়২ বাড়ে চিন্তা তরঙ্গিণী।
হেনকালে উপনীতা নারীর সঙ্গিনী॥
সুমধুর স্বরে পরে কহিল আমায়।
কন্যার আদেশ তথা যাইতে তোমায়॥
অহস্কর অস্ত গত হইবে যখন।
আমি আসি লয়ে যাবো তোমারে তখন॥
এতবলি সহচরী গমন করিল।
রজনী উদয়ে পুনঃ তথায় আইল॥
সখীর সহিত যাই কামিনী ভবন।
হেরি মোরে হরষিত হয় সখীগণ॥
নরেন্দ্র নন্দিনী পরে কহিল আমায়।
বাসনা বাঁশীর গান শুনি পুনরায়॥
কামিনীর কথা শুনি বাঁশী নিয়া করে।
সুর বাঁন্ধি করি গান সুমধুর স্বরে॥
গান বাদ্য বিধিমতে করিয়া তখন।
কন্যার আদেশ হয় করিতে নর্ত্তন॥
নৃত্যকরি নানাবিধ নৃপজা আজ্ঞায়।
সহচরী সবে করে প্রশংসা আমায়॥
মহানন্দে মত্ত আমি নাহিক চেতন।
শিরঃস্থিত পশুচর্ম্ম হইল পতন॥
চাতুরী হইল চুর গেল ভুর ভাঙ্গা।
নন্দিনী নিরখি মোরে নেত্র করে রাঙ্গা॥
অবাক হইয়া সবে পরস্পরে চায়।
কন্যা ক্রোধভরে মোরে সঁপিল খোজায়॥

সারা নিশা কারা বদ্ধ রাখিল আমায়।
প্রভাতে হাজির করে রাজার সভায়॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া নৃপ ক্রোধে কম্প কায়।
আজ্ঞাদিল মালী সহ কাটিতে আমায়॥
জল্লাদ লইয়া যায় করিতে ছেদন।
হেন কালে শুন চমৎকার বিবরণ॥
অমাত্যের অগ্র্য মন্ত্রী আইল সভায়।
কহিল ভূপেরে উপনীত ঘোর দায়॥
তব তনয়ার হেতু গজনাদেশ পতি।
কান্ধার অধিপ সহ আসিছে সম্প্রতি॥
সঙ্গেতার বহুসংখ্য আছে সেনাগণ।
বিষম বিপদ রাজ্যে শুনহ রাজন॥
মন্ত্রির বচনে ভূপ হইয়া কাতর।
জিজ্ঞাসিল উপায় বলহ মন্ত্রিবর॥
সচিব কহিল পরে করহ শ্রবণ।
শীঘ্র সৈন্যগণে পথে করহ প্রেরণ॥
যত সব সেনাগণ প্রস্তুত রহিবে।
সংগ্রাম না করি তারা ভয় দেখাইবে॥
অপর রাজ্যেতে সদা যাগ যজ্ঞ হবে।
অনাহারে প্রজাগণ মধ্যে মধ্যে রবে॥
কারাবন্ধি আছে যারা করহ বিমুক্ত।
ভোজন করাও যথা যে আছে অভুক্ত॥
মন্ত্রি বাক্য মত রাজা সকল করিল।
আমাদের প্রাণ দণ্ড বারণ হইল॥
এই রূপে পরিত্রাণ পাইয়া তখন।
শীঘ্র করি চলিলাম যথায় হাসন॥
হাসন দেখিয়া মোরে আহ্লাদে ভাসিল।
দেশে যেতে অনুরোধ বিস্তর করিল॥
হাসনের বাক্যে মোর মোহিল অন্তর।
দেশে যাইবার সজ্জা করি তদন্তর॥
অথরাবে আসি পরে লয়ে লোক জন।
অবিলম্বে যাত্রা করি স্বদেশে তখন॥
পথেতে পিতার রোগ শুনি মুখে মুখে।
ব্যাকুল হইল প্রাণ ভাসি মনোদুঃখে॥
ত্বরাকরি দেশে গিয়া হই উপনীত।
ভূপালে হেরিয়া মন হয় বিষাদিত॥
শ্বাসমাত্র আছে তাঁর নিকট শমন।
শয্যায় পড়িয়া রাজা নাহিক চেতন॥
বলিহায় একি দায় ঘটিল আমায়।
প্রাণ যদি যায় মোর খেদ নাহি তায়॥
কেমনে সহিব হেন দারুণ বিচ্ছেদ।
পিতার মরণে প্রাণ করিব উচ্ছেদ॥
জনক একথা শুনি নয়ন তুলিল।
বাহু বিস্তারিয়া মোরে কহিতেলাগিল॥
আসিয়াছ পুত্র তুমি হইল আহ্লাদ।
মরিব এখন আর নাহিক বিষাদ॥
ইহাবলি একেকালে নয়ন মুদিল।
বোধ হয় মৃত্যু যেন মোর জন্য ছিল॥
পরে পিতৃ কৃত্য প্রথাক্রমে পূর্ণ করি।
প্রজার পালন হেতু পিতৃ পদ ধরি॥
সদাচারে রাজ্যভার করি সমাধান।
অল্পদিনে জনপদে বাড়িল সন্মান॥
বিভব বান্ধব হেতু নাহি ছিল দুঃখ।
কেবল রূপসী লাগি সতত অসুখ॥
কোন মতে নাহি পাই উপায় ভাবিয়া
পরেতে হাসনে সব কহি বিস্তারিয়া॥
হাসন হর্ষিত হয়ে কহিল আমায়।
ভূপতি ভাবনা ত্যজ পাবে রেজিয়ায়॥
এখন পাঠাও মোরে কার্জ্জমির দেশে।
লিখহ বাসনা তব লিপিতে বিশেষে॥
রাজ রাজেশ্বর তুমি চিন্তা কেন আর।
অবশ্য পাইবে কন্যা কার্জ্জমি রাজার॥
হাসনের কথা শুনি আহ্লাদিত মন।
ধূম ধামে তারে আমি পাঠাই তখন॥
অমূল্য রতন দেই নজর কারণ।
তাহারে লিখিয়া করি মানস জ্ঞাপন॥
কিছু দিন পরে পাত্র আসিল ফিরিয়া
অশুভ সম্বাদ মোরে কহে বিস্তারিয়া॥

পাইবে না রেজিয়ারে শুনহে বিশেষ।
বিবাহ করিবে তারে গজনা নরেশ॥
সদা তার যুদ্ধে ব্যস্ত কার্জ্জমী রাজন।
তাই দুহিতায় তাঁরে করিবে অর্পণ॥
দিন স্থির হইয়াছে শুন মহাশয়।
অল্পদিন মধ্যে তার হবে পরিণয়॥
হাসনের কথা শুনি মন উচাটন।
দিবা নিশা তার জন্যে ঝুরে দুনয়ন॥
সকল কর্ম্মেতে মোর ঔদাস্য জন্মিল।
চিন্তায় বিষম রোগ আসিয়া ঘেরিল॥
দৈহিক যন্ত্রণা ক্রমে হয় উপশম।
আন্তরিক জ্বালা কিন্তু নাহি হয় কম॥
কত শত রূপবতী আনায় হাসন।
কিন্তু কাহাতে ও মোর নাহি লয় মন॥
রেজিয়া হরিল মন দেহে মন নাই।
অন্যেরে কেমনে দিব আপনি না পাই॥
হাসন বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল।
কোন মতে চিন্তা মম শান্তি না হইল॥
পরে শুন চমৎকার হইল উপায়।
সচিব সহসা আসি কহিল আমায়॥
নগর প্রবেশ দ্বারে দেখি অপরূপ।
হামাম আগার এক অত্যন্ত অনুপ॥
পাষাণ নির্ম্মিত গৃহ শোভিছে সুন্দর।
সুনির্ম্মল সলিল তাহাতে মনোহর॥
শত ধারে উঠে অম্বু ভেদিয়া পাতাল।
কল কল জল শব্দ হতেছে বিশাল॥
এরূপ অদ্ভুত গৃহ হইল কেমনে।
জিজ্ঞাসিলে নাপারে বলিতে কোন জনে
সচিব বচনে আমি হয়ে সচকিত।
গমন করিনু গৃহ হেরিতে ত্বরিত॥
হামাম হেরিয়া হর্ষ হয় অতিশয়।
মনে ভাবি একর্ম্মতো সাধারণ নয়॥
পরে গৃহান্তরে হেরি বালক রুক্সন।
একাকার সবাকার সুন্দর গঠন॥

গৃহের অধিপ ছিল বসিয়া সে খানে।
পঞ্চাশ বৎসর বয় হয় অনুমানে॥
এ সকল দেখি শীঘ্র গৃহে ফিরে যাই।
হামাম কর্ত্তারে আমি তখনি ডাকাই॥
সমাদর পুরঃসর জিজ্ঞাসি তাহারে।
এরূপ হামাম বল হয় কি প্রকারে॥
এত শুনি সেই ব্যক্তি করিল উত্তর।
আমার অধীনে আছে চল্লিশ কিঙ্কর॥
বাকরোধ কিন্তু তারা তৎপর সকলে।
অবিরত করে কর্ম্ম ইঙ্গিতেতে চলে॥
তাহার বচন শুনি জিজ্ঞাসি তখন।
বিস্তারিয়া কহ মোরে সব বিবরণ॥
কহ কোন দেশে ধাম কি নাম তোমার।
অকপট করি বল নিকটে আমার॥
সে জন কহিল মোর এবেসিনি নাম।
বিদ্যা ব্যবসাই আমি বোখারায় ধাম॥
সংক্ষেপে তোমায় কহি শুন মাহাশয়।
নানা দেশ ভ্রমি বিদ্যা করেছি সঞ্চয়॥
বিস্তারিয়া বলি যদি হইবে বিস্তর।
স্থূল কথা কহি তবে শুন নৃপবর॥
বোগ্‌দাদ পারস্য কেরো আর কত দেশ।
ভ্রমণ করিয়া হেথা আসিয়াছি শেষ॥
বাসনা হইল নাম প্রকাশ করিতে।
নগর বাহিরে যাই তখনি ত্বরিতে॥
বৃক্ষ শাখা কাটী তথা চল্লিশ গণিয়া।
প্রাণ দান দেই সবে মন্ত্র উচ্চারিয়া॥
মনুষ্য আকার দিয়া করি আজ্ঞাদান।
হামাম ভবন তারা করিল নির্ম্মাণ॥
পণ্ডিতের কথা শুনি কহি ততক্ষণে।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে॥
যদি আজ্ঞা করি আমি তোমার কিঙ্করে।
কার্জ্জমি কন্যায় তাঁরা আনিতে কি পারে
এবেসিনি কহে প্রভু অবশ্য পারিবে।
অনুজ্ঞা পাইলে ক্ষণে আনি তারে দিবে॥

ভূপতি কিঙ্করে পরে আদেশ করিল।
তারার অদৃশ্য তারা তখনি হইল॥
ক্ষণেক বিলম্বে আনে 'কার্জ্জম কন্যায়।
হেরি চমৎকার মানে সভাস্থ সবায়'॥
তখন উঠিয়া ধরি কন্যার চরণে।
বুঝাইয়া কহি কত ললিত বচনে॥
বলি শুন রাজবালা করি নিবেদন।
ভরসা ছিলনা আর হেরিব বদন॥
এবেসিনি বন্ধু মোর সদয় হইয়া।
বাঁচাইল মোরেপ্রিয়ে তোমারে আনিয়া॥
মালির কিঙ্কর আমি শুন বরাননা।
উদ্যানে ছিলাম তব করিয়া ছলনা॥
ছল প্রকাশিতে বল করিলে প্রকাশ।
তাহাতে নিশ্চয় প্রাণ হইত বিনাশ॥
কিন্তু কৃপানিধি বিধি অনুকূল যাই।
তব ক্রোধানল হতে বাঁচিয়াছি তাই॥
এখন মিনতি এই তব সন্নিধানে।
কৃপাদৃষ্টি কর প্রিয়ে অধীনের পানে॥
এতবলি ভাবিমনে বসিয়া তখন।
রাজবালা কত মোরে করিবে ভৎর্সন॥
কিন্তু সে কমল আঁখি চেতন পাইয়া।
কহিতে লাগিল মোরে একপ করিয়া॥
করিলে যে কর্ম্ম তুমি শুন মহাশয়।
তাহাতে যে কথাকই হেন বাঞ্ছা নয়॥
কিন্তু বিধি সুপ্রসন্ন এখন তোমারে।
ক্রোধ শূন্যা সেইজন্য পাইলে আমারে॥
দুচক্ষের বিষ আমি দেখি যে রাজায়।
বিবাহ এখনি সেই করিত আমায়॥
হরিয়া আনিয়া মোরে বাঁচালে রাজন।
উপকার করিলে কে কহে কুবচন॥
একথা শুনিয়া কহি আহ্লাদে ভাসিয়া।
সত্য কি সুন্দরী তব হয় নাই বিয়া॥
সরূপ সে কথা বটে করি নিবেদন।
তাহার বৃত্তান্ত তবে করহ শ্রবণ

তব প্রতিনিধি ফিরে আসিল যখন।
তদন্তর কার্জ্জমেতে হয় দুর্ঘটন॥
মিলিয়া গজ্নার রাজা কান্ধারের সনে।
সমরে পিতার সঙ্গে যুঝে প্রাণ পণে॥
বিজয়ী হইয়া দোঁহে হয় অগ্রসর।
ক্রমে আসি উপনিত কার্জ্জম নগর॥
বিষম সঙ্কট দেখি জনক চিন্তিত।
আমারে না দেন যদি হয় বিপরীত॥
অনেক ভাবিয়া স্থির করেন তখন।
গজ্নার রাজারে মোরে করিবে অর্পণ॥
তদন্তর সন্ধি পত্র শক্র সঙ্গে হয়।
আমার বিবাহ তাহে হইল নির্ণয়॥
যে দিন যাইব আমি আসিল সম্বাদ।
রণজয়ী দুই নৃপে হয়েছে বিবাদ॥
উভয়ে তাহারা মোরে করে আকুঞ্চন।
পরস্পর সেই জন্য উভয়েতে রণ॥
কান্ধার অধিপ শেষ জিনিয়া সমর।
পিতার নিকট দূত পাঠায় সত্বর॥
বিনয়ে জনকে দূত করে নিবেদন।
গজ্নার রাজন রণে হয়েছে নিধন॥
এখন মানস এই কান্ধার রাজার।
বিবাহ করেন আসি কন্যায় তোমার॥
দুর্জ্জনের সঙ্গে যুঝে নাহি শক্তি তাঁর।
নাচার হইয়া নৃপ করিল স্বীকার॥
জনকের অঙ্গীকার করিয়া শ্রবণ।
মনের দুখেতে কত করি বিলাপন॥
বলি হায় একিদায় ঘটিল আমায়।
কেমনে বরিব যারে মন নাহি চায়॥
ব্যাকুল হইয়া ভাবি কি করি উপায়।
অনুকূল বিধি মোরে বাঁচিলাম তায়॥
ইহা শুনি কহি তারে করিয়া বিনয়
অনুগত জনে প্রিয়ে হওহে সদয়॥
চরণে স্মরণ তব লয়েছি এখন।
প্রাণ দিয়া প্রমোদিনী রাখহ জীবন॥

এ কথা শুনিয়া ধনী করিল স্বীকার।
পিতার সম্মতি লও হইব তোমার॥
রমণীর কথা শুনি হইয়া সত্বর।
হাসনে পাঠাই আমি কার্জম নগর॥
নন্দিনী এখানে আছে ভূপে জানাইয়া
বিবাহের কথা তাঁরে কবে বিস্তারিয়া॥
তদন্তর কামিনীরে যতনে রাখিয়া।
হাসনের আসা পথ থাকি নিরখিয়া॥
হেথায় কার্জ্জমী রায় কন্যা অদর্শনে।
ব্যাকুল হইয়া দুখে ডাকে মন্ত্রীগণে॥
মন্ত্রিগণ বিবরণ করিয়া শ্রবণ।
জ্যোতিষ পণ্ডিতে এক আনায় তখন॥
গনক গণনা করি এই স্থির করে।
রাজার কুমারী আছেআমার আগারে
এ কথা শুনিয়া তবে কার্জ্জমী রাজন।
কান্ধারে তখনি দূত করিল প্রেরণ॥
দূত গিয়া বিস্তারিয়া কাহিনী কহিল।
কান্ধার অধিপ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল॥
তখনি সৈন্যের সঙ্গে সাজিয়া রাজন।
কার্জ্জম নগরে ক্রমে দিল দরশন॥
হেন কালে হাসন তথায় দেখাদিল।
কার্জমের রাজা শুনি তখনি রুষিল॥
হাসনে শৃঙ্খলে বান্ধি সভায় আনায়।
তর্জ্জন করিয়া কহে কঠিন ভাষায়॥
আসার আশয়ে তোর হয়েছি বিদিত
দুরাত্মা পামর তে রে করেছে প্রেরিত
বিধি বিপরিত কর্ম্ম করি দুরাচার।
অন্দরে রাখিল মোরে কুমারী আমার।
সমুচিত দণ্ড তারে দিব অচিরায়।
ভস্মীভূত করি রাজ্য, বধিব তাহায়॥
এরূপ কহিয়া রাজা জল্লাদে ডাকিল।
হাসনে করিতে বধ তাহারে কহিল॥
অবিলম্বে বধমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া।
তাহাতে তুলিল সবে হাসনে বান্ধিয়া
জল্লাদ খুলিল অসি করিতে সংহার।
হাসন আশ্চর্য্য রূপে পাইল নিস্তার॥
গগণে তখনি উঠি অদৃশ্য হইল।
অবাক হইয়া রাজা বসিয়া রহিল॥
হাসন হটাৎ আসি উপনীত হয়
বিস্তারিয়া বিবরণ সব মোরে কয়॥
পশ্চাৎ কহিল এই, কার্জ্জমী রাজন।
কান্ধার অধিপ সঙ্গে করিয়া মিলন॥
একত্রে উভয় রাজা সসৈন্য হইয়া।
বিনাশ করিবে রাজ্য ত্বরায় আসিয়া॥
এইরূপ কথা কত কহিছে হাসন।
এ বেসিনী হেন কালে দিল দরশন॥
যুদ্ধের বৃত্তান্ত সব জানাই তাহারে।
ভাবিত দেখিয়া কত ভংর্সায় আমারে॥
বলে কি লাগিয়া চিন্তা কর মহাশয়।
যত দিন আমি হেতা নাহি কোন ভয়॥
পণ্ডিতের কথা শুনি প্রনামি তাহারে।
মনে ভাবি তবে আর কেপারে আমারে॥
দূরে গেল যুদ্ধশঙ্কা ঘুচিল বিষাদ।
দিন দিন বাড়েমোর অন্তরে আহ্লাদ॥
অতঃপর শক্রগণ হয় উপনীত।
সৈন্য লয়ে দেখা গিয়া দিলাম ত্বরিত॥
এবেসিনি তাহাদের দেখিতে পাইল।
কলহ অঙ্কুর শীঘ্র রোপন করিল॥
উভয় রাজার মধ্যে হইল বিবাদ।
গালাগালি কিলাকিলি বিষম প্রমাদ॥
দুজনে হইল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর।
সৈন্য সহ মরে রণে কান্ধার ঈশ্বর॥
কার্জমী ভূপতি যুদ্ধ যদ্যপি জিনিল।
লোক জন সব তার সমরে মরিল॥
মোর সঙ্গে যুঝে আর হেন শক্তি নাই।
ধরিয়া তাঁহারে তবে রাজ্যে লয়ে যাই॥
সমাদর করি গৃহে দেই বাসস্থান।
যথা রীত মত তাঁর হইল সম্মান॥

যত্ন করি শেষে তাঁর পাইলাম মন।
ক্রোধানল ক্রমে ক্রমে হয় নির্ব্বাপণ॥
রাজকন্যা মোর জন্য কহিল বিস্তর।
তাহাতে সন্তুষ্ট হন আমার উপর॥
বিবাহের অনুমতি দেন নৃপবর।
শুনিয়া আহ্লাদে মোর পুরিল অন্তর॥
বিধিমতে আয়োজন করে মন্ত্রিগণ।
শুভক্ষণে কন্যাদান করিল রাজন॥
তদন্তর নৃপবর বিবাহের পরে।
পরম আনন্দে যান আপন নগরে॥
দিন দিন আমাদের অত্যন্ত প্রণয়।
তিল আদ অদর্শনে চিন্তিত উভয়॥
যখন এমন সুখে করি দিনপাত।
অকস্মাৎ শিরে মোর হয় বজ্রাঘাত॥
মিলনের বৃক্ষ যেই করিল রোপণ।
আপন হস্তেতে চায় করিতে ছেদন॥
এবেসিনি বুদ্ধিমান সত্যবটে ছিল।
রেজিয়ার প্রেমে তবু ক্রমেতে মজিল॥
সহ্য না করিতে পারে মদনের বাণ।
কামে বশীভূত হলে কোথা থাকে জ্ঞান॥
একদিন মহিষীরে কহে প্রকাশিয়া।
কামিনী সে কথা শুনি উঠে সিহরিয়া॥
কিন্তু ক্রোধ সম্বরিয়া কহিল তখন।
এবেসিনী বল দেখি কথা এ কেমন॥
অতি জ্ঞানবান তুমি পণ্ডিত প্রধান।
জ্ঞান নীরে কামানল করহ নির্ব্বাণ॥
ভূপতি তোমারে কত করে মান্যমান।
তার উপযুক্ত একি হইল বিধান॥
প্রাণের অধিক মোরে দেখেন রাজন।
আমি তাঁরে ততোধিক করিহে যতন॥
দেবের দোহাই আমি করিহে নিষেধ।
মিলাইয়া পুন কেন ঘটাও বিচ্ছেদ॥
একপে কহিতে তার সাহস বাড়িল।
দিন দিন আরো কত সাধিতে লাগিল॥
রাজার নন্দিনী পরে বিরক্ত হইয়া।
গালিমন্দ দিল তারে বিস্তর করিয়া॥
ইহা শুনি এবেসিনী জ্বলিয়া উঠিল।
ক্রোধ ভরে নন্দিনীরে কহিতে লাগিল॥
নির্ব্বোধ রমণী তোরে আর কি বলিব।
উপযুক্তদণ্ড আমি এই দণ্ডে দিব॥
স্বামির সোহাগ আর কোথায় রহিবে।
ভাল বাসা কথা মাত্র, দুখেতে মরিবে॥
এতবলি মনে মনে মন্ত্র উচ্চারিয়া।
অন্তর্ধান হয় কোন কথা না বলিয়া॥
কামিনী কাতরা অতি একপ দেখিয়া।
কত চিন্তা করে ধনী বিষাদে বসিয়া॥
কিন্তু কোন রূপান্তর না হেরি তখন।
ভাবে মনে করিয়াছে কেবল তর্জন॥
কিন্তু সে সংশয় তার ত্বরায় ঘুচিল।
বিপরীত ভাব সব ক্রমেতে বুঝিল॥
মুর্চ্ছাপন্ন হয় ধনী হেরিয়া আমায়।
ভাবিল মায়ার কর্ম্ম সন্দেহ কি তায়॥
দুঃখের কারণ এই শুন মহাশয়।
ইহার লাগিয়া সদা চিন্তিত হৃদয়॥

বদর উদ্দিন রাজার ইতিহাসের পরিশেষ॥

এইরূপ কোন নরপতি, শ্রোতাগণে করি নতি
ইতিহাস করে পরিশেষ।
বদ্রোদ্দিন নৃপবর, সঙ্গি সঙ্গে অনন্তর
গমন করিল নিজ দেশ॥
গৃহে আসি খিদ্য মনে, কতকথা তিনজনে
বলে দুখী সত্য সে ভূপতি।
পাইয়া সুন্দরী নারী, সম্ভোগনা হয় তারি
হায় হায় তার কি দুর্গতি॥
সিফল মলুক পরে, নৃপে কহে যোড়করে
শুন প্রভু আমার বচন।

রূপসী রমণী তার, অদ্বিতীয় চমৎকার,
হেন নারী না দেখি কখন।
নয়নে যে হেরেতারে,কিসাধ্যচলিতেপারে
জ্ঞান শূন্য হয় স্তব্ধ প্রায়।
কিন্তু একি অসম্ভব, আমরা দেখিনু সব,
ভাবান্তর তবু নাহি তায়॥
হেন লইতেছে মনে,বেদেল জমাল ক্ষণে,
চিত্ত মোর ছাড়া কভু নয়।
সেরূপ হেরিয়া তাই, জ্ঞান শূন্য হইনাই,
নহিলে তা হইত নিশ্চয়॥
আতস মুলক কয়, আমার সে রূপ হয়,
তানা হলে ফিরে সাধ্য কার।
জেলেকার গুণ গান, হৃদে সদা বিদ্যমান
অন্যস্থান পাবে কেন আর॥
প্রিয়পাত্র পুন কয়, অসম্ভব জ্ঞান হয়,
রাজার হেরিয়া সাম্য ভাব॥
পূর্ব্ব প্রেম নাহি তাঁর,কেনতবে এপ্রকার
নাহি হেরি ভাবের অভাব।
মৃদুভাষে কহে রায়, কি কহিব হায় হায়,
জ্বলেপ্রাণ জ্বলন্ত অনলে।
আমার যে কত দুখ, কহিতে বিদরে বুক,
বিচ্ছেদ সাধিল বাদ ছলে॥
নহেমান্যারাজকন্যা,যাতনা যাহার জন্যা
সামান্যা রমণী রূপ নিধি॥
ধন্য ধন্য কিবা রূপ, হেন নারী অপরূপ,
যতনে গড়িয়া ছিল বিধি॥
একথা কহিতে জনে,বাসনা ছিল না মনে
সদারাখি করিয়া গোপন।
কিন্তু কিকরিব আর,গুপ্তভাবেরাখাভার
বলিতবে করহ শ্রবণ॥

এরোয়া রূপসীর ইতিহাস।

ডেমস্কস দেশে ধাম বৃদ্ধ সদাগর।
বানো নামে আখ্যা তার গুণের সাগর
ছিল রম্য হর্ম্যাগার নগর নিকটে।
দিত ধন জনগণে পড়িলে সঙ্কটে॥
রেসম গরদ চেলি ছিট নানা মত।
রাশি রাশি স্থানে স্থানে গৃহযাত কত॥
পদ্মিনী রমণী তার ভুবন মোহিনী।
উপমায় এষ্টাকান রাজার কামিনী॥
বানোর সরোল মন পরহিতে রত।
প্রেমিক সুধীর শান্ত দান অবিরত॥
ভোজন করিত সদা লয়ে বন্ধুগণ।
অপ্রতুল জানাইলে দিত বহু ধন॥
দিন দিন এ প্রকারে হয় ধন হীন।
জেনে শুনে সাবধান না হয় প্রবীণ॥
স্বভাব যাহার যেই না যায় কখন।
ভদ্রাসন বাড়ি বেচি করে বিতরণ॥
ক্রমে তার দৈন্য দশা অত্যন্ত বাড়িল॥
বন্ধুগণ সন্নিধানে আসিয়া কহিল।
দুঃখের সময় কিন্তু কেহ নাহি চায়॥
একে একে সবে তারে ফেলিয়া পলায়।
শেষে সাধুভাবে যারা লইয়াছে ধার॥
পুনঃ মোরেদিবে ফিরে কি সন্দেহ তার।
কল্পনা জল্পনা মাত্র কেহ নাহি দিল॥
চিন্তায় আনয় আসি সাধুরে দংশিল।
শয্যায় লুণ্ঠিত দেহ শোকে অচেতন॥
হেন কালে মনে তার হইল তখন।
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা বৈদ্য এক জনে।
ধার দিয়া ছিল তার বিশেষ যতনে॥
রমণীরে ডাকি সাধু কহে মৃদু স্বরে।
বুঝিবা যন্ত্রণা প্রিয়ে যায় অতঃপরে॥
দানেস্মন্দ নামে বৈদ্য আছে এক জন।
তাহার নিকটে পাব সহস্র কাঞ্চন॥
যাও প্রিয়ে শীঘ্র করি বৈদ্যের ভবনে।
অত্যন্ত অসক্ত আমি যাইব কেমনে॥
রমণী বদন ঢাকি উঠিল অমনি।
বৈদ্যের নিলয়ে ধনী চলিল তখনি॥

মুখাঞ্চল বারি র মা চিকিৎসকে কয়।
বানোর অঙ্গনা আমি শুন মহাশয়॥
পাঠাইল পতি মোরে তোমারে কহিতে
করিয়াছ কর্জ্জ যাহা হবে তাহা দিতে॥
মহিলার মৃদু বাক্যে ভিষক মোহিল।
সুমধুর স্বরে পরে কহিতে লাগিল॥
শুন শুন সুলোচনা কহি আমি সার।
তোমায় অদেয় কিছু নাহিক আমার॥
পতিরে না চিনি তব নহি ঋণী তার।
একান্ত বাধিত আমি আসাতে তোমার
বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা শাস্ত্র সিদ্ধ নয়।
প্রবীণের প্রতি কেন এত হে সদয়॥
দ্বি সহস্র মুদ্রা দিব দেহ আলিঙ্গন।
চিরকাল দাস হয়ে সেবিব চরণ॥
কথা বলি তুষ্ট নহে দুষ্ট বৈদ্যরাজ।
ধরিয়া সারিতে চাহে অনঙ্গের কায॥
অমনি ঠেলিয়া ধনী কহিল তাহারে।
কিসে এত অহঙ্কার কহতো আমারে॥
ধনলোভ দেখাইয়া সতীত্ব কি লবে।
সসাগরা ধরাদিলে কভু নাহি হবে॥
বৃথা কাল ক্ষয় কেন করো অকারণ।
পরের প্রিয়ার প্রতি কেন আকুঞ্চন॥
কামিনীর কথা শুনি বৈদ্য মনে ভাবে।
সতীর সাধনা বৃথা ফল নাহি পাবে॥
নৈরাশ হইয়া শেষ অগ্নি হেন জ্বলে।
কে তোর পতিরেজানে ক্রোধেবৈদ্যবলে
সরম নাহিক কেন চাহ বারবার।
শপথ করিতে পারি ধার নাহি তার॥
নির্ব্বোধ সে বৃদ্ধ তাই গেল তার ধন।
আমি কেন নষ্ট হব তাহার কারণ॥
এরূপ বলিয়া বৈদ্য তখনি উঠিল।
বাহির হইতে তারে অমনি কহিল॥
সজল নয়নে ধনী নিলয়ে আসিয়া।
স্বামিরে সকল কথা কহিল কান্দিয়া॥

শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন।
দাসে মন্দ মন্দ অতি নাহি দিল ধন॥
গর্ব্ব করি কত কহে কি কহিব তার।
বলিল কিছুই যেন ধারেনা তোমার॥
সাধু বলে হায় হায় কালের কি গতি।
ত্যজিল আমারে বৈদ্য দেখিয়া দুর্গতি॥
নাহি দিল ধন তাহে ক্ষতি নাহি ছিল।
ঋণী নহি হেন কথা কেমনে কহিল॥
জ্ঞান ছিল বৈদ্য বুঝি বিশিষ্ট সন্তান।
ব্যবহারে জানা গেল শঠের প্রধান॥
আজি কালি লোকজনে বিশ্বাস বিষম।
জানিব কেমনে বল সকলে অধম॥
কাজির নিকটে প্রিয়ে যাও শীঘ্র তর।
বৈদ্যের চাতুরি সর হইবে সত্তর॥
বিচার দর্পণ কাজী ধর্ম্ম পরায়ণ।
বিশ্বাস ঘাতকে তূর্ণ করিবে শাসন॥
বণিক বণিতা বস্ত্রে বদন ঢাকিয়া।
কাজীর সভায় ধনী প্রবেশিল গিয়া॥
হেরিয়া তাহারে কাজী হরিষ অন্তরে।
হস্ত ধরি লয়ে যায় গৃহের অন্তরে॥
পালঙ্কে বসায়ে তারে করিয়া যতন।
ঘোমটা খুলিয়া তার হেরিল বদন॥
অপরূপ রূপ দেখি বিচারক বলে।
হেন রূপবতী নারি নাহি ভূমণ্ডলে॥
কহ কি কামনা তব করিয়া বিস্তার।
আসাতে আশয় পূর্ণ হইবে তোমার॥
ইহা শুনি বিনোদিনী ব্রীড়িত বদনে।
বিশেষ বৃত্তান্ত কহে কাজীর সদনে॥
প্রেমে মত্ত বিচারক তদন্ত শুনিয়া।
কহিল অবশ্য ধন দিব আনাইয়া॥
অনঙ্গে ব্যাকুল কাজী উন্মাদের প্রায়
কহিতে লাগিল কথা ললিত ভাষায়॥
শুন ওহে প্রিয়তমা সধাংশু বদনী।
কাতরে কটাক্ষে হের কমল নয়নী॥

দান্সেমন্দে পরাঙ্মুখ হইলে সুন্দরী।
আমারে সদয়া হও এই ভিক্ষা করি॥
এখনি গণিয়া চারি সহস্র কাঞ্চন।
তোমারে যৌতুক দিব দেহ আলিঙ্গন॥
এরোয়া একথা শুনি কহিল কান্দিয়া।
পোড়া ধর্ম্ম বুঝি গেছে এদেশ ত্যজিয়া॥
রক্ষক ভক্ষক হয় নাহিক নিস্তার।
বিচার যাহার হস্তে করে অবিচার॥
যতন করিয়া কাজা কত কথা বলে।
বদন তথাচ তার ভাসে অশ্রু জলে॥
বিধু মুখী ম্লান মুখে উঠিয়া চলিল।
সবিশেষ হৃদয়েশে নাহিক কহিল॥
কামিনীর মুখ হেরি কহে সদাগর।
কপাল ভাঙ্গিলে হয় যন্ত্রণা বিস্তর॥
বৈদ্যের বান্ধব কাজি সন্দেহ কি তায়।
অপহেলা তাই বুঝি করিল আমায়॥
ডেমস্কস দেশে রাজ প্রতিনিধি আছে।
আবেদন কর ধনী গিয়া তার কাছে॥
পরদিন সাধু পত্নী ঢাকিয়া বদন।
রাজ প্রতিনিধি কাছে করিল গমন॥
প্রতিনিধি নিয়া তারে বিরলে চলিল।
বিস্তর বিনয়ে তার ঘোম্‌টা খুলিল॥
রূপ হেরি আনন্দিত কহে প্রতিনিধি।
হায় হায় হেরি নাই হেন রূপ নিধি॥
কহ দেখি কোমলাঙ্গি করি নিবেদন।
কর্ম্ম কি করিতে হবে তোমার এখন॥
এরোয়া কহিল শুন ধর্ম্ম অবতার।
বানোর রমণী আমি সম্মুখে তোমার॥
কহিতে না দিয়া কথা প্রতিনিধি বলে।
সাধু তুল্য প্রিয় মোর নাহি ভূমণ্ডলে॥
কিন্তু এসুন্দরী নারী রমণী যাহার।
তার সুখে মনে ঈর্ষা হয় সবাকার॥
কামিনী কহিল প্রভু করি নিবেদন।
ঈর্ষা না করিয়া দয়া কর্ত্তব্য এখন॥

সাধুর দুর্গতি অতি সীমা নাহি তার।
এত বলি বলে সব করিয়া বিস্তার॥
প্রতিনিধি কহে পুন শুনিয়া বচন।
বৈদ্য হতে অচিরায় আনি দিব ধন॥
অগ্রে যদি ফল পাই তবে হস্ত দিব।
নচেৎ বিফল শ্রম কি লাগি করিব॥
এত শুনি সাধু কান্তা উঠিয়া তখন।
গৃহে আসি প্রাণকান্তে করে নিবেদন॥
ভরসা নাহিক আর শুন মহাশয়।
দুঃখ দেখি কেহ নাহি হইল সদয়॥
রমণীর বাক্যে সাধু পায় মনস্তাপ।
মানব সন্তান প্রতি করে অভিশাপ॥
নারী বলে বৃথা কেন কর এ বিলাপ।
অভিশাপে কোনক্রমে যাবেনা সন্তাপ
উপায় করেছি ভাল ফিরে পাবো ধন।
কি রূপে কেমনে তাহা কব না এখন॥
তিন জন শঠে শাস্তি বিলক্ষণ দিব।
কামনা হইলে পূর্ণ তোমারে কহিব॥
সাধু বলে কর তবে, যদি ভাল হয়।
তোমার মতেতে মত জানিবে নিশ্চয়॥
এত শুনি বিনোদিনী ত্বরায় যাইয়া
কাঠের সিন্দুক তিন আনিল কিনিয়া॥
বাছিয়া বসন ভূষা যতনে পরিয়া।
অবিলম্বে দান্সেমন্দে দেখা দিল গিয়া॥
ঘোম্‌টা খুলিয়া ধনী তুলিয়া নয়ন।
ললিত ভাষায় তারে কহিল তখন॥
কৃপা করি অধিনীরে ধন ফিরে দেহ।
কেনা হয়ে রব তাহে নাহিক সন্দেহ॥
বৈদ্য বলে বিধুমুখী আকুঞ্চন বৃথা।
দ্বি সহস্র স্বর্ণ দিব যদি রাখো কথা॥
ললনা বলিল যদি এমন বাসনা।
পুরাইব মনোবাঞ্ছা ত্যজহ ভাবনা॥
দশ দণ্ড রাত্রি হলে মুদ্রা সঙ্গে নিয়া।
আসিবে আলয়ে মোর সত্বর হইয়া॥

পরম সুখেতে নিশা বঞ্চিব দুজনে।
সাবধান দেখো কিন্তু আসিবে গোপনে॥
একথা শুনিয়া বৈদ্যআহ্লাদে ভাসিল।
বলে ধরি যুবতীর গলেতে চুম্বিল॥
নিষেধিতে নারে রামা নাচ রে পড়িয়া।
কাজীর ভবনে গেল তাহারে ছাড়িয়া॥
নির্জ্জনে কাজীর সঙ্গে ঘরেতে যাইয়া।
কহিতে লাগিল তারে ঘোমটা তুলিয়া॥
শুন ওহে মহাশয় অবলার কথা।
পেয়েছি বিস্তর কালি, মনে আমি ব্যথা॥
এখন এ মন প্রভু তোমাতে নিশ্চয়।
তুমি হবে উপপতি ভ গ্যের বিষয়॥
একেতো সুন্দর কান্তি তাহে ভাগ্যবান।
সামান্যা রমণী আমি বাড়িবে সম্মান॥
বিচারক কথা শুনি উন্মাদের প্রায়।
বলেপ্রিয়ে হৃদি মাঝে রাখিব তোমায়॥
তুমি মোর বল বুদ্ধি মরণ জীবন।
সাধুরে ত্যজিয়া থাক আমার ভবন॥
নারি বলে হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
ত্যজিলে অখ্যাতি দেশে হইবে নিশ্চয়।
লোকেনাজানিবেপ্রেম গোপনেরাখিব।
না হইলে অপযশ দুদিগ পাইব॥
কাজী বলে ভাল তবে বল কোথা স্থান।
নারী বলে মোর গৃহে হবে সমাধান॥
পতি মোর বৃদ্ধ অতি দারুণ দুর্ব্বল।
বিঘ্ন তাহে নাহি, তিনি নহেন চঞ্চল॥
একাদশ দণ্ড রাত্রে অবশ্য যাইবে।
একা মাত্র যাবে ক রে সঙ্গে নাহি লবে॥
কিঙ্কর তোমার কেহ যদি টের পায়।
অপযশ দেশে মোর হইবে তাহায়॥
বিধি মতে সাবধান রমণী করিল।
তাহাতে সন্দেহ কাজী কিছুনা ভাবিল
অতঃপর বিনোদিনী হইল বিদায়।
চিকিৎসক বিচারক পড়িল আশায়॥

এই রূপে দুই জনে জালে বদ্ধ করি।
রাজ প্রতিনিধি প্রতি চলিল সুন্দরী॥
প্রতিনিধি প্রতি লোভ দেখায়ে প্রকারে।
প্রেম ডোরে বদ্ধ করি রাখিল তাহারে॥
যা বলিল বরাননা সব স্বীকারিল।
দ্বি প্রহর রজনীতে যাইতে চাহিল॥
রমণী কহিল, এখনা যাইবে ভবনে।
জানিবেনা কেহ প্রেম থাকিবেগোপনে॥
প্রতি নিধি গৃহ ত্যজি পথমঝে আসি।
পরে স্তব করে ধনী দুখ নীরে ভাসি॥
যোড় করে মহম্মদে বিনয়েতে বলে।
হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি প্রভু পৃথিবী মণ্ডলে॥
গগনে বসিয়া সব দেখিছ নয়নে।
রাখ প্রভু এই বার তব ভক্ত জনে॥
কামনা সফল কর ত্যজ না আমারে।
তোমা বিনা এসঙ্কটে কেরাখিতে পারে॥
ভজনা করিতে ত র ভাবনা ঘুচিল।
ভয় নাই কেহ যেন কণেতে কহিল॥
অ নন্তর ফল মূল মিঠাই কিনিয়া।
গৃহেতে চলিল রামা সঙ্গেতে লইয়া॥
বৃদ্ধা এক দাসী ছিল বিশ্বাসী সে বটে।
কহিল তাহারে সব ডাকিয়া নিকটে॥
ঘর দ্বার পরিস্কার করি তার পর।
খাদ্য দ্রব্য আনি তথা রাখিল বিস্তর॥
এই রূপ কায কর্ম্মে আগত যামিনী।
উপপতি অপেক্ষায় রহিল কামিনী॥
দশ দণ্ড নিশা দেখি ভাবে মনে মন।
হেন কালে বৈদ্য আসি দিল দরশন॥
করাঘাত করা মাত্র দ্বার খুলে দিল।
সঙ্গে করি দাসী তারে ঘরেতে আনিল।
রমণীর মুখ হেরি বৈদ্য ভাবে মনে।
এমন সুন্দরী নারী নাহি ত্রিভুবনে॥
স্বর্ণ থালি রাখি তথা দাসসেমন্দ কয়।
দ্বি সহস্র মুদ্রা ধনী তব যোগ্য নয়॥

এতেক শুনিয়া রামা সহাস্য বদনে।
ধরিয়া বৈদ্যের কর কহে ততক্ষণে ॥
পাগড়ি কমর বন্দ খুলো মহাশয়।
ভাব এ ভবন যেন আপন আলয় ॥
তখনি দাসীরে রামা ডাকিয়া তথায়।
দুই জনে পরিচ্ছদ খুলিল ত্বরায় ॥
পরিধেয় বস্ত্র মাত্র রাখিল অঙ্গেতে।
অমনি ভোজনে দোঁহে বসিল রঙ্গেতে ॥
লম্পট ভিষক ভাষে সুখের তরঙ্গে।
রতি রঙ্গ বিনা অঙ্গ দহিছে অনঙ্গে ॥
এই রূপ হাস্যালাপ বসিয়া ভোজনে।
হেন কালে কলরব শুনিল শ্রবণে ॥
চমকিত হয়ে রামা দাসীরে ডাকিল।
জনরব কি লাগিয়া জানিতে কহিল ॥
দাসী আসি কহে তথা যোড় করি পাণি
বিষম বিপদ দেখি ওগো ঠাকুরাণী ॥
আসিয়াছে তব ভ্রাতা বিদেশ হইতে।
সাধু সঙ্গে আসিতেছে তোমারে দেখিতে
ললনা ছলনা করি বলে একি দায়।
বিচ্ছেদ সাধিল বাদ আসিয়া হেথায় ॥
সাধের পীরিতি ভাঙ্গে এবড় বিষম।
দেখে যদি উপপতি বলিবে অধম ॥
প্রথম উদ্যোগে হেন দুর্যোগ ঘটিবে।
স্বপনে জানিনা,ভাই দেখিতে আসিবে ॥
কি হইবে কোথা যাব মান কিসে রবে।
ঘরেতে দেখিলে জার কলঙ্কিনী কবে ॥
এতেক ব্যাকুলা কেন কহিল কিঙ্করী।
দানুসেমন্দে রাখি চল সিন্দুকেতে ভরি ॥
বন্দিনীর কথা শুনি তখনি উঠিয়া।
বিনয়ে বৈদ্যেরে রাখে সিন্দুকে পুরিয়া ॥
এরোয়া লাগায়ে চাবি কহিল তাহায়।
অধৈর্য্য হবেনা সখা আসিব ত্বরায় ॥
ভ্রাতায় বিদায় করি তোমার সঙ্গেতে।
পোহাইব বিভাবরী পরম রঙ্গেতে ॥

রামার আশ্বাসে বৈদ্য বিশ্বাস করিয়া।
রহিল মনের সুখে সিন্দুকে বসিয়া ॥
নারীর চাতুরি কিছু বুঝিতে না পারে।
তখনো ভাবিছে মনে ভাল বাসে তারে ॥
এইরূপে রাখি তারে সাধুর রমণী।
হাস্য মুখে কিঙ্করীরে কহিল অমনি ॥
দেখ সখী এক জন পড়িলতো জালে।
অপর কিরূপ হয় কি আছে কপালে ॥
দাসীবলে দেখা যাবে পশ্চাৎ কি হয়।
এখনি আসিবে কাজী হয়েছে সময় ॥
কিঙ্করী কহিল যাহা ঘটিল পশ্চাৎ।
বিচারক দ্বারে আসি করে করাঘাত ॥
অমনি বন্দিনী গিয়া দ্বার খুলেদিল।
পুরুষ দেখিয়া নাম ধাম জিজ্ঞাসিল ॥
উত্তর করিল কাজী শুন মোর নাম।
দেশের বিচারপতি নিবটেতে ধাম ॥
চুপে চুপে কুহ কথা কহিল কিঙ্করী।
সাধুর ভাঙ্গিবে নিদ্রা সদা ভয় করি ॥
বানোর গৃহিণী ভালবাসেন তোমারে
লয়ে যেতে পাঠাইয়া দিলেন আমারে।
ইহা শুনি বিচারক দাসীর সঙ্গেতে।
চলিল নারীর কাছে পরম রঙ্গেতে ॥
হেরি রমণীর মুখ বিচারক বলে।
শশহীন শশি হেরি অবনী মণ্ডলে ॥
ধৈর্য্য নাহি মানে মন অস্থির পরাণ।
বিলম্বে দহিছে দেহ কর পরিত্রাণ ॥
চরণ ধরিয়া কহে ঘুচিল ভাবনা।
প্রসন্না হইয়া ধনী পুরাও কামনা ॥
কাজীরে তুলিয়া রামা বসায়ে পালঙ্কে
ছলনা করিয়া কহে কত রঙ্গ ভঙ্গে ॥
তোমা ভিন্ন অন্যে আর মনমোর নাই।
তুমি ভালবাস তাই কত সুখ পাই ॥
জিজ্ঞাস দাসীরে গিয়া বিরলে এখন।
তব লাগি প্রাণ জ্বলে দিবস রজনী ॥

একথা শুনিয়া কাজী অজ্ঞানের প্রায়।
বলে কেন দগ্ধকর একে প্রাণ যায়॥
ভুবন মোহিনী রূপে করিলে মোহিত।
কটাক্ষ সন্ধানে তাহে মন বিচলিত॥
স্মরের শাসন আর সহেনা এখন।
রতি দানে রাখ প্রাণ ধরিহে চরণ॥
বরাননা কহে কেন উতলা এমন।
কামনা পুরাবো ত্যজ ভাবনা এখন॥
রাখিয়াছি যত্ন করি সুখাদ্য আনিয়া।
খাইব তোমার সঙ্গে একত্রে বসিয়া॥
সে সাধে বিষাদ আসি ঘটায়ে মদন।
উঠ সখা আগে তার করিব দমন॥
বসন ত্যজিয়া তুমি বসহ শয্যায়।
পতির মন্দির হতে আসিগে ত্বরায়॥
বিচারক এ কথায় আনন্দে ভাসিল।
কামিনীরে যেন তার কোলেতে পাইল॥
তখনি বসন খুলি শয্যায় বসিল।
অবিলম্বে কোলাহল শুনিতে পাইল॥
ব্যাকুলা চপলা প্রায় আসিয়া রমণী।
বিচারকে কহে কথা কান্দিয়া অমনি॥
শুন শুন মহাশয় মোর নিবেদন।
বিষম বিপদ দেখি হইল এখন॥
গৃহে আছে শত্রু মোর বৃদ্ধা এক দাসী।
সাধুর সপক্ষ তাই ভাল নাহি বাসি॥
কেমনে তোমারে বুড়ি দেখিতে পাইল।
পতির নিকট গিয়া খবর করিল॥
অমনি পিতাকে, পতি আনিল এখন।
আমার চরিত্র চক্ষে করাতে দর্শন॥
আসিছে উভয়ে তাঁরা মন্দিরে আমার।
উপায় নাহিক কিসে পাইব নিস্তার॥
ললনা ছলনা করি কান্দিতে লাগিল।
বিচারক সব সত্য মনেতে ভাবিল॥
কাজী বলে কান্দ কেন কুরঙ্গ নয়নী।
উভয়ে শাসনে আনি রাখিব এখনি॥
আজ্ঞাবহ তারা মোর সন্দেহ কিতার।
ভাবনা কি বিধুমুখী ইহাতে তোমার॥
সাধুর রমণী কহে শুন মহাশয়।
পতি কি পিতার ক্রোধে নাহি মোর ভয়
তোমার আশ্রয়ে কোন শঙ্কা মোর নাই
কলঙ্কিনী বলে পাছে তাই ভয় পাই॥
ঘরেপরেহবে জ্বালা লোকে গালাগালি।
বিপক্ষ হা সবে সবে দিবে করতালি॥
পতিব্রতা সতী মোরে জানে রাজ্যময়।
অসতী বলিবে লে কে তাহে সদা ভয়॥
এতবলি সাধুজায়া কান্দিতে লাগিল।
ব্যাকুল হইয়া কাজী তাহারে কহিল॥
কেন বৃথা কান্দ প্রিয়ে সহা নাহি যায়।
ভাবিয়া দেখহ যদ থাকে হে উপায়॥
কিঙ্করী একথা শুনি যোড় করি পাণি।
কহিল উপায় এক বিলক্ষণ জানি॥
কাজী যদি রাজি হন ভাল শিখাইব।
উভয়ে পাগল করি বাহির করিব॥
কাজী বলে বল দেখি কিরূপ করিবে।
দাসীবলে সিন্দুকেতে থাকিতে হইবে॥
বিচারক বলে যদি তাহে ভাল হয়।
অবশ্য করিব তাহা বচন নিশ্চয়॥
ইহা শুনি বিনোদিনী আহ্লাদে ভাসিল
সবিনয়ে বিচারকে করিতে লাগিল॥
অন্বেষিয়া মম পিতা যখন যাইবে।
তখনি সিন্দুক হতে বিমুক্তি পাইবে॥
রমণীর বাক্যে কাজী সিন্দুকে বসিল।
তাহারা ঢাকিয়া ডালা চাবি লাগাইল॥
বাকি রাজ প্রতিনিধি তখন রহিল।
দ্বিপ্রহর রাত্রে আসি দ্বারে দাণ্ডাইল॥
বৃদ্ধাদাসী খুলি দ্বার আনিল তাহায়।
সমাদরে সাধু পত্নী ধরিয়া বসায়॥
হাস্যালাপ রঙ্গরস করিতে লাগিল।
রাজ প্রতিনিধি ক্রমে অনঙ্গে মাতিল॥

তাড়া তাড়ি দেখি দাসী বাহির হইল।
কে যেন সদর দ্বারে আঘাত করিল॥
তাড়া তাড়ি দাসী আসি মৃদু স্বরে কয়।
ও গো ঠাকুরাণী তব সুভাদৃষ্ট নয়॥
এখনি আইল কাজী সাধুর নিকট।
কি জানি কি হয় দেখি বিষম সঙ্কট॥
অমনি রমণী কহে একি সর্ব্বনাশ।
যাও তুমি শীঘ্র করি জানহ আভাষ॥
বন্দিনী এ কথা শুনি যায় পুনরায়।
প্রতিনিধি প্রিয়ভাষে জিজ্ঞাসে তাহায়॥
কি জন্য আইল কাজী এত রজনীতে।
ইহার বিশেষ কিছু পার কি কহিতে॥
সাধুর বিপদ বুঝি হইয়াছে ভারি।
আসিয়াছে বিচারক কারণ তাহারি॥
রমণী অমনি কহে শুন মহাশয়।
কারণ বলিতে কিছু পারিনা নিশ্চয়॥
এমন সময়ে দাসী আসিয়া কহিল।
বৈদ্যেরে লইয়া কাজী এখনি আইল॥
সে বলে সহস্র মুদ্রা দিয়াছে তোমায়।
তাহার কারণ কাজী আইল হেথায়॥
বিচারকে এই আজ্ঞা করিল উজ্জীর।
সত্য মিথ্যা জানি প্রাতে হইতে হাজির॥
ইহা শুনি সাধুপত্নী মৃদুভাষে কয়।
বৈদ্য কাজী সাধু সঙ্গে আসিবে নিশ্চয়॥
তোমারে দেখিলে ঘরে কলঙ্ক রটিবে।
মান যাহে থাকে সখা করিতে হইবে॥
উঠ তবে শীঘ্র করি বিলম্ব না সয়।
ক্ষণেক সিন্দুক মধ্যে থাক মহাশয়॥
প্রতিনিধি কোন মতে সম্মত না হয়।
চরণে ধরিয়া ধনী অনুমতি লয়॥
সিন্দুক ভিতরে তারে বন্ধন করিয়া।
দ্বার রুদ্ধ করি রামা চলিল হাসিয়া॥
স্বামির নিকট গিয়া সমস্ত কহিল।
দুই জনে পরস্পর হাসিতে লাগিল॥
সাধু কহে ভাল পরে কি রূপ করিবে।
নারী বলে কল্য তাহা দেখিতে পাইবে॥
বৃদ্ধের বনিতা পরে উঠিয়া প্রভাতে।
অবিলম্বে উপস্থিত আমার সভাতে॥
কামিনী হেরিয়া করি মন্ত্রিরে আদেশ।
রমণী আইল কেন জানহ বিশেষ॥
উজ্জীর ডাকিবা মাত্র নিকটে আইল।
দণ্ডবৎ ধরণীতে লুটায়ে রহিল॥
কহি তারে কহ শুনি কি জন্য হেথায়।
উঠিয়া বিশেষ কথা বলহ আমায়॥
এত শুনি গাত্রোত্থান করিয়া রমণী।
আশীর্ব্বাদ করি মোরে কহিল অমনি॥
কৃপা করি কথা যদি করহ শ্রবণ।
চমৎকার বোধ হবে আশ্চর্য্য কথন॥
অনুমতি পেয়ে রামা করে আরম্ভন।
বানোর রমণী আমি শুনহ রাজন॥
দানেশমন্দ নামে বৈদ্য অতি দুরাশয়।
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পাতির সে লয়॥
পুন পাইবার জন্য আমি তথা যাই।
বিস্তর বিনয়ে তার নিকটেতে চাই॥
কহিল ধারিনা কেন করিছ ছলনা।
দ্বি সহস্র মুদ্রা দিব পুরাও কামনা॥
কাজীর নিকটে পরে কহিতে বিশেষ।
সে কহে পুরাও আশা করিদিব শেষ॥
অপমানে সেই স্থান তখনি ত্যজিয়া।
তব প্রতিনিধি পাশে জানাই যাইয়া॥
কিন্তু সে যেমন পাত্র প্রকাশ হইল।
ধর্ম্ম নষ্ট হেতু স্পষ্ট যতন করিল॥
রমণীর কথা শুনি কহি ততক্ষণ।
সত্যাসত্য কিসে আমি জানিব এখন॥
সাধুর বনিতা বলে ধর্ম্ম অবতার।
প্রত্যয় আমায় যদি না হয় তোমার॥
সাক্ষীভাল আছে প্রভু করি নিবেদন।
তাদের বচনে সত্য মানিবে রাজন॥

কোথা তব সাক্ষিগণ জিজ্ঞাসি তাহারে।
যুবতী কহিল আছে আমার আগারে॥
তাদের আনিয়া যদি শুনহ বিস্তার।
অবশ্য সন্দেহ দূর হইবে তোমার॥
অচিরায় দূত গিয়া বানের ভবনে।
আনিল সিন্দুক ত্রয় আমার সদনে॥
কামিনী কহিল সাক্ষী সিন্দুক ভিতরে।
অমনি লইয়া চাবি খুলিল সত্বরে॥
কেমন আশ্চর্য্য তাহা না যায় কথন।
সিন্দুকে বসিয়া দেখি সেই তিনি জন॥
পদচ্যুত দুই জনে তখনি করিয়া।
কুবচন কহি কত কুনীতি দেখিয়া॥
বৈদ্যে কহিলাম চারি সহস্র কাঞ্চন।
নারীরে এখনি গিয়া করহ অর্পণ॥
সিন্দুক তুলিতে আজ্ঞা দিয়া অচিরায়।
কামিনীরে কহিলাম মধুর ভাষায়॥
হেরিব বদন তব বিপদের মূল।
যাহা দেখি তিন জনে হারায় দুকুল॥
সাধুর রমণী শুনি ঘোমটা খুলিল।
ঘন মুক্ত শশী যেন প্রকাশ হইল॥
হেরিয়া সৌন্দর্য্য তার কহি মনে মনে।
হেন রূপবতী নারী নাহি ত্রিভুবনে॥
বৈদ্য বিচারকে আর দোষিতে না পারি
এমন রূপসী আর নাহি অন্য নারী॥
সভাসদ সকলেতে করে হায় হায়।
সবাকার নেত্র গিয়া পড়িল তাহায়॥
বাসনা হইল তার কাহিনী শুনিতে।
অনুজ্ঞা পাইয়া রামা লাগিল কহিতে॥
কথার কৌশল শুনি সবে প্রশংসিল।
রূপে গুণে সকলেরে মোহিত করিল॥
ইতিহাস সাঙ্গ করি সাধুর রমণী।
প্রণাম করিয়া গৃহে চলিল অমনি॥
নয়ন হইতে রূপ হইল অন্তর।
অন্তর মাঝেতে কিন্তু জাগে নিরন্তর॥
দিবা নিশা ভাবি তারে মন উচাটন।
বিষয় কার্য্যেতে আর নাহি লয় মন॥
অবশেষ রমণীর স্বামিরে ডাকিয়া।
কহিলাম তারে আমি বিরলেতে গিয়া॥
তোমার বৃত্তান্ত সব শুনেছি বিশেষ।
দান জন্য দুর্দশার নাহি পরিশেষ॥
তথাচ এ দুঃখ ভাবি নাহি চিন্তালেষ।
দানাভাবে সদা তুমি পাইতেছ ক্লেশ॥
বাসনা এ দুঃখ তব করিব বিনাশ।
অতিরিক্ত দানে ধন নাহি হবে হ্রাস॥
বিপদ না হবে ক্রমে বাড়িবে সৌরব।
রাখিতে হইবে কিন্তু আমার গৌরব॥
কান্তায় হেরিয়া তব হয়েছি অজ্ঞান।
তারে যদি পাই তবে বাঁচিবে এ প্রাণ॥
রাজা হয়ে এই ভিক্ষা করিহে এখন।
রমণী ত্যজিয়া মোরে করহ অর্পণ॥
পত্নী পরিবর্ত্তে নারী চাহ যদি আর।
অন্দরে চলহ তবে সঙ্গেতে আমার॥
সবিনয়ে কহে সাধু শুন নরপতি।
কথা যাহা কহিলেন অসঙ্গত অতি॥
স্ত্রী ধনের পরিবর্ত্তে দিবে যেই ধন।
সে বিনে সে ধনে মোর কোন প্রয়োজন॥
কি পর্য্যন্ত পত্নী প্রিয়া কহিতে না পারি
রাজপদ তুচ্ছ করি গুণেতে তাহারি॥
আপনি ভূপতি মনে করুণ বিচার।
ধন লোভে হেন নারী ছাড়ে সাধ্যকার॥
তথাচ এত যে ভালবাসি আমি তারে।
সে যদি না চায় মোরে দিবহে তোমারে
এখনি তাহারে গিয়া বৃত্তান্ত বলিব।
কিঞ্চিৎ ফিরিলে মন অবশ্য ত্যজিব॥
একথা বলিয়া সাধু বিদায় লইল।
গৃহে আসি রমণীরে সকল কহিল॥
পশ্চাৎ কহিল আরো করিয়া বিনয়।
কপাল প্রসন্ন তাই ভূপাল সদয়॥

রাজার রমণী হবে স্থখে দিন যাবে।
আমার আশ্রয়ে প্রিয়ে কত ক্লেশ পাবে॥
ম্লান মুখে কহে ধনী শুন মহাশয়।
রাজার হইলে প্রিয়ে কিবা ফলোদয়॥
মনে স্থান নাহি দিবে নৃপরে ভজিব।
ধন লোভে কভু তার প্রেমে না মজিব॥
তোমার সুখেতে সুখ দুঃখে দুঃখ পাই।
দেবের সম্পদ তুচ্ছ রাজ্য নাহি চাই॥
এত শুনি বৃদ্ধ সাধু আহ্লাদে ভাসিয়া
আলিঙ্গন দিল তারে যতনে ধরিয়া।
প্রিয়ভাষে প্রেয়সীরে পরে সাধু কয়।
হৃদয়ে তোমারে রাখি অভিলাষ হয়॥
কিন্তু হেন রূপ নিধি দুঃখির কারণ।
বিধাতা করেন নাই কখন সৃজন॥
আমি দীন জীর্ণ ত হে তুমি রূপবতী।
তব যোগ্য নহি আমি, যোগ্য নরপতি॥
তোমার যৌবন রথে ক্ষীণ রথী আমি।
অতএব যুক্তি এই ভজ নরস্বামী॥
এই রূপে যত কথা সাধু তারে কয়।
রমণী অমনি তাহে অসম্মতা হয়॥
পরে সাধু বলে প্রিয়ে কি করি এখন।
অপেক্ষা করিয়া মোর আছেন রাজন॥
যদি গিয়া অন্যমত জানাই তাঁহারে।
বলিতে না পারি নৃপ কি করে আমারে॥
সর্ব্ব শক্তিমান রাজা ইচ্ছা বিধি তাঁর।
বলাৎকার করে যদি রাখে সাধ্য কার॥
কামিনী কহিল সত্য বিপদ বিষম।
পলাবার পথ কিন্তু আছে হে উত্তম॥
রাজার নিকট আর যাবে কি কারণ।
ধন কাড়ি লয়ে চল করি পলায়ন॥
ভরসা বিধাতা ভিন্ন অন্য কেহ নাই।
উঠ তবে ত্বরা করি আমরা পলাই॥
কথা স্থির করি তারা তখনি উঠিল।
দোঁহে ডেমস্কস দেস ছাড়িয়া চলিল॥

পরদিন প্রাতে আমি অধৈর্য্য হইয়া।
সাধুর ভবনে দেই লোক পাঠাইয়া॥
দাসী এক ছিল তথা আসিয়া সভায়।
বিশেষ বৃত্তান্ত সব কহিল আমায়॥
বিধি ছাড়া কর্ম্ম করি ছিলনা বাসনা।
তাই কোন লোক তার পশ্চাৎ গেলনা॥
পলাইল সাধু পত্নী লয়ে মোর প্রাণ।
দেহ মাত্র আছে তায় নাহি পরিত্রাণ॥
মদন শাসনে সদা দেহ প্রকম্পিত।
প্রেম পরিচ্ছেদ হলো না হতে পিরিত॥
শয়নে স্বপনে তারে ভাবি সর্ব্বক্ষণ।
অতীত বিংশতি বর্ষ তবু দগ্ধ মন॥
ইতিহাস পরিশেষ করিল রাজন।
সিফুল মলুক তারে জিজ্ঞাসে তখন॥
কি হইল কোথা গেল এরোয়া সুন্দরী।
সবিশেষ মহারাজ জান কি তাহার॥
নরপতি বলে আমি কি বলিব আর।
কিছুই সন্ধান আমি জানিনা তাহার॥

ফর্কনাজ রাজ-কন্যার বিবাহ॥

নৃপজা নিকটে নানা বিধ উপন্যাস।
উপদেশ দাত্রী ধাত্রী করল বিন্যাস॥
হেন কালে যুবরাজে দংশিল আময়।
পরিবার হাহাকার করে পুরী ময়॥
কাতর ভূপতি অতি পুত্রের কারণ।
অশ্রু ধার সদা বহে বাহিয়া বদন॥
শত শত বৈদ্য আসে আরগ্য করিতে।
ব্যাধির না পায় অন্ত পলায় ত্বরিতে॥
বাড়িল বিষম ব্যাধি ব্যাকুল সকলে।
ছাড়িল তাঁহার আশা ভাসে নেত্র জলে॥
উঠিল নগরে গোল মরিবে কুমার।
ঘটিল প্রমাদ, সবে করে হাহাকার॥

দেবের মন্দিরে নৃপ যান অবিরত।
পুত্রের আরোগ্য জন্য যজ্ঞ করে কত॥
এক দিন পুরোহিতে কহেন ভূপাল।
এত দিন পরে বুঝি ভাঙ্গিল কপাল॥
যুবরাজ জরাগ্রস্ত জীর্ণ দিন দিন।
বিবর্ণ স্ববর্ণ বর্ণ বদন মলিন॥
ঔষধে ভরসা আর নাহি মহাশয়।
দৈব কর্ম্মে হবে ভাল হেন মনে লয়॥
পুরোহিত কহে পরে শুন মহীপাল।
সন্দেহ কি দৈব কর্ম্মে পলাইবে কাল॥
অদ্য এই মঠে আমি রজনী বঞ্চিব।
কালিকা প্রভাতে নাথ বিশেষ কহিব॥
পর দিন পুরোহিত উঠিয়া প্রভাতে।
চলিলেন ত্বরা করি ভূপতি সাক্ষাতে॥
দূর ভাগে নৃপবর হেরি পুরোহিতে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া যান দর্শন করিতে॥
রাজা কহে যোগিরাজ কহ সমাচার।
পাইবে কি পুত্র মোর এদায়ে নিস্তার॥
নৃপের কথায় যোগী কহিল ভারতী।
দেবের হয়েছে দয়া ভয় কি ভূপতি॥
ইহা শুনি নৃপমণি লইয়া ফকীরে।
পুত্রের নিকটে যান শয়ন মন্দিরে॥
রোগির শয্যায় ঋষি আসিয়া বসিল।
ভেষজ স্বরূপ মন্ত্র পড়িতে লাগিল॥
কর্ণেতে প্রবেশ মাত্র মহীপ নন্দন।
তৎক্ষণাৎ ব্যাধি হস্তে হইল মোচন॥
চমৎকার মন্ত্রবল অনেক দেখিল।
জটীলের যশ দশ দিকেতে ঘুষিল॥
এরূপ প্রসংসা শুনি রাজার কুমারী।
যোগিরে হেরিতে বাঞ্ছা হইল তাহারি
অমনি উঠিল ধনি সঙ্গেতে বন্দিনী।
চলিল মন্দির মুখে রাজার নন্দিনী॥
প্রবেশিতে নাহি দিল যোগির কিঙ্কর।
অবাক হইল ধনী না সরে উত্তর॥

নিষেধ বচনে কন্যা অগ্নি হেন জ্বলে।
বিশেষ জানিতে বার্ত্তা বাপে গিয়া বলে॥
তদন্ত শুনিয়া রায় তখনি চলিল।
যোগিরে বৃত্তান্ত সব জিজ্ঞাসা করিল॥
যোগী কহে ক্ষিতি পতি করি নিবেদন।
দেবের আদেশে আসা করেছি বারণ॥
ইষ্ট নিষ্ঠা নাহি তার সদাতুষ্ট মতি।
অলস সদত দেবে নাহিক ভকতি॥
মানব বৃন্দের প্রতি বৈরি ভাব তার।
বাক্যালাপ বল তাহে করি কি প্রকার॥
কসয়া দেবতা মোরে করেছে বারণ।
মত না ফিরিলে মুখ না করি দর্শন॥
একথায় নরপতি হয়ে নিরুত্তর।
বিদায় হইয়া গৃহে চলিল সত্বর॥
কতিপয় দিনান্তরে পুনঃ ধরাধিপ।
চলিল মন্দির মাঝে ফকির সমীপ॥
নৃপতিরে হেরি যোগী মন্দির মাঝারে।
ত্বরা করি এই কথা কহিল তাঁহারে॥
দেবের অনুজ্ঞা প্রভূ হয়েছে এখন।
করিব কন্যার সঙ্গে কথোপকনথ॥
হিতা হিত ভাল মন্দ বুঝায়ে কহিব।
উত্তম যে পথ তাহা দেখাইয়া দিব॥
ঋষির বচনে রাজা পুলকে পূর্ণিত।
কন্যায় সম্বাদ গিয়া দিলেন ত্বরিত॥
পর দিন রাজবালা সত্বরা হইয়া।
উপনীত হইলেন মন্দিরে আসিয়া॥
দ্বার ছাড়ি দ্বার পাল আজ্ঞা অনুসারে
অপূর্ব্ব গৃহেতে এক বসাইল তাঁরে॥
তথা তিন স্থানে চিত্র আছে এ প্রকার।
জালে বদ্ধ মৃগী মৃগ করিছে উদ্ধার॥
আর এক স্থানে ছবি ছিল বিপরীত।
বদ্ধি মৃগে ত্যজী মৃগী পলায় ত্বরিত॥
এই সব চিত্রে নেত্র পড়িল যখন।
অবাক হইল ধনী না সরে বচন॥

মনে ভাবে একি দেখি বুঝিতে না পারি
হেরেছি স্বপনে যাহা বিপরীত তারি॥
একি রঙ্গ কুরঙ্গ করিয়া প্রাণ পণ।
জালে বদ্ধ মৃগীগণে করিছে যতন॥
আর চমৎকার হেরি হরিণী পলায়।
বন্ধি মৃগগণ পানে ফিরিয়া না চায়॥
একি অসম্ভব ভার ভ্রান্তি মূলাধার।
পুরুষ কৃতজ্ঞ অতি কি সন্দেহ তার॥
এই রূপ চিন্তা রামা করিছে যখন।
গৃহে আসি ঋষিরাজ দিল দরসন॥
সম্ভ্রমে উঠিল ধনী ধরিতে চরণ।
ফকীর চতুর অতি করিল বারণ॥
সমাদরে বসাইয়া মৃদু ভাষে কয়।
বিপরীত রীত তব উপযুক্ত নয়॥
পবিত্র যে পথ তাহে কর অনাদর।
এ জন্য ভূপালে দেখ সদত কাতর॥
কোন্ উপদেব তব স্কন্ধেতে চাপিল।
মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা তাহাতে জন্মিল॥
কসয়া দেবেরে আমি পূজেছি বিস্তর।
শুভ দৃষ্টি করিবেন তোমার উপর॥
কিন্তু তুমি মনে হেন স্থান নাহি দিবে।
যত্ন বিনা এ সঙ্কটে তোমায় রাখিবে॥
যত শক্তি কেন তাঁর থাকে না সুন্দরী।
ভগ্ন তরী হলে পরে কি করে কাণ্ডারী॥
সাধুবাক্য শুনি রামা নিশ্বাস ত্যজিল।
যোগী পরে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল॥
আর না অজ্ঞান রাহু তোমায় গ্রাসিবে
জ্ঞান শশী ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইবে॥
যদ্যপি আমার কথা করহ শ্রাবণ।
বিপদ হইলে শীঘ্র হইবে মোচন॥
রাজকন্যা ঋষি বাক্য শিরোধার্য করি
চলিলেন অন্তঃপুরে সঙ্গে সহচরী॥
পর দিন প্রাতে ধনী হইয়া সত্বর।
পুনঃ আসি দেখা দিল সন্ন্যাসী গোচর।
কামিনীকে একা দেখি কহে যোগিবর।
যামিনীতে স্বপ্নকল্য দেখেছি বিস্তর॥
কসয়া দেবতা মোরে স্বপ্নে দেখাদিয়া।
কহিল বিস্তর কথা তোমার লাগিয়া॥
মনুষ্যের প্রতি আর ঘৃণা তব নাই।
সদয় তোমারে তাই হয়েছে গোঁসাই॥
অধিকন্তু তোমা প্রতি এই আজ্ঞা হয়।
বিবাহ করিবে পর্সাধিপের তনয়॥
তব প্রেম হুতাসনে দগ্ধ তার দেহ।
তোমা বিনা মৃত্যু হবে নাহিক সন্দেহ॥
বিধাতার লিপি ইহা খণ্ডিবার নয়।
পতি সেই রাজ পুত্র হইবে নিশ্চয়॥
ফরকসা নাম তার রূপেতে অপ্সর।
গুণে তাঁর ধরাতলে নাহিক দোষর॥
জননী এমন কেহ নাহি অবনীতে।
এ হেন সন্তানে পারে উদরে ধরিতে॥
কি বলিলে কন্যা বলে কথা অসম্ভব।
প্রেম কোথা হইয়াছে কথায় উদ্ভব॥
না হেরি নয়নে মোরে নৃপতি কুমার।
কিরূপে এরূপ প্রেম হইল সঞ্চার॥
বিশেষিয়া কহ শুনি তদন্ত তাহার।
একেমন প্রেম বলো হলো কি প্রকার।
যোগী বলে একথা যে করিবে জিজ্ঞাসা।
জানিয়া দেবতা আগে কহিয়াছে ভাষা॥
শুন তবে যুবরাজ হেরিল স্বপন।
এ কাকিনী বনে তুমি করিছ ভ্রমণ॥
মোহিত হইয়া রূপ হেরিয়া তোমার।
নিকট হইল প্রেম করিতে প্রচার॥
হেলায় ত্যজিয়া ত রে কহিলে সত্বর।
পুরুষ চঞ্চল অতি নহে স্থির তর॥
নরেন্দ্র নন্দনে তুমি ত্যজিলে যখন।
যন্ত্রনায় নিদ্রা তার ভাঙ্গিল তখন॥
দুঃস্বপ্ন বলিয়া দুঃখ দূর না করিয়া।
হৃদয়ে ভাবয়ে রূপ আনন্দে ভাসিয়া॥

অহ রহ সেই ভাবে ব্যাকুল কুমার।
উপায় না পায় তবু সদা চিন্তা তার॥
মুনি বাক্য শুনি বালা নিশ্বাস ছাড়িল।
ঊর্দ্ধনেত্র করি পরে কহিতে লাগিল॥
বিধাতার লীলা বোঝে সাধ্য আছে কার।
দোঁহে এক স্বপ্ন দেখি একি চমৎকার॥
বিশেষ করিয়া বলি শুনহে গোঁসাই।
দেবতা তোমায় বুঝি সব বলে নাই॥
স্বপনে হেরেছি এক রাজার নন্দনে।
পূর্ণিমার শশী যেন কুসুম কাননে॥
সুঠাম গঠন তার ভুবন মোহন।
নিকটে আসিয়া করে প্রেম আলাপন
কিন্তু অপহেলা করি কটুক্তি কহিয়া।
ত্যজিয়া পলাই তারে সত্বর হইয়া॥
রূপ হেরি প্রেম ফাঁশে মানস পসিল।
মধুর কথায় মন মোহিত হইল॥
মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা পাছে হয় হ্রাস।
পলাই কানন হতে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
ঘৃণায় স্বপন এক দেখি আচম্বিত।
কিন্তু চিত্র হেরি হেতা তার বিপরীত॥
স্থূলে ভুল হইয়াছে শুনহ গোঁসাই।
মনুষ্যের প্রতি আর ঘৃণা মোর নাই॥
ভ্রম উপসম হৈল বচন নিশ্চয়।
বরিব সে রাজপুত্রে শুন মহাশয়॥
পুলকে পূর্ণিত যোগী একথা শুনিয়া
কহিল বঞ্চিব নিশা মন্দিরে থাকিয়া॥
দেখিব দেবতা যুক্তি দেন কি প্রকার।
মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে তোমার॥
দেবের অনুজ্ঞা কল্য কহিব তোমারে।
বিদায় হইয়া কন্যা চলিল আগারে॥
ধীরে ধীরে চলে ধনী ভাবিতে ভাবিতে।
যত ভাবে ততো ভাব লাগিল বাড়িতে
যুবরাজে যেই ভাবে স্বপনে হেরিল।
ভাবিতে সে সব ভাব উদয় হইল॥
স্বাভাবিক ভাবে ধনী হইল অভাব।
ক্রমে ক্রমে মদনের হয় আবির্ভাব॥
প্রেমের প্রভাবে যায় পূর্ব্বকার ভাব।
ভাবে রামা কবে হবে রাজপুত্র লাভ॥
যন্ত্রণায় দিন যায় স্থির নহে মন।
যামিনী জাগিয়া ধনী করিল বঞ্চন॥
দিনমনি দেখা দিল উদয় অচলে।
কামিনী অমনি উঠি ব্যস্ত হয়ে চলে॥
ঋষির নিকটে আসি উপনীতা হয়।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ ভূষা মনস্থির নয়॥
দৈববাণী যোগী মুখে শ্রবণ না করি।
ত্বরাকরি সন্ন্যাসিরে জিজ্ঞাসে সুন্দরী॥
বলো শুনি মোর ভাগ্যে কি আজ্ঞাহইল
কৃতজ্ঞ হইব তার কি বোধ চাহিল॥
মুনিবলে রাজকন্যা করি নিবেদন।
যে রূপ কসয়া দেব কহেন বচন॥
তাঁহার আদেশ অগ্রে শপথ করিবে।
আমি যা কহিব তাহা করিতে হইবে॥
স্বীকার করিল ধনী ঋষি সন্নিধান।
বলিল রাখিব আজ্ঞা থাকিতে পরাণ॥
সাধু কহে শুন তবে বিধির বচন।
যামিনী যোগেতে হবে করিতে গমন॥
আমি লয়ে যাব যুবরাজ সন্নিধানে।
হেরিলে তোমার মুখ বাঁচিবে পরাণে॥
কসয়ার আজ্ঞা ইহা আমি কি করিব।
তোমায় লইয়া তথা অবশ্য যাইব॥
সিহরিয়া কহে রামা একি সর্ব্বনাশ।
কেমনে এমন করি ত্যজিব নিবাস॥
মাথার উপরে পিতা তাঁরে ফাঁকিদিয়া।
কুলে জলাঞ্জলি দিব পতির লাগিয়া॥
এমন বাসনা নহে, কহে যোগিবর।
জনকে জানায়ে তব ত্যজিব নগর॥
সে ভার আমার আছে কিভয় তাহার
যাইতে সম্মতি আমি লইব রাজার॥

ইহা শুনি নৃপসুতা গেল নিজ ঘরে।
ভূপতির কাছে যোগী যায় তার পরে॥
কথোপকথনে নৃপ ধাত্রী সঙ্গে ছিল।
যোগী গিয়া ভূপালেরে তথা দেখা দিল॥
ফকীরে হেরিয়া নৃপ হইয়া সত্বর।
হস্তে ধরি সমাদর করিল বিস্তর॥
বলে কতগুণ তব কহা নাহি যায়।
সহজে আরোগ্য তুমি করিলে কন্যায়॥
এত যে অভক্তি ছিল মনুষ্যের প্রতি।
তোমার কৃপায় তাহা ঘুচিল সম্প্রতি॥
ধাত্রীর এতেক গল্পে কিছু না হইল।
তোমার কিঞ্চিৎ বাক্যে সফল করিল॥
উদাসীন কহে পরে শুনহে রাজন।
করিয়াছি আরো ভাল তাঁহার কারণ॥
পারস্য রাজার পুত্র প্রতি তাঁর মন।
বিবাহ করিবে তাঁরে বাসনা এখন॥
দেবের যে রূপ আজ্ঞা কন্যারে হইল।
বিস্তারিয়া যোগিরাজ রাজারে কহিল॥
ইহা শুনি ক্ষিতিপতি ক্ষণেক ভাবিয়া।
সন্ন্যাসির প্রতি কহে মধুর ভাষিয়া॥
এরূপে তনয়া যায় নহেক বাসনা।
দৈববাণী নাহি পারি করিতে হেলনা॥
লইয়া যাইবে তারে আপনি গোঁসাই।
আমার তাহাতে আর কোন ভয় নাই॥
এরূপে ভূপেরে যোগী সম্মত করিল।
যামিনী যোগেতে পরে নগর ছাড়িল॥
কন্যা ধাত্রী যোগিবর এই তিন জন।
একত্র হইয়া তারা করিল গমন॥
সুরঙ্গ তুরঙ্গ চাড় বেগেতারা যায়।
চলিল সমস্ত নিশা ক্ষণে না দাঁড়ায়॥
দিনমণি দেখা দিল আসিয়া গগণে।
কুসুম কাননে এক গেল তিন জনে॥
নানাজাতি ফুল তায় কিবা সুশোভন।
পবন সঘন গন্ধ করিছে বহন॥
নিকটে আরাম এক অতি মনোনীত।
অসিত পাষাণে তার ফটক নির্ম্মিত॥
উদ্যানের পরিশেষে পুরী মনোহর।
নির্ম্মিত চন্দন কাষ্ঠে দেখিতে সুন্দর॥
সুবর্ণ জড়িত মঞ্চ তাহা ব্যবধানে।
নির্ম্মল পল্লল জল শোভে সেই খানে॥
এরূপ সৌন্দর্য্য হেরি চলিতে না চায়।
হয় হৈতে নামি তারা বসিল তথায়॥
মোহিত হইয়া তারা বাখানে সকলে।
হেন মনোহর স্থান নাহি ভূমণ্ডলে॥
ইতোমধ্যে সন্ন্যাসির বদন শুকায়।
বিবর্ণ হইল বর্ণ শবতুল্য কায়॥
ধাত্রী আর রাজকন্যা হেরি এপ্রকার।
জিজ্ঞাসা করিল তারে কারণ তাহার॥
ভয়েতে ব্যাকুল যোগী বলে হায় হায়।
কপাল ভাঙ্গিল তাই এসেছি হেথায়॥
এই যে দেখিছ পুরী উদ্যানের পাশ।
মের্ফজা কুহকী তাহে করে বস বাস॥
এসেছি আমরা হেথা যদি শুনে কানে।
নিশ্চয় মরিব মোরা সকলে পরাণে॥
বিধির দোহাই শুন বলি বরাননা।
তোমার লাগিয়া মোর যতেক ভাবনা।
একাকী হইলে কত হইত ভরসা।
বলেছলে পরিপূর্ণ করিতাম আশা॥
কর যাহা মনে লয় কহিল কুমারী।
ভাব যেন আসি নাই সঙ্গেতে তোমারি।
যদি ভালে লেখা থাকে মরিব হেথায়।
ফলিবে বিধির আজ্ঞা কিভয় তাহায়॥
ঋষি বলে বরাননা কি বলিব আর।
বাড়িল দ্বিগুণ বল বাক্যেতে তোমার॥
থাকহ বসিয়া দোঁহে তোমরা এখানে।
ত্বরায় আসিব ফিরে তব সন্নিধানে॥
তিনদণ্ড যদি হয় আসিতে অতীত।
মরণ তাহাতে মোর জানিবে নিশ্চিত॥

এতবলি নিষ্কোশিত অসিহস্তে করি।
প্রবেশে পুরিতে যোগী যেন মত্ত করি॥
যোগির গমন পরে কুমারী তখন।
চিন্তায় কাতরা অতি স্থির নহে মন॥
বলে হায় সুখ সাধে একি ঘোরদায়।
বিদেশে বিপাকে মরি না হেরি উপায়॥
ধাত্রিকয় নৃপবালা ত্যজ মনোদুঃখ।
জটিল সহায় যার তার কি অসুখ॥
যেমন না হয় কেন কঠিন ব্যাপার।
বিজয়ী হইবে যোগী কি সন্দেহ তার॥
ফলতঃ ক্ষণেক পরে তাহারা দেখিল।
সহাস্য বদনে ঋষি আসি দেখাদিল॥
বিধিরে স্মরণ করি হেসে যোগী কয়।
কুহকীরে বধিয়াছি নাহি আর ভয়॥
মায়ার প্রভাব নাই তাহার অভাবে।
চলো সবে গৃহেযাই দুঃখদূরে যাবে॥
এখন বিশেষ কহি ভাঙ্গিয়া তোমারে।
পুরহিত বলি আর ডেকনা আমারে॥
কে আমি কি জন্য হেথা শুনতবে কই।
রাজপুত্র ফরর্কসার প্রিয়পাত্র হই॥
কন্যা বলে অগ্রে সব করিব শ্রবণ।
তবে এ ভবনে মোরা করিব গমন॥
পাত্রকহে শুন কহি, পারস্য ভূপতি।
সিরাজেতে রাজধানী যাঁহার সম্প্রতি॥
এক মাত্র পুত্র তাঁর ফরর্কসা নাম।
অপৰূপ ৰূপ কিবা গঠন সুঠাম॥
বিষম আময় তাঁরে আসিয়া ঘেরিল।
ভূপতি চিন্তিত অতি তাহাতে হইল॥
বড় বড় বৈদ্য আসে রাজার আজ্ঞায়।
শুশ্রূষা বিস্তর করে ব্যাধি নাহি যায়॥
বৈদ্যগণ একদিন কহে নৃপ স্থানে।
ব্যাধির তদন্ত নিজে যুবরাজ যানে॥
কুমারে স্বযত্নে রাজা বিস্তর সাধিল।
তথাচ রোগের তত্ত্ব কিছু না বলিল॥

এক দিন নৃপ মোরে ডাকিয়া কহিল।
দেখ গিয়া তনয়ের কিরোগ হইল॥
ভালবাসে তোমারে সে জানি নিজ জন
করিবেনা কোন কথা তোমায় গোপন॥
যাও শীঘ্র ছলে কলে তদন্ত জানিয়া।
বিশেষ কহিবে সব আমারে আনিয়া॥
নৃপতি নিকটে তবে হইয়া বিদায়।
ত্বরা করি যাই আমি যথা যুবরায়॥
পুলকিত নৃপ সুত আমারে হেরিয়া।
ভৎসনা করিল কত মধুর ভাষিয়া॥
কহ কহ প্রিয়সখা একি চমৎকার।
আজি কিহে সুপ্রসন্ন কপাল আমার॥
অপরাধ বুঝি কোন পাইয়াছে ভাই।
নহিলে নিদান কালে দেখা কেন নাই॥
নানারঙ্গে আসে লোক আমারে দেখিতে
বাসনা নাহিক কিন্তু, নারি নিষেধিতে॥
তব আসা পথ সদা করি নিরীক্ষণ।
আশ্বাসে বিগত কাল আগত শমন॥
একথা শুনিয়া তারে কহি সবিনয়ে।
প্রবাশ হইতে অদ্য এসেছি আলয়ে॥
কহ শুনি যুবরাজ কিসের কারণ।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর করি দরশন॥
বিবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ বদন মলিন।
কেমনে এমন রোগে করিল অধীন॥
নির্জন হইয়া কহে নৃপতি নন্দন।
তোমার নিকট কিছু রাখিনা গোপন॥
আশাকরে আছি কবে তোমারে দেখিব
ব্যাধির বিশেষ বার্ত্তা বিস্তারি কহিব॥
বলিলে যথার্থ কথা প্রত্যয় না যাবে।
দেখিছ এমন দশা স্বপ্নের প্রভাবে॥
কহিনু একথা কিসে করিব প্রত্যয়।
স্বপনে এৰূপ ৰূপ কাহারো না হয়॥
রাজার তনয় পরে কহিল আমায়।
জানি কেহ বিশ্বাস না করিবে কথায়॥

এজন্য কাহারে আমি নাকহি মনন।
রেখেছি স্বপন কথা করিয়া গোপন ॥
তুমি মোর প্রাণ প্রিয় তোমা ছাড়া নই
রোগের কারণ তবে শুন আমি কই ॥
"হেন জ্ঞান হয় যেন হেরেছি স্বপনে।
ভ্রমিয়া পড়েছি এক কুসুম কাননে ॥
অমনি রমণী এক আসি দেখা দিল।
ভূতলে আসিয়া যেন শশী প্রকাশিল ॥
রূপের কি তুলা দিব দেখা নাহি যায়।
চঞ্চলা চঞ্চলা সদা ভয়েতে লুকায়।
কটাক্ষ সন্ধানে তার অস্থির হইয়া।
চরণে ধরিয়া সাধি বিস্তর করিয়া ॥
প্রেম আলাপনে কর্ণ না দিয়া রমণী।
ঘৃণায় ত্যজিয়া মোরে কহিল অমনি ॥
পুরুষ নিষ্ঠুর অতি কঠিন প্রকৃতি।
অবিশ্বাস স্নেহ হীন যানে না পীরিতি ॥
জালে বদ্ধ মৃগ এক হেরেচি স্বপনে।
বাঁচাইল কুরঙ্গিনী তারে প্রাণ পণে ॥
হরিণী সে জালে পুন পড়িল যখন।
কুরঙ্গ ত্যজিয়া তারে করে পলায়ন ॥
ইহাতে বুঝেছি আমি পুরুষ কেমন।
কঠিন প্রকৃতি প্রেম জানেনা কি ধন ॥
সাধিলাম তারে পুনঃ প্রবোধ বচনে।
বাসনা যে ভ্রান্তি তার ঘুচাব যতনে ॥
কিন্তু সেই কৃশোদরী ত্যজিয়া সেস্থান।
স্থানান্তরে ত্বরা করি করিল প্রস্থান ॥
হায় হায় বলিলাম একি বিপরীত।
পলায় হরিণী মৃগে করিয়া বঞ্চিত ॥
একথা বলিয়া তবু প্রাণ স্থির নয়।
না হেরি সে চন্দ্রানন নিদ্রা ভঙ্গ হয় ॥
স্বপন বৃত্তান্ত সব শুনিলে আমার।
বিষম আময় তাহে হয়েছে সঞ্চার ॥
স্বপ্ন ভ্রমে বৃথা প্রেম জানিয়া নিশ্চিত।
চিন্তানল জ্ঞান জলে নির্ব্বাণ উচিত ॥

উত্তর করিয়া কহি রাজার নন্দন।
চিন্তানল নিবাইবে কিসের কারণ ॥
হেন জ্ঞান হয় যেন হইবে উপায়।
স্বপন বা সত্য হয় বুঝি অভিপ্রায় ॥
হবে কোন উপদেব দয়া প্রকাশিয়া।
তোমায় দেখায় কন্যা স্বপনে আসিয়া ॥
ললাটের লিপি ইহা খণ্ডিবার নয়।
সেই রাজকন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয় ॥
চলো যুবরাজ দোঁহে ভ্রমণ করিয়া।
আনির্গে অমূল্য নিধি যতনে বাছিয়া ॥
ভূপতিরে অবিলম্বে কবিব প্রচার।
ভ্রমণ ইচ্ছায় রোগ হয়েছে তোমার ॥
নৃপতির অনুমতি নিশ্চয় পাইব।
তোমার সঙ্গেতে দেশ বিদেশে ফিরিব ॥
এ কথা শুনিয়া তবে নৃপতি নন্দন।
আহ্লাদে ধরিয়া মোরেদিল আলিঙ্গন ॥
ভূপাল সমীপে যাই হইয়া সত্বর।
সবিশেষ কহি সব তাঁহার গোচর ॥
অধিকন্তু কহিলাম যোড় করি পাণি।
রোগের ঔষধী আমি ভালরূপে জানি ॥
অনুমতি দেহ যদি করিতে ভ্রমণ।
আরোগ্য হইবে তাহে তোমার নন্দন ॥
বিপরীত কর যদি হবে বিপরীত।
দ্বিগুণ হইয়া ব্যাধি বাড়িবে নিশ্চিত ॥
মতস্থ হইল রায় আমার মতেতে।
লোক জনে আজ্ঞা দিল পুত্র সঙ্গেযেতে ॥
সিরাজ ত্যজিয়া তবে আমরা দুজন।
ধুম ধামে চলিলাম করিতে ভ্রমণ ॥
কিছু দিন ভ্রমি পথ নাহি নির্দ্ধারিত।
গজনিনা দেশে শেষে হই উপনীত ॥
বৃদ্ধ এক নরপতি শাসে প্রজাগণে।
উভয়ে প্রণয় যেন জনক নন্দনে ॥
জনেক দূতেরে রায় করিল প্রেরণ।
লয়ে যেতে আমাদের তাঁহার সদন ॥

দূতকে বসায়ে রাজপুত্র সম্ভাষিল।
রাজার কুশল বার্ত্তা তারে জিজ্ঞাসিল
দূত বলে মহাশয় করি নিবেদন।
শোকানলে দগ্ধ নৃপ পুত্রের কারণ॥
এক মাত্র পুত্র ছিল অন্য আর নাই।
তাঁহার বিহীনে ভূপ ভাবিত সদাই॥
দুঃখের বারতা শুনি আমরা দুঃখি
রাজার সভায় গিয়া হই উপনীত॥
সমাদরে যুবরাজে বসায় রাজন।
হেরিয়া তাহার মুখ করয়ে রোদন॥
একি সর্ব্বনাশ বলে রাজার তনয়।
আমারে দেখিয়া কেন কান্দ মহাশয়॥
বুঝি মোরে হেরি পুত্রে হইল স্মরণ।
শোকানল তাই বুঝি প্রবল এখন॥
রাজা বলে সত্য বটে হেরিয়া তোমায়।
ব্যাকুল হৃদয় মোর হইল তাহায়॥
তোমাতে পুত্রেতে মোর রূপে ভেদ নাই
তারে পাসরিতে বুঝি বিধি দিল তাই॥
সন্তানের প্রতি মোর যেই ভাব ছিল।
সে ভাব তোমাতে এবে আসিয়া পসিল
এখন বাসনা তুমি হেথা বাস কর।
মরণ হইলে মোর হবে রাজ্যেশ্বর॥
এত শুনি যুবরাজ সম্ভ্রমে উঠিয়া।
প্রণাম করিল ভূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া॥
মনে মনে স্থির করে নৃপের কারণ।
থাকিব বরঞ্চ রাজ্যে নাহি প্রয়োজন॥
রাজার প্রবল শোক সন্তান বিহীনে।
শীতল হইল হেরি রাজার নন্দনে॥
দিন দিন ভালবাসা বাড়িল এমন।
নয়নের পার তারে করেনা কখন॥
এক দিন যুবরাজ জিজ্ঞাসে রাজারে।
মরিল তনয় তব কহ কি প্রকারে॥
হায় হায় নৃপ কহে কি কহিব আর।
প্রেম অনুরাগে পুত্র মরিল আমার॥

যেরূপে তনয় মোর হইল নিধন।
তাহার বৃত্তান্ত বলি করহ শ্রবণ॥
কাশ্মীর দেশীয় রাজ কন্যার সৌন্দর্য্য
শুনিয়া তনয় তাহে হইল অধৈর্য্য॥
ক্রমে ক্রমে প্রেমে তারে করিল অধীন।
দিন দিন তনুক্ষীণ বদন মলিন॥
রূপান্তর হেরি পুত্রে হইয়া কাতর।
টগ্রোলবি ভূপে দেই নজর বিস্তর॥
অবিলম্বে দূত যায় কাশ্মীর নগরে।
নজর ধরিয়া নৃপে কহে যোড় করে॥
গজ্নিনার নরপতি বিক্রমে বিশাল;
তাঁহার আদেশে হেথা আসি মহীপাল॥
কেমনেকুমার শুনে দুহিতা তোমার।
রূপে গুণে গণনীয়া অতি চমৎকার॥
ব্যাকুল সদত তিনি তাঁহারি কারণ।
বাসনা তনয়া তাঁরে করহ অর্পণ॥
সৌভাগ্যের কথা বটে কহিল ভূপতি।
প্রতিজ্ঞা করেছি বলো কি করি সম্প্রতি॥
কন্যার অমতে আমি বিবাহ না দিব।
কসয়ার কিরা বলো কেমনে ভাঙ্গিব॥
মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা স্বপন প্রভাবে।
এখন সে ঘৃণা তার কি প্রকারে যাবে॥
যামিনীতে স্বপ্ন এক নন্দিনী দেখিল।
কুরঙ্গ আসিয়া যেন জালেতে পড়িল॥
কুরঙ্গিনী হরিণের হেরি অন্তকাল।
উদ্ধার করিল তারে ভগ্ন করি জাল॥
পুনঃ অন্য ফাঁদে গিয়া হরিণী পড়িল।
উপায় না করি কিছু মৃগ পলাইল॥
স্বপন প্রভাবে এই ভাবের উদয়।
পুরুষের প্রতি ঘৃণা তাহাতে নিশ্চয়॥
দূত মুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ।
বিবাহ হবেনা তবে ভাবিল নন্দন॥
শোকেতে বিষম রোগ আসিয়া জন্মিল
ধরিল অমনি কালে দেখিতে না দিল॥

এতশুনি যুবরাজ হয় আহ্লাদিত।
স্বপন অলিক নহে ভাবিল নিশ্চিত॥
কন্যার কঠিন ভাব ভাবি মনে মন।
বিষাদিত হলো অতি রাজার নন্দন॥
ম্লান হেরি যুবরাজে জিজ্ঞাসে রাজন।
কেন বলো হেরি তব বিরস বদন॥
রাজপুত্র বলে তবে শুনহে নরেশ।
এই সে কন্যার লাগি ত্যজিয়াছি দেশ॥
স্বপন বৃত্তান্ত সব ভূপালে কহিল।
দুঃখিত অন্তরে নৃপ কহিতে লাগিল॥
হায় বিধি কত আর দিবেহে যন্ত্রণা।
বাসনা না কর পূর্ণ কেবল বঞ্চনা॥
লেখাই পড়াই পুত্রে করিয়া যতন।
শমন হরিল আসি এহেন রতন॥
কাল বশে অবশেষ পাশরি সে দুখ।
পুনঃ নিধি দিয়া বিধি হন বা বিমুখ॥
হায় কি কপাল মন্দ না পারি বলিতে।
হইয়াছে যত দুঃখ আমাতে ফলিতে॥
শুন শুন রাজপুত্র স্থির কর মন।
উপায় করিব ভাল কন্যার কারণ॥
অসাধ্য কিছুই নহে, করিয়া সাধনা।
কন্যারে আনিয়া দিব ত্যজহ ভাবনা॥
হায় যদি পুত্র মোর সুস্থির থাকিত।
রোগের ঔষধি তার অবশ্য হইত॥
ছলে কলে কন্যা আনি দিতাম তাহায়।
বাঁচিয়া থাকিত পুত্র সন্দেহ কি তায়॥
পারস্য অধিপ পুত্রে প্রবোধি এরূপ।
মন্ত্রির নিকটে যাত্রা করিলেন ভূপ॥
যুবরাজ অবিলম্বে আমারে ডাকিয়া।
বিশেষ বৃত্তান্ত সব কন বিস্তারিয়া॥
তদন্ত শুনিয়া আমি বলি মহাশয়।
তোমার সৌভাগ্য এবে জানিবে নিশ্চয়॥
অনুমতি মোরে যদি দেন বৃদ্ধ রায়।
আনিয়া সে কন্যা আমি দিবহে তোমায়
কেমনে এমন কর্ম্ম সম্পন্ন করিব।
আপনি অজ্ঞাতে এবে কিরূপে কহিব॥
যেমন যখন হবে মনে বিচারিয়া।
করিব সে রূপ কর্ম্ম সতর্ক হইয়া॥
প্রফুল্ল রাজার পুত্র একথা শ্রবণে।
আলিঙ্গন দিল মোরে ধরিয়া যতনে॥
হাস্য পরিহাসে দোঁহে কথোপকথন।
ক্রমে দিনমণি অস্তে করিল গমন॥
পরদিন প্রাতে উঠি বিদায় লইয়া।
কাশ্মীর উদ্দেশে যাই অশ্ব আরোহিয়া॥
ভ্রমিয়া কতক দিন আসি এই স্থানে।
এখন বসিয়া মোরা আছি যেই খানে॥
মোহিত হইল মন স্থান নিরখিয়া।
বসিলাম তরু তলে তুরঙ্গ ত্যজিয়া॥
নিকটে নির্ম্মল জল হেরি স্নিগ্ধ মন।
পানকরি তৃণোপরি করিনু শয়ন॥
নিদ্রাভঙ্গে কুরঙ্গিনী হেরি চারিপাশ।
কাঞ্চন নূপুর পায় পৃষ্ঠোপরি বাস॥
মৃগীগণ হেরি মন হইল মোহিত।
রঙ্গ ভঙ্গ করি কত তাদের সহিত॥
আচম্বিত হেরি বারি সবার নয়নে।
যুয়ায় না মনেকান্দে কিসের কারণে॥
নয়ন তুলিতে পুরী গোচর হইল।
গবাক্ষে রমণী এক অমনি ডাকিল॥
কাননে রাখিয়া অশ্ব ধীরে ধীরে যাই।
মৃগীগণ পথ রোধে যাইতে না পাই॥
আশ্চর্য্য হইয়া আমি ভাবি মনে মন।
কি লাগিয়া পথ বদ্ধ করে মৃগীগণ॥
কেন বা ক্রন্দন করে হেরিয়া আমায়।
কারণ থাকিবে কোন বলা নাহি যায়॥
পুরীর ভিতরে ক্রমে হই উপনীত।
সমাদর করে রামা মোরে যথোচিত॥
করে কর ধরি মোরে নিয়া যায় ঘরে।
বসায় আদর করি পালঙ্ক উপরে॥

শিষ্টাচারে মিষ্ট ভাষে কুরঙ্গনয়নী।
দাসগণ ফল মূল আনিল তখনি॥
বাছিয়া উত্তম ফল মোর হস্তে দিল।
উদরস্থ না হইতে রুষিয়া কহিল॥
শুনরে নির্ব্বোধ নর বচন আমার।
যে আসে এগৃহে তার নাহিক নিস্তার॥
নিজ রূপ ত্যজি ধর হরিণের রূপ।
বাক্য রোধ হবে জ্ঞান থাকিবে স্বরূপ॥
তাহার কারণ শুন অধম মানব।
সদা দুঃখ পাবি ভাবি আপন বৈভব॥
এ কথা বলিবা মাত্র সে রূপ ত্যজিয়া।
হরিণের রূপ ধরি বিরূপ ভাবিয়া॥
অমনি রেসমী বস্ত্র দিয়া পৃষ্ঠোপরি।
স্থানান্তর করে মোরে দাসগণে ধরি॥
দুই শত মৃগ যথা আছিল আটক।
রাখিল আমারে তথা খুলিয়া ফটক॥
চিন্তার্ণবে ভাসি সদা সচিন্তিত মন।
আতঙ্ক তরঙ্গ তাহে উঠে ক্ষণে ক্ষণ॥
তথাচ নিমগ্ন নীরে তবু প্রাণ জ্বলে।
ভাবি ভাবি আশা তরি মগ্ন হয় জলে
না পাই উপায় সদা কাতর অন্তর।
দিন দিন দুঃখ বাড়ে নাহয় অন্তর॥
ভাবি মনে হায় হায় রাজার নন্দনে।
কন্যায় আনিয়া এবে দেবে কোন জনে॥
পারিব না যেতে আর তাঁহার নিকটে।
দেখিতে না পাবে প্রভু পড়েছি সঙ্কটে॥
এই রূপ দিবা বিভাবরী দহে মন।
শুন পরে শশি মুখি অদ্ভুত ঘটন॥
এক দিন আচম্বিত হেরি বন্ধি স্থানে।
দ্বাদশ রূপসী দাসি দাঁড়ায় সে খানে॥
একজনা রূপে যেন সকলে জিনিল।
প্রধানা তাঁহারে তাহে মানস মানিল॥
সেই সে সুন্দরী নারী হেরি মৃগগণে।
কহিল ধাত্রীরে তার মধুর বচনে॥
বাঘিনী ভগিনী মোর মানব ঘাতিনী।
ভ্রষ্ট কর্ম্মে হৃষ্টা সদা দুষ্টা কুহকিনী॥
আমাদিগে দোঁহে বিধি দিল দুই মত।
পর দ্বেষ্টা কেহ কেহ পরহিতে রত॥
করিতে লোকের মন্দ সদা চেষ্টা তার।
শিখিল সে জাদু বিদ্যা কারণ ইহার॥
এবিদ্যা বিদিত আমি তথাপি কিঞ্চিৎ।
জনগণে মন ভ্রমে না করি বঞ্চিত॥
করিতে সুকর্ম্ম এক হয়েছে বাসনা।
নাহিক ভগিনী হেথা কি আর ভাবনা॥
যাও ধাত্রী শীঘ্র এক কুরঙ্গে ধরিয়া।
আনহ মন্দিরে মোর সত্বর হইয়া॥
ইহা বলি বিনোদিনী সহাস্য বদনে।
সেস্থান ত্যজিয়া যান আপন ভবনে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কিছু বলা নাহি যায়!
আমারে লইয়া ধাত্রী চলিল তথায়॥
আজ্ঞাদিল শশিমুখী দাসীরে ডাকিয়া।
আনহ সৈশব লতা কিঞ্চিৎ তুলিয়া॥
কামিনী আদেশে দাসী তখনি চলিল।
ত্বরা করি তথা লতা অমনি আনিল॥
লইয়া কিঞ্চিৎ লতা করিয়া মর্দ্দন।
ধরিয়া আমারে ধনী করায় ভক্ষণ॥
মন্ত্র তন্ত্র পড়ি পরে কহিল সুন্দরী।
ধরহ আপন রূপ এরূপ সম্বরি॥
তখনি মানব দেহ হইল আমার।
অমনি চরণে ধরি করি নমস্কার॥
তুষ্টা হয়ে আমার লইল পরিচয়।
পরেতে কহিল কেন হেথা মহাশয়॥
বিস্তার করিয়া কহিলাম বিবরণ।
কোন কথা তাঁরে আমি না করি গোপন
তুষ্টা হয়ে রামা দেয় নিজ পরিচয়।
কহিল গোলেঙ্গা নাম মম মহাশয়॥
অধুনা যে রাজ্যে গতি হইবে তোমার
ক্ষুদ্র এক রাজকন্যা আমি তথাকার॥

সেই সে রমণী জ্যেষ্ঠা ভগিনী আমার।
কুরঙ্গ হইয়া ছিলে কুহকে যাহার॥
বিপুল মায়ার বল নাহিক দোসর।
মনুষ্য সকল তার নামেতে কাতর॥
মেফেজা তাহার নাম অতি দুষ্ট মতি।
রুষ্টা হলে নাহি রাখে পিতার ভারতী॥
পাইলে বিমুক্তি যদি সে জানিতে পারে
আমিতো ভাগিনী তবু বধিবে আমারে
ললাটে যা লিখা আছে খণ্ডিবার নয়।
বাঁচিলে যে তুমি সেই সুখের বিষয়॥
আরো উপকার এক করিব তোমার।
তাহাতে পাইবে কন্যা রাজার কুমার॥
দুষ্কর সে কর্ম্ম অতি কহি শুন তবে।
নন্দিনীর মন পেলে কর্ম্ম সিদ্ধ হবে॥
তাঁহারে করিতে বশ ত্যজি নিজ বেশ।
সন্ন্যাসির বেশে কর সে দেশে প্রবেশ॥
কি বলিলে বিধু মুখী বিষম ব্যাপার
সন্ন্যাসির বেশ কিসে হইবে আমার॥
নারী বলে শুন যদি আমার বচন।
মানস হইবে পূর্ণ চিন্তা অকারণ॥
এত বলি ভাণ্ডারেতে চলিল সুন্দরী।
লইয়া যোগির বেশ আসে শীঘ্র করি॥
আনিল কোমর বন্দ অতি অপরূপ।
হীরার ডিবিয়া এক দেখিতে অনুপ॥
লহ এই সব দ্রব্য কহে বরাননা।
কামনা হইবে সিদ্ধ ঘুচিবে যাতনা॥
অধিক নহেক দূর কাশ্মীর নগরী।
এই সব দ্রব্য লয়ে যাও ত্বরা করি॥
নগর প্রবেশ কালে বসন ত্যজিয়া।
মর্দ্দন করিবা তৈল ডিবা হাতে নিয়া॥
তদন্তর যোগিবেশ করিয়া ধারণ।
কোমরে কোমর বন্দ করিবা বন্ধন॥
নগরের দ্বারে পরে দরশন দিবে।
দ্বারিগণ আসি তবে জিজ্ঞাসা করিবে॥
কহ পুণ্যবান ঋষি কহ কি কারণ।
কাশ্মীর রাজ্যেতে তব শুভ আগমন॥
দিবে পরিচয় "আমি দেব পুরোহিত।
কসয়া দেবের পূজা করিতে বাঞ্ছিত„॥
কসয়া মুরতি অতি বিখ্যাত ভুবনে।
পূজাকরে প্রজাগণ আনন্দিত মনে॥
বলিবে বসতি মোর অতি দূর দেশ।
দেবেরে পুজিতে দেশে করেছি প্রবেশ॥
একথা শুনিবা মাত্র চরণে ধরিয়া।
রাজার নিকটে যাবে তোমারে লইয়া॥
আহরণ নামে ঋষি দেব পুরোহিত।
তার হস্তে দিবে রাজা তোমায় নিশ্চত॥
বহু বিধ বুধ সঙ্গে রঙ্গে আহরণ।
লইয়া তোমায় যাবে মন্দির সদন॥
মন্দিরের শোভা কিবা করিব বর্ণনা।
দ্বিতীয় নাহিক আর কি দিব তুলনা॥
চতুষ্পার্শ্বে শোভে তার পরিখা সুন্দর।
বিংশ হস্ত পরিমান হইবে গহ্বর॥
পরিপূর্ণ খেয় তাহে সলিল নির্ম্মল।
অনল বিহীন সদা ফুটিতেছে জল॥
পর পার লৌহময় আছয়ে বিস্তার।
প্রদীপ্ত পাবক সম উত্তাপ তাহার॥
এই রূপ বিঘ্ন কত বিপদ অপার।
মন্দিরে প্রবেশ করে হেন সাধ্যকার॥
বাড়াইয়া তব মান কবে আহরণ।
বহু কষ্টে আসিয়াছ হেথা তপোধন॥
দেবতা বিরাজমান মন্দির মাঝারে।
এখানে বসিয়া পূজা করহ তাঁহারে॥
সাঙ্গ করি তপ জপ ত্যজি এই স্থান।
আপনার দেশে শেষে করিবা প্রস্থান॥
ইহাতে উত্তর তুমি করিবে সত্বর।
দেবতা দেখিব গিয়া মন্দির ভিতর॥
আহরণ কথা শুনি তোমারে কহিবে।
মানস করেছ যদি দেবতা দেখিবে॥

তবে এই উষ্ম বারি উত্তীর্ণ হইয়া।
মন্দিরে প্রবেশ কর অগ্নিমধ্যে দিয়া॥
ইহা শুনি জয়ধ্বনি করি ততক্ষণ।
লম্ফদিয়া ঝাঁপ দিবে সলিলে তখন॥
অষ্টাঙ্গে যে তৈল তুমি করিবে মর্দ্দন।
পাষাণ হইবে জল তাহার কারণ॥
অনল শীতল হবে তাহারি প্রভাবে।
অনায়াসে বিনা ক্লেশে মন্দিরেতে যাবে
মন্দিরে প্রবেশি দেবে দেখিতে পাইবে।
ভজনা উদয় অস্ত সেখানে করিবে॥
ভানু অস্তে পুনঃ দেখা আহরণে দিবে।
পালক সন্তান করি তোমারে পালিবে॥
পঞ্চদশ রজনীতে মোহিলে নিদ্রায়।
দিবে এই শ্বেত চূর্ণ তার নাসিকায়॥
আঘ্রাণে নিশ্চয় তার মরণ হইবে।
সেই পদে অভিষিক্ত তোমারে করিবে॥
পাইয়া এ হেন পদ হইয়া সত্বর।
দেখা দিবে গিয়া রাজকুমার গোচর॥
দুঃসহ ব্যামহ তাঁর ভালনাহি হয়।
পড়িলে এশ্লোক রোগ ঘুচিবে নিশ্চয়॥
হিন্দুস্থানে তব নাম হইবে প্রচার।
সিদ্ধ বলে যশ খ্যাতি ঘুষিবে তোমার॥
ফর্কনাজ নামে ধনী রাজার নন্দিনী।
হেরিতে তোমারে রামা হবে প্রয়াসিনী॥
আর কি অধিক আমি কহিব তোমারে।
পশ্চাৎ করিবে কর্ম্ম যুক্তি অনুসারে॥
অঙ্গীকার করি আজ্ঞা করিব পালন।
আর এক ডিবা মোরে করিল অর্পণ॥
শ্বেত চূর্ণ ছিল সেই কৌটার ভিতর।
সিদ্ধমন্ত্র লিখি ধনী দিল তার পর॥
তদন্তর এই কথা কহিল সুন্দরী।
যাও যাও হেথা হতে যাও শীঘ্র করি॥
আসিবে ভগিনী মোর হয়েছে সময়।
বিলম্বে কি ফল আর যাও মহাশয়॥

বিপদ বিষম যদি পড় তার হাতে।
দোঁহার হইবে মন্দ কি সন্দেহ তাতে॥
এতশুনি পুনরায় প্রণাম করিয়া।
কাকুতি মিনতি করি চরণে ধরিয়া॥
বাসনা বিশ্রাম করি অধিক তথায়।
কিন্তু কুহকীর ভয়ে পলাই ত্বরায়॥
কাশ্মীর নগর মুখে যাই শীঘ্র করি।
নিকট দেখিয়া দেশ বেশ পরি হরি॥
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তৈল সন্ন্যাসী সাজিয়া।
নগরের দ্বারে আমি দেখা দেই গিয়া॥
রাজপুরে লয়ে মোরে যায় দ্বারিগণ।
পুরোহিতে ডাকি রাজা করে সমর্পণ॥
উষ্মবারি হুতাশন উত্তীর্ণ হইয়া।
মন্দিরে প্রবেশি ক্লেশ কিছু না পাইয়া॥
কসয়া দেবেরে দেখি সিংহাসন স্থিত।
চন্দন কাষ্ঠের মূর্ত্তি অতি সুসজ্জিত॥
হীরার নয়ন তার মুকুট মাথায়।
কটিতে কিঙ্কিনী শোভে খচিত হীরায়॥
দিবস বঞ্চাই আমি থাকিয়া মন্দিরে।
পুরোহিত কাছে পরে যাই ধীরে ধীরে॥
আমায় পালক পুত্র করে আহরণ।
অনন্তর হস্তে মোর হইল নিধন॥
তাহার পঞ্চত্বে মোরে পুরোহিত করে।
আরোগ্য রাজার পুত্রে করি তার পরে॥
তাহাতে সুখ্যাতি অতি হইল প্রচার।
আমারে হেরিতে ইচ্ছা হইল তোমার॥
অপর যা কিছু হয় আছ সুবিদিত।
বিপরীত চিত্র হেরি হইলে মোহিত॥
ললনা এ কথা শুনি অধ মুখে রয়।
বসনে বদন ঢাকি কথা নাহি কয়॥
কিন্তু নবপ্রেম হৃদে হয়েছে সঞ্চার।
তাহে ছল প্রতিবল না করিল আর॥
ঘোমটা বারিয়া বালা মৃদুস্বরে কয়।
কহ শুনি সবিশেষ পরে যাহা হয়॥

শুনতবে শশিমুখি বৃত্তান্ত বিশেষ।
হেথা হতে গিয়া পুরে করিয়া প্রবেশ॥
ফিরিয়া ঘুরিয়া কারে নাহেরি নয়নে।
ক্রন্দনের ধ্বনি কিন্তু লাগিল শ্রবণে॥
শব্দ অনুসারে ধীরে সেই দিগে ধাই।
পালঙ্গে রমণী এক দেখিবারে পাই॥
লোহার শৃঙ্খল গলে লৌহ বেড়ি পায়।
হস্তদ্বয় চর্ম্মে বাঁধা কাঁটাবিন্ধা তায়॥
জানুতে রাখিয়া মুখ জ্বলে চিন্তানলে।
নির্ব্বাণ না হয় জ্বালা নয়নের জলে॥
ধীরে ধীরে আগু বাড়ি যাই কাছে তার
যদি আমাহতে কোন হয় উপকার॥
মস্তক তুলিতে আমি চিনিলাম তারে।
গোলেঙ্গা রমণী যিনি বাঁচান আমারে॥
এরূপ দুর্দশা তার করি দরশন।
ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইল তখন॥
একি হেরি রাজকন্যা মরি হায় হায়।
শৃঙ্খলে বন্ধন কেটা করিল তোমায়॥
রাজবালা বলে একি দেখি সর্ব্বনাশ।
কি সাহসে এলে হেথা প্রাণে নাহি ত্রাস
বাঘিনী ভগিনী ঘরে এখনি আসিবে।
হেরিলে তোমায় হেথা অমনি মারিবে॥
কিছলে জানিল তাই তোমারে বাঁচাই।
আমায় সে জন্য দিল এতেক সাজাই॥
যন্ত্রণার সীমা নাই সদা প্রাণ কাঁদে।
দুঃখী তাহে নহি পাছে তুমিপড় ফাঁদে॥
পালাও বিলম্ব হেথা কি লাগিয়া আর।
পড়িলে খলের হস্তে নাহিক নিস্তার॥
কি বলিলে চন্দ্রমুখি দুঃখে ফাটে বুক।
তোমার এদশা দেখি হবো পরাঙ্মুখ॥
এত কি অধম মোরে করিলেহে জ্ঞান।
তোমার বিপদ কালে করিব প্রস্থান॥
বধে যদি ভগ্নী তব সহস্র প্রকারে।
তবু নাহি পলাইব ছাড়িয়া তোমারে॥

কৃতান্ত একান্ত যদি মোরে লয়ে যায়।
মরিব সাক্ষাতে তব কি ভয় তাহায়॥
কেমনে বন্ধন তব করিব ছেদন।
তাহার সন্ধান কিছু কহতো এখন॥
কন্যা বলে এত যদি সাহস তোমার।
অবশ্য পাইব তবে এদায়ে নিস্তার॥
আরাম পশ্চিম ভাগে যাও শীঘ্র করি।
শয়নে আছেন ভগ্নী তথা তৃণোপরি॥
মস্তকের নিম্ন ভাগে আছে এক থলি।
যদি তা আনিতে পারো হইবে সকলি॥
শৃঙ্খলের চাবি আছে তাহার ভিতর।
নিদ্রাযোগে আনো যদি বাঁচিব সত্বর॥
নিদ্রাভঙ্গ হলে রঙ্গ দেখিবে ভগ্নীর।
দুজনে নিধন আসি করিবে অচির॥
শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে আর নাহিক উপায়।
মিলিলে মনুষ্য বৃন্দ নাহি সাধ্য তায়॥
ভাবনা কি বিধু মুখি ভয় নাহি আর।
অবশ্য ঘুচাব আমি যন্ত্রণা তোমার॥
তখনি ত্যজিয়া পুরী উদ্যানেতে যাই।
পশ্চিমাংশে কুহকিরে দেখিবারে পাই॥
নিদ্রিত আছয়ে নারী তৃণের শয্যায়।
থলিতে রাখিয়া মাথা চাবি আছে যায়॥
কিরূপে থলিয়া নিব ভাবি মনে মন।
ভাঙ্গে যদি নিদ্রা তার, বধিবে জীবন॥
ভয়েতে ব্যাকুল হয়ে অসি নিয়া হাতে।
কাটিয়া মস্তক তার ফেলিলাম তাতে॥
থলিয়া লইয়া ধাই হরষিত মন।
রমণীরে বিশেষিয়া কহি বিবরণ॥
ভাসিল আনন্দ নীরে গোলেঙ্গা রমণী।
শৃঙ্খল বন্ধন তাঁর ঘুচাই তখনি॥
সিমর্গ কহিল শুন রাজার নন্দিনী।
এরূপে করেছি নষ্ট দুষ্ট কুহকিনী॥
চল এবে যাই সবে পুরীর ভিতর।
গোলেঙ্গা করিবে তব যোগ্য সমাদর॥

প্রাণ পেয়ে হরষিত হয়েছে যেমন।
তব শুভ আগমনে সন্তুষ্টা তেমন॥
এত বলি করে কর করিয়া ধারণ।
নন্দিনীরে লয়ে যায় গোলেঞ্জা সদন॥
হেরিয়া তাহারে রামা উঠিয়া তখনি।
যুগল চরণে ধরি লোটায় ধরণী॥
রাজকন্যা তুলি তারে দিল আলিঙ্গন।
ব্যবহারে পরিতুষ্টা করে তার মন॥
বরাঙ্গনা বলে ভাই সুখের বিষয়।
সিমর্গ তোমার শত্রু করিয়াছে ক্ষয়॥
অগ্রে করেছিল ভাল তাহারি কারণ।
তোমায় বন্ধন হতে করিল মোচন॥
সহাস্য বদনে কহে গোলেঞ্জা রমণী।
প্রত্যক্ষ প্রমান এক দেখহে এখনি॥
বিপদে পড়িয়া মৃগী, ত্যজিয়া তাহায়।
থাকিতে দেহেতে প্রাণ মৃগনা পালায়॥
এই রূপ বাক্যালাপে সকলে চলিল।
ক্রমে ক্রমে পুরীমাঝে আসি প্রবেশিল॥
অতঃপর সবে তারা প্রাঙ্গনেতে গিয়া।
দেখে তিন শত মৃগ আছে সারি দিয়া॥
গোলেঞ্জা মায়ার ছেদ করে মন্ত্র বলে।
মৃগ দেহ ত্যজি হয় মনুষ্য সকলে॥
এধার শোধিতে সবে চরণে ধরিল।
মধুর বচনে ধনী সকলে তুষিল॥
আনন্দের সীমা নাহি সকলে মোহিত।
সিমর্গের কথা সবে শুনে আচম্বিত॥
ফরকসা রাজপুত্রে হেরিয়া তথায়।
চরণে ধরিয়া তাঁর ভূতলে লুটায়॥
বলে ওহে যুবরাজ একি চমৎকার।
কেমনে এখানে এলে বল কি প্রকার॥
একিহে সিমর্গ কহে রাজার নন্দন।
কুশল সম্বাদ আগে করাও শ্রবণ॥
সিমর্গ কহিল প্রভু এদাস তোমার।
আনিয়াছি কন্যা হেথা কাশ্মীর রাজার
এত বলি যুবরাজে লইয়া সঙ্গেতে।
চলিল কন্যার কাছে পরম রঙ্গেতে॥
পরস্পর দোঁহে হেরি দোঁহারে চিনিল।
স্বপনের ধন দোঁহে সম্মুখে দেখিল॥
কথোপকথনে তাঁরা যখন বসিল।
গোলেঞ্জা উদ্যান মাঝে তখন চলিল॥
কুরঙ্গিনী গণে তথা করিয়া দর্শন।
মন্ত্রের প্রভাব রামা করিল ছেদন॥
মৃগী দেহ ত্যজি সবে ধরে নিজ রূপ।
রূপেতে করিল আলো দেখিতে অনুপ॥
সবে লয়ে যায় তবে রাজবালা পাশে।
মৃদু ভাসে মৃগনেত্রা সকলে সম্ভাষে॥
সকলের পতি তথা সকলে দেখিল।
পরস্পর হেরি বড় আনন্দ বাড়িল॥
রমণী পাইয়া সবে উঠিয়া অমনি।
অশ্বশালা হতে অশ্ব আনায় অখনি॥
গোলেঞ্জায় শত শত প্রণাম করিয়া।
নিজ নিজ দেশে যায় বিদায় হইয়া॥
সকলে করিল যাত্রা এরা পঞ্চ জন।
দিন কত সেই স্থানে করিল বঞ্চন॥
গজনিনা দেশে শেষে করে সমাবেশ।
মহোৎসব মহা সুখে করিল নরেশ॥
তদন্তর দিন স্থির করিবা রাজন।
যুবরাজে সেই কন্যা করিল অর্পণ॥
সিমর্গে গোলেঞ্জা নারী করিল বরণ।
ধুম ধাম হলো কতো উদ্বাহ কারণ॥
অবশেষ বৃদ্ধরায় সিমর্গে লইয়া।
শুনিল কাহিনী সব বিশেষ করিয়া॥
রাজ পুত্র কুহকিনী হাতে যে প্রকারে।
পড়িয়া ছিলেন তাহা কহিল রাজারে॥
কিছু কাল পরে কাল রাজারে ঘেরিল
দেখিয়া অন্তিম কাল নৃপ লিখে দিল॥
যুবরাজে দিল রাজা সকল রাজত্ব।
কিছু দিন পরে তাঁর হইল পঞ্চত্ব॥

ফরকনা নিজ রাজ্যে করিল গমন।
সিমর্গে গজনিয়া দেশ করিয়া অর্পণ॥
এরূপে সিমর্গ হেথা গোলেণ্ডা সংহতি।
প্রজার পালন করে হয়ে হৃষ্ট মতি॥
এ দিগেতে যুবরাজ পারস্য প্রদেশে।
লইয়া ফরকনাজে উপনীত শেষে॥
তথায় রাজ্যের ভার তাঁহারে অর্পিলি।
আসার আশয়ে তাঁর পিতা যেন ছিল।

সমাপ্তঃ।